رِيَاضُ الصَّالِحِين

রিয়াদুস সালেহীন

প্রথম খণ্ড

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়া আন-নববী (র)

ইমাম মুহিউদ্দীন ইয়াহইয়াহ আন-নববী (রহ)

রিয়াদুস সালেহীন

[প্রথম খণ্ড]

অনুবাদে

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

মাওলানা শামছুল আলম খান

সম্পাদনায়

মাওলানা আবদুল মান্নান তালিব

মাওলানা মোঃ আতিকুর রহমান

মাওলানা মুহাম্মদ মূসা

বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার

ঢাকা

প্রকাশক
ড. মোহাম্মদ শফিউল আলম ভূঁইয়া
পরিচালক
বাংলাদেশ ইসলামিক সেন্টার
২৩০ নিউ এলিফ্যান্ট রোড, ঢাকা-১২০৫
ফোন : ৫৮৬১২৪৯১, Fax : ০২-৯৬৬০৬৪৭
সেল্‌স এন্ড সার্কুলেশান :
কাঁটাবন মসজিদ ক্যাম্পাস ঢাকা-১০০০
ফোন : ৫৮৬১২৪৯২, ০১৭৩২৯৫৩৬৭০
Web : www.bicdhaka.com ই-মেইল : info@bicdhaka.com

ISBN : 984-31-0855-8 set

প্রথম প্রকাশ : জুন ১৯৮৫

২৮ তম প্রকাশ : রবিউল আউয়াল ১৪৩৭
অগ্রহায়ণ ১৪২২
ডিসেম্বর ২০১৫

মুদ্রণে
আল ফালাহ্‌ প্রিন্টিং প্রেস
মগবাজার, ঢাকা-১২১৭

বিনিময় মূল্য : দুইশত টাকা

Riyadus Saleheen (Vol. I) Published by Dr. Mohammad Shafiul Alam Bhuiyan Director Bangladesh Islamic Centre 230 New Elephant Road Dhaka-1205 Sales and Circulation Katabon Masjid Campus Dhaka-1000 1st Edition June 1985, 28th Edition December 2015, Price Taka 200.00 only.

প্রসঙ্গ কথা

প্রায় সাড়ে চৌদ্দ শত বছর পরেও আল কুরআন সম্পূর্ণ অপরিবর্তিত ও অবিকৃত অবস্থায় আমাদের সামনে রয়ে গেছে। ঠিক তেমনি হাদীসের ব্যাপারেও পরিপূর্ণ জোরের সাথে এ কথা বলা যায়। হাদীস বিকৃত করার বহুতর অপচেষ্টা চালানো হয়েছে। কিন্তু উম্মাতে মুহাম্মাদী অসাধারণ পরিশ্রম, আন্তরিকতা, নিষ্ঠা ও ত্যাগের বিনিময়ে সত্য, নির্ভুল ও যথার্থ হাদীসগুলোকে বাছাই করে সংরক্ষিত রাখতে সক্ষম হয়েছে। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত ছাড়া অন্য কোনো নবীর উম্মাত তাদের নবীর সমগ্র জীবন প্রণালী, বাণী, কার্যক্রম, কর্মতৎপরতা এবং তাঁর প্রতি মুহূর্তের চলাফেরা, প্রতিটি পদক্ষেপ ও সিদ্ধান্ত এমন নিষ্ঠা সহকারে নির্ভুলভাবে সংরক্ষণ করার চেষ্টা করেনি। রাসূলে পাক (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবনকাল থেকে হাদীস লেখা হতে থাকে। তাঁর তিরোধানের দুই-তিন শত বছরের মধ্যেই সমস্ত হাদীস যাচাই হয়ে নির্ভুলভাবে লিপিবদ্ধ হয়ে আসে। প্রথম দিকে তাবিঈ ও তাবে-তাবিঈগণ বিভিন্ন বিষয় ভিত্তিতে পৃথক পৃথক গ্রন্থাকারে হাদীস লিপিবদ্ধ করতে থাকেন। এগুলোকে জামে ও সুনান বলা হয়। এভাবে অনেকগুলো মৌলিক হাদীসগ্রন্থ রচিত হয়। এরপর একদল মুহাদ্দিস এগিয়ে আসেন। তাঁরা কেউ সাহাবীদের নাম অনুসারে হাদীসগুলোকে সাজান এবং এক একজন সাহাবী বর্ণিত হাদীসগুলোকে এক এক অধ্যায়ে স্থান দেন। আবার কেউ নিজের উস্তাদ অর্থাৎ সর্বশেষ রাবীর নাম অনুসারে হাদীসগুলো সাজান। আবার একদল মুহাদ্দিস এক এক বিষয়ের হাদীসগুলো এক একটি বিভাগে লিপিবদ্ধ করেন। এগুলোকে বলা হয় যথাক্রমে মুসনাদ, মু'জাম ও রিসালাহ। এগুলো সবই হাদীসের মৌলিক গ্রন্থ। অতঃপর একদল মুহাদ্দিস বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে বিষয় ভিত্তিক হাদীস সংকলন করার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। এই সংকলনগুলির মধ্যে ইমাম নববীর রিয়াদুস সালেহীন অনন্য সাধারণ মর্যাদার অধিকারী।

রিয়াদুস সালেহীনের বৈশিষ্ট্য

ইমাম নববী (র) তাঁর দীর্ঘদিনের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের মাধ্যমে এ গ্রন্থটি প্রণয়ন করেন। সিহাহ সিত্তাহ্সহ আরো কয়েকটি প্রথম পর্যায়ের নির্ভরযোগ্য হাদীস গ্রন্থ থেকে তিনি এই হাদীসগুলো আহরণ করেছেন। রিয়াদুস সালেহীনে কোনো প্রকার 'যঈফ' হাদীসের স্থান নেই। এক একটি বিষয়ের হাদীসের জন্য এক একটি অনুচ্ছেদের শুরুতে প্রথমে উল্লেখিত বিষয় সম্পর্কিত আল কুরআনের বিভিন্ন আয়াত সংযুক্ত করা হয়েছে, তারপর উদ্ধৃত হয়েছে সেই বিষয় সম্পর্কিত প্রামাণ্য হাদীসগুলো। হাদীসের শেষে হাদীসের নির্ভরযোগ্যতা কোন পর্যায়ের তা বর্ণনা করা হয়েছে এবং এই সংগে হাদীসের কিছুটা ব্যাখ্যাও সংযুক্ত করা হয়েছে।

আমাদের জীবনের দৈনন্দিন বিষয়গুলো সম্পর্কিত চমকপ্রদ হাদীসগুলো এমন যাদুকরী পদ্ধতিতে এখানে সংযোজিত হয়েছে যার ফলে সেগুলো অধ্যয়ন করার সাথে সাথেই মনোযোগী পাঠকের মনের গভীরতম প্রদেশে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করে এবং কোনো আগ্রহী পাঠক তার প্রভাব গ্রহণ না করে থাকতে পারেনা।

অধ্যায়ের শুরুতে আল কুরআনের আয়াত এবং তারপর বিষয় সংশ্লিষ্ট হাদীসের বর্ণনা থেকে বুঝা যায় যে, আল কুরআনের সাথে হাদীসের সম্পর্ক কত গভীর। হাদীস যে আল কুরআনেরই ব্যাখ্যা এ কথা সুস্পষ্টভাবে এখানে প্রমাণিত হয়। হাদীসের সাহায্য ছাড়া আল কুরআনের সঠিক অর্থ অনুধাবন করা

সম্ভব নয় এবং আল কুরআনের মৌল বিধানসমূহের প্রায়োগিক পদ্ধতি হাদীসেই বিধৃত হয়েছে। আল কুরআনের আয়াতের পরপরই হাদীসগুলোকে সাজাবার মাধ্যমে লেখক এ বিষয়টি পরিষ্কারভাবে তুলে ধরেছেন। এটি এ কিতাবের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

এ গ্রন্থে ইমাম নববী (র) আল কুরআনের ৪২৩টি আয়াত এবং ১৯০৩টি হাদীস সংযোজিত করেছেন। বিষয়বস্তু বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তিনি বৈশিষ্ট্যের স্বাক্ষাত রেখেছেন। এমন সব বিষয়বস্তু সম্বলিত হাদীস এখানে সংযোজিত করেছেন, যার সাহায্যে একজন সাধারণ শিক্ষিত ও কম শিক্ষিত পাঠক থেকে শুরু করে উচ্চ শিক্ষিত ব্যক্তি পর্যন্ত সবাই এ থেকে সমভাবে লাভবান হতে পারেন। কারণ এখানে তিনি নৈতিক চরিত্র গঠন থেকে শুরু করে মুসলিম ও মুমিন জীবনের বহির্কাঠামোর যাবতীয় দিক, তার সমস্ত আমল-কার্যাবলীর সঠিক দিক নির্ণয় ও সুষ্ঠু সম্পাদন এবং তার অন্তরের পবিত্রতা বিধান ও মানসিক পরিশুদ্ধ বিষয়গুলির সমাবেশ ঘটিয়েছেন। এ কিতাবটি একজন মানুষের মানবিক বৃত্তিগুলির লালন ও পরিচর্যা করে এ কিতাব অধ্যয়ন করার পর একজন পাঠক তা সহজেই অনুধাবন করতে পারবেন। নিয়ত সম্পর্কিত হাদীসে জিবরীলে যে বিষয়ের প্রতি সূক্ষ্ম ইংগিত করা হয়েছে, একজন মুমিনের সমস্ত ইবাদত- বন্দেগী ও আল্লাহ্র সাথে পুংখানুপুংখু উপস্থাপনা এ হাদীস সংকলনটির অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য। যেমন ঃ মুরাকাবা, মুজাহাদা, মুহাসাবা, তাওবা, তাওয়াক্কুল, ইখলাস, সিদ্‌ক, পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার, নিকটাত্মীয়ের সাথে সুসম্পর্ক, তাকওয়া, আল্লাহ সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণা, ঈমানের ব্যাপারে আশা-আকাংখা ইত্যাদি বিষয়গুলো স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদের মাধ্যমে সুস্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছে। তাই বিজ্ঞ আলিমগণের মতে ইমাম নববীর শ্রেষ্ঠ গ্রন্থগুলির মধ্যে সহীহ মুসলিমের ব্যাখ্যা গ্রন্থটির পর রিয়াদুস সালেহীনের স্থান।

হাদীসের কতিপয় পরিভাষা ও হাদীসের প্রকারভেদ

হাদীসের বিষয়বস্তু হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুখ নিঃসৃত কথা অথবা তাঁর সম্পর্কে কোনো সাহাবীর কথা, রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর কাজ, যে কাজ তিনি নিজে করেছেন অথবা কোনো সাহাবী করেছেন এবং তিনি সমর্থন বা অসমর্থন করেছেন; রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)- এর কোনো অনুভূতি, অভ্যাস বা আকাঙ্ক্ষার অভিব্যক্তি। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে এই সমস্ত কিছু বর্ণনার মূল দায়িত্ব সাহাবায়ের কেরামের। সাহাবীগণ রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কিত কোন বিষয় লুকিয়ে রাখেননি। যেহেতু আল কুরআনে বলা হয়েছে ঃ

مَا اٰتٰكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهٰكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا-

"রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দিয়েছে তা গ্রহণ কর এবং যা কিছু থেকে তোমাদেরকে নিষেধ করেছে তা থেকে দূরে থাক"। এ বিধানের উপর সাহাবীগণ পুরোপুরি আমল করেছেন। তাঁরা যেমন তাঁর সাথে সম্পর্কিত প্রতিটি বিষয় গুরুত্ব সহকারে জানার, বুঝার ও আয়ত্ত করার ব্যবস্থা করেন, তেমনি গুরুত্ব ও যত্ন সহকারে সেগুলো ভবিষ্যত বংশধরদের কাছে হস্তান্তরিত করারও দায়িত্ব নেন। এ ব্যাপারে তাঁরা একটুও গড়িমসি, বাড়াবাড়ি, গাফলতি বা কল্পনার আশ্রয় নেননি। কারণ তাঁরা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর এ বাণীটি সম্পর্কে পুরোপুরি ওয়াকিফহাল ছিলেন যাতে বলা হয়েছে ঃ "যে ব্যক্তি সজ্ঞানে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামে তার আবাস ঠিক করে নেয়।" (সহীহ মুসলিম)

যে জিনিসটি তারা যে ভাবে জেনেছেন বা শুনেছেন সেটি ঠিক হুবহু সেভাবেই বর্ণনা করেন। হাদীসের ব্যাপারে এ ধরনের সত্য কথনকে হাদীসের পরিভাষায় বলা হয় 'আদালত'। মুহাদ্দিসগণ এ ব্যাপারে একমত যে, হাদীস বর্ণনার ক্ষেত্রে সাহাবীগণ কোন প্রকার মিথ্যার আশ্রয় নেননি। তাই তাঁদের সর্বস্বীকৃত মত হচ্ছে ঃ اَلصَّحَابَةُ كُلُّهُمْ عُدُوْلٌ "সকল সাহাবীই আদিল" অর্থাৎ সত্যবাদী। সাহাবীদের পরে হাদীস বর্ণনা ও সংরক্ষণের দায়িত্ব নেন তাবিঈগণ (সাহাবীদরে অনুসারীগণ) এবং তাঁদের পরে তাবে-তাবিঈগণ (তাবিঈগণের অনুগামীগণ)। এভাবে এ সিলসিলাটি নিচের দিকে চলে এসেছে। সাহাবীদের পরবর্তী পর্যায়ে 'আদিল' ও 'আদালত' শব্দটি যখন কোন রাবী বা বর্ণনাকারীর সাথে লাগানো হয়েছে তখন তার মধ্যে পাঁচটি গুণ অবশ্যি পাওয়া গেছে। এ গুণগুলো হচ্ছে ঃ এক. রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস সম্পর্কে তিনি কখনো মিথ্যা বলেন নি। দুই. দুনিয়ার জীবনে সাধারণ কাজ-কারবারেও তিনি কখনো মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হন নি। তিন. তিনি এমন কোন অজ্ঞাতনামা ব্যক্তি নন, যার জীবন সম্পর্কে কিছু জানা যায়নি, যার ভিত্তিতে তাঁর জীবন ধারা পর্যালোচনা করা সম্ভব। চার. ব্যক্তিগত ও সমাজ জীবনে তিনি ফাসিক নন। অর্থাৎ তিনি এমন ব্যক্তি যিনি মুসলিম এবং নিজের জীবনে ইসলামের অনুশাসনসমূহ তথা ফরয ও সুন্নাহ্র অনুসারী। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী কোন প্রকার আকীদা অথবা কুরআন, সুন্নাহ ও সাহাবীদের জীবনে নেই, ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রে এমন কোন 'বিদআত' তথা নতুন কথা ও কাজ উদ্ভাবন করে বা উদ্ভাবিত কথা ও কাজকে তিনি দীনের অংশ হিসেবে মেনে চলেন না।

বর্ণনাকারীদের মধ্যে আদালতের গুণের সাথে সাথে আর একটি গুণকে মুহাদ্দিসগণ অপরিহার্য গণ্য করেছেন, সেটি হচ্ছে ঃ 'যব্ত'। স্মৃতির ধারণক্ষমতাকেই যব্ত বলা হয়। অর্থাৎ বর্ণনাকারীর স্মৃতিশক্তি এমন পর্যায়ের হতে হবে যাতে তিনি কোন শ্রুত বা লিখিত বিষয় যে কোন সময় হুবহু ও সঠিকভাবে স্মরণ করতে সক্ষম হন এবং তাঁর স্মৃতি থেকে তার কোন অংশ উধাও না হয়ে যায়। এই ধরণের স্মৃতিশক্তির অধিকারী রাবীকে বলা হয় যাবিত। যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যব্ত গুণাবলী পূর্ণ মাত্রায় বিরাজমান থাকে তাকে বলা হয় 'সিকাহ' রাবী। হাদীস বর্ণনাকারীদের বলা হয় 'রাবী' এবং এই রাবীদের সিলসিলা অর্থাৎ সাহাবী এবং সাহাবী থেকে তাবিঈ, তাবিঈ থেকে তাবি-তাবিঈ, তারপর তাবে-তাবিঈদের থেকে তৎপরবর্তী বর্ণনাকারী- এই সমগ্র সিলসিলাটিকে (Chain) বলা হয় সনদ।

মুহাদ্দিসগণ হাদীসকে কয়েকটি শ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন। এই সমস্ত বিভক্তি হয়েছে হাদীসের সনদ ও রাবীর ভিত্তিতে। যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে এবং সেটি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর হাদীস হিসেবে গৃহীত হয়েছে তাকে বলা হয় 'মারফূ' হাদীস। যে হাদীসের সনদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর্যন্ত পৌছেনি, বরং কোন সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে এবং সেটি সাহাবীর হাদীস হিসেবে স্বীকৃত হয়েছে, তাকে 'মওকূফ' হাদীস বলা হয়। এর অন্য নাম হচ্ছে- আসার। বলাবহুল্য দীন ও শরীয়াতের মৌলিক বিষয়ে কোন সাহাবী নিজের পক্ষ থেকে কিছু বলতে পারেন না, অবশ্যি তিনি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে শুনেছেন কিন্তু যে কোন সংগত কারণে তা রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া

সাল্লাম)- এর সাথে সম্পর্কিত করেননি। এজন্য মওকূফ হাদীসকেও সহীহ্র মধ্যে গণ্য করা হয়। যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছে শেষ হয়ে গেছে এবং সেটি তাবিঈর হাদীস হিসেবে গৃহীত হয়েছে, তাকে বলা হয় 'মাক্তু' হাদীস । মাক্তু গ্রহণ যোগ্য নয়।

যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি এবং প্রত্যেকের নাম যথাস্থানে উল্লেখিত হয়েছে তাকে বলা হয় 'মুত্তাসিল' হাদীস। আর যে হাদীসের সনদের মধ্যে কোন স্তরে কোন রাবীর নাম অনুল্লেখ থাকে তাকে বলা হয় 'মুনকাতে' হাদীস। মুনকাতে হাদীস আবার দুই প্রকারঃ 'মুরসাল' ও 'মুআল্লাক'। যে হাদীসের সনদের শেষের দিকের রাবী অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়ে এবং তাবিঈ সারাসরি রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম) থেকে হাদীস বর্ণনা করেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়। ইমাম আবু হানীফা (র) ও ইমাম মালিক (র) মুরসাল হাদীস নিঃসংশয়ে গ্রহণ করেছেন। ইমাম আহমদ ইবনে হাম্বল (র)-ও রায় এর মুকাবিলায় মুরসাল হাদীস গ্রহণ করেছেন এবং এর ভিত্তিতে ফতোয়া দিয়েছেন। যে হাদীসের সনদে সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়ে তাকে বলা হয় 'মুআল্লাক' হাদীস। মুআল্লাক হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

যে মুত্তসিল হাদীসের সনদের প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ 'আদালত' ও 'যব্‌ত' গুণের অদিকারী এবং যা বর্ণনার সকল প্রকার দোষ- ক্রটিমুক্ত তাকে বলা হয় 'সাহীহ' হাদীস। যে হাদীসের রাবীর 'যব্‌ত' গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে বলা হয় 'হাসান' হাদীস। ফকীহগণ সাধারণত আইন প্রণয়নের ক্ষেত্রে এই সাহীহ ও হাসান হাদীসের উপরই নির্ভর করে থাকেন।

যে হাদীরেস রাবী হাসান হাদীসের গুণসম্পন্ন নন অর্থাৎ যার মধ্যে 'যব্‌ত' গুণের অভাব রয়েছে তাকে বলা হয় 'যঈফ ' হাদীস। যঈফ হাদীসের দুর্বলতা রাবীর দুর্বলতার ফল। অন্যথায় 'মতন' (মূল পাঠ)- এর কারণে তার মধ্যে কোন দুর্বলতা আসতে পারে না। যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নামে ইচ্ছা করে মিথ্যা বলেছে বা রচনা করেছে বলে স্বীকৃত হয়েছে তার বর্ণিত হাদীসকে বলা হয় 'মওযূ' হাদীস। এ ধরনের হাদীস কোনক্রমেই গ্রহনযোগ্য নয়।

যে সাহীহ হাদীসটি প্রত্যেক যুগে এত বিপুল সংখ্যক রাবী রিওয়ায়াত করেছেন, যাদের পক্ষে একই সময় একই স্থানে সমবেত হয়ে কোন মিথ্যা রচনা করা অসম্ভব, তাকে বলা হয় 'মুতাওয়াতির হাদীস। মুতাওয়াতির হাদীসের সাহায্যে ইলমে ইয়াকীন (পূর্ণ প্রত্যয়সূচক জ্ঞান) লাভ করা যায়, যার মধ্যে সংশয় ও সন্দেহের লেশমাত্রও থাকে না। যে সাহীহ হাদীসটি প্রতি যুগে অন্তত তিনজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন তাকে বলা হয় 'মশহূর' হাদীস। যে সহীহ হাদীসকে প্রতি যুগে অন্তত দু'জন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন তাকে বলা হয় 'আযীয' হাদীস। আর যে সহীহ হাদীসটি কোন যুগে মাত্র একজন রাবী রিওয়ায়াত করেছেন তাকে বলা হয় 'গরীব' হাদীস। এই শেষোক্ত তিন প্রকারের হাদীসকে একসাথে 'খবরে ওয়াহিদ' বলা হয়। খবরে ওয়াহিদের কোন পর্যায়ে বা স্তরে রাবীর সংখ্যা কম হবার কারণে তা মুতাওয়াতিরের সমপর্যায়ের ইলমে ইয়াকীন লাভে সাহায্য করে না। কিন্তু তাই বলে তার রাবীর মধ্যে 'যব্‌ত' গুণের কোন অভাব নেই। ফলে তা 'যাঈফ' হাদীসের পর্যায়ভুক্ত নয়। আব্বার কোন কোন ক্ষেত্রে একই হাদীসকে হাসান- সহীহও বলা হয়। এর কারণ কয়েকটি হতে পারে ঃ এক. অনেকের মতে এটা কেবলমাত্র ইমাম তিরমিযীর নিজস্ব একটি পরিভাষা। দুই. হাদীসটি দুই সনদে বর্ণিত হয়েছে। এর একটি সনদ সহীহ এবং অন্যটি হাসান। তিন. হাদীসটি এখানে শাব্দিক অর্থে হাসান এবং পারিভাষিক অর্থে সহীহ। চার. হাদীসটি উচ্চতর গুণগত দিক দিয়ে (অর্থাৎ স্মৃতি

ও সংরক্ষণ ক্ষমতা এবং প্রত্যয় গুণ) সহীহ এবং নিম্নতম গুণের (অর্থাৎ সত্যতার) দিক দিয়ে হাসান। পাঁচ. হাদীসটির মধ্যে সহীহ্ ও হাসান গুণ সমপর্যায়ভূক্ত । ছয়. হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে হাসান এবং বিষয়বস্তুর দিক দিয়ে সহীহ্। সাত. হাদীসটি হাসান লিযাতিহী এবং সহীহ লিগাইরিহী। অর্থাৎ হাদীসটি নিজের সত্তার সাথে সংশ্লিষ্ট গুণাবলীর কারণে হাসান এবং সত্তার বাইরের প্রভাবে সহীহ। যেমন ধরুন, হাদাসটি বিভিন্ন সনদে বর্ণিত হয়েছে কিন্তু কোনটিই পূর্ণতার পর্যায়ভূক্ত না হবার কারণে তা হাসানের অন্তর্ভূক্ত আবার অসংখ্য সনদের কারণে তার মধ্যে বাইরে থেকে সহীহ্র গুণ সৃষ্টি হয়ে গেছে।

ইমাম নববী (র)-এর জীবন বৃত্তান্ত

ইমাম নববীর পুরো নাম ও বংশানুক্রম হচ্ছে ঃ মুহীউদ্দীন আবু যাকারিয়া ইয়াহ্ইয়া ইবনে শারাফ ইবনে মারী ইবনে হাসান ইবনে হুসাইন ইবনে মুহম্মাদ ইবনে জামাই ইবনে হিযাম আন্- নববী। তাঁর মূল নাম হচ্ছে ঃ ইয়াহ্ইয়া, ডাকনাম আবু যাকারিয়া এবং উপাধি মুহিউদ্দীন।

হিজরী ৬৩১ সনের মুহাররাম মাসে দামিশকের সন্নিকটে নবী নামক জনপদে তাঁর জন্ম। শৈশবকাল তাঁর নিজের পল্লীতে অতিবাহিত করেন। তাঁর লেখা-পড়ার শুরুও এখানেই হয়। আরবী বর্ণমালা শিক্ষা, আল কুরআন তিলাওয়াত ও হিফযুল কুরআনের মধ্য দিয়ে তিনি তাঁর শিক্ষা জীবনের উদ্বোধন করেন। শৈশব ও কৈশোরে খেলাধূলার প্রতি তাঁর কোন মনোযোগই ছিল না। সমবয়সী ছেলেরা তাঁকে খেলার জন্য আহবান করলে তিনি তাদের সাথে যেতেন না এবং তারা এজন্য পীড়াপীড়ি করলে তিনি কেঁদে ফেলতেন। যৌবনের প্রারম্ভে পিতা তাঁকে নিজের সাথে ব্যবসায়ে লাগাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। পিতা অনুভব করেন পুত্র যাকারিয়ার মধ্যে জ্ঞানার্জনের ব্যাকুলতা। পুত্রের উন্নত মানসিক বৃত্তি ও অসাধারণ ধীশক্তি তাঁকে অনুপ্রাণিত করে। তিনি পুত্রের উচ্চশিক্ষার উদ্দেশ্যে তাকে নিয়ে তৎকালী জ্ঞান-বিজ্ঞানের কেন্দ্র দামিশকে চলে আসেন। এখানে ইমাম নববী প্রসিদ্ধ উস্তাদ কামাল ইবনে আহমাদের কাছে শিক্ষা লাভ করতে থাকেন।

এ সম্পর্কে ইমাম নববী (র) নিজেই লিখেছেনঃ "আমার বয়স যখন ১৯ বছর তখন আব্বাজান আমাকে দামিশকে নিয়ে গেলেন। সেখানে পৌঁছে আমি রওয়াহা মাদ্রাসায় ভর্তি হলাম। দুই বছর এখানেই অবস্থান করলাম। খাবার-দাবারের ব্যবস্থা ছিল মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষের দায়িত্বে"। জ্ঞানানুশীলনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ উস্তাদদেরকেও তাঁর প্রতি আকৃষ্ট করে। ৬৫০ হিজরীতে তিনি পিতার সাথে হজ্জে যান এবং দেড় মাস মদীনা মুনাওয়ারায় অবস্থান করেন। আতাউদ্দীন ইবনে আতা বর্ণনা করেন, শায়খ নববী তাঁকে বলেছেন যে, তিনি নিজের উস্তাদের কাছে প্রতিদিন ১২টি বিষয় পড়তেন। তার মধ্যে প্রধান বিষয়গুলো ছিল ঃ আল-জাম্উ বাইনাস সহীহাইন, সহীহ মুসলিম, নাহু, সরফ, মানতিক, উসূলে ফিক্হ ও আসমাউর রিজাল। স্মরণশক্তিও তাঁর ছিল অসাধারণ। ফলে কোন বিষয় একবার পড়লে তা তাঁর স্মৃতিপটে অক্ষয় হয়ে থাকত। হাদীস ও ফিকহের জ্ঞানানুশীলনের মধ্যে তিনি আত্মার তৃপ্তি অনুভব করতেন। তিনি নিজের যুগের শ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিসদের থেকে হাদীসের জ্ঞান লাভ করেন এবং একই সাথে ফিক্হ উসূলে ফিক্হ ও মানতিকেও পারদর্শিতা অর্জন করেন।

ইবাম নববী বহুসংখ্যক উস্তাদের কাছে শিক্ষা গ্রহণ করেন। তাঁর কয়েকজন শ্রেষ্ঠ উস্তাদের নাম দেয়া হল ঃ ১. আবু ইবরাহীম ইসহাক ইবনে আমহদ আল-মাগরিবী; ২. আবু মুহাম্মদ আবদুর রহমান ইবনে নূহ আল-মাকদিসী; ৩. আবু হাফ্স উমার ইবনে আসআদুর রিবঈ; ৪. আবুল হাসান

আরশিলী; ৫. আবু ইসহাক ইবরাহীম মুরাদী; ৬. আবুল বাকা খালিদ ইবনে ইউসুফ নাবিসী; ৭. দিয়া ইবনে তাম্মাম হানাফী; ৮. আবুল আব্বাস আহমাদ মিসরী; ৯. আবু আবদিল্লাহ্ জিয়ানী; ১০. আবুল ফাত্‌হ উমার ইবনে বুন্‌দার; ১১. আবু ইসহাক ওয়াসিতী; ১২. আবুল আব্বাস মাকদিসী; ১৩. আবু মুহম্মাদ তানূখী; ১৪. আবু আবদির রহমান আনবারী; ১৫. আবুল ফারাজ মাকদিসী ও ১৬. আবু মুহম্মদ আনসারী ।

৬৭৬ হিজরীতে বাইতুল মাকদিস সফরশেষে নিজ গ্রামে ফিরে এসেই তিনি অসুস্থ হয়ে পড়েন। এ অবস্থায় ১৪ রজব বুধবার রাতে ইন্তকাল করেন। ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন।

ইমাম নববী (র) তাঁর ৪৫ বছরের জীবনকালে অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ প্রণয়ন করেছেন। এর মধ্যে কয়েকটির নাম ঃ ১. সহীহ্ বুখারীর শারহে কিতাবুল ঈমান অর্থাৎ সহীহ্ বুখারীর কিতাবুল ঈমান অধ্যায়ের ব্যাখ্যা গ্রন্থ। ২. আল-মিনহাজ ফী শারহে মুসলিম ইবনিল হাজ্জাজ অর্থাৎ মুসলিম শরীফের ব্যাখ্যা। এ গ্রন্থটি সম্পর্কে ইমাম নববী নিজেই বলেছেন ঃ 'যদি বই দীর্ঘায়িত করার ফলে আমার শক্তি হ্রাস ও পাঠকবৃন্দের সংখ্যাল্পতা দেখা দেবার আশংকা না থাকত তাহলে এ বইটি আমি একশো খণ্ডে শেষ করতাম। সবদিক বিবেচনা করে একে আমি মাঝামাঝি আকারেই রেখেছি। বর্তমানে আরবীতে গ্রন্থটি দুই খণ্ডে ছাপা হয়। ৩. রিয়াদুস সালেহীন। ৪. কিতাবুর রওদাহ। এটি শারহে কবীর রাফিঈ গ্রন্থের সংক্ষিপ্ত রূপ। ৫. শারহে মুহায্‌যাব। ৬. তাহযীবুল আসমা ওয়াস সিফাত। ৭. কিতাবুল আযকার। ৮. ইরশাদ ফী উলূমিল হাদীস। ৯. কিতাবুল মুবহামত। ১০. শারহে সহীহ্ বুখারী অর্থাৎ সহীহ বুখারীর ব্যাখ্যা। ১১. শারহে সুনানে আবী দাউদ অর্থাৎ আবু দাউদের ব্যাখ্যা। ১২. তাবাকাতে ফুকাহায়ে শাফিঈয়া। ১৩. রিসালাহ্ ফী কিসমাতিল গানাইম। ১৪. ফাতাওয়া। ১৫. জামিউস সুন্নাহ। ১৬. খুলাসাতুল আহকাম। ১৭. মানাকিবুশ শাফিঈ। ১৮. বুস্তানুল আরিফীন। ১৯. মুখতাসার উসুদুল গাবাহ। ২০. রিসালাতু ইসতিহ্‌বাবিল কিয়াম লি আহলিল ফাদ্‌ল।

ইমাম নববী রহমাতুল্লাহি আলাইহি কেবল একজন আলিম ও মুহাদ্দিস হিসেবেই খ্যাত ছিলেন না, তাঁর উন্নত চরিত্র, তাকওয়া ও আনড়ম্বর জীবন যাপন সমকালীন ইসলামী সমাজে আদর্শ হিসাবে গৃহীত হয়েছিল। রাসূল (সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম)-এর জীবন-যাপন প্রণালীকে আদর্শ হিসেবে গ্রহণ করে তিনি অত্যন্ত সাদামাটা আহার করতেন এবং মোটা কাপড় পরতেন। শিক্ষিত-অশিক্ষিত, আমীর-গরীব সবাই তাকে সম্মান করতেন। কিন্তু দুনিয়ায় এত সম্মান লাভ করার পরও তিনি কখনো অর্থ, সম্মান, পদ ও ক্ষমতার পেছনে ছোটেননি। সারাজীবন তিনি কখনো সরকারী অর্থ ও সহায়তা গ্রহণ করেননি। কারো থেকে কোন দান গ্রহণ করেননি। সারা দিন কেবল ইসলামের প্রচার ও প্রসারে ব্যয় করতেন অথবা ইবাদাত-বন্দেগী করতেন। সারা দিন-রাতের মধ্যে মাত্র একবার খেতেন, তখনি পানি খেতেন। তার ছাত্রসংখ্যা ছিল অসংখ্য। ইমামের ছাত্রদের মধ্যে অনেকেই পরবর্তী কালে খ্যাতি অর্জন করেন।

আবদুল মান্নান তালিব

প্রারম্ভিক কথা

ইমাম নববী (র)

আল্লাহ্ তাআলার জন্য যাবতীয় প্রশংসা। তিনি এক ও অদ্বিতীয়, মহান পরাক্রমশালী ও অপরাধ মার্জনাকারী। তিনি রাত ও দিনের আবর্তনকারী। চিন্তাশীল ও দূরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক যেন তা থেকে উপদেশ গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকুলের মধ্যে যাকে চান জাগ্রত করেন, উদ্যোগী বানিয়ে দেন। তিনি তাকে গভীর চিন্তা ও ধ্যানে মশগুল করেন, তাকে নসীহত গ্রহণ করার যোগ্যতা দান করেন, আনুগত্যের উপর অটল রাখেন এবং আখিরাতের জন্য প্রস্তুতির সৌভাগ্য দান করেন। তিনি তাকে গযব ও জাহান্নামের পথ থেকে দূরে রাখেন এবং যে কোন অবস্থায় সত্য-ন্যায়ের পথে অবিচল থাকার যোগ্যতা দান করেন।

আমি তাঁর সমস্ত গুণাবলীর পূর্ণ অর্থবোধক ও পবিত্রতম শব্দ দ্বারা ব্যাপকভাবে প্রশংসা করছি। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। আমাদের একমাত্র শ্রেষ্ঠ নেতা মুহাম্মাদ (সা) আল্লাহ্র রাসূল, বন্ধু ও দাস। তিনি মানবজাতিকে সঠিক পথ দেখিয়ে আল্লাহ্র দেয়া জীবন ব্যবস্থা কায়েম করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাঁর প্রতি অপরাপর নবীগণের প্রতি এবং সমস্ত সাহাবী ও সালেহীনের প্রতি আমার আন্তরিক সালাম।

মানুষ সৃষ্টির উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য লাভের সঠিক পন্থা

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلاَّ لِيَعْبُدُوْنِ- مَا اُرِيْدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَّمَا اُرِيْدُ اَنْ يُّطْعِمُوْنِ-

"আমি মানুষ ও জিন জাতিকে শুধু আমার ইবাদাত করার জন্য সৃষ্টি করেছি। আমি তাদের নিকট কোন রিয্ক চাই না এবং কোন কিছু খেতেও চাই না।" (সূরা আয্ যারিয়াত ঃ ৫৬-৫৭)

এ আয়াত থেকে প্রমাণিত হয় যে, জিন ও মানুষকে শুধু আল্লাহ্র ইবাদাতের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। কাজেই সৃষ্টির এই উদ্দেশ্যের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা মানুষ ও জিন জাতির অপরিহার্য কর্তব্য। দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও ভোগবিলাসের পেছনে ছুটে চলা তাদের উচিত নয়। কারণ এ দুনিয়া অস্থায়ী। এটা চিরকাল থাকবার জায়গা নয়। এখান থেকে প্রত্যেককে চলে যেতে হবে। অতএব যারা নিজেদের জীবন আল্লাহ্র ইবাদাতে ও আনুগত্যে কাটিয়ে দেন তাঁরাই সতর্ক, যাঁরা সততা ও তাকওয়া অবলম্বন করেন তাঁরাই বুদ্ধিমান। দুনিয়ার অস্থায়িত্বের চিত্র আল কুরআনে এভাবে অংকিত করা হয়েছে।

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

اِنَّمَا مَثَلُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا كَمَاءٍ اَنْزَلْنَاهُ مِنَ السَّمَاءِ فَاخْتَلَطَ بِهٖ نَبَاتُ الْاَرْضِ مِمَّا يَاْكُلُ النَّاسُ وَالْاَنْعَامُ حَتّٰى اِذَا اَخَذَتِ الْاَرْضُ زُخْرُفَهَا وَازَّيَّنَتْ وَظَنَّ اَهْلُهَا اَنَّهُمْ قٰدِرُوْنَ عَلَيْهَا اَتٰهَا اَمْرُنَا لَيْلاً اَوْ نَهَارًا فَجَعَلْنٰهَا حَصِيْدًا كَاَنْ لَّمْ تَغْنَ بِالْاَمْسِ كَذٰلِكَ نُفَصِّلُ الْاٰيٰتِ لِقَوْمٍ يَّتَفَكَّرُوْنَ-

(سورة يونس : ٢٤)

"দুনিয়ার জীবনের দৃষ্টান্ত তো এরূপ যে, আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করলাম। সেই পানির সাহায্যে জমির গাছপালা, যা মানুষ ও পশুরা খায়, বেশ ঘন হয়ে উঠল, এমনকি যখন সেই জমি পূর্ণ সজীবতাপ্রাপ্ত হয়ে বেশ সুসজ্জিত ও সুশোভিত হয়ে উঠল, আর জমির মালিকরা ভাবল যে, তারা এখন ঐ জমি নিজেদের আয়ত্তাধীন করে ফেলেছে, ঠিক এই সময় কোন রাত অথবা দিনে আমার কোন ধ্বংসত্মক হুকুম হল। তারপর আমি সেগুলো এমন শুকনো খড়ে পরিণত করলাম যেন তা গতকালও সেখানে ছিল না। এভাবে আমি চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শনগুলো পরিষ্কারভাবে বর্ণনা করছি।" (সূরা ইউনুস ঃ ২৪)

কবি বলেন ঃ

"আল্লাহ্‌র অসংখ্য বান্দা তারা
দুনিয়ার সাথে ছিন্ন করেছেন সম্পর্ক
আর আশংকা করেছেন বিপর্যয়ের,
গভীর পর্যবেক্ষণের পর জানলেন, এ জগত
মানুষের চিরস্থায়ী বাসস্থান নয়,
গভীর সমুদ্র জ্ঞানে ভাসালেন
জগতের বুকে তাদের সৎ ও সত্যনিষ্ঠ আমলের তরী।"

দুনিয়ার স্থায়িত্ব ও অস্থায়িত্বের এই অবস্থার প্রেক্ষিতে আমাদের সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্য আমি বর্ণনা করেছি। এখন প্রত্যেক বুদ্ধিমান ব্যক্তির কর্তব্য হচ্ছে নিজেকে সৎ লোকদের পথে চালিত করা এবং সঠিক বুদ্ধিমত্তা সম্পন্ন ব্যক্তিগণের পথ অবলম্বন করা। এছাড়া যে বিষয়গুলোর প্রতি আমি ইংগিত করেছি এবং যে উদ্দেশ্য আমি স্মরণ করিয়ে দিয়েছি তার জন্য গুরুত্ব সহকারে প্রস্তুতি গ্রহণ করা উচিত। এজন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণই হচ্ছে একমাত্র সঠিক পন্থা।

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

وَ تَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى- (المائدة : ٢)

"সৎ কাজে ও আল্লাহ ভীতির ব্যাপারে তোমরা পরস্পর সহযোগিতা কর।" (সূরা আল মায়িদা ঃ ২)

একটি সহীহ হাদীসে বর্ণিত আছে ঃ

وَاللّٰهُ فِىْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِىْ عَوْنِ اَخِيْهِ -

"যতক্ষণ একজন বান্দা তার অপর ভাইকে সাহায্য করতে থাকে, ততক্ষণ আল্লাহও তাকে সাহায্য করতে থাকেন।" (মুসলিম, নাসাঈ ও তিরমিযী)

রাসূলুল্লাহ (সা) আরও বলেছেন ঃ

مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهٖ -

"যে ব্যক্তি কোন কল্যাণের পথ দেখায়, তদনুযায়ী যে কাজ হবে তার সাওয়াব সেও পাবে।" (মুসলিম, আবু দাউদ)

তিনি আরও বলেছেন ঃ

مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا ۔

"যে ব্যক্তি হিদায়াতের আহ্বান জানাবে, সে হিদায়াত অনুসরণকারীর সমান সাওয়াব পাবে। এ দু'জনের কারও সাওয়াবেই কমতি হবে না।"

তিনি আলী (রা)-কে বলেছেন ঃ

فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يَّهْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَّاحِدًا خَيْرٌ لَّكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ ۔

"আল্লাহর শপথ! যদি তোমার দ্বারা আল্লাহ্ এক ব্যক্তিকেও হিদায়াত দান করেন, তবে এটা তোমার জন্য লাল উট (এটা সবচেয়ে মূল্যবান) অপেক্ষা উত্তম।" (বুখারী, মুসলিম)

আমি রাসূলুল্লাহ (সা)-এর সহীহ হাদীসগুলো সংক্ষেপে সংকলন করার ইচ্ছা করলাম। পাঠকের জন্য এ সংকলনের মাধ্যমে আখিরাতের পথ সুগম হবে। এর দ্বারা বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ গুণাবলী অর্জিত হবে। এতে থাকবে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্যের প্রতি আগ্রহ সৃষ্টিকারী হাদীস এবং আধ্যাত্মিক উন্নতির সর্বপ্রকার নিয়ম, পদ্ধতি ও কর্মসূচীসহ কুপ্রবৃত্তি দমনের সাধনা ও চারিত্রিক সংশোধন সম্পর্কিত হাদীসসমূহ।

আমি এ গ্রন্থে বিশেষ সতর্কতার সাথে বিখ্যাত হাদীস গ্রন্থগুলো থেকে কেবল সহীহ হাদীসসমূহই সন্নিবেশিত করেছি। এ গ্রন্থের অধ্যায় ও অনুচ্ছেদগুলো আল কুরআনের আয়াত দিয়ে শুরু করেছি। তারপর হাদীস বর্ণনা করেছি।

আমি আল্লাহর কাছে আশা করি, এ গ্রন্থখানা পাঠককে সততা, নেক ও কল্যাণের দিকে ধাবিত করে তাকে গুনাহ ও ধ্বংস থেকে রক্ষা করবে। যারা এই গ্রন্থ থেকে উপকৃত হবেন, তাঁদের কাছে আমার আবেদন, তাঁরা যেন আমার জন্য, আমার পিতা-মাতা, শিক্ষক, বন্ধু ও সমস্ত মুসলিমের জন্য দোয়া করেন। মেহেরবান আল্লাহ্র উপর আমার ভরসা। তিনিই আমার জন্য যথেষ্ট। তাঁর প্রতি আমার দৃঢ় বিশ্বাস। তিনিই সর্বোত্তম সাহায্যকারী ও সমাধানকারী। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কেউ অসৎ পথ থেকে সরিয়ে সৎ পথে নিয়ে আসার শক্তি রাখে না। অতএব তাঁরই নিকট আমি সবকিছু সোপর্দ করছি।

সূচীপত্র

অনুচ্ছেদ

অনুচ্ছেদ

কে কতটুকু অনুবাদ করেছেন :

মাওলানা সাইয়েদ মুহাম্মাদ আলী	হাদীস নং ১-১৭৬
মাওলানা মুহাম্মদ মূসা	হাদীস নং ১৭৭-৩৭৩
মাওলানা শামছুল আলম খান	হাদীস নং ৩৭৪-৩৯০

بسم الله الرّحمن الرّحيم

অনুচ্ছেদ ঃ ১

ইখ্‌লাস (নিষ্ঠা) ও নিয়্যাত (অভিপ্রায়)

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا أُمِرُوْا الاَّ لِيَعْبُدُوا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ وَيُقِيْمُوا الصَّلٰوةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذٰلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "আর তাদেরকে হুকুম করা হয়েছে যে, তারা যেন একনিষ্ঠ হয়ে আন্তরিকভাবে আল্লাহ্‌র দীন পালনের মাধ্যমে একমাত্র তাঁরই ইবাদাত করে, সালাত (নামায) কায়েম করে এবং যাকাত দান করে। এটাই হচ্ছে সরল ও মজবুত ব্যবস্থা।" (সূরা আল-বায়্যিনাহ ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلاَ دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ .

(২) "তোমাদের কুরবানীর পশুর গোশত ও রক্ত আল্লাহ্‌র নিকট কখনই পৌঁছে না, বরং তোমাদের আল্লাহভীতিই তাঁর নিকট পৌঁছে।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ تُخْفُوْا مَا فِيْ صُدُوْرِكُمْ اَوْ تُبْدُوْهُ يَعْلَمْهُ اللّٰهُ .

(৩) "আপনি বলুন, তোমরা তোমাদের মনের কথা গোপন রাখ অথবা প্রকাশ কর তা সবই আল্লাহ জানেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২৯)

١- وَعَنْ اَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ اَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ بْنِ نُفَيْلِ بْنِ عَبْدِ الْعُزّٰى ابْنِ رِيَاحِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قُرْطِ بْنِ رَزَاحِ بْنِ عَدِيِّ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَشِيِّ الْعَدَوِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّمَا الْاَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَاِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوٰى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا اَوْ امْرَاَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ اِلٰى مَا هَاجَرَ اِلَيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلٰى صِحَّتِهِ -

১। আমীরুল মুমিনীন উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সমস্ত কাজের ফলাফল নিয়াত (অভিপ্রায়) অনুযায়ী হবে। প্রত্যেকেই যে নিয়াতে কাজ করবে সে তাই পাবে। কাজেই যার হিজরাত আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্য হয়েছে তার হিজরাত

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সন্তুষ্টির) জন্যই হয়েছে (বলে পরিগণিত হবে)। আর যে ব্যক্তি কোন পার্থিব স্বার্থ লাভের অভিপ্রায়ে বা কোন নারীকে বিবাহের উদ্দেশে হিজরাত করে, তার হিজরাত উক্ত উদ্দেশেই হয়েছে বলে পরিগণিত হবে। (বুখারী, মুসলিম)

٢- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ عَبْدِ اللهِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَغْزُوْ جَيْشٌ الْكَعْبَةَ فَاِذَا كَانُوْا بِبَيْدَاءَ مِنَ الْاَرْضِ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللهِ كَيْفَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ وَفِيْهِمْ اَسْوَاقُهُمْ وَمَنْ لَيْسَ مِنْهُمْ قَالَ يُخْسَفُ بِاَوَّلِهِمْ وَاٰخِرِهِمْ ثُمَّ يُبْعَثُوْنَ عَلٰى نِيَّاتِهِمْ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ একটি সৈন্যদল কাবার উপর হামলা করতে যাবে। যখন তারা সমতলভূমিতে পৌছবে, তখন তাদের পূর্বের ও পরের লোকজনসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেয়া হবে। আয়িশা (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিভাবে তাদের পূর্বের ও পরের সব লোকসহ তা ধসিয়ে দেয়া হবে, অথচ তাদের মধ্যে বহু নগরবাসী ও এমন লোক থাকবে যারা হামলাকারীদের অন্তর্ভুক্ত হবে না? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাদের পূর্বের ও পরের লোকজনসহ ভূমিকে ধসিয়ে দেয়া হবে, অতঃপর তাদের নিয়াত অনুযায়ী তাদের পুনরুত্থিত করা হবে। (বুখারী, মুসলিম)

এখানে বুখারীর পাঠ উদ্ধৃত হয়েছে।

٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ هِجْرَةَ بَعْدَ الْفَتْحِ وَلٰكِنْ جِهَادٌ وَّنِيَّةٌ وَاِذَا اسْتُنْفِرْتُمْ فَانْفِرُوْا - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের পর আর হিজরাত নেই। তবে জিহাদ ও নিয়াত রয়েছে। যখনই তোমাদেরকে জিহাদের জন্য তলব করা হবে তখনই তোমরা বের হয়ে পড়বে। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম নববী (র) বলেন, এর অর্থ হচ্ছে, মক্কা থেকে হিজরাত করার হুকুম এ হাদীস বর্ণনাকালে ছিল না। কারণ তখন মক্কা ইসলামী রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গিয়েছিল।

٤- وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللهِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ غَزَاةٍ فَقَالَ اِنَّ بِالْمَدِيْنَةِ لَرِجَالاً مَّا سِرْتُمْ

مَسِيْرًا وَلاَ قَطَعْتُمْ وَادِيًا الاَّ كَانُوْا مَعَكُمْ حَبَسَهُمُ الْمَرَضُ وَفِيْ رِوَايَةٍ الاَّ شَرِكُوْكُمْ فِى الْاَجْرِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَرَوَاهُ الْبُخَارِىُّ عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ رَجَعْنَا مِنْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ انَّ اَقْوَامًا خَلْفَنَا بِالْمَدِيْنَةِ مَا سَلَكْنَا شِعْبًا وَلاَ وَادِيًا الاَّ وَهُمْ مَعَنَا حَبَسَهُمُ الْعُذْرُ .

৪। জাবির ইবনে আবদুল্লাহ্ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা এক জিহাদে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। তখন তিনি বলেন ঃ মদীনায় এমন কিছু সংখ্যক লোক রয়েছে, তোমরা যে সকল স্থানে সফর কর এবং যে ময়দান অতিক্রম কর সেখানে তারা তোমাদের সাথেই থাকে। তাদেরকে রোগ আটকে রেখেছে (মুসলিম)। অন্য বর্ণনায় আছে, তারা সাওয়াবে তোমাদের সাথে শরীক আছে।

ইমাম বুখারী এই হাদীসটি আনাস (রা) থেকে এভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, আমরা তাবূকের জিহাদ থেকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ফিরে আসার পর তিনি বলেন ঃ আমরা মদীনায় আমাদের পেছনে এমন একদল লোককে রেখে গিয়েছিলাম, আমরা যে গিরিপথ এবং যে ময়দানই অতিক্রম করেছি তারা (যেন) আমাদের সাথেই ছিল, তাদেরকে বিশেষ ওজর আটকে রেখেছে।

٥- وَعَنْ اَبِىْ يَزِيْدَ مَعْنِ بْنِ يَزِيْدَ بْنِ الْاَخْنَسِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَجَدُّهُ صَحَابِيُّوْنَ قَالَ كَانَ اَبِىْ يَزِيْدُ اَخْرَجَ دَنَانِيْرَ يَتَصَدَّقُ بِهَا فَوَضَعَهَا عِنْدَ رَجُلٍ فِى الْمَسْجِدِ فَجِئْتُ فَاَخَذْتُهَا فَاَتَيْتُهُ بِهَا فَقَالَ وَاللّٰهِ مَا اِيَّاكَ اَرَدْتُّ فَخَاصَمْتُهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَكَ مَا نَوَيْتَ يَا يَزِيْدُ وَلَكَ مَا اَخَذْتَ يَا مَعْنُ رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৫। আবু ইয়াযীদ মা'ন ইবনে ইয়াযীদ ইবনে আখনাছ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি, তাঁর পিতা ও তাঁর দাদা তিনজনই সাহাবী ছিলেন। তিনি বলেন, আমার পিতা ইয়াযীদ (রা) কিছু দীনার (স্বর্ণমুদ্রা) সাদাকা করার জন্য বের করলেন। তিনি মসজিদে এক লোকের কাছে তা রেখে দিলেন। আমি গিয়ে তা নিয়ে এলে আমার পিতা বলেন, আল্লাহ্র কসম! আমি তোমাকে দেয়ার ইচ্ছা করিনি। আমি তখন বিষয়টা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পেশ করলাম। তিনি বলেন ঃ হে ইয়াযীদ! তুমি যা নিয়াত করেছো তা (সাওয়াব) তোমার। আর হে মা'ন! তুমি যা নিয়েছ তাও তোমার। (বুখারী)

٦- وَعَنْ اَبِىْ اِسْحَاقَ سَعْد بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ مَالك بْنِ وُهَيْبِ بْنِ عَبْد مَنَاف ابْنِ زُهْرَةَ بْنِ كِلاَبِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَيِّ الْقُرَشِيِّ الزُّهْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَحَد الْعَشَرَةِ الْمَشْهُوْدِ لَهُمْ بِالْجَنَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ جَاءَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَعُوْدُنِىْ عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ مِنْ وَجَعٍ اِشْتَدَّ بِىْ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اِنِّىْ قَدْ بَلَغَ بِىْ مِنَ الْوَجَعِ مَا تَرٰى وَاَنَا ذُوْمَالٍ وَلاَ يَرِثُنِىْ اِلاَّ اِبْنَةٌ لِىْ اَفَاَتَصَدَّقُ بِثُلُثَىْ مَالِىْ؟ قَالَ "لاَ" قُلْتُ فَالشَّطْرُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه؟ فَقَالَ "لاَ" قُلْتُ فَالثُّلُثُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه؟ قَالَ الثُّلُثُ كَثِيْرٌ اَوْ كَبِيْرٌ اِنَّكَ اَنْ تَذَرَ وَرَثَتَكَ اَغْنِيَاءَ خَيْرٌ مِنْ اَنْ تَذَرَهُمْ عَالَةً يَتَكَفَّفُوْنَ النَّاسَ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰه اِلاَّ اُجِرْتَ عَلَيْهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ امْرَاَتِكَ قَالَ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اُخَلَّفُ بَعْدَ اَصْحَابِىْ؟ قَالَ اِنَّكَ لَنْ تُخَلَّفَ فَتَعْمَلَ عَمَلاً تَبْتَغِىْ بِه وَجْهَ اللّٰه اِلاَّ ازْدَدْتَ بِه دَرَجَةً وَرِفْعَةً وَلَعَلَّكَ اَنْ تُخَلَّفَ حَتّٰى يَنْتَفِعَ بِكَ اَقْوَامٌ وَيُضَرَّ بِكَ اٰخَرُوْنَ اَللّٰهُمَّ اَمْضِ لِاَصْحَابِىْ هِجْرَتَهُمْ وَلاَ تَرُدَّهُمْ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ لٰكِنِ الْبَائِسُ سَعْدُ بْنُ خَوْلَةَ يَرْثِىْ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَنْ مَاتَ بِمَكَّةَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْه .

৬। আবু ইসহাক সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্‌কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি জান্নাতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন সাহাবীর একজন। তিনি বলেন, আমি বিদায় হজ্জের বছর খুব রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে দেখতে আসেন। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার রোগের অবস্থা তো আপনি দেখছেন। আর আমি একজন ধনবান লোক। আমার ওয়ারিস একমাত্র আমার কন্যাই। আমি কি আমার সম্পদের তিন ভাগের দুই ভাগ সাদাকা করে দেব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ না। আমি আবার বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে অর্ধেক? তিনি বলেন ঃ না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে তিন ভাগের এক ভাগ (দান করে দিই)? তিনি বলেন ঃ তিন ভাগের এক ভাগই দান কর। আর এটা অনেক বেশি অথবা অনেক বড়। তোমার ওয়ারিসগণকে মানুষের নিকট হাত পাতার মত নিঃসম্বল অবস্থায় না রেখে তাদেরকে ধনবান রেখে যাওয়াই উত্তম। তুমি আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য যাই ব্যয় কর না কেন, এমনকি তোমার স্ত্রীর মুখে যা তুলে দেবে তারও প্রতিদান তোমাকে নিশ্চয়ই দেয়া হবে। আবু ইসহাক (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি কি

আমার সংগীগণের পেছনে (হিজরাতের পর মক্কায়) রয়ে যাব? তিনি বলেন ঃ তুমি থেকে গিয়ে আল্লাহ্‌র সন্তোষ লাভের জন্য যে কাজই কর না কেন, তাতে তোমার মর্যাদা ও সম্মান অবশ্যই বৃদ্ধি পাবে। খুব সম্ভব তুমি থেকে যাবে। তখন অনেকে তোমার দ্বারা উপকৃত হবে, আবার অনেকে তোমার দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। হে আল্লাহ! আমার সাথীদের হিজরাত সম্পন্ন কর এবং তাদেরকে পেছনে ফিরিয়ে দিও না। তবে সা'দ ইবনে খাওলা কিন্তু সত্যিই কৃপার পাত্র। মক্কায় তার মৃত্যুতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমবেদনা প্রকাশ করেন। (বুখারী, মুসলিম)

٧- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ صَخْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى لاَ يَنْظُرُ اِلٰى اَجْسَامِكُمْ وَلاَ اِلٰى صُوَرِكُمْ وَلٰكِنْ يَّنْظُرُ اِلٰى قُلُوْبِكُمْ وَاَعْمَالِكُمْ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তোমাদের শরীর ও চেহারার প্রতি ভ্রূক্ষেপ করেন না, বরং তোমাদের মনের ও কর্মের দিকে দৃষ্টিপাত করেন। (মুসলিম)

٨- وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سُئِلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الرَّجُلِ يُقَاتِلُ شَجَاعَةً وَيُقَاتِلُ حَمِيَّةً وَيُقَاتِلُ رِيَاءً اَىُّ ذٰلِكَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَاتَلَ لِتَكُوْنَ كَلِمَةُ اللّٰهِ هِىَ الْعُلْيَا فَهُوَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ. (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ)

৮। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল, কোন ব্যক্তি বীরত্ব প্রদর্শনের জন্য লড়াই করে, আর কেউ আত্মসম্মান ও বংশগত মর্যাদার জন্য লড়াই করে, আবার কোন লোক প্রদর্শনেচ্ছায় লড়াই করে, এদের মধ্যে কে আল্লাহ্‌র পথে (লড়াই করে)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি শুধু আল্লাহ্‌র কালেমা সমুন্নত করার জন্য লড়াই করে সে-ই আল্লাহ্‌র পথে। (বুখারী, মুসলিম)

٩- وَعَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ الثَّقَفِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا الْتَقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ وَالْمَقْتُوْلُ فِى النَّارِ

قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا الْقَاتِلُ فَمَا بَالُ الْمَقْتُوْلِ؟ قَالَ اِنَّهُ كَانَ حَرِيْصًا عَلٰى قَتْلِ صَاحِبِهٖ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ).

৯। আবু বাকরা নুফাই ইবনুল হারিস আস-সাকাফী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দু'জন মুসলিম তাদের নিজ নিজ তরবারি নিয়ে পরস্পর সংঘর্ষে লিপ্ত হলে হত্যাকারী ও নিহত ব্যক্তি উভয়ই জাহান্নামী। আবু বাকরা (রা) জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! এ তো হত্যাকারী, নিহত ব্যক্তির কি হল (যে, সেও জাহান্নামী)? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেও তার প্রতিপক্ষকে হত্যা করার আকাঙ্ক্ষী ছিল। (বুখারী, মুসলিম)

١٠- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةُ الرَّجُلِ فِىْ جَمَاعَةٍ تَزِيْدُ عَلٰى صَلاَتِهٖ فِىْ سُوْقِهٖ وَبَيْتِهٖ بِضْعًا وَعِشْرِيْنَ دَرَجَةً وَذٰلِكَ اَنَّ اَحَدَهُمْ اِذَا تَوَضَّاَ فَاَحْسَنَ الْوُضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْمَسْجِدَ لاَ يُرِيْدُ اِلاَّ الصَّلاَةَ لاَ يَنْهَزُهُ اِلاَّ الصَّلاَةُ لَمْ يَخْطُ خُطْوَةً اِلاَّ رُفِعَ لَهُ بِهَا دَرَجَةٌ وَحُطَّ عَنْهُ بِهَا خَطِيْئَةٌ حَتّٰى يَدْخُلَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا دَخَلَ الْمَسْجِدَ كَانَ فِى الصَّلاَةِ مَا كَانَتِ الصَّلاَةُ هِىَ تَحْبِسُهُ وَالْمَلاَئِكَةُ يُصَلُّوْنَ عَلٰى اَحَدِكُمْ مَا دَامَ فِىْ مَجْلِسِهِ الَّذِىْ صَلّٰى فِيْهِ يَقُوْلُوْنَ اَللّٰهُمَّ ارْحَمْهُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلَهُ اَللّٰهُمَّ تُبْ عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْذِ فِيْهِ مَا لَمْ يُحْدِثْ فِيْهِ (مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَزُهُ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَالْهَاءِ وَبِالزَّاىِ اَىْ يُخْرِجُهُ وَيُنْهِضُهُ).

১০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির জামা'আতে নামায পড়ার সাওয়াব তার বাজারে ও ঘরের নামায অপেক্ষা বিশ গুণেরও বেশি। কারণ কোন ব্যক্তি যখন ভালোভাবে উযু করে শুধু নামাযের উদ্দেশ্যেই মসজিদে আসে এবং নামায ছাড়া অন্য কিছু তাকে উদ্বুদ্ধ করে না, সে মসজিদে প্রবেশ করা পর্যন্ত তার প্রতি পদক্ষেপে তার এক ধাপ মর্যাদা বর্ধিত হয় এবং তার একটি করে গুনাহ্ মাফ হয়ে যায়। সে যখন মসজিদে প্রবেশ করে তখন হতে তাকে নামাযের মধ্যে গণ্য করা হয়– যতক্ষণ পর্যন্ত নামায তাকে আটকে রাখে। তোমাদের কেউ

যতক্ষণ নামাযের জায়গায় অবস্থান করে এবং (মসজিদে) কাউকেও কষ্ট না দেয়া ও উযু ভঙ্গ না করে ততক্ষণ পর্যন্ত ফেরেশতাগণ তার জন্য এই বলে দু'আ করতে থাকেন; হে আল্লাহ! তার প্রতি দয়া কর, হে আল্লাহ! তাকে মাফ কর, হে আল্লাহ! তাঁর তাওবা কবুল কর। (বুখারী, মুসলিম)

١١- وَعَنْ أَبِى الْعَبَّاس عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبَّاسِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ انَّ اللّٰهَ كَتَبَ الْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ ثُمَّ بَيَّنَ ذٰلِكَ فَمَنْ هَمَّ بِحَسَنَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَانْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عَشْرَ حَسَنَاتٍ الٰى سَبْعِ مِائَةِ ضِعْفٍ الٰى أَضْعَافٍ كَثِيْرَةٍ وَانْ هَمَّ بِسَيِّئَةٍ فَلَمْ يَعْمَلْهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ عِنْدَهُ حَسَنَةً كَامِلَةً وَانْ هَمَّ بِهَا فَعَمِلَهَا كَتَبَهَا اللّٰهُ سَيِّئَةً وَاحِدَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১১। আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর মহান ও পরাক্রমশালী প্রতিপালকের বরাতে বর্ণনা করতে গিয়ে বলেনঃ আল্লাহ সৎ কাজ ও অসৎ কাজ নির্দিষ্ট করে দিয়েছেন, তারপর তা সুস্পষ্টভাবে বর্ণনা করেছেন। অতএব কোন ব্যক্তি কোন সৎ কাজের সংকল্প করে তা না করলেও তাকে আল্লাহ তাআলা একটি পূর্ণ নেকী দান করেন। আর যদি সে উক্ত কাজ করে, তবে আল্লাহ দশ থেকে সাত শত পর্যন্ত, এমনকি তার চেয়েও বেশি সাওয়াব তাকে দান করেন। আর কেউ কোন অসৎ কাজের সংকল্প করে তা না করলে, আল্লাহ তার বিনিময়ে তাকে একটি পূর্ণ সাওয়াব দান করেন। আর সে সেই অসৎ কাজটি করলে আল্লাহ তার কারণে তার একটিমাত্র গুনাহ লেখেন। (বুখারী, মুসলিম)

١٢- وَعَنْ أَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّاب رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ انْطَلَقَ ثَلاَثَةُ نَفَرٍ مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُم حَتّٰى اٰوَاهُمُ الْمَبِيْتُ الٰى غَارٍ فَدَخَلُوْهُ فَانْحَدَرَتْ صَخْرَةٌ مِنَ الْجَبَلِ فَسَدَّتْ عَلَيْهِمُ الْغَارَ فَقَالُوْا انَّهُ لاَ يُنْجِيْكُمْ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ الاَّ اَنْ تَدْعُوا اللّٰهَ بِصَالِحِ اَعْمَالِكُمْ قَالَ رَجُلٌ مِنْهُمْ اَللّٰهُمَّ كَانَ لِىْ اَبَوَانِ شَيْخَانِ كَبِيْرَانِ وَكُنْتُ لاَ اَغْبِقُ قَبْلَهُمَا اَهْلاً وَلاَ مَالاً فَنَاٰى بِىْ طَلَبُ الشَّجَرِ يَوْمًا فَلَمْ اُرِحْ عَلَيْهِمَا حَتّٰى نَامَا فَحَلَبْتُ لَهُمَا غَبُوْقَهُمَا فَوَجَدْتُهُمَا نَائِمَيْنِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُوْقِظَهُمَا وَاَنْ اَغْبِقَ قَبْلَهُمَا

اَهْلاً اَوْ مَالاً فَلَبِثْتُ وَالْقَدَحُ عَلٰى يَدِىْ اَنْتَظِرُ اسْتِيْقَاظَهُمَا حَتّٰى بَرِقَ الْفَجْرُ وَالصِّبْيَةُ يَتَضَاغَوْنَ عِنْدَ قَدَمَىَّ فَاسْتَيْقَظَا فَشَرِبَا غَبُوْقَهُمَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَفَرِّجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ مِنْ هٰذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْفَرَجَتْ شَيْئًا لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهُ قَالَ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اِنَّهُ كَانَتْ لِىْ اِبْنَةُ عَمٍّ كَانَتْ اَحَبَّ النَّاسِ اِلَىَّ وَفِىْ رِوَايَةٍ كُنْتُ اُحِبُّهَا كَاَشَدِّ مَا يُحِبُّ الرِّجَالُ النِّسَاءَ فَاَرَدْتُّهَا عَلٰى نَفْسِهَا فَامْتَنَعَتْ مِنِّىْ حَتّٰى اَلَمَّتْ بِهَا سَنَةٌ مِنَ السِّنِيْنَ فَجَاءَتْنِىْ فَاَعْطَيْتُهَا عِشْرِيْنَ وَمِائَةَ دِيْنَارٍ عَلٰى اَنْ تُخَلِّىَ بَيْنِىْ وَبَيْنَ نَفْسِهَا فَفَعَلَتْ حَتّٰى اِذَا قَدَرْتُ عَلَيْهَا وَفِىْ رِوَايَةٍ فَلَمَّا قَعَدْتُ بَيْنَ رِجْلَيْهَا قَالَتْ اِتَّقِ اللّٰهَ وَلاَ تَفُضَّ الْخَاتَمَ اِلاَّ بِحَقِّهِ فَانْصَرَفْتُ عَنْهَا وَهِىَ اَحَبُّ النَّاسِ اِلَىَّ وَتَرَكْتُ الذَّهَبَ الَّذِىْ اَعْطَيْتُهَا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ غَيْرَ اَنَّهُمْ لاَ يَسْتَطِيْعُوْنَ الْخُرُوْجَ مِنْهَا وَقَالَ الثَّالِثُ اَللّٰهُمَّ اسْتَاْجَرْتُ اُجَرَاءَ وَاَعْطَيْتُهُمْ اَجْرَهُمْ غَيْرَ رَجُلٍ وَاحِدٍ تَرَكَ الَّذِىْ لَهُ وَذَهَبَ فَثَمَّرْتُ اَجْرَهُ حَتّٰى كَثُرَتْ مِنْهُ الْاَمْوَالُ فَجَاءَنِىْ بَعْدَ حِيْنٍ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ اَدِّ اِلَىَّ اَجْرِىْ فَقُلْتُ كُلُّ مَا تَرٰى مِنْ اَجْرِكَ مِنَ الْاِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ وَالرَّقِيْقِ فَقَالَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَسْتَهْزِئْ بِىْ فَقُلْتُ لاَ اَسْتَهْزِئُ بِكَ فَاَخَذَهُ كُلَّهُ فَاسْتَاقَهُ فَلَمْ يَتْرُكْ مِنْهُ شَيْئًا اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذٰلِكَ ابْتِغَاءَ وَجْهِكَ فَافْرُجْ عَنَّا مَا نَحْنُ فِيْهِ فَانْفَرَجَتِ الصَّخْرَةُ فَخَرَجُوْا يَمْشُوْنَ-مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১২। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের পূর্বকালের তিনজন লোক কোথাও চলার পথে রাত কাটাবার উদ্দেশে এক পর্বত গুহায় আশ্রয় নিল। তারা সেখানে প্রবেশ করার পর একখানা পাথর খসে পড়ে তাদের গুহার মুখ বন্ধ করে দেয়। তারা পরস্পর বলতে লাগল, "তোমরা একমাত্র আল্লাহ্র কাছে তোমাদের খাঁটি আমলকে অসীলা বানিয়ে দু'আ করলে কেবল এই পাথরের বিপদ থেকে মুক্তি পাবে।" তাদের একজন বলল ঃ হে

আল্লাহ! আমার পিতামাতা ছিলেন অত্যধিক বৃদ্ধ। আমি তাঁদেরকে আমার পরিবার, সন্তান ও অধীনস্থদের পূর্বেই দুধ পান করিয়ে দিতাম। একদিন কাঠের সন্ধানে আমাকে বহুদূর যেতে হল এবং যথাসময়ে বাড়ী ফিরে আসতে পারলাম না, ফলে তারা ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি তাঁদের রাতে খাওয়ার জন্য দুধ দোহন করে এনে দেখি তাঁরা ঘুমিয়ে রয়েছেন। তখন তাঁদেরকে জাগিয়ে তোলা আমি পছন্দ করলাম না। আবার তাঁদের পূর্বে পরিবারবর্গ ও অধীনস্থদের দুধ খাওয়াতেও পছন্দ করলাম না। কাজেই আমি দুধের পেয়ালা হাতে নিয়ে তাঁদের জাগ্রত হওয়ার অপেক্ষায় রইলাম। এদিকে আমার সন্তানগুলো আমার দুই পায়ের কাছে ক্ষুধায় কান্নাকাটি করছিল। এ অবস্থায় ভোর হয়ে গেল। তারপর তাঁরা জেগে উঠে দুধ পান করেন। হে আল্লাহ! যদি আমি এ কাজটি তোমারই সন্তুষ্টি লাভের জন্য করে থাকি তাহলে এই পাথরের দরুন আমরা যে বিপদে পড়েছি তা দূর করে দাও। এতে পাথরখানা কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তার ফাঁক দিয়ে তারা বের হতে পারল না। অন্য একজন বলল ঃ হে আল্লাহ! আমার এক চাচাত বোন ছিল। আমি তাকে সবচেয়ে বেশি ভালোবাসতাম। অন্য বর্ণনায় আছে, পুরুষ নারীকে যত বেশি ভালোবাসতে পারে আমি তাকে তত বেশি ভালোবাসতাম। আমি তার সংগে মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রকাশ করলাম, কিন্তু সে রাজী হল না। শেষে এক দুর্ভিক্ষের বছরে সে আমার নিকট এলে আমি তাকে আমার সাথে নির্জনে মিলনের শর্তে এক শত বিশটি স্বর্ণমুদ্রা দিলাম। এতে সে রাজী হয়ে গেল। আমি যখন তাকে পেলাম, অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন আমি তার দুই পায়ের মাঝখানে বসলাম, তখন সে বলল ঃ "আল্লাহ্কে ভয় কর এবং অবৈধভাবে আমার কৌমার্য নষ্ট করো না।" তখনই আমি তাকে ছেড়ে চলে গেলাম। অথচ মানুষের মধ্যে সে ছিল আমার নিকট সর্বাপেক্ষা প্রিয়। আমি তাকে যে স্বর্ণমুদ্রা দিয়েছিলাম তাও ছেড়ে দিলাম। হে আল্লাহ! আমি যদি এ কাজ তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য করে থাকি, তাহলে তুমি আমাদের এই বিপদ দূর করে দাও। এতে পাথর আরও কিছুটা সরে গেল, কিন্তু তাতেও তারা বের হতে পারল না। তৃতীয় ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহ! আমি কয়েকজন মজুর রেখেছিলাম। আমি তাদের সবাইকে মজুরী দিলাম, কিন্তু একজন তার মজুরী রেখে চলে গেল। আমি তার মজুরীটা ব্যবসায়ে খাটালাম। তাতে ধন-দৌলত অনেক বেড়ে গেল। কিছুকাল পর সে ব্যক্তি আমার কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! আমার মজুরী দাও। আমি বললাম ঃ এই উট, গরু, ছাগল, চাকর যা তুমি দেখছ সবই তোমার। সে বলল, হে আল্লাহ্র বান্দা! তুমি আমার সাথে উপহাস করো না। আমি তাকে বললাম ঃ আমি তোমার সাথে উপহাস করছি না। তারপর সে সবকিছু নিয়ে চলে গেল এবং কিছুই রেখে যায়নি। হে আল্লাহ! আমি যদি তোমারই সন্তোষ লাভের জন্য এ কাজ করে থাকি, তবে আমাদের এ বিপদ থেকে মুক্তি দাও। তারপর ঐ পাথর সম্পূর্ণ সরে গেল এবং তারা সকলে হেঁটে বের হয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ২

তাওবা।

উলামায়ে কিরাম বলেন, প্রতিটি গুনাহ্ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। যদি গুনাহ্ আল্লাহ্ ও বান্দার মধ্যকার বিষয় সংশ্লিষ্ট হয় এবং তার সাথে কোন লোকের হক জড়িত না থাকে তবে তা থেকে তাওবা করার তিনটি শর্ত রয়েছে। (এক) তাওবাকারীকে গুনাহ্ থেকে বিরত থাকতে হবে। (দুই) সে তার কৃত গুনাহের জন্য অনুতপ্ত হবে। (তিন) তাকে আর কখনো গুনাহ্ না করার ব্যাপারে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হতে হবে। যদি কোন লোকের সাথে গুনাহ্র কাজটি সংশ্লিষ্ট থাকে তাহলে তা থেকে তাওবা করার জন্য উপরোক্ত তিনটি শর্ত ছাড়া আরও একটি শর্ত আছে। এই চতুর্থ শর্তটি হচ্ছে ঃ তাওবাকারীকে হকদার ব্যক্তির প্রাপ্য আদায় করতে হবে। যদি কারও ধন-সম্পত্তির হক থাকে অথবা এরূপ অন্য কিছু থাকে তবে তা তাকে ফেরত দিতে হবে। দোষারোপ (যেনার অপবাদ) বা এরূপ অন্য কোন বিষয় হয়ে থাকলে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি থেকে তার শাস্তি ভোগ করতে হবে অথবা তার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। গীবাত বা পরনিন্দার ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছ থেকে মাফ চেয়ে নিতে হবে। সমস্ত গুনাহ্ থেকে তাওবা করা ওয়াজিব। কতক গুনাহ্ থেকে তাওবা করলে তাও গ্রহণযোগ্য হবে এবং অন্যান্য গুনাহ্ থেকে তাওবা বাকী রয়ে যাবে। কুরআন, সুন্নাহ্ ও উম্মাতের ইজমার মাধ্যমে তাওবা করা ওয়াজিব প্রমাণিত হয়েছে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ جَمِيْعًا اَيُّهَا الْـمُؤْمِنُوْنَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"হে মুমিনগণ! তোমরা সকলে আল্লাহ্র নিকট তাওবা কর, তাহলে তোমরা কল্যাণপ্রাপ্ত হবে।" (সূরা আন্ নূর ঃ ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِسْتَغْفِرُوْا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوْبُوْا اِلَيْهِ .

(খ) "তোমরা নিজ প্রভুর নিকট গুনাহ্ মাফ চাও, তারপর তাঁর নিকট তাওবা কর।" (সূরা হূদ ঃ ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا .

(গ) "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্র নিকট খাঁটি তাওবা (তাওবা নাসূহা) কর।"[১] (সূরা আত্ তাহ্রীম ঃ ৮)

---

১. তাওবা নাসূহা করার জন্য তিনটি বিষয় অপরিহার্য ঃ (ক) সমস্ত গুনাহ্ থেকে তাওবা করতে হবে, (খ) তাওবা করার ব্যাপারে সমস্ত প্রকার সন্দেহ, সংকোচ ও ইতস্ততভাব থেকে মুক্ত হতে হবে এবং (গ) তাওবা বহাল রাখার ব্যাপারে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হতে হবে। (অনুবাদক)

١٣- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فِى الْيَوْمِ اَكْثَرَ مِنْ سَبْعِيْنَ مَرَّةً-رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

১৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ্র শপথ! আমি একদিনে সত্তরবারের অধিক তাওবা করি এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করি।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٤- وَعَنِ الْاَغَرِّ بْنِ يَسَارِ الْـمُزَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يٰاَيُّهَا النَّاسُ تُوْبُوْا اِلَى اللّٰهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ فَاِنِّىْ اَتُوْبُ فِى الْيَوْمِ مِائَةَ مَرَّةٍ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৪। আল-আগার ইবনে ইয়াসার আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা আল্লাহ্র কাছে তাওবা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। কেননা আমি দৈনিক শতবার তাওবা করি।(মুসলিম)

١٥- وَعَنْ اَبِىْ حَمْزَةَ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ الْاَنْصَارِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُ اَفْرَحُ بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ مِنْ اَحَدِكُمْ سَقَطَ عَلٰى بَعِيْرِهٖ وَقَدْ اَضَلَّهُ فِىْ اَرْضٍ فَلَاةٍ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَللّٰهُ اَشَدُّ فَرَحًا بِتَوْبَةِ عَبْدِهٖ حِيْنَ يَتُوْبُ اِلَيْهِ مِنْ اَحَدِكُمْ كَانَ عَلٰى رَاحِلَتِهٖ بِاَرْضٍ فَلَاةٍ فَانْفَلَتَتْ مِنْهُ وَعَلَيْهَا طَعَامُهُ وَشَرَابُهُ فَاَيِسَ مِنْهَا فَاَتٰى شَجَرَةً فَاضْطَجَعَ فِىْ ظِلِّهَا وَقَدْ اَيِسَ مِنْ رَاحِلَتِهٖ فَبَيْنَمَا هُوَ كَذٰلِكَ اِذَا هُوَ بِهَا قَائِمَةً عِنْدَهُ فَاَخَذَ بِخِطَامِهَا ثُمَّ قَالَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ عَبْدِىْ وَاَنَا رَبُّكَ اَخْطَاَ مِنْ شِدَّةِ الْفَرَحِ .

১৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম আবু হামযা আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার উট মরুভূমিতে হারিয়ে যাওয়ার পর সে তা ফিরে পেল। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তাঁর বান্দার তাওবায় তোমাদের ঐ ব্যক্তির চেয়েও বেশি আনন্দিত হন যার খাদ্য ও পানীয়সহ তার উট মরুভূমিতে হারিয়ে গেল। সে নিরাশ হয়ে এক গাছের ছায়ায় শুয়ে পড়ল। এহেন নিরাশ অবস্থায় হঠাৎ তার নিকট সেই উটটিকে দাঁড়ানো দেখতে পেয়ে সে তার লাগাম ধরে ফেলল এবং আনন্দের আতিশয্যে বলে উঠল, হে আল্লাহ! তুমি আমার বান্দা, আমি তোমার প্রভু! সে আনন্দের আতিশয্যেই ভুল করে ফেলেছে।

١٦ - وَعَنْ اَبِىْ مُوْسٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ قَيْسٍ الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَبْسُطُ يَدَهُ بِاللَّيْلِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ النَّهَارِ وَيَبْسُطُ يَدَهُ بِالنَّهَارِ لِيَتُوْبَ مُسِئُ اللَّيْلِ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৬। আবু মূসা আবদুল্লাহ ইবনে কায়েস আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত (কিয়ামাত পর্যন্ত) আল্লাহ তাআলা প্রতি রাতে তাঁর কুদরাতী হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে দিনের গুনাহগার তাওবা করে। আর তিনি প্রতিদিন তাঁর কুদরতী হাত প্রসারিত করতে থাকবেন, যাতে রাতের গুনাহগার তাওবা করে। (মুসলিম)

١٧ - وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَابَ قَبْلَ اَنْ تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْ مَغْرِبِهَا تَابَ اللّٰهُ عَلَيْهِ - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয়ের পূর্বে তাওবা করবে তার তাওবা আল্লাহ কবুল করবেন। (মুসলিম)

١٨ - وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَةَ الْعَبْدِ مَا لَمْ يُغَرْغِرْ - رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৮। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ বান্দার তাওবা কবুল করেন তার মৃত্যুর লক্ষণ প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং একে হাসান আখ্যায়িত করেছেন।

١٩- وَعَنْ زِرِّ بْنِ حُبَيْشٍ قَالَ اَتَيْتُ صَفْوَانَ بْنَ عَسَّالٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَسْاَلُهُ عَنِ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ فَقَالَ مَا جَاءَ بِكَ يَا زِرُّ؟ فَقُلْتُ ابْتِغَاءَ الْعِلْمِ فَقَالَ اِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَضَعُ اَجْنِحَتَهَا لِطَالِبِ الْعِلْمِ رِضًى بِمَا يَطْلُبُ فَقُلْتُ اِنَّهُ قَدْ حَكَّ فِىْ صَدْرِى الْمَسْحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ بَعْدَ الْغَائِطِ وَالْبَوْلِ وَكُنْتَ امْرَءًا مِنْ اَصْحَابِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجِئْتُ اَسْاَلُكَ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِىْ ذٰلِكَ شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ كَانَ يَأْمُرُنَا اِذَا كُنَّا سَفْرًا اَوْ مُسَافِرِيْنَ اَنْ لاَّ نَنْزِعَ خِفَافَنَا ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ وَلَيَالِيْهِنَّ اِلاَّ مِنْ جَنَابَةٍ لٰكِنْ مِّنْ غَائِطٍ وَبَوْلٍ وَنَوْمٍ فَقُلْتُ هَلْ سَمِعْتَهُ يَذْكُرُ فِى الْهَوَى شَيْئًا ؟ قَالَ نَعَمْ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ سَفَرٍ فَبَيْنَا نَحْنُ عِنْدَهُ اِذْ نَادَاهُ اَعْرَابِىٌّ بِصَوْتٍ لَهُ جَهْوَرِيٍّ يَا مُحَمَّدُ فَاَجَابَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَحْوًا مِنْ صَوْتِهِ هَاؤُمُ فَقُلْتُ لَهُ وَيْحَكَ اُغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ فَاِنَّكَ عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ نُهِيْتَ عَنْ هٰذَا فَقَالَ وَاللّٰهِ لاَ اَغْضُضُ قَالَ الْاَعْرَابِىُّ الْمَرْءُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَا زَالَ يُحَدِّثُنَا حَتّٰى ذَكَرَ بَابًا مِنَ الْمَغْرِبِ مَسِيْرَةُ عَرْضِهِ اَوْ يَسِيْرُ الرَّاكِبُ فِىْ عَرْضِهِ اَرْبَعِيْنَ اَوْ سَبْعِيْنَ عَامًا قَالَ سُفْيَانُ اَحَدُ الرُّوَاةِ قِبَلَ الشَّامِ خَلَقَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى يَوْمَ خَلَقَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ مَفْتُوْحًا لِلتَّوْبَةِ لاَ يُغْلَقُ حَتّٰى تَطْلُعَ الشَّمْسُ مِنْهُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

১৯। যির ইবনে হুবাইশ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি সাফওয়ান ইবনে আস্সাল (রা)-র নিকট মোজার উপর মাসেহ্ করা সম্পর্কে জিজ্ঞেস করার উদ্দেশ্যে এসেছিলাম। তিনি আমার আসার উদ্দেশ্য জিজ্ঞেস করলে আমি বললাম, জ্ঞান লাভের জন্য এসেছি। তিনি বলেন, ফেরেশতাগণ জ্ঞান অন্বেষণকারীর জ্ঞানচর্চায় সন্তুষ্ট হয়ে তাদের ডানা তার জন্য বিছিয়ে দেন। আমি বললাম, মলমূত্র ত্যাগের পর মোজার উপর মাসেহ্ করার ব্যাপারে আমার মনে সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছে। আর আপনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সাহাবী। তাই আমি আপনার কাছে জিজ্ঞেস করতে

এসেছি, আপনি এ বিষয়ে তাঁর কোন বাণী শুনেছেন কি না। তিনি বলেন ঃ হাঁ, যখন আমরা সফরে থাকতাম, তখন রাসূলুল্লাহ (সা) আমাদের তিন দিন তিন রাত পর্যন্ত জানাবাত (গোসল ফরয হয় যে অপবিত্র অবস্থায়) ছাড়া (উযুর সময় পা ধোয়ার জন্য) পা থেকে মোজা না খুলতে আদেশ করেছেন। তবে মলমূত্র ত্যাগ ও নিদ্রার পর উযু করতে গিয়ে মোজা খুলতে হবে না (অর্থাৎ পা ধুতে হবে না, মাসেহ্ করলেই চলবে)।

আমি বললাম, ভালোবাসা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কিছু বলতে শুনেছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। আমরা রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক সফরে ছিলাম। আমরা তাঁর নিকট থাকাকালীন হঠাৎ এক বেদুইন উচ্চস্বরে 'হে মুহাম্মাদ' বলে তাঁকে ডাক দিল। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও তার মত জোরে আওয়াজ দিয়ে বললেন, বস। আমি তাকে বললাম, আহ! তোমার আওয়াজ নিচু কর। কারণ তুমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে রয়েছ এবং তোমাকে এরূপ করতে নিষেধ করা হয়েছে। লোকটি বলল, আমি আমার আওয়াজ নিচু করব না। তারপর সে জিজ্ঞেস করল, এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে, অথচ সে এখনও তাদের সাথে মিলেনি। এ ব্যাপারে আপনার মন্তব্য কি? নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে যাকে ভালোবাসে সে তারই সাথে কিয়ামাতের দিন থাকবে। এভাবে তিনি কথা বলতে বলতে শেষে পশ্চিম দিকের একটি দরজার কথা বলেন, যার প্রস্থের দূরত্ব পায়ে হেঁটে গেলে অথবা কোন যানবাহনে গেলে চল্লিশ অথবা সত্তর বছর।

সুফিয়ান নামে একজন হাদীস বর্ণনাকারী বলেন, যেদিন আল্লাহ তাআলা আকাশ ও পৃথিবী তৈরি করেছেন, সেই থেকে (সিরিয়ার দিকে) এই দরজা তাওবার জন্য খোলা রেখেছেন। পশ্চিম দিক থেকে সূর্যোদয় না হওয়া পর্যন্ত এ দরজা বন্ধ করা হবে না।

ইমাম তিরমিযী প্রমুখ এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং তিনি একে হাসান ও সহীহ্ হাদীস আখ্যায়িত করেছেন।

٢٠- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ سَعْدِ بْنِ مَالِكِ بْنِ سِنَانٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ نَبِىَّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ فِيْمَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ رَجُلٌ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَسَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَاهِبٍ فَاَتَاهُ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ تِسْعَةً وَتِسْعِيْنَ نَفْسًا فَهَل لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ لاَ فَقَتَلَهُ فَكَمَّلَ بِهِ مِائَةً ثُمَّ سَاَلَ عَنْ اَعْلَمِ اَهْلِ الْاَرْضِ فَدُلَّ عَلٰى رَجُلٍ عَالِمٍ فَقَالَ اِنَّهُ قَتَلَ مِائَةَ نَفْسٍ فَهَلْ لَهُ مِنْ تَوْبَةٍ؟ فَقَالَ نَعَمْ وَمَنْ يَحُوْلُ بَيْنَهُ وَبَيْنَ التَّوْبَةِ؟ اِنْطَلِقْ اِلٰى اَرْضِ كَذَا وَكَذَا فَاِنَّ بِهَا

أُنَاسًا يَعْبُدُوْنَ اللّٰهَ تَعَالٰى فَاعْبُدِ اللّٰهَ مَعَهُمْ وَلاَ تَرْجِعْ اِلٰى اَرْضِكَ فَاِنَّهَا اَرْضُ سُوْءٍ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اِذَا نَصَفَ الطَّرِيْقَ اَتَاهُ الْمَوْتُ فَاخْتَصَمَتْ فِيْهِ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ وَمَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ فَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ جَاءَ تَائِبًا مُقْبِلاً بِقَلْبِهِ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى وَقَالَتْ مَلاَئِكَةُ الْعَذَابِ اِنَّهُ لَمْ يَعْمَلْ خَيْرًا قَطُّ فَاَتَاهُمْ مَلَكٌ فِيْ صُوْرَةِ اٰدَمِيٍّ فَجَعَلُوْهُ بَيْنَهُمْ اَيْ حَكَمًا فَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَ الْاَرْضَيْنِ فَاِلٰى اَيَّتِهِمَا كَانَ اَدْنٰى فَهُوَ لَهُ فَقَاسُوْا فَوَجَدُوْهُ اَدْنٰى اِلَى الْاَرْضِ الَّتِيْ اَرَادَ فَقَبَضَتْهُ مَلاَئِكَةُ الرَّحْمَةِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَكَانَ اِلَى الْقَرْيَةِ الصَّالِحَةِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَجُعِلَ مِنْ اَهْلِهَا وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ فَاَوْحَى اللّٰهُ تَعَالٰى اِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَبَاعَدِيْ وَاِلٰى هٰذِهِ اَنْ تَقَرَّبِيْ وَقَالَ قِيْسُوْا مَا بَيْنَهُمَا فَوَجَدُوْهُ اِلٰى هٰذِهِ اَقْرَبَ بِشِبْرٍ فَغُفِرَ لَهُ وَفِيْ رِوَايَةٍ فَنَاٰى بِصَدْرِهِ نَحْوَهَا .

২০। আবু সাঈদ সা'দ ইবনে মালিক ইবনে সিনান আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী কালে একজন লোক নিরানব্বইজন মানুষকে হত্যা করার পর দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান করল। তাকে একজন সংসারত্যাগী খৃস্টান দরবেশের সন্ধান দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে নিরানব্বইজন লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? দরবেশ বলল, নেই। লোকটি দরবেশকে হত্যা করে এক শত সংখ্যা পূর্ণ করল। তারপর আবার সে দুনিয়ার সর্বশ্রেষ্ঠ আলিমের সন্ধান করায় তাকে এক আলিমের সন্ধান দেয়া হল। সে তার নিকট গিয়ে বলল যে, সে এক শত লোককে হত্যা করেছে, এখন তার জন্য তাওবার কোন সুযোগ আছে কি? আলিম বললেন, হাঁ, তাওবার সুযোগ আছে। আর তাওবার অন্তরায় কে হতে পারে? তুমি অমুক জায়গায় চলে যাও। সেখানে কিছু সংখ্যক লোক আল্লাহ্‌র ইবাদাত করছে। তুমিও তাদের সাথে ইবাদাত কর। আর তোমার দেশে ফিরে যেও না। কারণ ওটা খারাপ জায়গা। লোকটি নির্দেশিত জায়গার দিকে চলতে থাকল। অর্ধেক পথ গেলে তার মৃত্যুর সময় এসে পড়ল। তখন রহমতের ফেরেশতা ও আযাবের ফেরেশতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিল। রহমতের ফেরেশতারা বলেন, এ লোকটি তাওবা করে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে এসেছে। কিন্তু আযাবের ফেরেশতারা বলেন, লোকটি কখনও কোনো ভালো কাজ করেনি। এমন সময় আর এক ফেরেশতা মানুষের

রূপ ধরে তাদের নিকট এলেন। তারা তাকেই এ বিষয়ে তাদের মধ্যে শালিস মেনে নিলেন। শালিস বলেন ঃ তোমরা উভয় দিকের জায়গার দূরত্ব মেপে দেখ। যে দিকটি নিকটতর হবে সেটিরই সে অন্তর্ভুক্ত। কাজেই জায়গা পরিমাপের পর যে দিকের উদ্দেশে সে এসেছিল তাকে সে দিকটির নিকটবর্তী পাওয়া গেল। ফলে রহমতের ফেরেশতাগণ লোকটির প্রাণ নিলেন। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারীর অপর বর্ণনায় বলা হয়েছে, ঐ ব্যক্তি সৎ লোকদের জনবসতির দিকে এক বিঘত বেশি নিকটবর্তী হয়েছিল। কাজেই তাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তাআলা একদিকের জমিকে দূরে সরে যেতে এবং অন্যদিকের জমিকে নিকটে আসতে বলে ফেরেশতাদেরকে জমি মাপার হুকুম দিয়েছিলেন। কাজেই তারা সৎ লোকদের জমির দিকে লোকটিকে আধ হাত বেশি নিকটবর্তী দেখতে পেল। তাই তাকে ক্ষমা করে দেয়া হল। অন্য বর্ণনায় আছে ঃ সে নিজের বুক ঘষে অসৎ লোকদের জমি থেকে দূরে সরে গেল।

٢١- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ وَكَانَ قَائِدُ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ مِنْ بَنِيْهِ حِيْنَ عَمِىَ قَالَ سَمِعْتُ كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُحَدِّثُ بِحَدِيْثِهِ حِيْنَ تَخَلَّفَ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ قَالَ كَعْبٌ لَمْ اَتَخَلَّفْ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةٍ غَزَاهَا قَطُّ اِلاَّ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ غَيْرَ اَنِّىْ قَدْ تَخَلَّفْتُ فِىْ غَزْوَةِ بَدْرٍ وَلَمْ يُعَاتَبْ اَحَدٌ تَخَلَّفَ عَنْهُ اِنَّمَا خَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ يُرِيْدُوْنَ عِيْرَ قُرَيْشٍ حَتّٰى جَمَعَ اللّٰهُ تَعَالٰى بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ عَدُوِّهِمْ عَلٰى غَيْرِ مِيْعَادٍ وَلَقَدْ شَهِدْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةَ الْعَقَبَةِ حِيْنَ تَوَاثَقْنَا عَلَى الْاِسْلاَمِ وَمَا اُحِبُّ اَنَّ لِىْ بِهَا مَشْهَدَ بَدْرٍ وَاِنْ كَانَتْ بَدْرٌ اَذْكَرَ فِى النَّاسِ مِنْهَا.

وَكَانَ مِنْ خَبَرِىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ اَنِّىْ لَمْ اَكُنْ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْهُ فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَاللّٰهِ مَا جَمَعْتُ قَبْلَهَا رَاحِلَتَيْنِ قَطُّ حَتّٰى جَمَعْتُهُمَا فِىْ تِلْكَ الْغَزْوَةِ وَلَمْ يَكُنْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُرِيْدُ غَزْوَةً اِلاَّ وَرّٰى بِغَيْرِهَا حَتّٰى كَانَتْ تِلْكَ

الْغَزْوَةُ فَغَزَاهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَرٍّ شَدِيْدٍ وَاسْتَقْبَلَ سَفَرًا بَعِيْدًا وَّمَفَازًا وَاسْتَقْبَلَ عَدَدًا كَثِيْرًا فَجَلّٰى لِلْمُسْلِمِيْنَ اَمْرَهُمْ لِيَتَاَهَّبُوْا اُهْبَةَ غَزْوِهِمْ فَاَخْبَرَهُمْ بِوَجْهِهِمُ الَّذِىْ يُرِيْدُ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَثِيْرٌ وَلاَ يَجْمَعُهُمْ كِتَابٌ حَافِظٌ يُرِيْدُ بِذٰلِكَ الدِّيْوَانَ قَالَ كَعْبٌ فَقَلَّ رَجُلٌ يُرِيْدُ اَنْ يَتَغَيَّبَ اِلاَّ ظَنَّ اَنَّ ذٰلِكَ سَيَخْفٰى بِهٖ مَا لَمْ يَنْزِلْ فِيْهِ وَحْىٌ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى وَغَزَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تِلْكَ الْغَزْوَةَ حِيْنَ طَابَتِ الثِّمَارُ وَالظِّلاَلُ فَاَنَا اِلَيْهَا اَصْعَرُ فَتَجَهَّزَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَطَفِقْتُ اَغْدُوْ لِكَىْ اَتَجَهَّزَ مَعَهُ فَاَرْجِعُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا وَاَقُوْلُ فِىْ نَفْسِىْ اَنَا قَادِرٌ عَلٰى ذٰلِكَ اِذَا اَرَدْتُّ فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اسْتَمَرَّ بِالنَّاسِ الْجِدُّ فَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَادِيًا وَالْمُسْلِمُوْنَ مَعَهُ وَلَمْ اَقْضِ مِنْ جِهَازِىْ شَيْئًا ثُمَّ غَدَوْتُ فَرَجَعْتُ وَلَمْ اَقْضِ شَيْئًا فَلَمْ يَزَلْ يَتَمَادٰى بِىْ حَتّٰى اَسْرَعُوْا وَتَفَارَطَ الْغَزْوُ فَهَمَمْتُ اَنْ اَرْتَحِلَ فَاُدْرِكَهُمْ فَيَالَيْتَنِىْ فَعَلْتُ ثُمَّ لَمْ يُقَدَّرْ ذٰلِكَ لِىْ فَطَفِقْتُ اِذَا خَرَجْتُ فِى النَّاسِ بَعْدَ خُرُوْجِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْزُنُنِىْ اَنِّىْ لاَ اَرٰى لِىْ اُسْوَةً اِلاَّ رَجُلاً مَغْمُوْصًا عَلَيْهِ فِى النِّفَاقِ اَوْ رَجُلاً مِمَّنْ عَذَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَ الضُّعَفَاءِ وَلَمْ يَذْكُرْنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَتّٰى بَلَغَ تَبُوْكَ فَقَالَ وَهُوَ جَالِسٌ فِى الْقَوْمِ بِتَبُوْكَ مَا فَعَلَ كَعْبُ بْنُ مَالِكٍ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَةَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَبَسَهُ بُرْدَاهُ وَالنَّظَرُ فِىْ عِطْفَيْهِ فَقَالَ لَهُ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ بِئْسَ مَا قُلْتَ وَاللّٰهِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ اِلاَّ خَيْرًا فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَبَيْنَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ رَاٰى رَجُلاً مُبَيِّضًا يَزُوْلُ بِهِ السَّرَابُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُنْ اَبَا خَيْثَمَةَ فَاِذَا هُوَ اَبُوْ خَيْثَمَةَ الْاَنْصَارِىُّ وَهُوَ الَّذِىْ تَصَدَّقَ بِصَاعِ التَّمْرِ حِيْنَ لَمَزَهُ

الْمُنَافِقُوْنَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا بَلَغَنِىْ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ تَوَجَّهَ قَافِلاً مِّنْ تَبُوْكَ حَضَرَنِىْ بَثِّىْ فَطَفِقْتُ اَتَذَكَّرُ الْكَذِبَ وَاَقُوْلُ بِمَا اَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ غَدًا وَاَسْتَعِيْنُ عَلٰى ذٰلِكَ بِكُلِّ ذِىْ رَاْىٍ مِنْ اَهْلِىْ فَلَمَّا قِيْلَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَظَلَّ قَادِمًا زَاحَ عَنِّىْ الْبَاطِلُ حَتّٰى عَرَفْتُ اَنِّىْ لَمْ اَنْجُ مِنْهُ بِشَىْءٍ اَبَدًا فَاَجْمَعْتُ صِدْقَهُ وَاَصْبَحَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَادِمًا وَكَانَ اِذَا قَدِمَ مِنْ سَفَرٍ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَرَكَعَ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَعَلَ ذٰلِكَ جَاءَهُ الْمُخَلَّفُوْنَ يَعْتَذِرُوْنَ اِلَيْهِ وَيَحْلِفُوْنَ لَهُ وَكَانُوْا بِضْعًا وَثَمَانِيْنَ رَجُلاً فَقَبِلَ مِنْهُمْ عَلاَنِيَتَهُمْ وَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَوَكَلَ سَرَائِرَهُمْ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حَتّٰى جِئْتُ فَلَمَّا سَلَّمْتُ تَبَسَّمَ تَبَسُّمَ الْمُغْضَبِ ثُمَّ قَالَ تَعَالَ فَجِئْتُ اَمْشِىْ حَتّٰى جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَقَالَ لِىْ مَا خَلَّفَكَ اَلَمْ تَكُنْ قَدِ ابْتَعْتَ ظَهْرَكَ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ وَاللّٰهِ لَوْ جَلَسْتُ عِنْدَ غَيْرِكَ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا لَرَأَيْتُ اَنِّىْ سَاَخْرُجُ مِنْ سَخَطِهِ بِعُذْرٍ لَقَدْ اُعْطِيْتُ جَدَلاً وَلٰكِنِّىْ وَاللّٰهِ لَقَدْ عَلِمْتُ لَئِنْ حَدَّثْتُكَ الْيَوْمَ حَدِيْثَ كَذِبٍ تَرْضٰى بِهِ عَنِّىْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ يُسْخِطُكَ عَلَىَّ وَاِنْ حَدَّثْتُكَ حَدِيْثَ صِدْقٍ تَجِدُ عَلَىَّ فِيْهِ اِنِّىْ لاَرْجُوْ فِيْهِ عُقْبَى اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَاللّٰهِ مَا كَانَ لِىْ مِنْ عُذْرٍ وَاللّٰهِ مَا كُنْتُ قَطُّ اَقْوٰى وَلاَ اَيْسَرَ مِنِّىْ حِيْنَ تَخَلَّفْتُ عَنْكَ.

قَالَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَّا هٰذَا فَقَدْ صَدَقَ فَقُمْ حَتّٰى يَقْضِىَ اللّٰهُ فِيْكَ وَسَارَ رِجَالٌ مِنْ بَنِىْ سَلِمَةَ فَاتَّبَعُوْنِىْ فَقَالُوْا لِىْ وَاللّٰهِ مَا عَلِمْنَاكَ اَذْنَبْتَ ذَنْبًا قَبْلَ هٰذَا لَقَدْ عَجَزْتَ فِىْ اَنْ لاَ تَكُوْنَ اعْتَذَرْتَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَا اعْتَذَرَ بِهِ اِلَيْهِ الْمُخَلَّفُوْنَ فَقَدْ كَانَ كَافِيَكَ ذَنْبَكَ اسْتِغْفَارُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَكَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا زَالُوْا يُؤَنِّبُوْنَنِىْ حَتّٰى اَرَدْتُّ اَنْ اَرْجِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُكَذِّبَ نَفْسِىْ ثُمَّ قُلْتُ لَهُمْ هَلْ

لَقِيَ هٰذَا مَعِيَ مِنْ اَحَدٍ؟ قَالُوْا نَعَمْ لَقِيَهُ مَعَكَ رَجُلاَنِ قَالاَ مِثْلَ مَا قُلْتَ وَقِيْلَ لَهُمَا مِثْلَ مَا قِيْلَ لَكَ قَالَ قُلْتُ مَنْ هُمَا ؟ قَالُوْا مُرَارَةُ بْنُ الرَّبِيْعِ الْعَمْرِيُّ وَهِلاَلُ بْنُ اُمَيَّةَ الْوَاقِفِيُّ قَالَ فَذَكَرُوْا لِيْ رَجُلَيْنِ صَالِحَيْنِ قَدْ شَهِدَا بَدْرًا فِيْهِمَا اُسْوَةٌ قَالَ فَمَضَيْتُ حِيْنَ ذَكَرُوْهُمَا لِيْ وَنَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ كَلاَمِنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ مِنْ بَيْنِ مَنْ تَخَلَّفَ عَنْهُ قَالَ فَاجْتَنَبَنَا النَّاسُ اَوْ قَالَ تَغَيَّرُوْا لَنَا حَتّٰى تَنَكَّرَتْ لِيْ فِيْ نَفْسِي الْاَرْضُ فَمَا هِيَ بِالْاَرْضِ الَّتِيْ اَعْرِفُ فَلَبِثْنَا عَلٰى ذٰلِكَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً فَاَمَّا صَاحِبَايَ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَا فِيْ بُيُوْتِهِمَا يَبْكِيَانِ وَاَمَّا اَنَا فَكُنْتُ اَشَبَّ الْقَوْمِ وَاَجْلَدَهُمْ فَكُنْتُ اَخْرُجُ فَاَشْهَدُ الصَّلاَةَ مَعَ الْمُسْلِمِيْنَ وَاَطُوْفُ فِي الْاَسْوَاقِ وَلاَ يُكَلِّمُنِيْ اَحَدٌ وَاٰتِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاُسَلِّمُ عَلَيْهِ وَهُوَ فِيْ مَجْلِسِهِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَاَقُوْلُ فِيْ نَفْسِيْ هَلْ حَرَّكَ شَفَتَيْهِ بِرَدِّ السَّلاَمِ اَمْ لاَ ؟ ثُمَّ اُصَلِّيْ قَرِيْبًا مِنْهُ وَاُسَارِقُهُ النَّظَرَ فَاِذَا اَقْبَلْتُ عَلٰى صَلاَتِيْ نَظَرَ اِلَيَّ وَاِذَا اِلْتَفَتُّ نَحْوَهُ اَعْرَضَ عَنِّيْ حَتّٰى اِذَا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيَّ مِنْ جَفْوَةِ الْمُسْلِمِيْنَ مَشَيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ جِدَارَ حَائِطِ اَبِيْ قَتَادَةَ وَهُوَ ابْنُ عَمِّيْ وَاَحَبُّ النَّاسِ اِلَيَّ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ فَوَاللّٰهِ مَا رَدَّ عَلَيَّ السَّلاَمَ فَقُلْتُ لَهُ يَا اَبَا قَتَادَةَ اَنْشُدُكَ بِاللّٰهِ هَلْ تَعْلَمُنِيْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَسَكَتَ فَعُدْتُ فَنَاشَدْتُهُ فَسَكَتَ فَعُدتُ فَنَاشَدْتُه فَقَالَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَفَاضَتْ عَيْنَايَ وَتَوَلَّيْتُ حَتّٰى تَسَوَّرْتُ الْجِدَارَ فَبَيْنَا اَنَا اَمْشِيْ فِيْ سُوْقِ الْمَدِيْنَةِ اِذَا نَبَطِيٌّ مِّنْ نَبَطِ اَهْلِ الشَّامِ مِمَّنْ قَدِمَ بِالطَّعَامِ يَبِيْعُهُ بِالْمَدِيْنَةِ يَقُوْلُ مَنْ يَّدُلُّ عَلٰى كَعْبِ بْنِ مَالِك؟ فَطَفِقَ النَّاسُ يُشِيْرُوْنَ لَهُ اِلَيَّ حَتّٰى جَاءَنِيْ فَدَفَعَ اِلَيَّ كِتَابًا مِّنْ مَلِك غَسَّانَ وَكُنْتُ كَاتِبًا فَقَرَأْتُهُ فَاِذَا فِيْهِ : اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّهُ قَدْ بَلَغَنَا اَنَّ صَاحِبَكَ قَدْ جَفَاكَ وَلَمْ يَجْعَلْكَ اللّٰهُ بِدَارِ هَوَانٍ وَلاَ مَضْيَعَةٍ فَالْحَقْ بِنَا نُوَاسِكَ فَقُلْتُ حِيْنَ قَرَأْتُهَا وَهٰذِهِ

أَيْضًا مِّنَ الْبَلاَءِ فَتَيَمَّمْتُ بِهَا التَّنُّوْرَ فَسَجَرْتُهَا حَتّٰى اِذَا مَضَتْ اَرْبَعُوْنَ مِنَ الْخَمْسِيْنَ وَاسْتَلْبَثَ الْوَحْيُ اِذَا رَسُوْلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْتِيْنِيْ فَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَأْمُرُكَ اَنْ تَعْتَزِلَ امْرَاَتَكَ فَقُلْتُ أُطَلِّقُهَا اَمْ مَاذَا اَفْعَلُ؟ قَالَ لاَ بَلْ اعْتَزِلْهَا فَلاَ تَقْرَبَنَّهَا وَاَرْسَلَ اِلٰى صَاحِبَيَّ بِمِثْلِ ذٰلِكَ فَقُلْتُ لِامْرَاَتِيْ اِلْحَقِيْ بِاَهْلِكِ فَكُوْنِيْ عِنْدَهُمْ حَتّٰى يَقْضِيَ اللّٰهُ فِيْ هٰذَا الْاَمْرِ فَجَاءَتْ امْرَاَةُ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ لَهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ هِلاَلَ بْنَ أُمَيَّةَ شَيْخٌ ضَائِعٌ لَيْسَ لَهُ خَادِمٌ فَهَلْ تَكْرَهُ اَنْ اَخْدُمَهُ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنْ لاَ يَقْرَبَنَّكِ فَقَالَتْ اِنَّهُ وَاللّٰهِ مَا بِهِ مِنْ حَرَكَةٍ اِلٰى شَيْءٍ وَوَاللّٰهِ مَا زَالَ يَبْكِيْ مُنْذُ كَانَ مِنْ اَمْرِهِ مَا كَانَ اِلٰى يَوْمِهِ هٰذَا فَقَالَ لِيْ بَعْضُ اَهْلِيْ لَوِ اسْتَاْذَنْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ امْرَاَتِكَ فَقَدْ اَذِنَ لِامْرَاَةِ هِلاَلِ بْنِ أُمَيَّةَ اَنْ تَخْدُمَهُ؟ فَقُلْتُ لاَ اَسْتَاْذِنُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا يُدْرِيْنِيْ مَاذَا يَقُوْلُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اِسْتَاْذَنْتُهُ فِيْهَا وَاَنَا رَجُلٌ شَابٌّ فَلَبِثْتُ بِذٰلِكَ عَشْرَ لَيَالٍ فَكَمُلَ لَنَا خَمْسُوْنَ لَيْلَةً مِنْ حِيْنَ نُهِيَ عَنْ كَلاَمِنَا.

ثُمَّ صَلَّيْتُ صَلاَةَ الْفَجْرِ صَبَاحَ خَمْسِيْنَ لَيْلَةً عَلٰى ظَهْرِ بَيْتٍ مِّنْ بُيُوْتِنَا فَبَيْنَا اَنَا جَالِسٌ عَلَى الْحَالِ الَّتِيْ ذَكَرَ اللّٰهُ تَعَالٰى مِنَّا قَدْ ضَاقَتْ عَلَيَّ نَفْسِيْ وَضَاقَتْ عَلَيَّ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ سَمِعْتُ صَوْتَ صَارِخٍ اَوْفٰى عَلٰى سَلْعٍ يَقُوْلُ بِاَعْلٰى صَوْتِهِ يَا كَعْبَ بْنَ مَالِكٍ اَبْشِرْ فَخَرَرْتُ سَاجِدًا وَعَرَفْتُ اَنَّهُ قَدْ جَاءَ فَرَجٌ فَاٰذَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ النَّاسَ بِتَوْبَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ عَلَيْنَا حِيْنَ صَلّٰى صَلاَةَ الْفَجْرِ فَذَهَبَ النَّاسُ يُبَشِّرُوْنَنَا فَذَهَبَ قِبَلَ صَاحِبَيَّ مُبَشِّرُوْنَ وَرَكَضَ رَجُلٌ اِلَيَّ فَرَسًا وَسَعٰى سَاعٍ مِنْ اَسْلَمَ قِبَلِيْ وَاَوْفٰى عَلَى الْجَبَلِ وَكَانَ الصَّوْتُ اَسْرَعَ مِنَ الْفَرَسِ فَلَمَّا جَاءَنِي الَّذِيْ سَمِعْتُ صَوْتَهُ يُبَشِّرُنِيْ نَزَعْتُ لَهُ ثَوْبَيَّ فَكَسَوْتُهُمَا

اِيَّاهُ بِبَشَارَتِهٖ وَاللّٰهِ مَا اَمْلِكُ غَيْرَهُمَا يَوْمَئِذٍ وَاسْتَعَرْتُ ثَوْبَيْنِ فَلَبِسْتُهُمَا وَانْطَلَقْتُ اَتَاَمَّمُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَلَقَّانِى النَّاسُ فَوْجًا فَوْجًا يُهَنِّئُوْنَنِى بِالتَّوْبَةِ وَيَقُوْلُوْنَ لِىْ لِتَهْنِكَ تَوْبَةُ اللّٰهِ عَلَيْكَ حَتّٰى دَخَلْتُ الْمَسْجِدَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جَالِسٌ حَوْلَهُ النَّاسُ فَقَامَ طَلْحَةُ بْنُ عُبَيْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُهَرْوِلُ حَتّٰى صَافَحَنِىْ وَهَنَّاَنِىْ وَاللّٰهِ مَا قَامَ رَجُلٌ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ غَيْرُهُ فَكَانَ كَعْبُ لاَ يَنْسَاهَا لِطَلْحَةَ قَالَ كَعْبٌ فَلَمَّا سَلَّمْتُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَهُوَ يَبْرُقُ وَجْهُهُ مِنَ السُّرُوْرِ اَبْشِرْ بِخَيْرِ يَوْمٍ مَرَّ عَلَيْكَ مُذْ وَلَدَتْكَ اُمُّكَ فَقُلْتُ اَمِنْ عِنْدِكَ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اَمْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ؟ قَالَ لاَ بَلْ مِنْ عِنْدِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا سُرَّ اِسْتَنَارَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَاَنَّ وَجْهَهُ قِطْعَةُ قَمَرٍ وَكُنَّا نَعْرِفُ ذٰلِكَ مِنْهُ فَلَمَّا جَلَسْتُ بَيْنَ يَدَيْهِ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ اَنْخَلِعَ مِنْ مَالِىْ صَدَقَةً اِلَى اللّٰهِ وَاِلٰى رَسُوْلِهٖ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْسِكْ عَلَيْكَ بَعْضَ مَالِكَ فَهُوَ خَيْرٌ لَّكَ فَقُلْتُ اِنِّىْ اَمْسِكُ سَهْمِى الَّذِىْ بِخَيْبَرَ وَقُلْتُ يَارَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِنَّمَا اَنْجَانِىْ بِالصِّدْقِ وَاِنَّ مِنْ تَوْبَتِىْ اَنْ لاَ اُحَدِّثَ اِلاَّ صِدْقًا مَا بَقِيْتُ فَوَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ اَبْلاَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى فِىْ صِدْقِ الْحَدِيْثِ مُنْذُ ذَكَرْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحْسَنَ مِمَّا اَبْلاَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَاللّٰهِ مَاتَعَمَّدْتُ كِذْبَةً مُنْذُ قُلْتُ ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلٰى يَوْمِىْ هٰذَا وَاِنِّىْ لَاَرْجُوْ اَنْ يَحْفَظَنِىَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْمَا بَقِىَ . قَالَ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى (لَقَدْ تَابَ اللّٰهُ عَلَى النَّبِىِّ وَالْمُهَاجِرِيْنَ وَالْاَنْصَارِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ فِىْ سَاعَةِ الْعُسْرَةِ.) حَتّٰى بَلَغَ : (اِنَّهُ بِهِمْ رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا حَتّٰى اِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْاَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ). حَتّٰى بَلَغَ : (وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصَّادِقِيْنَ) (التوبة : ١١٧-١١٩) قَالَ كَعْبٌ وَاللّٰهِ مَا اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَىَّ مِنْ نِعْمَةٍ قَطُّ بَعْدَ اِذْ هَدَانِىَ

اللّٰهُ لِلْاِسْلاَمِ اَعْظَمَ فِيْ نَفْسِيْ مِنْ صِدْقِيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ لاَ اَكُوْنَ كَذَبْتُهُ فَاَهْلَكَ كَمَا هَلَكَ الَّذِيْنَ كَذَبُوْا اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِلَّذِيْنَ كَذَبُوْا حِيْنَ اَنْزَلَ الْوَحْيَ شَرَّ مَا قَالَ لِاَحَدٍ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (سَيَحْلِفُوْنَ بِاللّٰهِ لَكُمْ اِذَا انْقَلَبْتُمْ اِلَيْهِمْ لِتُعْرِضُوْا عَنْهُمْ فَاَعْرِضُوْا عَنْهُمْ اِنَّهُمْ رِجْسٌ وَمَاْوَاهُمْ جَهَنَّمُ جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ . يَحْلِفُوْنَ لَكُمْ لِتَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنْ تَرْضَوْا عَنْهُمْ فَاِنَّ اللّٰهَ لاَ يَرْضٰى عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِيْنَ) (التوبة : ٩٥، ٩٦)

قَالَ كَعْبٌ كُنَّا خُلِّفْنَا اَيُّهَا الثَّلاَثَةُ عَنْ اَمْرِ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ قَبِلَ مِنْهُمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ حَلَفُوْا لَهُ فَبَايَعَهُمْ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمْ وَاَرْجَاَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمْرَنَا حَتّٰى قَضَى اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْهِ بِذٰلِكَ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَعَلَى الثَّلاَثَةِ الَّذِيْنَ خُلِّفُوْا) وَلَيْسَ الَّذِيْ ذَكَرَ مِمَّا خُلِّفْنَا تَخَلُّفُنَا عَنِ الْغَزْوِ وَاِنَّمَا هُوَ تَخْلِيْفُهُ اِيَّانَا وَاِرْجَاؤُهُ اَمْرَنَا عَمَّنْ حَلَفَ لَهُ وَاعْتَذَرَ اِلَيْهِ فَقَبِلَ مِنْهُ - مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَرَجَ فِيْ غَزْوَةِ تَبُوْكَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَكَانَ يُحِبُّ اَنْ يَخْرُجَ يَوْمَ الْخَمِيْسِ وَفِيْ رِوَايَةٍ وَكَانَ لاَ يَقْدَمُ مِنْ سَفَرٍ اِلاَّ نَهَارًا فِي الضُّحٰى فَاِذَا قَدِمَ بَدَاَ بِالْمَسْجِدِ فَصَلّٰى فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ جَلَسَ فِيْهِ.

২১। কা'ব ইবনে মালিক (রা)-র পুত্র আবদুল্লাহ (র) থেকে বর্ণিত। কা'ব ইবনে মালিক (রা) অন্ধ হয়ে যাওয়ার পর তাঁর পুত্রদের মধ্যে আবদুল্লাহ তাঁর পরিচালক ছিলেন। আবদুল্লাহ বলেন, তাবুকের জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না গিয়ে পেছনে রয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আমি কা'ব ইবনে মালিক (রা)-র বক্তব্য শুনেছি। কা'ব বলেন, তাবুকের জিহাদ ছাড়া আমি কোনো জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে আলাদা ছিলাম না। তবে বদরের জিহাদ থেকেও আমি দূরে রয়ে গিয়েছিলাম। কিন্তু এই জিহাদে যারা শরীক হননি তাদের কাউকে শাস্তি দেয়া হয়নি। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও মুসলিমগণ কুরাইশদের ব্যবসায়ী কাফিলার ধন-সম্পদ ছিনিয়ে নেবার উদ্দেশে রওয়ানা হয়েছিলেন। অবশেষে আল্লাহ তাআলা (বাহ্যত) অসময়ে মুসলমানদেরকে তাদের দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের সম্মুখীন করে দিলেন। আমরা আকাবার রাতে যখন ইসলামের উপর কায়েম থাকার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলাম তখন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। যদিও

বদরের জিহাদ মানুষের মধ্যে বেশি স্মরণীয়, তবুও আমি আকাবায় উপস্থিতির বদলে বদরের উপস্থিতিকে অধিক প্রিয় মনে করি না।

তাবুকের জিহাদে আমার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে না যাওয়ার বিবরণ এই যে, এই জিহাদের সময় আমি যতটা শক্তিশালী ও ধনবান ছিলাম এতটা আর কোন সময় ছিলাম না। আল্লাহ্র শপথ! এ জিহাদের সময় আমার দু'টি উট ছিল কিন্তু এর পূর্বে আমার দু'টি উট ছিল না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও জিহাদে যাওয়ার ইচ্ছা করলে (সরাসরি না বলে ইংগিতবহ শব্দ দ্বারা) অন্যভাবে তা প্রকাশ করতেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অত্যধিক গরমের সময় তাবুকের জিহাদে যান। সফর ছিল অনেক দূরের। অঞ্চল ছিল খাদ্য ও পানিহীন। আর শত্রুসৈন্যের সংখ্যাও ছিল বেশি। তাই তিনি মুসলিমদের কাছে এই জিহাদের কথা খুলে বলে দিলেন, যাতে সবাই জিহাদের জন্য ঠিকমত প্রস্তুত হতে পারেন। তিনি তাঁদেরকে তাঁর ইচ্ছা জানিয়ে দিলেন। বহু মুসলিম মুজাহিদ এ জিহাদে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। সে সময়ে তাঁদের নাম তালিকাভুক্ত করার জন্য কোন রেজিস্ট্রি বই ছিল না। কা'ব (রা) বলেন, যে লোক জিহাদে যোগদান না করে আত্মগোপন করতে চাইতো সে অবশ্যই মনে করত যে, যতক্ষণ পর্যন্ত তার সম্পর্কে ওহী নাযিল না হবে ততক্ষণ তার ভূমিকা গোপন থাকবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন এ জিহাদে যান তখন গাছে ফল পেকে গিয়েছিল এবং গাছপালার ছায়াও আরামদায়ক হয়ে উঠেছিল। আমি এসবের প্রতি আকৃষ্ট ছিলাম। যাহোক, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথে মুসলিমগণ প্রস্তুতি শুরু করলেন। আমিও তাঁর সাথে যাওয়ার জন্য প্রস্তুতির উদ্দেশে সকাল বেলা যেতাম বটে, কিন্তু কোন কিছু না করেই ফিরে আসতাম এবং মনে মনে ভাবতাম যে, আমি ইচ্ছা করলেই এ কাজ করতে পারব। এভাবে গড়িমসি করতে করতে অনেক দিন চলে গেল, এমনকি লোকেরা সফরের জোর প্রস্তুতি নিয়ে ফেলল। তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম মুজাহিদদের নিয়ে রওয়ানা হলেন, কিন্তু আমি কোন প্রস্তুতিই নিলাম না। কিছু কাল আমার এই গড়িমসি চলতে লাগল। ওদিকে মুজাহিদগণ দ্রুত অগ্রসর হয়ে গিয়েছেন এবং জিহাদও সন্নিকটে। আমি তখন লক্ষ্য করলাম যে, রওয়ানা হয়ে যাওয়ার পর আমি যখন লোকদের মধ্যে চলাফেরা করতাম, তখন যাদেরকে মুনাফিক বলা হত এবং যাদেরকে আল্লাহ অক্ষম ও দুর্বল বলে গণ্য করেছিলেন সেই রকমের লোক ছাড়া আর কাউকে আমার মত ভূমিকায় দেখতে পেতাম না। এ অবস্থা আমাকে দুশ্চিন্তায় ফেলে দিত।

তাবুকে পৌছা পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার কথা স্মরণ করেননি। তাবুকে তিনি লোকজনের মধ্যে বসা অবস্থায় জিজ্ঞেস করলেন, কা'ব ইবনে মালিক কি করল? বনূ সালেমার একজন বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাকে তার চাদর ও

শরীরের দুই পার্শ্বদেশ দর্শন আটকে রেখেছে। মু'আয ইবনে জাবাল রাদিআল্লাহু আনহু তাকে বলেন, তুমি যা বললে তা খারাপ কথা। আল্লাহ্‌র শপথ! ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা তো তার ব্যাপারে ভালো ছাড়া আর কিছু জানি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চুপ রইলেন। এমন অবস্থায় তিনি সাদা পোশাক পরিহিত একজন লোককে মরুভূমির মরীচিকার মধ্য দিয়ে আসতে দেখে বলেন, তুমি আবু খাইসামা? দেখা গেল তিনি সত্যিই আবু খাইসামা আনসারী (রা)। আর আবু খাইসামা হচ্ছেন সেই ব্যক্তি মুনাফিকরা যাঁকে টিট্‌কারি দিয়েছিল তিনি এক সা খেজুর দান করেছিলেন বলে। কা'ব (রা) বলেন, যখন তাবুক থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লমের ফিরে আসার খবর পেলাম তখন আমার খুব দুশ্চিন্তা হল। তাই মিথ্যা ওজর ভাবতে লাগলাম। (মনে মনে) বলতে লাগলাম, কিভাবে তাঁর অসন্তোষ থেকে বাঁচতে পারি। আমার পরিবারবর্গের বুদ্ধিমান লোকদের নিকট সাহায্য চাইলাম। তারপর যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে আসছেন বলে খবর পাওয়া গেল, তখন মিথ্যা বলার ইচ্ছা দূর হয়ে গেল, এমনকি কোন কিছু দ্বারা মুক্তি পাব না বলে বুঝতে পারলাম, তাই সত্য কথা বলার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করলাম।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফিরে এলেন। আর তিনি সফর থেকে ফিরে এসে প্রথমে মসজিদে গিয়ে দুই রাক'আত নামায আদায় করতেন, তারপর লোকজনের সামনে বসতেন। এ নিয়ম অনুযায়ী তিনি যখন বসলেন, তখন যারা এ জিহাদে যোগদান করেনি, তারা শপথ করে ওজর পেশ করতে লাগল। এরূপ লোক ছিল আশিজনের বেশি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের প্রকাশ্য বক্তব্য গ্রহণ করলেন, তাদের বাইয়াত গ্রহণ করলেন এবং তাদের গুনাহ্‌র জন্য আল্লাহ্‌র কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে তাদের গোপন অবস্থা আল্লাহ্‌র নিকট সোপর্দ করলেন। অবশেষে আমি হাযির হয়ে যখন সালাম দিলাম, তিনি রাগের হাসি হাসলেন, তারপর কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর সামনে গিয়ে বসে পড়লাম। তিনি আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন পেছনে রয়ে গেলে? তুমি তোমার বাহন কিনেছিলে না? কা'ব (রা) বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি যদি আপনি ছাড়া অন্য কোন দুনিয়াদার লোকের সামনে বসতাম, তাহলে কোন ওজর দ্বারা তার অসন্তোষ থেকে বাঁচবার পথ দেখতে পেতাম। যুক্তি প্রদর্শনের যোগ্যতা আমার আছে। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি জানি, যদিও আজ আমি আপনার নিকট মিথ্যা কথা বললে তাতে আপনি আমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেন, কিন্তু আল্লাহ আপনাকে আমার প্রতি অতি শীঘ্রই অসন্তুষ্ট করে দেবেন। আর সত্য কথা বলায় আপনি আমার প্রতি অসন্তুষ্ট হলেও আমি আল্লাহ্‌র নিকট ভাল পরিণতির আশা করি। আল্লাহ্‌র শপথ! আমার কোন ওজর ছিল না। আল্লাহ্‌র শপথ! এ জিহাদে আপনার সাথে না গিয়ে পেছনে রয়ে যাওয়ার সময় আমি যতটা শক্তিমান ও অর্থশালী ছিলাম অতটা অন্য কোন সময় ছিলাম না। রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে সত্য কথাই বলেছে। আচ্ছা উঠে যাও। তোমার ব্যাপারে আল্লাহ কোন ফায়সালা করা পর্যন্ত দেখা যাক।

বনী সালেমার কয়েকজন লোক আমার পেছনে পেছনে এসে আমাকে বলতে লাগল, আল্লাহ্‌র শপথ! ইতিপূর্বে তুমি কোন অপরাধ করেছ বলে আমরা জানি না। তুমি কি অন্য লোকদের মত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট ওজর পেশ করতে পারলে না? তোমার গুনাহর জন্য আল্লাহ্‌র নিকট রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্ষমা প্রার্থনাই তো যথেষ্ট হয়ে যেত। এরা আমাকে এত তিরস্কার করতে লাগল যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ফিরে গিয়ে নিজেকে মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত করার আমার ইচ্ছা হল। তারপর আমি তাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মত এরূপ ব্যাপার আর কারও ঘটেছে কি? তারা বলল, হাঁ আরও দু'জনের ব্যাপারও তোমার মতই ঘটেছে। তুমি যা বলেছ, তারাও সেই রকমই বলেছে। আর তোমাকে যা বলা হয়েছে, তাদেরকেও তাই বলা হয়েছে। কা'ব (রা) বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, সে দু'জন কে কে? লোকেরা বলল, তারা হচ্ছেন মুরারা ইবনে রবীআ আমেরী ও হিলাল ইবনে উমাইয়া ওয়াকেফী (রা)।

কা'ব (রা) বলেন, লোকেরা আমাকে যে দু'জন লোকের নাম বলল, তারা ছিলেন খুবই সৎ ও আদর্শ পুরুষ এবং বদরের জিহাদে তারা যোগদান করেছিলেন। কা'ব বলেন, লোকেরা উক্ত দু'জনের খবর দিলে আমি আমার পূর্বের নীতির উপর অবিচল রইলাম।

যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্য থেকে আমাদের তিনজনের সাথে লোকদেরকে কথা বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিষেধ করে দিলেন। কাজেই সব লোক আমাদের নিকট থেকে দূরে থাকতে লাগল (অথবা তারা আমাদের জন্য পরিবর্তিত হয়ে গেল), এমনকি আমার জন্য দুনিয়া একেবারে অপরিচিত হয়ে গেল। পরিচিত দেশ আমার জন্য অপরিচিত হয়ে গেল। এভাবে আমরা পঞ্চাশ দিন পর্যন্ত থাকলাম। আমার দু'জন সাথী ঘরের মধ্যে আবদ্ধ হয়ে পড়লেন এবং তারা ঘরে বসে বসে কাঁদতে থাকলেন। আমি নওজোয়ান ও শক্তিশালী ছিলাম। তাই আমি বাইরে বের হয়ে মুসলিমদের সাথে নামায পড়তাম এবং বাজারে চলাফেরা করতাম, কিন্তু কেউ আমার সাথে কথা বলত না। নামাযের পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর স্থানে বসলে আমি তাঁকে সালাম দিতাম এবং মনে মনে ভাবতাম দেখি তিনি সালামের জওয়াব দিতে ঠোঁট নাড়েন কি না। তারপর আমি তাঁর নিকটবর্তী স্থানে নামায পড়তাম এবং চুপে চুপে দেখতাম তিনি আমার দিকে তাকান কিনা। আমি যখন নামাযে মশগুল হতাম তখন তিনি আমার দিকে তাকাতেন। আবার আমি যখন তাঁর দিকে তাকাতাম, তখন তিনি আমার দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতেন।

এভাবে যখন মুসলিম সমাজের অসহযোগিতার দরুন আমার এ অবস্থা দীর্ঘায়িত হল,

তখন আমি (একদিন) আবু কাতাদা (রা)-র বাগানের দেওয়াল টপকে তাঁকে সালাম দিলাম। আল্লাহ্র শপথ! সে আমার সালামের জওয়াব দিল না। অথচ সে ছিল আমার চাচাত ভাই ও প্রিয়তম বন্ধু। আমি তাকে বললাম, আবু কাতাদা! আমি তোমাকে আল্লাহ্র শপথ দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, তুমি কি জান না যে, আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি? সে চুপ রইল। আমি আবার তাকে শপথ করে জিজ্ঞেস করলাম। সে চুপ করে থাকল। আমি আবার শপথ করলে সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। এ কথায় আমার দু' চোখ ফেটে পানি বের হয়ে এলো। আমি দেওয়াল পার হয়ে ফিরে এলাম। এরপর আমি একদিন মদীনার বাজারে ঘুরছিলাম, এমন সময় মদীনায় খাদ্যদ্রব্য বিক্রয় করার জন্য আগত এক সিরিয়াবাসী কৃষক আমাকে খুঁজতে লাগলো। লোকেরা তাকে আমার দিকে ইঙ্গিত করতে লাগল। সে আমার কাছে এসে আমাকে গাস্সান বাদশাহের একটি পত্র দিল। আমি পত্রটি পড়লাম। তাতে লেখা ছিল, আমরা জানতে পারলাম, তোমার সাথী (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমার উপর যুল্ম করেছে। আল্লাহ তোমাকে লাঞ্ছনা ও বঞ্চনার স্থানে থাকবার জন্য সৃষ্টি করেননি। তুমি আমাদের সাথে মিলে যাও, আমরা তোমাকে সাহায্য করব। পত্র পড়ে আমি বললাম, এটাও আমার জন্য পরীক্ষা। আমি পত্রটি চুলায় নিক্ষেপ করে পুড়িয়ে ফেললাম।

এভাবে পঞ্চাশ দিনের চল্লিশ দিন চলে গেল। আর কোন ওহীও নাযিল হল না। হঠাৎ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক সংবাদদাতা এসে আমাকে জানান, রাসূলুল্লাহ (সা) আমাকে আমার স্ত্রী থেকে পৃথক থাকার নির্দেশ দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি কি তাকে তালাক দেব অথবা অন্য কিছু করব? সংবাদদাতা বলেন, না তুমি তার থেকে পৃথক থাকবে, তার সাথে থাকবে না। আমার অন্য দু'জন সাথীকেও উক্তরূপ খবর দেয়া হয়েছে। আমি স্ত্রীকে বললাম, তুমি তোমার বাপের বাড়ি চলে যাও এবং আল্লাহ যতক্ষণ পর্যন্ত এ ব্যাপারে কোন ফায়সালা না করেন ততক্ষণ পর্যন্ত তুমি তাদের কাছেই থাক। হেলাল ইবনে উমাইয়ার স্ত্রী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে আরজ করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! হিলাল ইবনে উমাইয়া খুবই বুড়ো মানুষ, তার কোন খাদেম নেই। আমি তার খিদমত করলে আপনি কি অপছন্দ করবেন? তিনি বললেন, না। তবে সে যেন তোমার সাথে সহবাস না করে। উমাইয়ার স্ত্রী বলেন, আল্লাহ্র শপথ! এ ব্যাপারে তার কোন শক্তিই নেই। আল্লাহ্র শপথ! এই দিন পর্যন্ত তার ব্যাপারে যা কিছু হচ্ছে তাতে সে সর্বদা কাঁদছে। (কা'ব বলেন) আমার পরিবারের কেউ আমাকে বলল, তুমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে তোমার স্ত্রীর (খিদমত নেয়ার) ব্যাপারে অনুমতি নিতে পারতে। তিনি তো হিলাল ইবনে উমাইয়ার খিদমত করার জন্য তার স্ত্রীকে অনুমতি দিয়েছেন। আমি বললাম, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারে অনুমতি চাইব না। না জানি এ সম্পর্কে

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি চাইলে তিনি কি বলেন। আর আমি হচ্ছি একজন নওজোয়ান।

এভাবে (আরও) দশ দিন কাটালাম। আমাদের সাথে কথা বলা নিষিদ্ধ ঘোষণার পর থেকে পূর্ণ পঞ্চাশ দিন গত হল। তারপর আমি আমার এক ঘরের ছাদে পঞ্চাশতম দিনের ভোরে ফজরের নামায আদায় করে এমন অবস্থায় বসে ছিলাম যে অবস্থার প্রেক্ষিতে আল্লাহ্ আল কুরআনে আমাদের সম্পর্কে বলেছেন ঃ আমার মন ছোট হয়ে গেছে এবং পৃথিবী প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও আমার জন্য সংকীর্ণ হয়ে গেছে।

আমি এ অবস্থায় বসে আছি, এমন সময় সাল্‌আ পাহাড়ের উপর থেকে একজন লোককে (আবু বাক্‌র আস্ সিদ্দীক) চিৎকার করতে শুনলাম। তিনি উচ্চস্বরে বলছিলেন, হে কা'ব! তুমি সুসংবাদ গ্রহণ কর। আমি এ কথা শুনে সিজ্‌দায় পড়ে গেলাম এবং বুঝতে পারলাম যে, মুক্তির বার্তা এসেছে। আল্লাহ যে আমাদের তাওবা কবুল করেছেন, এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজরের নামায শেষে সমস্ত লোককে জানিয়ে দিলেন। এতে লোকেরা আমাদের সুখবর দিতে এলো। কতিপয় লোক আমার দু'জন সাথীকে সুখবর দিতে গেল। আর একজন লোক দৌড়ে গিয়ে পাহাড়ের উপর উঠল। ঘোড়ার চেয়ে শব্দের গতি ছিল বেশি দ্রুতগামী। যিনি আমাকে সুখবর দিচ্ছিলেন তার আওয়ায আমি যখন শুনতে পেলাম, তখন আমি তার সুখবর দেয়ার জন্য (আনন্দের আতিশয্যে) নিজের কাপড় দু'খানা খুলে তাকে পরিয়ে দিলাম। আল্লাহ্‌র শপথ! সেদিন ঐ দু'খানা কাপড় ছাড়া আর কোন কাপড় আমার ছিল না। আমি অপর দু'খানা কাপড় ধার করে নিলাম এবং তা পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উদ্দেশে রওয়ানা হলাম। লোকেরা দলে দলে আমার সাথে দেখা করে আমার তাওবা কবুলের জন্য আমাকে অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে লাগল। তারা আমাকে বলতে লাগল, আল্লাহ তোমার তাওবা কবুল করায় তোমার প্রতি অভিনন্দন। অবশেষে আমি মসজিদে প্রবেশ করলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বসা ছিলেন, আর লোকেরা তাঁর চারপাশে ছিল। তাল্‌হা ইবনে উবায়দুল্লাহ (রা) দ্রুতবেগে উঠে এসে সাদরে আমার সাথে মুসাফাহ করে আমাকে অভিনন্দন জানান। আল্লাহ্‌র শপথ! তালহা (রা) ছাড়া আর কোন মুহাজির উঠেননি। কা'ব (রা) তাল্‌হা (রা)-র এই ব্যবহার ভুলেননি। কা'ব (রা) বলেন, আমি যখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম দিলাম, তখন তাঁর চেহারা আনন্দে জ্যোতির্ময় হয়ে গিয়েছিল। তিনি বলেন ঃ "তোমার জন্মদিন থেকে নিয়ে এ পর্যন্ত সবচেয়ে উত্তম দিনের সুসংবাদ গ্রহণ কর।" আমি বললাম, এ খবর কি আপনার পক্ষ থেকে না আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বলেন ঃ "না, বরং মহান আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে।" আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন আনন্দিত হতেন, তাঁর চেহারা উজ্জ্বল হয়ে যেত এবং মনে হত যেন এক টুকরা চাঁদ। আমরা তা বুঝতে পারতাম। তারপর আমি তাঁর সামনে বসে বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার তাওবা কবুল হওয়ায় আমার মাল

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের জন্য সাদাকা করে দিতে চাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কতক মাল রেখে দাও, সেটাই তোমার পক্ষে ভালো। আমি বললাম, তাহলে আমার খাইবারের মালের অংশটা রেখে দিলাম। আমি আরও বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আল্লাহ আমাকে সত্য কথা বলার জন্য মুক্তি দিয়েছেন। কাজেই আমার তাওবার এটাও দাবি যে, আমি বাকী জীবনে সত্য কথাই বলে যাব। আল্লাহ্‌র শপথ! আমি যখন এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বলছিলাম তখন থেকে সত্য কথা বলার যে উত্তম নি'আমত আল্লাহ্ আমাকে দান করেছেন তা অন্য কোন মুসলিমকে দান করেছেন বলে আমার জানা নেই। আল্লাহ্‌র শপথ! ঐ সময় থেকে আজ পর্যন্ত আমি কোন মিথ্যা বলার ইচ্ছা করিনি। বাকী জীবনেও আল্লাহ আমাকে মিথ্যা থেকে রক্ষা করবেন বলে আশা রাখি। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আল্লাহ আয়াত নাযিল করেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ নবী, মুহাজির ও আনসারদের তাওবা কবুল করেছেন... তিনি তাদের প্রতি মেহেরবান ও সদয়। তিনি সেই তিনজনের তাওবাও কবুল করেছেন যারা পেছনে রয়ে গিয়েছিল, এমনকি শেষ পর্যন্ত এ দুনিয়া প্রশস্ত হওয়া সত্ত্বেও তাদের জন্য সংকীর্ণ হয়ে গিয়েছিল...। আল্লাহ্‌কে ভয় করো এবং সত্যবাদীদের সাথে থাক।" (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১৭-১১৯ আয়াত)

কা'ব (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! যখন থেকে আল্লাহ আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফীক দিয়েছেন তখন থেকে এ পর্যন্ত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সত্য কথা বলাই আমার জন্য আল্লাহ্‌র সবচেয়ে বড় নি'আমত। যদি আমি তাঁর নিকট মিথ্যা বলতাম তাহলে অন্যান্য মিথ্যাবাদীদের ন্যায় আমি ধ্বংস হয়ে যেতাম। যারা মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল তাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ যখন ওহী নাযিল করেন তখন এতটা তীব্র ভাষায় তাদের নিন্দা করেন যা (ইতিপূর্বে) অন্য কারো ব্যাপারে করেননি। আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা যখন তাদের নিকট ফিরে যাবে, তখন তারা তোমাদের সামনে আল্লাহ্‌র শপথ করে ওজর পেশ করবে, যাতে তোমরা তাদের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ না কর। যাক, তাদেরকে ছেড়েই দাও। তারা অপবিত্র, আর তাদের স্থান হবে জাহান্নাম। এটা হচ্ছে তাদের কৃতকর্মের ফল। তারা তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করার জন্য তোমাদের নিকট শপথ করে মিথ্যা ওজর পেশ করবে। তোমরা তাতে তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেও আল্লাহ কিছুতেই এরূপ ফাসিক লোকদের প্রতি সন্তুষ্ট হন না।" (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৯৫-৯৬)

কা'ব (রা) বলেন, যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট শপথ করে মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল, তিনি তাদের ওজর কবুল করে তাদের বাইয়াত নিয়েছিলেন এবং তাদের গুনাহ্ মাফের দোয়াও করেছিলেন, আর আমাদের তিনজনের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত গ্রহণ পিছিয়ে দিলেন। শেষ পর্যন্ত আল্লাহ এ ব্যাপারে মীমাংসা করে দিলেন। আল্লাহ যে বলেছেন "আর যে তিনজন পেছনে রয়ে গিয়েছিল" তার অর্থ জিহাদ থেকে আমাদের পেছনে থাকা নয়, বরং তার অর্থ এই যে, আমাদের ব্যাপারটা ঐসব লোকের পরে রাখা

হয়েছিল যারা শপথ করে মিথ্যা ওজর পেশ করেছিল এবং রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তা কবুল করেছিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছেঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বৃহস্পতিবার তাবুকের যুদ্ধে রওয়ানা হন। আর তিনি বৃহস্পতিবার সফরে বের হওয়া পছন্দ করতেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা আছে ঃ তিনি দিনের বেলা দুপুরের পূর্বে ছাড়া সফর থেকে ফিরতেন না। আর সফর থেকে ফিরেই তিনি প্রথমে মসজিদে যেতেন, সেখানে দুই রাক'আত নামায পড়তেন, তারপর বসতেন।

٢٢- وَعَنْ اَبِىْ نُجَيْدٍ عِمْرَانَ بْنِ الْحُصَيْنِ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ امْرَاَةً مِنْ جُهَيْنَةَ اَتَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهِىَ حُبْلٰى مِنَ الزِّنَا فَقَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَصَبْتُ حَدًّا فَاَقِمْهُ عَلَىَّ فَدَعَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلِيَّهَا فَقَالَ اَحْسِنْ اِلَيْهَا فَاِذَا وَضَعَتْ فَأْتِنِىْ فَفَعَلَ فَاَمَرَ بِهَا نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَشُدَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابُهَا ثُمَّ اَمَرَبِهَا فَرُجِمَتْ ثُمَّ صَلّٰى عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ تُصَلِّىْ عَلَيْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ زَنَتْ؟ قَالَ لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِمَتْ بَيْنَ سَبْعِيْنَ مِنْ اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ لَوَسِعَتْهُمْ وَهَلْ وَجَدْتَّ اَفْضَلَ مِنْ اَنْ جَادَتْ بِنَفْسِهَا لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ؟ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২২। ইমরান ইবনে হুসাইন আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। জুহাইনা গোত্রের এক মহিলা যিনার ফলে গর্ভবতী হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যিনার অপরাধ করেছি, আমাকে এর শাস্তি দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার অভিভাবককে ডেকে বলেন ঃ এর সাথে সদ্ব্যবহার করবে। সন্তান প্রসব করার পর তাকে আমার নিকট নিয়ে আসবে। এ লোকটি তাই করল। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে যিনার শাস্তির হুকুম দিলেন। তার শরীরের কাপড় ভালো করে বেঁধে দেয়া হল এবং হুকুম অনুযায়ী তাকে পাথর মেরে হত্যা করা হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার জানাযার নামায পড়লেন। উমার (রা) তাঁকে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! এ তো যিনা করেছে, তবুও আপনি এর জানাযার নামায পড়ছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে এমন তাওবা করেছে যা সত্তরজন মদীনাবাসীর মধ্যে ভাগ করে দিলেও তা তাদের জন্য যথেষ্ট হয়ে যেত। যে মহিলা তার নিজের প্রাণকে আল্লাহ্র জন্য স্বেচ্ছায় উৎসর্গ করে দেয় তার এরূপ তাওবার চেয়ে ভালো কোনো কাজ তোমার কাছে আছে কি? (মুসলিম)

٢٣- وَعَنْ اِبْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ اَنَّ لِابْنِ اٰدَمَ وَادِيًا مِنْ ذَهَبٍ اَحَبَّ اَنْ يَكُوْنَ لَهُ وَادِيَانِ وَلَنْ يَمْلَأَ فَاهُ اِلاَّ التُّرَابُ وَيَتُوْبُ اللّٰهُ عَلٰى مَنْ تَابَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

২৩। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যদি কোন মানুষের এক উপত্যকা ভর্তি সোনা থাকে, তবে সে তার জন্য আরো দু'টি উপত্যকা (ভর্তি সোনা) হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করবে। তার মুখ মাটি ছাড়া আর কিছুতেই ভরে না। আর যে ব্যক্তি তাওবা করে, আল্লাহ তার তাওবা কবুল করেন। (বুখারী, মুসলিম)

٢٤- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَضْحَكُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى اِلٰى رَجُلَيْنِ يَقْتُلُ اَحَدُهُمَا الْاٰخَرَ يَدْخُلَانِ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُ هٰذَا فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيُقْتَلُ ثُمَّ يَتُوْبُ اللّٰهُ عَلَى الْقَاتِلِ فَيُسْلِمُ فَيُسْتَشْهَدُ- متفق عليه .

২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ এমন দু'জন লোকের জন্য হাসবেন যাদের একজন অপরজনকে হত্যা করবে এবং উভয়ই জান্নাতে যাবে। একজন আল্লাহ্র রাস্তায় লড়াই করে শহীদ হবে। তারপর আল্লাহ তার হত্যাকারীর তাওবা কবুল করবেন এবং সে ইসলাম গ্রহণ করে (জিহাদে) শহীদ হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ৩

সবর বা ধৈর্যধারণ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اصْبِرُوْا وَصَابِرُوْا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবর কর এবং সবরের প্রতিযোগিতা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ২০০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوْعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْاَمْوَالِ وَالْاَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আমি অবশ্যি তোমাদের ভয় ও ক্ষুধা দিয়ে এবং তোমাদের জান, মাল ও শস্যের ক্ষতি সাধন করে পরীক্ষা করব। (এ পরীক্ষায়) ধৈর্যশীলদেরকে সুখবর দাও।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৫)

وَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"ধৈর্যশীলদেরকে অগণিত পুরস্কার পূর্ণভাবে দেয়া হবে।" (সূরা আয্ যুমার ঃ ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ اِنَّ ذٰلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُوْرِ .

তিনি আরো বলেন ঃ "যে ব্যক্তিই ধৈর্য ধারণ করে এবং মাফ করে দেয়, সেটা দৃঢ় মনোভাবেরই অন্তর্ভুক্ত।" (সূরা আশ্ শূরা ঃ ৪৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلٰوةِ اِنَّ اللّٰهَ مَعَ الصَّابِرِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"ধৈর্য ও নামাযের মাধ্যমে তোমরা সাহায্য প্রার্থনা কর। আল্লাহ নিশ্চয় ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৫৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ حَتّٰى نَعْلَمَ الْمُجَاهِدِيْنَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِيْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আমি তোমাদের পরীক্ষা করব, যাতে তোমাদের মধ্যকার মুজাহিদ ও ধৈর্যশীলদেরকে চিনে নিতে পারি।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ৩১)

সবর ও তার ফযীলাত সম্পর্কিত এ ধরনের আরো বহু প্রসিদ্ধ আয়াত আল-কুরআনে বর্ণিত হয়েছে।

٢٥ - وَعَنْ اَبِيْ مَالِكِ الْحَارِثِ بْنِ عَاصِمِ الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلطُّهُوْرُ شَطْرُ الْاِيْمَانِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَأُ الْمِيْزَانَ وَسُبْحَانَ اللّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ تَمْلَآنِ اَوْ تَمْلَأُ مَا بَيْنَ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالصَّلَاةُ نُوْرٌ وَالصَّدَقَةُ بُرْهَانٌ وَالصَّبْرُ ضِيَاءٌ وَالْقُرْاٰنُ حُجَّةٌ لَكَ اَوْ عَلَيْكَ كُلُّ النَّاسِ يَغْدُوْ فَبَائِعٌ نَفْسَهُ فَمُعْتِقُهَا اَوْ مُوْبِقُهَا - رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

২৫। আবু মালিক আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ঈমানের অর্ধেক। আর আলহামদু লিল্লাহ (আমলের) পাল্লা পূর্ণ করে দেয় এবং সুবহানাল্লাহ ও আলহামদুলিল্লাহ আসমানসমূহ ও যমীনের মাঝখানের সবকিছুকে (সাওয়াবে) পরিপূর্ণ করে দেয়। নামায হচ্ছে আলোক এবং সাদাকা (ঈমানের) প্রমাণ, সবর বা ধৈর্য হচ্ছে জ্যোতি এবং কুরআন তোমার পক্ষে অথবা বিপক্ষে একটি দলীল। আর প্রত্যেক ব্যক্তি সকালে উঠে নিজেকে বিক্রয় করে এবং তাতে সে নিজেকে মুক্ত করে অথবা ধ্বংস করে।[৪] (মুসলিম)

৪. শেষোক্ত কথাটার অর্থ এই যে, মানুষ আল্লাহর নিকট নিজেকে পূর্ণভাবে সমর্পণ করে দিয়ে আখিরাতের জন্য কাজ করলে মুক্তি লাভ করবে এবং তা না করে নিজেকে নফসের কাছে অথবা অন্য কারও কাছে সমর্পণ করে দুনিয়ার স্বার্থের জন্য কাজ করলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে। (অনুবাদক)

٢٦- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْد سَعْد بْنِ مَالك بْنِ سنَانِ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ نَاسًا مِّنَ الْاَنْصَارِ سَأَلُوْا رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ فَاَعْطَاهُمْ ثُمَّ سَأَلُوْهُ فَاَعْطَاهُمْ حَتّٰى نَفِدَ مَا عِنْدَهُ فَقَالَ لَهُمْ حِيْنَ اَنْفَقَ كُلَّ شَىْءٍ بِيَدِهِ مَا يَكُنْ عِنْدِىْ مِنْ خَيْرٍ فَلَنْ اَدَّخِرَهُ عَنْكُمْ وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِه اللّٰهُ وَمَنْ يَّتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِىَ اَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَّاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ- متفق عليه.

২৬। আবু সাঈদ আল খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। আনসারদের কতিপয় লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সাহায্য চাইল। তিনি তাদের দান করলেন। আবার তারা চাইল। তিনি আবার তাদের দান করলেন, এমনকি তাঁর নিকট যা কিছু ছিল তা সবই শেষ হয়ে গেল। তাঁর হাতের সবকিছু দান করার পর তিনি তাদের বলেন ঃ আমার নিকট যা মাল আসে তা আমি তোমাদেরকে না দিয়ে জমা করে রাখি না। যে ব্যক্তি পবিত্র থাকতে চায়, আল্লাহ তাকে পবিত্র রাখেন। যে ব্যক্তি কারও মুখাপেক্ষী হতে চায় না, আল্লাহ তাকে স্বাবলম্বী করে দেন। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণ করতে চায়, আল্লাহ তাকে ধৈর্য দান করেন। ধৈর্যের চেয়ে উত্তম ও প্রশস্ত আর কোন কিছু কাউকে দেয়া হয়নি। (বুখারী, মুসলিম)

٢٧- وَعَنْ اَبِىْ يَحْيٰى صُهَيْبِ بْنِ سنَانٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَجَبًا لِاَمْرِ الْمُؤْمِنِ اِنَّ اَمْرَهُ كُلَّهُ لَهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذٰلِكَ لِاَحَدٍ اِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ اِنْ اَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَاِنْ اَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

২৭। সুহাইব ইবনে সিনান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিনের ব্যাপারটা আশ্চর্যজনক। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মুমিন ছাড়া অন্যের ব্যাপার এরূপ নয়। তার জন্য আনন্দের কোন কিছু হলে সে আল্লাহ্‌র শোকর করে। তাতে তার মংগল হয়। আবার ক্ষতিকর কোন কিছু হলে সে ধৈর্য ধারণ করে। এটাও তার জন্য কল্যাণকর হয়। (মুসলিম)

٢٨- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا ثَقُلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ جَعَلَ يَتَغَشَّاهُ الْكَرْبُ فَقَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا وَاكَرْبَ اَبَتَاهُ فَقَالَ لَيْسَ عَلٰى اَبِيْكِ كَرْبٌ بَعْدَ الْيَوْمِ فَلَمَّا مَاتَ قَالَتْ يَا اَبَتَاهُ اَجَابَ رَبًّا دَعَاهُ يَا اَبَتَاهُ جَنَّةُ الْفِرْدَوْسِ مَأْوَاهُ يَا اَبَتَاهُ اِلٰى جِبْرِيْلَ نَنْعَاهُ فَلَمَّا دُفِنَ قَالَتْ فَاطِمَةُ رَضِىَ اللّٰهُ

عَنْهَا اَطَابَتْ اَنْفُسُكُمْ اَنْ تَحْثُوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ التُّرَابَ؟ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

২৮। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খুব বেশি রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন তখন রোগ যাতনা তাঁকে অজ্ঞান করতে লাগল। ফাতিমা (রা) বললেন, আহ আমার আব্বার কি কষ্ট! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আজকের দিনের পরে তোমার আব্বার আর কষ্ট হবে না। যখন তিনি ইন্তিকাল করলেন তখন ফাতিমা (রা) বলেন, হায় আব্বা! আল্লাহ্‌র ডাকে সাড়া দিয়ে চলে গেলেন। হে আব্বা! জান্নাতুল ফিরদাওস আপনার বাসস্থান! হায় আব্বা! জিবরীল (আ)-কে আপনার ইন্তিকালের খবর দিচ্ছি! তাঁর দাফন শেষ হলে তিনি বললেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর মাটি নিক্ষেপ করতে কি তোমাদের মন চাইল? (বুখারী)

٢٩- وَعَنْ اَبِيْ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحِبِّهِ وَابْنِ حِبِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَرْسَلَتْ بِنْتُ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ ابْنِيْ قَدْ اِحْتُضِرَ فَاشْهَدْنَا فَاَرْسَلَ يُقْرِئُ السَّلاَمَ وَيَقُوْلُ اِنَّ لِلّٰهِ مَا اَخَذَ وَلَهُ مَا اَعْطٰى وَكُلُّ شَيْءٍ عِنْدَهُ بِاَجَلٍ مُسَمًّى فَلْتَصْبِرْ وَلْتَحْتَسِبْ فَاَرْسَلَتْ اِلَيْهِ تُقْسِمُ عَلَيْهِ لَيَاْتِيَنَّهَا فَقَامَ وَمَعَهُ سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ وَمُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ وَاُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ وَرِجَالٌ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَرُفِعَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّبِيُّ فَاَقْعَدَهُ فِيْ حِجْرِهِ وَنَفْسُهُ تَقَعْقَعُ فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ فَقَالَ سَعْدٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذَا ؟ فَقَالَ هٰذِهِ رَحْمَةٌ جَعَلَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ قُلُوْبِ عِبَادِهِ. وَفِيْ رِوَايَةٍ فِيْ قُلُوْبِ مَنْ شَاءَ مِنْ عِبَادِهِ وَاِنَّمَا يَرْحَمُ اللّٰهُ مِنْ عِبَادِهِ الرُّحَمَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى تَقَعْقَعُ تَتَحَرَّكُ وَتَضْطَرِبُ .

২৯। রাসূলুল্লাহ (সা)-এর মুক্তদাস যায়িদ ইবনে হারিসার পুত্র উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এক কন্যা তাঁর ছেলের মৃত্যুর সময় এসেছে বলে খবর পাঠিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সেখানে আসতে বললেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খবর বাহকের নিকট তাঁকে সালাম দিয়ে বলেন ঃ আল্লাহ যা নিয়ে গেছেন তা তাঁরই, আর যা কিছু দিয়েছেন তাও

তাঁরই। তাঁর নিকট প্রত্যেক বস্তুর একটা নির্দিষ্ট মেয়াদ রয়েছে। কাজেই তোমার ধৈর্য ধারণ করে আল্লাহ্‌র নিকট পুরস্কারের আশা করা উচিত। তিনি (কন্যা) তাঁকে লোক মারফত শপথ দিয়ে তাঁর নিকট আসতে বললেন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সা'দ ইবনে উবাদা, মু'আয ইবনে জাবাল, উবাই ইবনে কা'ব, যায়িদ ইবনে সাবিত ও আরও কয়েকজন লোকসহ উঠে গেলেন। তারপর বাচ্চাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট দেয়া হল। তিনি তাকে নিজের কোলে বসালেন। এ সময় তার প্রাণ (মৃত্যু যন্ত্রণায়) ছটফট করছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দু'চোখ থেকে পানি ঝরতে লাগল। সা'দ (রা) জিজ্ঞেস করলেন, একি, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তিনি বললেন ঃ এটা রহমত, যা আল্লাহ্ তাঁর বান্দাদের হৃদয়ে দিয়েছেন। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ তাঁর যে বান্দার হৃদয়ে চান (উক্ত রহমত দেন)। আর আল্লাহ তাঁর দয়ালু বান্দাদেরকে রহমত দান করেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٣٠- وَعَنْ صُهَيْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كَانَ مَلِكٌ فِيْمَنْ قَبْلَكُمْ وَكَانَ لَهُ سَاحِرٌ فَلَمَّا كَبِرَ قَالَ لِلْمَلِكِ اِنِّيْ قَدْ كَبِرْتُ فَابْعَثْ اِلَيَّ غُلاَمًا أُعَلِّمُهُ السِّحْرَ فَبَعَثَ اِلَيْهِ غُلاَمًا يُعَلِّمُهُ وَكَانَ فِيْ طَرِيْقِهِ اِذَا سَلَكَ رَاهِبٌ فَقَعَدَ اِلَيْهِ وَسَمِعَ كَلاَمَهُ فَاَعْجَبَهُ وَكَانَ اِذَا اَتَى السَّاحِرَ مَرَّ بِالرَّاهِبِ وَقَعَدَ اِلَيْهِ فَاِذَا اَتَى السَّاحِرَ ضَرَبَهُ فَشَكَا ذٰلِكَ اِلَى الرَّاهِبِ فَقَالَ اِذَا خَشِيْتَ السَّاحِرَ فَقُلْ حَبَسَنِيْ اَهْلِيْ وَاِذَا خَشِيْتَ اَهْلَكَ فَقُلْ حَبَسَنِي السَّاحِرُ.

فَبَيْنَمَا هُوَ عَلٰى ذٰلِكَ اِذْ اَتٰى عَلٰى دَابَّةٍ عَظِيْمَةٍ قَدْ حَبَسَتِ النَّاسَ فَقَالَ الْيَوْمَ اَعْلَمُ السَّاحِرُ اَفْضَلُ اَمِ الرَّاهِبُ اَفْضَلُ؟ فَاَخَذَ حَجَرًا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اِنْ كَانَ اَمْرُ الرَّاهِبِ اَحَبَّ اِلَيْكَ مِنْ اَمْرِ السَّاحِرِ فَاقْتُلْ هٰذِهِ الدَّابَّةَ حَتّٰى يَمْضِيَ النَّاسُ فَرَمَاهَا فَقَتَلَهَا وَمَضَى النَّاسُ فَاَتَى الرَّاهِبَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ لَهُ الرَّاهِبُ اَيْ بُنَيَّ اَنْتَ الْيَوْمَ اَفْضَلُ مِنِّيْ قَدْ بَلَغَ مِنْ اَمْرِكَ مَا اَرٰى وَاِنَّكَ سَتُبْتَلٰى فَاِنِ ابْتُلِيْتَ فَلاَ تَدُلَّ عَلَيَّ وَكَانَ الْغُلاَمُ يُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ وَيُدَاوِي النَّاسَ مِنْ سَائِرِ الْاَدْوَاءِ فَسَمِعَ جَلِيْسٌ لِلْمَلِكِ كَانَ قَدْ عَمِيَ فَاَتَاهُ بِهَدَايَا كَثِيْرَةٍ فَقَالَ مَا هٰهُنَا لَكَ اَجْمَعُ اِنْ اَنْتَ

شَفَيْتَنِىْ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَشْفِىْ اَحَداً اِنَّمَا يَشْفِى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاِنْ اٰمَنْتَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى
دَعَوْتُ اللّٰهَ فَشَفَاكَ فَاٰمَنَ بِاللّٰهِ تَعَالٰى فَشَفَاهُ اللّٰهُ فَاَتَى الْمَلِكَ فَجَلَسَ اِلَيْهِ كَمَا
كَانَ يَجْلِسُ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَنْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ؟ قَالَ رَبِّىْ قَالَ اَوَلَكَ رَبٌّ
غَيْرِىْ؟ قَالَ رَبِّىْ وَرَبُّكَ اللّٰهُ فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الْغُلاَمِ فَجِئَ
بِالْغُلاَمِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ اَىْ بُنَىَّ قَدْ بَلَغَ مِنْ سِحْرِكَ مَا تُبْرِئُ الْاَكْمَهَ وَالْاَبْرَصَ
وَتَفْعَلُ وَتَفْعَلُ فَقَالَ اِنِّىْ لاَ اَشْفِىْ اَحَداً اِنَّمَا يَشْفِى اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَخَذَهُ فَلَمْ يَزَلْ
يُعَذِّبُهُ حَتّٰى دَلَّ عَلَى الرَّاهِبِ فَجِئَ بِالرَّاهِبِ فَقِيْلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَعَا
بِالْمِنْشَارِ فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِىْ مَفْرَقِ رَاْسِهِ فَشَقَّهُ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِئَ
بِجَلِيْسِ الْمَلِكِ فَقِيْلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَوُضِعَ الْمِنْشَارُ فِىْ مَفْرَقِ رَاْسِهِ
فَشَقَّهُ بِهِ حَتّٰى وَقَعَ شِقَّاهُ ثُمَّ جِئَ بِالْغُلاَمِ فَقِيْلَ لَهُ اِرْجِعْ عَنْ دِيْنِكَ فَاَبٰى فَدَفَعَهُ
اِلٰى نَفَرٍ مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهِ اِلٰى جَبَلِ كَذَا وَكَذَا فَاصْعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَاِذَا
بَلَغْتُمْ ذِرْوَتَهُ فَاِنْ رَجَعَ عَنْ دِيْنِهِ وَاِلاَّ فَاطْرَحُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَصَعَدُوْا بِهِ الْجَبَلَ فَقَالَ
اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَرَجَفَ بِهِمُ الْجَبَلُ فَسَقَطُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلَى الْمَلِكِ
فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فُعِلَ بِاَصْحَابِكَ؟ فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَدَفَعَهُ اِلٰى نَفَرٍ
مِّنْ اَصْحَابِهِ فَقَالَ اذْهَبُوْا بِهِ فَاحْمِلُوْهُ فِىْ قُرْقُوْرٍ وَتَوَسَّطُوْا بِهِ الْبَحْرَ فَاِنْ رَجَعَ
عَنْ دِيْنِهِ وَاِلاَّ فَاقْذِفُوْهُ فَذَهَبُوْا بِهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اكْفِنِيْهِمْ بِمَا شِئْتَ فَانْكَفَاَتْ بِهِمُ
السَّفِيْنَةُ فَغَرِقُوْا وَجَاءَ يَمْشِىْ اِلَى الْمَلِكِ فَقَالَ لَهُ الْمَلِكُ مَا فُعِلَ بِاَصْحَابِكَ؟
فَقَالَ كَفَانِيْهِمُ اللّٰهُ تَعَالٰى فَقَالَ لِلْمَلِكِ اِنَّكَ لَسْتَ بِقَاتِلِىْ حَتّٰى تَفْعَلَ مَا اٰمُرُكَ بِهِ
قَالَ مَا هُوَ؟ قَالَ تَجْمَعُ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَتَصْلُبُنِىْ عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ خُذْ
سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِىْ ثُمَّ ضَعِ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قُلْ بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلاَمِ
ثُمَّ ارْمِنِىْ فَاِنَّكَ اِذَا فَعَلْتَ ذٰلِكَ قَتَلْتَنِىْ فَجَمَعَ النَّاسَ فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ وَصَلَبَهُ
عَلٰى جِذْعٍ ثُمَّ اَخَذَ سَهْمًا مِنْ كِنَانَتِهِ ثُمَّ وَضَعَ السَّهْمَ فِىْ كَبِدِ الْقَوْسِ ثُمَّ قَالَ

بِسْمِ اللّٰهِ رَبِّ الْغُلَامِ ثُمَّ رَمَاهُ فَوَقَعَ السَّهْمُ فِىْ صُدْغِهِ فَوَضَعَ يَدَهُ فِىْ صُدْغِهِ فَمَاتَ فَقَالَ النَّاسُ اٰمَنَّا بِرَبِّ الْغُلَامِ فَاُتِىَ الْمَلِكُ فَقِيْلَ لَهُ اَرَاَيْتَ مَا كُنْتَ تَحْذَرُ قَدْ وَاللّٰهِ نَزَلَ بِكَ حَذَرُكَ قَدْ اٰمَنَ النَّاسُ فَاَمَرَ بِالْاُخْدُوْدِ بِاَفْوَاهِ السِّكَكِ فَخُدَّتْ وَاُضْرِمَ فِيْهَا النِّيْرَانُ وَقَالَ مَنْ لَمْ يَرْجِعْ عَنْ دِيْنِهِ فَاَقْحِمُوْهُ فِيْهَا اَوْ قِيْلَ لَهُ اقْتَحِمْ فَفَعَلُوْا حَتّٰى جَاءَتْ امْرَاَةٌ وَّمَعَهَا صَبِىٌّ لَهَا فَتَقَاعَسَتْ اَنْ تَقَعَ فِيْهَا فَقَالَ لَهَا الْغُلَامُ يَا اُمَّهْ اِصْبِرِىْ فَاِنَّكِ عَلَى الْحَقِّ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

ذِرْوَةُ الْجَبَلِ اَعْلَاهُ هِىَ بِكَسْرِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَضَمِّهَا وَالْقُرْقُوْرُ بِضَمِّ الْقَافَيْنِ نَوْعٌ مِّنَ السُّفُنِ وَالصَّعِيْدُ هُنَا الْاَرْضُ الْبَارِزَةُ وَالْاُخْدُوْدُ الشُّقُوْقُ فِى الْاَرْضِ كَالنَّهْرِ الصَّغِيْرِ وَاُضْرِمَ اُوْقِدَ وَانْكَفَاَتْ اَىْ اِنْقَلَبَتْ وَتَقَاعَسَتْ تَوَقَّفَتْ وَجَبُنَتْ .

৩০। সুহাইব (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের মধ্যে এক বাদশাহ্ ছিল। তার ছিল এক যাদুকর। সে যখন বৃদ্ধ হয়ে গেল, তখন বাদশাহ্কে বলল, আমি বৃদ্ধ হয়ে পড়েছি, কাজেই একজন বালককে আমার কাছে পাঠিয়ে দিন। আমি তাকে যাদু শিক্ষা দেব। বাদশাহ্ একজন বালককে যাদু শেখার জন্য তার কাছে পাঠায়। তার যাতায়াতের রাস্তায় ছিল এক খৃস্টান দরবেশ। সে তার কাছে বসে তার কথাবার্তা শুনে মুগ্ধ হল। এভাবে সে যাদুকরের কাছে আসার সময় পথে দরবেশের কাছে বসতে লাগল। যাদুকরের কাছে গেলে সে তাকে মারপিট করে। সে দরবেশের কাছে এ ব্যাপারে অভিযোগ পেশ করল। সে বলল, যখন তোমার যাদুকরের জিজ্ঞাসাবাদের ভয় হবে তখন তাকে বলবে, আমার পরিবারবর্গ আমাকে আটকে রেখেছিল। আর যখন তোমার পরিবারবর্গের ভয় হবে তখন তাদেরকে বলবে, যাদুকর আমাকে আটকে রেখেছিল। এমতাবস্থায় একদিন একটা বিরাট হিংস্র পশু এসে লোকদের পথ আটকে দিল। বালকটি তখন (মনে মনে) বলল ঃ আজ আমি জেনে নেব যে, দরবেশ শ্রেষ্ঠ না যাদুকর শ্রেষ্ঠ? তাই সে একটি পাথর খণ্ড নিয়ে বলল ঃ হে আল্লাহ! দরবেশের কাজ যাদুকরের কাজ থেকে তোমার নিকট যদি বেশি পছন্দনীয় হয়, তবে এই পশুটাকে মেরে ফেল, যাতে লোকেরা পথ চলতে পারে। তারপর সে উক্ত পাথরখণ্ড নিক্ষেপ করল এবং তাতে পশুটি মারা গেল। আর লোকেরাও চলে গেল। তারপর সে দরবেশের কাছে এসে তাকে এ খবর জানায়। দরবেশ তাকে বলল ঃ হে আমার প্রিয় ছেলে! আজ তুমি আমার চেয়ে উত্তম। তোমার ব্যাপারটা এখন আমার মতে একটি বিশেষ পর্যায়ে

পৌঁছেছে। তুমি শীঘ্রই পরীক্ষার সম্মুখীন হবে। যদি তুমি পরীক্ষায় পড়ে যাও, তবে আমার সন্ধান দেবে না। বালকটি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে নিরাময় করে দিত এবং মানুষের সব রকম রোগের চিকিৎসা করত। বাদশাহের পারিষদবর্গের একজন অন্ধ হয়ে গিয়েছিল। সে এ খবর শুনে বালকটির কাছে অনেক হাদিয়া নিয়ে এসে বলল, তুমি আমাকে আরোগ্য দান করবে এইজন্যই আমি তোমার এখানে এত হাদিয়া পেশ করছি। বালকটি বলল ঃ আমি কাকেও আরোগ্য দান করি না, আল্লাহ্ই আরোগ্য দান করেন। যদি তুমি আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আন তবে আমি আল্লাহ্র নিকট দোয়া করব। যাতে তোমাকে তিনি আরোগ্য দান করেন। সে তখন আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল। আল্লাহ তাকে আরোগ্য দান করলেন। তারপর সে বাদশাহের দরবারে পূর্ববৎ যোগদান করল। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, কে তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিল? সে উত্তর দিল, আমার রব। বাদশাহ্ বলল, আমি ছাড়াও কি তোমার রব আছে? সে বলল, আল্লাহ্ই তোমার ও আমার রব। এতে বাদশাহ্ তাকে গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে বালকটির কথা বলে দিল। তখন বালকটিকে আনা হল। বাদশাহ্ তাকে বলল, হে ছেলে! তোমার যাদুবিদ্যার খবর পৌঁছেছে যে, তুমি নাকি জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে আরোগ্য দান করে থাক এবং এটা-সেটা আরও কত কি করে থাক। বালকটি বলল ঃ আমি কাউকে আরোগ্য দান করি না। আরোগ্য তো আল্লাহ্ই দান করেন। বাদশাহ্ তাকেও গ্রেপ্তার করে শাস্তি দিতে লাগল। অবশেষে সে খৃস্টান দরবেশের কথা বলে দিল। দরবেশকে আনা হল এবং তাকে তার দীন ত্যাগ করতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন বাদশাহ্ করাত আনতে বলল। তারপর করাতটি তার মাথার মাঝখানে রাখা হল এবং করাতটি তাকে চিরে ফেলল, এমনকি সে দুই টুকরো হয়ে পড়ে গেল। তারপর বাদশাহর সেই পারিষদকে আনা হল। তাকেও তার দীন ত্যাগ করতে বলা হল। কিন্তু সে অস্বীকার করায় তার মাথার মাঝখানে করাত দিয়ে চিরে ফেলা হল, এমনকি সে দুই টুকরা হয়ে পড়ে গেল। তারপর বালকটিকে আনা হল। তাকেও তার দীন ত্যাগ করতে বলা হল, কিন্তু সে অস্বীকার করল। তখন তাকে বাদশাহ্ তার কতিপয় সংগীর হাতে দিয়ে বলল ঃ তোমরা তাকে অমুক পাহাড়ে নিয়ে উঠাও। যখন পাহাড়ের উচ্চ শিখরে তাকে নিয়ে পৌঁছবে তখন যদি সে তার দীন ত্যাগ করে, তবে তো ভালো, নতুবা তাকে সেখান থেকে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে গিয়ে পাহাড়ে উঠল। সে বলল, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও এদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দান কর। তখন পাহাড়টি কেঁপে উঠল। এতে তারা নীচে পড়ে গেল এবং সে বাদশাহর কাছে চলে এলো। বাদশাহ তাকে বলল, তোমার সংগীদের কি হলো? সে বলল, তাদের ব্যাপারে আমার জন্য আল্লাহ্ই যথেষ্ট। তখন বাদশাহ্ তাকে তার কতিপয় সংগীর কাছে দিয়ে বলল ঃ তাকে তোমরা একটি ছোট নৌকায় উঠিয়ে সমুদ্রের মাঝখানে নিয়ে

যাও। তারপর সে যদি তার দীন ত্যাগ না করে, তবে তাকে সেখানে ফেলে দাও। তারা তাকে নিয়ে চলল। ছেলেটি বলল, হে আল্লাহ! তুমি যেভাবে চাও তাদের হাত থেকে আমাকে মুক্তি দাও। এতে নৌকা তাদেরকে নিয়ে উল্টে গেল এবং তারা সবাই ডুবে মরল। আর ছেলেটি বাদশাহর কাছে ফিরে এলো। বাদশাহ্ তাকে জিজ্ঞেস করল, তোমার সংগীদের কি হলো? সে বলল ঃ আল্লাহ্ই আমাকে তাদের হাত থেকে রক্ষা করতে যথেষ্ট হয়েছেন। তারপর সে বাদশাহ্কে বলতে লাগল, তুমি আমার হুকুম অনুযায়ী কাজ করলেই আমাকে হত্যা করতে পারবে। বাদশাহ্ জিজ্ঞেস করল, সেটা কি কাজ? সে বলল, একটি মাঠে লোকদেরকে একত্র কর। তারপর আমাকে শূলের উপর উঠাও এবং আমার তীরদানি থেকে একটি তীর নিয়ে ধনুকের মাঝখানে রেখে বল ঃ বিস্মিল্লাহি রাব্বিল গোলাম (বালকটির রব সেই আল্লাহ্র নামে তীর মারছি), এই বলে তীর মার। এরূপ করলে তুমি আমাকে মারতে পারবে। বাদশাহ্ তখন এক মাঠে লোকদেরকে একত্র করে তাকে শূলের উপর উঠিয়ে তার তীরদানি থেকে একটি তীর ধনুকের মাঝখানে রেখে বলল, 'বিসমিল্লাহি রাব্বিল গোলাম' এবং তার প্রতি তীর নিক্ষেপ করল। তীরটি বালকটির কানের কাছে মাথায় লাগল এবং সে সেখানে তার হাত রাখল, তারপর মারা গেল। এতে লোকেরা বলতে লাগল, আমরা বালকটির রব আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনলাম। এ খবর বাদশাহর নিকট গেলে তাকে বলা হল, যে আশংকা তোমার ছিল তাই তো হয়ে গেল যে, সব লোক আল্লাহ্র প্রতি ঈমান আনল। বাদশাহ্ তখন রাস্তার পাশে গর্ত খনন হুকুম দিল। গর্ত খনন করে তাতে আগুন জ্বালানো হল। বাদশাহ্ ঘোষণা দিল, যে ব্যক্তি তার দীন থেকে ফিরে আসবে না তাকে তোমরা এতে নিক্ষেপ কর। যারা তাদের দীন থেকে ফিরে এল না তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হল। অবশেষে একজন মহিলা তার সন্তানসহ এল। সে আগুনের মধ্যে যেতে সংকোচ করায় সন্তান বলল, হে আম্মা! আপনি সবর করুন (আগুনে ঝাঁপ দিতে সংকোচ করবেন না)। কারণ আপনি তো সত্যের উপর আছেন। (মুসলিম)

٣١- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِامْرَاَةٍ تَبْكِىْ عِنْدَ قَبْرٍ فَقَالَ اتَّقِى اللّٰهَ وَاصْبِرِىْ فَقَالَتْ اِلَيْكَ عَنِّىْ فَاِنَّكَ لَمْ تُصَبْ بِمُصِيْبَتِىْ وَلَمْ تَعْرِفْهُ فَقِيْلَ لَهَا اِنَّهُ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَتْ بَابَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدَهُ بَوَّابِيْنَ فَقَالَتْ لَمْ اَعْرِفْكَ فَقَالَ اِنَّمَا الصَّبْرُ عِنْدَ الصَّدْمَةِ الْاُوْلٰى- متفق عليه وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ تَبْكِىْ عَلٰى صَبِىٍّ لَهَا.

৩১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক মহিলার নিকট দিয়ে যান। সে একটি কবরের পাশে বসে কাঁদছিল। তিনি বলেন, আল্লাহ্কে ভয় কর এবং সবর কর। সে বলল, আপনি আমাকে ছেড়ে দিন (অর্থাৎ আমাকে কাঁদতে দিন)। আপনি আমার মত মুসীবাতে পড়েননি। সে তাঁকে চিনতে পারেনি। তাকে

বলা হল, ইনি হচ্ছেন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মহিলাটি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বাড়ীর দরজার সামনে এল এবং সেখানে কোন দারোয়ান দেখতে পেল না। সে বলল, আমি আপনাকে চিনতে পারিনি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সবর তো প্রথম আঘাতেই (বুখারী, মুসলিম)। মুসলিমের এক বর্ণনায় বলা হয়েছে ঃ সে তার এক শিশু পুত্রের জন্য কাঁদছিল।

٣٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اللّٰهُ تَعَالٰى مَا لِعَبْدِى الْمُؤْمِنِ عِنْدِىْ جَزَاءٌ اِذَا قَبَضْتُ صَفِيَّهُ مِنْ اَهْلِ الدُّنْيَا ثُمَّ احْتَسَبَهُ اِلاَّ الْجَنَّةَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, আমার মুমিন বান্দার জন্য আমার নিকট জান্নাত ছাড়া আর কোন পুরস্কার নেই, যখন আমি দুনিয়া থেকে তার প্রিয়জনকে নিয়ে যাই আর সে সাওয়াবের আশায় ধৈর্য ধারণ করে। (বুখারী)

٣٣- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا سَأَلَتْ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ عَنِ الطَّاعُوْنِ فَاَخْبَرَهَا اَنَّهُ كَانَ عَذَابًا يَبْعَثُهُ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مَن يَّشَاءُ فَجَعَلَهُ اللّٰهُ تَعَالٰى رَحْمَةً لِّلْمُؤْمِنِيْنَ فَلَيْسَ مِنْ عَبْدٍ يَقَعُ فِى الطَّاعُوْنِ فَيَمْكُثُ فِىْ بَلَدِه صَابِرًا مُحتَسِبًا يَعْلَمُ اَنَّهُ لاَ يُصِيْبُهُ اِلاَّ مَا كَتَبَ اللّٰهُ لَهُ اِلاَّ كَانَ لَهُ مِثْلُ اَجْرِ الشَّهِيْدِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি মহামারি রোগ সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বলেন ঃ এটা ছিল আল্লাহ্র তরফ থেকে একটা শাস্তি। আল্লাহ যাকে চান তার উপর এটা পাঠান। তিনি এটাকে মুমিনদের জন্য রহমত বানিয়ে দিয়েছেন। কোন মুমিন বান্দা মহামারি রোগে আক্রান্ত হলে যদি সে তার এলাকায় সবর সহকারে সাওয়াবের নিয়াতে এ কথা জেনে-বুঝে অবস্থান করে যে, আল্লাহ তার জন্য যা নির্ধারণ করে রেখেছেন তাতেই সে আক্রান্ত হয়েছে, তবে সে শহীদের সাওয়াব পাবে। (বুখারী)

٣٤- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا ابْتَلَيْتُ عَبْدِىْ بِحَبِيْبَتَيْهِ فَصَبَرَ عَوَّضْتُهُ مِنْهُمَا الْجَنَّةَ يُرِيْدُ عَيْنَيْهِ-رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

৩৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি, মহামহিম আল্লাহ বলেছেন ঃ আমি যখন আমার বান্দাকে তার দু'টি প্রিয় বস্তুর মাধ্যমে পরীক্ষা করি (অর্থাৎ তার দু'টি চোখের দৃষ্টিশক্তি নষ্ট করে দিই), আর সে তাতে সবর করে, তখন আমি তাকে তার বদলে জান্নাত দান করি। (বুখারী)

٣٥- وَعَنْ عَطَاءِ بْنِ رَبَاحٍ قَالَ قَالَ لِيَ ابْنُ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَلاَ أُرِيْكَ امْرَاَةً مِّنْ اَهْلِ الْجَنَّةِ؟ فَقُلْتُ بَلٰى قَالَ هٰذِهِ الْمَرْاَةُ السَّوْدَاءُ اَتَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ اِنِّيْ أُصْرَعُ وَاِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ تَعَالٰى لِيْ قَالَ اِنْ شِئْتِ صَبَرْتِ وَلَكِ الْجَنَّةُ وَاِنْ شِئْتِ دَعَوْتُ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْ يُعَافِيَكِ فَقَالَتْ اَصْبِرُ فَقَالَتْ اِنِّيْ اَتَكَشَّفُ فَادْعُ اللّٰهَ اَنْ لاَ اَتَكَشَّفَ فَدَعَا لَهَا- متفق عليه .

৩৫। আতা ইবনে রাবাহ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে ইবনুল আব্বাস (রা) বলেছেন, আমি তোমাকে একজন জান্নাতী মহিলা দেখাব না কি? আমি বললাম, হাঁ। তিনি বলেন, এই কালো মহিলাটি (ইংগিত করে দেখালেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে বলল, আমি মৃগী রোগে ভুগছি এবং তাতে আমার শরীর বিবস্ত্র হয়ে যায়। আপনি আমার জন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন। তিনি বলেন, যদি তুমি চাও সবর করতে পার। তাতে তুমি জান্নাত লাভ করবে। আর যদি চাও তো আমি তোমার আরোগ্যের জন্য আল্লাহ তা'আলার নিকট দু'আ করি। সে বলল, আমি সবর করব কিন্তু আমার শরীর যে বিবস্ত্র হয়ে যায় সেজন্য আল্লাহ্‌র নিকট দু'আ করুন, যাতে বিবস্ত্র না হই। তিনি তার জন্য দু'আ করলেন। (বুখারী, মুসলিম)

٣٦- وَعَنْ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَحْكِيْ نَبِيًّا مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ ضَرَبَهُ قَوْمُهُ فَاَدْمَوْهُ وَهُوَ يَمْسَحُ الدَّمَ عَنْ وَجْهِهِ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِقَوْمِيْ فَاِنَّهُمْ لاَ يَعْلَمُوْنَ- متفق عليه .

৩৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি যেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখছি, তিনি নবীগণের মধ্যকার এক নবীর কাহিনী বলছিলেন যে, তাঁর জাতি তাঁকে মেরে রক্তাক্ত করে দিয়েছিল আর তিনি নিজের চেহারা থেকে রক্ত মুছে ফেলছিলেন এবং বলছিলেন ঃ হে আল্লাহ! আমার জাতিকে ক্ষমা করে দাও, কারণ তারা জানে না। (বুখারী, মুসলিম)

٣٧- وَعَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا يُصِيْبُ الْمُسْلِمَ مِنْ نَصَبٍ وَلاَ وَصَبٍ وَلاَ هَمٍّ وَلاَ حَزَنٍ وَلاَ اَذًى وَلاَ غَمٍّ حَتَّى الشَّوْكَةُ يُشَاكُهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ خَطَايَاهُ- متفق عليه وَالْوَصَبُ الْمَرَضُ .

৩৭। আবু সা'ঈদ ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম বান্দার যে কোন ক্লান্তি, রোগ, দুশ্চিন্তা, উদ্বিগ্নতা, কষ্ট ও অস্থিরতা হোক না কেন, এমনকি কোন কাঁটা বিঁধলেও, তার কারণে আল্লাহ তার গুনাহ মাফ করে দেন। (বুখারী, মুসলিম)

٣٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يُوْعَكُ فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّكَ تُوْعَكُ وَعْكاً شَدِيْداً قَالَ اَجَلْ اِنِّىْ اُوْعَكُ كَمَا يُوْعَكُ رَجُلاَنِ مِنْكُمْ قُلْتُ ذٰلِكَ اَنَّ لَكَ اَجْرَيْنِ؟ قَالَ اَجَلْ ذٰلِكَ كَذٰلِكَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يُصِيْبُهُ اَذًى شَوْكَةٌ فَمَا فَوْقَهَا اِلاَّ كَفَّرَ اللّٰهُ بِهَا سَيِّئَاتِهِ وَحُطَّتْ عَنْهُ ذُنُوْبُهُ كَمَا تَحُطُّ الشَّجَرَةُ وَرَقَهَا-متفق عليه وَالْوَعْكُ مَغْثُ الْحُمّٰى وَقِيْلَ الْحُمّٰى.

৩৮। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। তিনি জ্বরে ভুগছিলেন। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি তো ভীষণ জ্বরে ভুগছেন। তিনি বলেন ঃ হাঁ তোমাদের মতো দু'জনের সমান জ্বরে ভুগছি।[৫] আমি বললাম, আপনার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব সেজন্য কি? তিনি বলেন ঃ হাঁ, ঠিক তাই। যে কোন কষ্টদায়ক বস্তু দ্বারা, তা কাঁটা কিংবা অন্য কোন বেশি কষ্টদায়ক কিছু হোক না কেন, মুসলিম বান্দা কষ্ট পেলে আল্লাহ অবশ্যই সে কারণে তার গুনাহ মাফ করে দেন। আর তার ছোট গুনাহগুলো গাছের পাতার মত ঝরে পড়ে যায়। (বুখারী, মুসলিম)

٣٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ يُّرِدِ اللّٰهُ بِهِ خَيْراً يُصِبْ مِنْهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَضَبَطُوْا يُصَبْ بِفَتْحِ الصَّادِ وَكَسْرِهَا.

৩৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যে ব্যক্তির কল্যাণ চান তাকে বিপদে ফেলেন। (বুখারী)

---

৫. অর্থাৎ তোমাদের দু'জন লোকের জ্বর হলে যে পরিমাণ তাপ ওঠে আমার একার তাপ তার সমান।

٤٠- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلاَ يَتَمَنَّيَنَّ اَحَدُكُمُ الْمَوْتَ لِضُرٍّ اَصَابَهُ فَاِنْ كَانَ لاَ بُدَّ فَاعِلاً فَلْيَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَحْيِنِىْ مَا كَانَتِ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِىْ وَتَوَفَّنِىْ اِذَا كَانَتِ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِىْ- متفق عليه .

৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো কোনো বিপদ বা কষ্ট হলে সে যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। যদি কেউ এরূপ করতেই চায় তবে সে যেন বলে, "হে আল্লাহ! তুমি আমাকে জীবিত রাখ যতক্ষণ পর্যন্ত জীবিত থাকা আমার জন্য কল্যাণকর এবং যখন আমার জন্য মৃত্যু কল্যাণকর তখন আমাকে মৃত্যু দাও।" (বুখারী, মুসলিম)

٤١- وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ خَبَّابِ بْنِ الْاَرَتِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ شَكَوْنَا اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً لَهُ فِىْ ظِلِّ الْكَعْبَةِ فَقُلْنَا اَلاَ تَسْتَنْصِرُ لَنَا اَلاَ تَدْعُوْ لَنَا ؟ فَقَالَ قَدْ كَانَ مَنْ قَبْلَكُمْ يُؤْخَذُ الرَّجُلُ فَيُحْفَرُ لَهُ فِى الْاَرْضِ فَيُجْعَلُ فِيْهَا ثُمَّ يُؤْتٰى بِالْمِنْشَارِ فَيُوْضَعُ عَلٰى رَاْسِهِ فَيُجْعَلُ نِصْفَيْنِ وَيُمْشَطُ بِاَمْشَاطِ الْحَدِيْدِ مَا دُوْنَ لَحْمِهِ وَعَظْمِهِ مَا يَصُدُّهُ ذٰلِكَ عَنْ دِيْنِهِ وَاللّٰهِ لَيُتِمَّنَّ اللّٰهُ هٰذَا الْاَمْرَ حَتّٰى يَسِيْرَ الرَّاكِبُ مِنْ صَنْعَاءَ اِلٰى حَضْرَمَوْتَ لاَ يَخَافُ اِلاَّ اللّٰهَ وَالذِّئْبَ عَلٰى غَنَمِهِ وَلٰكِنَّكُمْ تَسْتَعْجِلُوْنَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِى رِوَايَةٍ وَهُوَ مُتَوَسِّدٌ بُرْدَةً وَقَدْ لَقِيْنَا مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ شِدَّةً .

৪১। আবু আবদুল্লাহ খাব্বাব ইবনুল আরাত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট (মক্কার কাফিরদের বিরোধিতার ব্যাপারে) অভিযোগ করলাম। তিনি তখন তাঁর একটি চাদর মাথার নীচে রেখে কা'বার ছায়ায় শুয়েছিলেন। আমরা বললাম, আপনি কি আমাদের জন্য আল্লাহ্‌র নিকট সাহায্য প্রার্থনা করবেন না এবং আমাদের জন্য দোয়া করবেন না? তিনি বলেন ঃ তোমাদের আগের যামানায় মানুষকে ধরে এনে মাটিতে গর্ত করে তাতে স্থাপন করা হত। তারপর করাত এনে তার মাথার উপর রাখা হত এবং তাকে দুই টুকরা করা হত, অতঃপর লোহার চিরুনী দিয়ে তার শরীরের গোশ্‌ত ও হাড় আঁচড়িয়ে ছিন্নভিন্ন করা হত। তবুও কোন কিছু তাকে তার দীন ত্যাগ করাতে পারেনি। আল্লাহ্‌র শপথ! এ দীনকে পূর্ণভাবে তিনি কায়েম করবেনই, এমনকি সে সময় একজন আরোহী সান্‌য়া থেকে হাদরামাওত পর্যন্ত ভ্রমণ

করবে, কিন্তু আল্লাহ আর নিজের মেষপালের জন্য নেকড়ে ছাড়া আর কিছুর ভয় করবে না। কিন্তু তোমরা তাড়াহুড়া করছ।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তিনি (অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) চাদর রেখেছিলেন মাথার নীচে। আর মুশরিকদের পক্ষ থেকে আমাদের অনেক কষ্ট দেয়া হচ্ছে। (বুখারী)

٤٢- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمُ حُنَيْنٍ اٰثَرَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَاسًا فِى الْقِسْمَةِ فَاَعْطَى الْاَقْرَعَ بْنَ حَابِسٍ مِائَةً مِّنَ الْاِبِلِ وَاَعْطٰى عُيَيْنَةَ بْنَ حِصْنٍ مِثْلَ ذٰلِكَ وَاَعْطٰى نَاسًا مِّنْ اَشْرَافِ الْعَرَبِ وَاٰثَرَهُمْ يَوْمَئِذٍ فِى الْقِسْمَةِ فَقَالَ رَجُلٌ وَاللّٰهِ اِنَّ هٰذِهِ قِسْمَةٌ مَا عُدِلَ فِيْهَا وَمَا اُرِيْدَ فِيْهَا وَجْهُ اللّٰهِ فَقُلْتُ وَاللّٰهِ لَاُخْبِرَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَيْتُهُ فَاَخْبَرْتُهُ بِمَا قَالَ فَتَغَيَّرَ وَجْهُهُ حَتّٰى كَانَ كَالصِّرْفِ ثُمَّ قَالَ فَمَنْ يَّعْدِلُ اِذَا لَمْ يَعْدِلُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ؟ ثُمَّ قَالَ يَرْحَمُ اللّٰهُ مُوْسٰى قَدْ اُوْذِىَ بِاَكْثَرَ مِنْ هٰذَا فَصَبَرَ فَقُلْتُ لَاجَرَمَ لَا اَرْفَعُ اِلَيْهِ بَعْدَهَا حَدِيْثًا- متفق عليه وَقَوْلُهُ كَالصِّرْفِ هُوَ بِكَسْرِ الصَّادِ الْمُهْمَلَةِ وَهُوَ صِبْغٌ اَحْمَرُ .

৪২। আবদুল্লাহ ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হুনাইনের যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কিছু লোককে গনীমাতের মালের অংশ বেশি দিয়েছিলেন (নও মুসলিমদের সন্তুষ্ট করার জন্য)। তিনি আকরা ইবনে হাবিসকে এক শত উট এবং উয়াইনা ইবনে হিস্‌নকেও উক্ত সংখ্যক উট দান করেছিলেন। আর আরবের সম্ভ্রান্ত লোকদেরকে বেশি দিয়েছিলেন। তখন এক লোক বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! এই বণ্টনে সুবিচার করা হয়নি এবং এতে আল্লাহ্‌র সন্তোষের নিয়াত করা হয়নি। আমি বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবশ্যই দেব। কাজেই আমি তাঁর নিকট এসে তাঁকে উক্ত ব্যক্তির মন্তব্য জানালাম। এতে তাঁর পবিত্র চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে লালবর্ণ ধারণ করল। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যদি সুবিচার না করেন তাহলে আর কে সুবিচার করবে? তারপর তিনি বলেন ঃ আল্লাহ মূসা (আ)-এর প্রতি রহম করুন। তাঁকে তো এর চেয়ে বেশি কষ্ট দেয়া হয়েছে। তিনি সবর করেছেন। আমি মনে মনে বললাম, এরপর আমি কখনো তাঁর নিকট এরূপ কোন কথা পৌঁছাব না। (বুখারী, মুসলিম)

٤٣- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَرَادَ اللّٰهُ بِعَبْدِهِ خَيْرًا عَجَّلَ لَهُ الْعُقُوْبَةَ فِي الدُّنْيَا وَاِذَا اَرَادَ بِعَبْدِهِ الشَّرَّ اَمْسَكَ عَنْهُ بِذَنْبِهِ حَتّٰى يُوَافِيَ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ عِظَمَ الْجَزَاءِ مَعَ عِظَمِ الْبَلَاءِ وَاِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اِذَا اَحَبَّ قَوْمًا اِبْتَلَاهُمْ فَمَنْ رَضِيَ فَلَهُ الرِّضَا وَمَنْ سَخِطَ فَلَهُ السُّخْطُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৪৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্ যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি কল্যাণের ইচ্ছা করেন, তখন দুনিয়াতেই তার (পাপের) শাস্তি ত্বরান্বিত করেন। আর তিনি যখন তাঁর কোন বান্দার প্রতি অমংগলের ইচ্ছা করেন, তখন তাকে (দুনিয়াতে) তার পাপের শাস্তি দান থেকে বিরত থাকেন, অবশেষে কিয়ামাতের দিন তার চূড়ান্ত শাস্তির ব্যবস্থা করবেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেন ঃ কষ্ট বেশি হলে সাওয়াবও বেশি হয়। আর আল্লাহ্ যখন কোন জাতিকে ভালোবাসেন, তখন তাকে পরীক্ষায় ফেলেন। যে ব্যক্তি এ পরীক্ষায় সন্তুষ্ট থাকে তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি, আর যে ব্যক্তি অসন্তুষ্ট হয় তার জন্য রয়েছে আল্লাহ্‌র অসন্তুষ্টি।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

٤٤- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ ابْنٌ لِاَبِيْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يَشْتَكِيْ فَخَرَجَ اَبُوْ طَلْحَةَ فَقُبِضَ الصَّبِيُّ فَلَمَّا رَجَعَ اَبُوْ طَلْحَةَ قَالَ مَا فَعَلَ اِبْنِيْ؟ قَالَتْ اُمُّ سُلَيْمٍ وَهِيَ اُمُّ الصَّبِيِّ هُوَ اَسْكَنُ مَا كَانَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ الْعَشَاءَ فَتَعَشّٰى ثُمَّ اَصَابَ مِنْهَا فَلَمَّا فَرَغَ قَالَتْ وَارُوا الصَّبِيَّ فَلَمَّا اَصْبَحَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ اَعَرَّسْتُمُ اللَّيْلَةَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ بَارِكْ لَهُمَا فَوَلَدَتْ غُلَامًا فَقَالَ لِيْ اَبُوْ طَلْحَةَ اِحْمِلْهُ حَتّٰى تَاْتِيَ بِهِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَبَعَثَ مَعَهُ بِتَمَرَاتٍ فَقَالَ اَمَعَهُ شَيْءٌ؟ قَالَ نَعَمْ تَمَرَاتٌ فَاَخَذَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَضَغَهَا ثُمَّ اَخَذَهَا مِنْ فِيْهِ فَجَعَلَهَا فِيْ فِيِ الصَّبِيِّ ثُمَّ حَنَّكَهُ وَسَمَّاهُ عَبْدَ اللّٰهِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ-

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ فَقَالَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ فَرَاَيْتُ تِسْعَةَ اَوْلاَدٍ كُلُّهُمْ قَدْ قَرَءُوا الْقُرْاٰنَ يَعْنِيْ مِنْ اَوْلاَدِ عَبْدِ اللّٰهِ الْمَوْلُوْدِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ مَاتَ ابْنٌ لِّاَبِيْ طَلْحَةَ مِنْ اُمِّ سُلَيْمٍ فَقَالَتْ لِاَهْلِهَا لاَ تُحَدِّثُوْا اَبَا طَلْحَةَ بِابْنِهٖ حَتّٰى اَكُوْنَ اَنَا اُحَدِّثُهُ فَجَاءَ فَقَرَّبَتْ اِلَيْهِ عَشَاءً فَاَكَلَ وَشَرِبَ ثُمَّ تَصَنَّعَتْ لَهُ اَحْسَنَ مَا كَانَتْ تَصَنَّعُ قَبْلَ ذٰلِكَ فَوَقَعَ بِهَا فَلَمَّا اَنْ رَاَتْ اَنَّهُ قَدْ شَبِعَ وَاَصَابَ مِنْهَا قَالَتْ يَا اَبَا طَلْحَةَ اَرَاَيْتَ لَوْ اَنَّ قَوْمًا اَعَارُوْا عَارِيَتَهُمْ اَهْلَ بَيْتٍ فَطَلَبُوْا عَارِيَتَهُمْ اَلَهُمْ اَنْ يَّمْنَعُوْهُمْ؟ قَالَ لاَ فَقَالَتْ فَاحْتَسِبِ ابْنَكَ قَالَ فَغَضِبَ ثُمَّ قَالَ تَرَكْتِنِيْ حَتّٰى اِذَا تَلَطَّخْتُ ثُمَّ اَخْبَرْتِنِيْ بِابْنِيْ؟ فَانْطَلَقَ حَتّٰى اَتٰى رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ بِمَا كَانَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَارَكَ اللّٰهُ فِيْ لَيْلَتِكُمَا قَالَ فَحَمَلَتْ قَالَ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ سَفَرٍ وَهِيَ مَعَهُ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَى الْمَدِيْنَةَ مِنْ سَفَرٍ لاَ يَطْرُقُهَا طُرُوْقًا فَدَنَوْا مِنَ الْمَدِيْنَةِ فَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ فَاحْتَبَسَ عَلَيْهَا اَبُوْ طَلْحَةَ وَانْطَلَقَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَقُوْلُ اَبُوْ طَلْحَةَ اِنَّكَ لَتَعْلَمُ يَا رَبِّ اَنَّهُ يُعْجِبُنِيْ اَنْ اَخْرُجَ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَرَجَ وَاَدْخُلَ مَعَهُ اِذَا دَخَلَ وَقَدِ احْتَبَسْتُ بِمَا تَرٰى تَقُوْلُ اُمُّ سُلَيْمٍ يَا اَبَا طَلْحَةَ مَا اَجِدُ الَّذِيْ كُنْتُ اَجِدُ انْطَلِقْ فَانْطَلَقْنَا وَضَرَبَهَا الْمَخَاضُ حِيْنَ قَدِمَا فَوَلَدَتْ غُلاَمًا فَقَالَتْ لِيْ اُمِّيْ يَا اَنَسُ لاَ يُرْضِعُهُ اَحَدٌ حَتّٰى تَغْدُوَ بِهٖ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا اَصْبَحَ احْتَمَلْتُهُ فَانْطَلَقْتُ بِهٖ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ .

৪৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবু তালহা (রা)-র এক ছেলে রোগাক্রান্ত হল। আবু তাল্‌হা বাইরে কোথাও গেলেন। সে সময় ছেলেটির মৃত্যু হয়। আবু তাল্‌হা ফিরে এসে ছেলের অবস্থা জিজ্ঞেস করলেন। ছেলের আম্মা উম্মু সুলাইম (রা) বলেন,

পূর্বের চেয়ে সে ভালো। তারপর তিনি আবু তালহাকে রাতের খানা দিলেন। আবু তালহা খানা খেলেন, তারপর স্ত্রী মিলন করলেন। শেষে উম্মু সুলাইম বলেন, ছেলেকে দাফন করুন। আবু তাল্‌হা (রা) সকালবেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে তাঁকে এ খবর দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি আজ রাতে স্ত্রী মিলন করেছ? আবু তাল্‌হা বলেন, হাঁ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আল্লাহ! তাদের দু'জনকে তুমি বরকত দাও। তারপর উম্মু সুলাইমের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে।

আনাস (রা) বলেন, আবু তাল্‌হা আমাকে এ বাচ্চা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নিয়ে যেতে বলেন এবং তার সাথে কিছু খেজুরও দেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের সাথে কোন কিছু আছে কি? তিনি বলেন, হাঁ কিছু খেজুর আছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই খেজুর নিয়ে চিবালেন, তারপর তাঁর মুখ থেকে বের করে তা বাচ্চার মুখে দিলেন, আর তার নাম রাখলেন আবদুল্লাহ। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারীর এক বর্ণনায় আছে ঃ ইবনে উয়াইনা (র) বলেন, আনসারদের একজন লোক বললেন, আমি আবদুল্লাহর নয়টি সন্তান দেখেছি। তাদের প্রত্যেকেই কুরআন বিশেষজ্ঞ ছিলেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় এরূপ আছে ঃ আবু তাল্‌হার ছেলে ইন্তিকাল করলে তার মাতা উম্মু সুলাইম বাড়ীর লোকদেরকে বলেন যে, তারা যেন আবু তাল্‌হাকে ছেলে সম্পর্কে কিছু না বলে। তিনি নিজেই তাকে যা বলার বলবেন। আবু তাল্‌হা বাড়ী এলে পর উম্মু সুলাইম তাঁকে রাতের খানা দিলেন। তিনি খাওয়া-দাওয়া করলেন। তারপর উম্মু সুলাইম নিজেকে স্বামীর জন্য পূর্বের চেয়ে বেশী সুন্দর করে সাজালেন। আবু তাল্‌হা তাঁর সাথে মিলন করলেন। উম্মু সুলাইম যখন দেখলেন, আবু তাল্‌হা তৃপ্তি লাভ করেছেন এবং তাঁর প্রয়োজন মিটে গেছে, তখন তাঁকে বললেন, হে আবু তাল্‌হা ! দেখুন, যদি কোন কাওম কোন পরিবারকে কিছু ধার দেয়, তারপর সেই ধার ফেরত চায়, তবে কি সেই পরিবার তাদের ধার ফেরত না দেয়ার অধিকার রাখে? আবু তাল্‌হা বলেন, না। উম্মু সুলাইম বলেন, তাহলে আপনার ছেলের ব্যাপারে আল্লাহ্‌র নিকট সাওয়াব প্রার্থনা করুন। আবু তাল্‌হা এ কথা শুনে রাগান্বিত হলেন এবং বলেন, তুমি আগে কিছু বললে না, এমনকি আমি মিলনও করে ফেললাম, তারপর আমার ছেলে সম্পর্কে খবর দিলে। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে সব খবর বলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দু'আ করলেন, আল্লাহ তোমাদের দু'জনের রাতে বরকত দিন। তারপর উম্মু সুলাইম (রা) গর্ভবতী হলেন। কোন এক সফরে তিনি (আবু তাল্‌হাসহ)

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সফর থেকে মদীনায় সাধারণত রাতে ফিরে আসতেন না। যাহোক, তারা যখন মদীনার নিকটবর্তী হলেন, তখন উম্মু সুলাইমের প্রসব বেদনা শুরু হল। এজন্য আবু তাল্‌হা তার নিকট রয়ে গেলেন। আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চলে গেলেন। আনাস (রা) বলেন, আবু তাল্‌হা বলতে লাগলেন, হে আল্লাহ! তুমি জান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোথাও যখন যান এবং কোথাও থেকে ফিরে আসেন তখন তাঁর সাথে থাকতে আমার ভালো লাগে। আর এখন তো আমি এখানে যে কারণে আটকে পড়লাম তা তুমি দেখছ। উম্মু সুলাইম (রা) বলতে লাগলেন, হে আবু তাল্‌হা! আমি যে বেদনা অনুভব করছিলাম, এখন আর তা বোধ করছি না, চলুন যাই। আমরা সেখান থেকে চলে এলাম। মদীনায় আসার পর তার প্রসব বেদনা শুরু হল এবং একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। আনাস (রা) বলেন, আমার আম্মা আমাকে বলেন, এ বাচ্চাকে সকালে কেউ দুধ পান করাবার আগে তুমি একে নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট যাবে। সকাল বেলা আমি বাচ্চা নিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গেলাম। এভাবে তিনি হাদীসের বাকী অংশ বর্ণনা করেন।

٤٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الشَّدِيْدُ بِالصُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّدِيْدُ الَّذِىْ يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ- متفق عليه
وَالصُّرَعَةُ بِضَمِّ الصَّادِ وَفَتْحِ الرَّاءِ وَاَصْلُهُ عِنْدَ الْعَرَبِ مَنْ يَّصْرَعُ النَّاسَ كَثِيْرًا .

৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মল্লযুদ্ধে) অন্যকে ধরাশায়ী করে সে শক্তিশালী নয়, বরং শক্তিশালী হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে রাগের সময় নিজেকে সংযত রাখে। (বুখারী, মুসলিম)

٤٦- وَعَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ صُرَدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ جَالِسًا مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَجُلاَنِ يَسْتَبَّانِ وَاَحَدُهُمَا قَدِ احْمَرَّ وَجْهُهُ وَانْتَفَخَتْ اَوْدَاجُهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّىْ لاَعْلَمُ كَلِمَةً لَوْ قَالَهَا لَذَهَبَ عَنْهُ مَا يَجِدُ لَوْ قَالَ اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ ذَهَبَ مِنْهُ مَا يَجِدُ فَقَالُوْا لَهُ اِنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تَعَوَّذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ- متفق عليه .

৪৬। সুলাইমান ইবনে সুরাদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে বসা ছিলাম। এ সময় দুই ব্যক্তি পরস্পর ঝগড়া ও গালমন্দ

করছিল। একজনের চেহারা তো রাগে লাল হয়ে গিয়েছিল এবং তার ঘাড়ের শিরাগুলো ফুলে উঠেছিল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি এমন একটি কথা জানি যা বললে তার এই অবস্থা অবশ্যই দূর হয়ে যাবে। সে যদি "আউযু বিল্লাহি মিনাশ্ শাইতানির রাজীম" বলে তবে তার এ ক্রোধের ভাব চলে যাবে। সাহাবীগণ তাকে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আউযু বিল্লাহ্ কথাটা বলে তোমাকে বিতাড়িত শয়তান থেকে আল্লাহ্র নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করতে বলেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

٤٧- وَعَنْ مُعَاذِ بْنِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَظَمَ غَيْظًا وَهُوَ قَادِرٌ عَلٰى اَنْ يُّنْفِذَهُ دَعَاهُ اللّٰهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالٰى عَلٰى رُءُوْسِ الْخَلاَئِقِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُخَيِّرَهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعِيْنِ مَا شَاءَ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৪৭। মু'আয ইবনে আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের ক্রোধ কার্যকর করার ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও তা দমিয়ে রাখে, তাকে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন সব মানুষের উপর মর্যাদা দিয়ে ডাকবেন, এমনকি তাকে তার ইচ্ছামত বড় বড় চোখবিশিষ্ট হূরদের মধ্য থেকে বেছে নেয়ার স্বাধীনতা দেবেন। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিরমিযী একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

٤٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصِنِىْ قَالَ لاَ تَغْضَبْ فَرَدَّدَ مِرَارًا قَالَ لاَ تَغْضَبْ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, আমাকে উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ রাগ করো না। সে ব্যক্তি বারবার একই কথা বলতে থাকল, আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও বারবার বলেন ঃ রাগ করো না। (বুখারী)

٤٩- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا يَزَالُ الْبَلاَءُ بِالْمُؤْمِنِ وَالْمُؤْمِنَةِ فِىْ نَفْسِهِ وَوَلَدِهِ وَمَالِهِ حَتّٰى يَلْقَى اللّٰهَ تَعَالٰى وَمَا عَلَيْهِ خَطِيْئَةٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৪৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুমিন নর-নারীর জান, মাল ও সন্তানের উপর বিপদ-আপদ

আসতেই থাকে। অবশেষে আল্লাহ্‌র সাথে সে সাক্ষাত করে এমন অবস্থায় যে, তার আর কোন গুনাহ থাকে না। ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ্ আখ্যায়িত করেছেন।

٥٠- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لِابْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَاْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ فَاسْتَاْذَنَ فَاَذِنَ لَهُ عُمَرُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ) (الاعراف : ١٩٩) وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى- رواه البخارى .

৫০। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্‌ন মদীনায় তার ভাতিজা হুর ইবনে কায়েসের নিকট এসে মেহমান হলেন। উমার (রা) যাদেরকে নিজের সান্নিধ্যে রাখতেন, হুর ইবনে কায়েস তাদেরই একজন। আর উমার (রা)-এর পারিষদবর্গ ও তাঁর পরামর্শ সভার সদস্যবৃন্দ, তাঁরা যুবক হোন বা বৃদ্ধ সকলেই ছিলেন কুরআন বিশারদ। উয়াইনা তার ভাতিজাকে বললেন, হে ভাতিজা! আমীরুল মুমিনীনের কাছে যাওয়ার তোমার সুযোগ-সুবিধা আছে। কাজেই তাঁর সাথে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আমার জন্য অনুমতি চাও। তিনি অনুমতি চাইলে উমার (রা) অনুমতি দিলেন। তিনি তাঁর নিকট গিয়ে বলেন, হে ইবনুল খাত্তাব! আল্লাহ্‌র শপথ! আপনি আমাদের বেশি বেশি দান করেন না এবং আমাদের ব্যাপারে সুবিচারের সাথে হুকুম করেন না। এতে উমার (রা) রাগান্বিত হন, এমনকি তাকে আক্রমণ করতে উদ্যত হন। তখন হুর তাকে বলেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেছেন ঃ "ক্ষমা প্রদর্শন কর, ভালো কাজের হুকুম দাও এবং মূর্খদেরকে এড়িয়ে চল।" (সূরা আল আ'রাফ ঃ ১৯৯) আর ইনি তো মূর্খদের অন্তর্ভুক্ত। আল্লাহ্‌র শপথ! এ আয়াত তিলাওয়াত করার পর উমার

কোনরূপ বাড়াবাড়ি করেননি। আর তিনি আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী খুব বেশি আমল করতেন। (বুখারী)

٥١ - وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهَا سَتَكُوْنُ بَعْدِيْ اَثَرَةٌ وَاُمُوْرٌ تُنْكِرُوْنَهَا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَمَا تَأْمُرُنَا ؟ قَالَ تُؤَدُّوْنَ الْحَقَّ الَّذِيْ عَلَيْكُمْ وَتَسْأَلُوْنَ اللّٰهَ الَّذِيْ لَكُمْ- متفق عليه وَالْاَثَرَةُ الْاِنْفِرَادُ بِالشَّيْئِ عَمَّنْ لَهُ فِيْهِ حَقٌّ .

৫১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পরে অনতিবিলম্বে কারও উপর কাউকে গুরুত্ব দেয়া হবে এবং এমন সব কাজ হবে যা তোমরা পছন্দ করবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! তাহলে (এ অবস্থায়) আপনি আমাদের কি হুকুম করেন? তিনি বলেন ঃ তোমাদের উপর যেসব অধিকার প্রাপ্য রয়েছে সেগুলো আদায় কর এবং তোমাদের পাওনা আল্লাহ্র কাছে চাও। (বুখারী, মুসলিম)

٥٢ - وَعَنْ اَبِيْ يَحْيٰى اُسَيْدِ بْنِ حُضَيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً مِّنَ الْاَنْصَارِ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ تَسْتَعْمِلُنِيْ كَمَا اسْتَعْمَلْتَ فُلاَنًا فَقَالَ اِنَّكُمْ سَتَلْقَوْنَ بَعْدِيْ اَثَرَةً فَاصْبِرُوْا حَتّٰى تَلْقَوْنِيْ عَلَى الْحَوْضِ- متفق عليه . وَاُسَيْد بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَحُضَير بِحَاءٍ مُهْمَلَةٍ مَضْمُوْمَةٍ وَضَادٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ . وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

৫২। আবু ইয়াহ্ইয়া উসাইদ ইবনে হুদাইর (রা) থেকে বর্ণিত। এক আনসারী বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি আমাকে কর্মচারী নিযুক্ত করবেন না, যেমন অমুককে নিয়োগ করেছেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা অনতিবিলম্বে আমার পরে (তোমাদের নিজেদের উপর) অন্যের গুরুত্ব দেখতে পাবে। তখন আমার সাথে হাওযে কাওসারে দেখা না হওয়া পর্যন্ত সবর করবে। (বুখারী, মুসলিম)

٥٣ - وَعَنْ اَبِيْ اِبْرَاهِيْمَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ اَوْفٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْ بَعْضِ اَيَّامِهِ الَّتِيْ لَقِيَ فِيْهَا الْعَدُوَّ اِنْتَظَرَ حَتّٰى اِذَا مَالَتِ الشَّمْسُ قَامَ فِيْهِمْ فَقَالَ يَا اَيُّهَا النَّاسُ لاَ تَتَمَنَّوْا لِقَاءَ الْعَدُوِّ وَاسْأَلُوا اللّٰهَ الْعَافِيَةَ فَاِذَا لَقِيْتُمُوْهُمْ فَاصْبِرُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلاَلِ السُّيُوْفِ ثُمَّ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ مُنَزِّلَ الْكِتَابِ وَمُجْرِيَ السَّحَابِ وَهَازِمَ الْاَحْزَابِ اهْزِمْهُمْ وَانْصُرْنَا عَلَيْهِمْ- متفق عليه وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقُ .

৫৩। আবদুল্লাহ ইবনে আবু আওফা (রা) থেকে বর্ণিত। একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দুশমনদের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন এবং সূর্য হেলে যাওয়ার অপেক্ষায় ছিলেন। এমন অবস্থায় তিনি তাদের মাঝে দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! তোমরা দুশমনদের সাথে সংঘর্ষের আকাঙ্ক্ষা করো না, আল্লাহ্‌র নিকট শান্তি চাও। তবে যখন তাদের সাথে সংঘর্ষ অনিবার্য হয়ে পড়ে তখন সবর করবে (অটল থাকবে)। জেনে রাখ, জান্নাত তরবারির ছায়াতলে। তারপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে কিতাব অবতীর্ণকারী, মেঘ চালনাকারী ও দুশমন বাহিনীকে পরাস্তকারী আল্লাহ! তাদেরকে পরাস্ত কর এবং আমাদেরকে তাদের উপর বিজয়ী কর। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ৪
সততা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَكُوْنُوْا مَعَ الصّٰدِقِيْنَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

১। "হে মুমিনগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সত্যনিষ্ঠদের সাথে থাক।" (সূরা আত্ তাওবা ঃ ১১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالصّٰدِقِيْنَ وَالصّٰدِقَاتِ .

২। "সত্যনিষ্ঠ পুরুষ ও নারীগণ... আল্লাহ তাদের জন্য ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার প্রস্তুত করে রেখেছেন।" (সূরা আল আহ্যাব ঃ ৩৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلَوْ صَدَقُوا اللّٰهَ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ .

৩। "যদি তারা আল্লাহ্‌র নিকট ওয়াদায় সত্যতার প্রমাণ দিত, তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য তা ভালো হত।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২১)

٥٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الصِّدْقَ يَهْدِيْ اِلَى الْبِرِّ وَاِنَّ الْبِرَّ يَهْدِيْ اِلَى الْجَنَّةِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ صِدِّيْقًا وَاِنَّ الْكَذِبَ يَهْدِيْ اِلَى الْفُجُوْرِ وَاِنَّ الْفُجُوْرَ يَهْدِيْ اِلَى النَّارِ وَاِنَّ الرَّجُلَ لَيَكْذِبُ حَتّٰى يُكْتَبَ عِنْدَ اللّٰهِ كَذَّابًا- متفق عليه .

৫৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সত্য পুণ্য ও কল্যাণের পথ দেখায়। আর পুণ্য ও কল্যাণ জন্নাতের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ সত্যের অনুসরণ করতে থাকলে অবশেষে আল্লাহ্‌র নিকট সিদ্দীক (পরম সত্যনিষ্ঠ) নামে অভিহিত হয়। আর মিথ্যা পাপাচারের দিকে নিয়ে যায় এবং পাপাচার জাহান্নামের আগুনের দিকে নিয়ে যায়। মানুষ মিথ্যার অনুসরণ করতে থাকলে শেষ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র নিকট চরম মিথ্যাবাদী নামে অভিহিত হয়। (বুখারী, মুসলিম)

٥٥- وَعَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيِّ بْنِ اَبِىْ طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ حَفِظْتُ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعْ مَا يَرِيْبُكَ اِلٰى مَا لاَ يَرِيْبُكَ فَاِنَّ الصِّدْقَ طُمَانِيْنَةٌ وَالْكَذِبَ رِيْبَةٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ.

قَوْلُهُ يَرِيْبُكَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَضَمِّهَا وَمَعْنَاهُ اُتْرُكْ مَا تَشُكُّ فِىْ حِلِّهِ وَاعْدِلْ اِلٰى مَا لاَ تَشُكُّ فِيْهِ .

৫৫। আবু মুহাম্মাদ হাসান ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে এ কথাগুলো মুখস্থ করেছি ঃ যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে দেয় তা ছেড়ে দিয়ে যা তোমাকে সন্দেহে ফেলে না তাই গ্রহণ কর। সত্যনিষ্ঠা অবশ্যই প্রশান্তিদায়ক, আর মিথ্যা সন্দেহ সৃষ্টিকারী।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে সহীহ বলেছেন।

٥٦ - وَعَنْ اَبِىْ سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ قِصَّةِ هِرَقْلَ قَالَ هِرَقْلُ فَمَا ذَا يَاْمُرُكُمْ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَبُوْ سُفْيَانَ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ لاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ- متفق عليه .

৫৬। আবু সুফিয়ান সাখ্‌র ইবনে হার্‌ব (রা) এক দীর্ঘ হাদীসে হিরাক্লিয়াসের কাহিনী বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন ঃ হিরাক্লিয়াস জিজ্ঞেস করলেন, নবী (সা) তোমাদের কি কাজ করার হুকুম করেন? আবু সুফিয়ান বলেন, তিনি বলেন ঃ তোমরা একমাত্র আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না। তোমরা তোমাদের বাপ-দাদা যা বলে তা ছেড়ে দাও। আর তিনি আমাদেরকে নামায, সত্যনিষ্ঠা, উদারতা ও আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষার হুকুম করেন। (বুখারী, মুসলিম)

٥٧ - وَعَنْ اَبِىْ ثَابِتٍ وَقِيْلَ اَبِىْ سَعِيْدٍ وَقِيْلَ اَبِى الْوَلِيْدِ سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ وَهُوَ بَدْرِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ سَأَلَ اللّٰهَ تَعَالٰى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ بَلَّغَهُ اللّٰهُ مَنَازِلَ الشُّهَدَاءِ وَاِنْ مَاتَ عَلٰى فِرَاشِهِ- رواه مسلم .

৫৭। বদর যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী সাহাবী সাহ্ল ইবনে হুনাইফ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিকট সত্যিই শাহাদাতের মৃত্যু চায়, সে তার বিছানায় মৃত্যুবরণ করলেও আল্লাহ্ তাকে শহীদদের মর্যাদায় পৌছিয়ে দেন। (মুসলিম)

٥٨- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَزَا نَبِىٌّ مِّنَ الْاَنْبِيَاءِ صَلَوَاتُ اللّٰهِ وَسَلاَمُهُ عَلَيْهِمْ فَقَالَ لِقَوْمِهِ لاَ يَتْبَعَنِّىْ رَجُلٌ مَلَكَ بُضْعَ امْرَاَةٍ وَهُوَ يُرِيْدُ اَنْ يَّبْنِىَ بِهَا وَلَمَّا يَبْنِ بِهَا وَلاَ اَحَدٌ بَنٰى بُيُوْتًا لَمْ يَرْفَعْ سُقُوْفَهَا وَلاَ اَحَدٌ اشْتَرٰى غَنَمًا اَوْ خَلِفَاتٍ وَهُوَ يَنْتَظِرُ اَوْلاَدَهَا فَغَزَا فَدَنَا مِنَ الْقَرْيَةِ صَلاَةَ الْعَصْرِ اَوْ قَرِيْبًا مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ لِلشَّمْسِ اِنَّكِ مَامُوْرَةٌ وَاَنَا مَامُوْرٌ اَللّٰهُمَّ احْبِسْهَا عَلَيْنَا فَحُبِسَتْ حَتّٰى فَتَحَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَجَمَعَ الْغَنَائِمَ فَجَاءَتْ يَعْنِى النَّارَ لِتَاْكُلَهَا فَلَمْ تَطْعَمْهَا فَقَالَ اِنَّ فِيْكُمْ غُلُوْلاً فَلْيُبَايِعْنِىْ مِنْ كُلِّ قَبِيْلَةٍ رَجُلٌ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَلْيُبَايِعْنِىْ قَبِيْلَتُكَ فَلَزِقَتْ يَدُ رَجُلَيْنِ اَوْ ثَلاَثَةٍ بِيَدِهٖ فَقَالَ فِيْكُمُ الْغُلُوْلُ فَجَاءُوْا بِرَاْسٍ مِثْلِ رَاْسِ بَقَرَةٍ مِّنَ الذَّهَبِ فَوَضَعَهَا فَجَاءَتِ النَّارُ فَاَكَلَتْهَا فَلَمْ تَحِلَّ الْغَنَائِمُ لِاَحَدٍ قَبْلَنَا ثُمَّ اَحَلَّ اللّٰهُ لَنَا الْغَنَائِمَ لَمَّا رَاٰى ضَعْفَنَا وَعَجْزَنَا فَاَحَلَّهَا لَنَا- متفق عليه

اَلْخَلِفَاتُ بِفَتْحِ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ وَكَسْرِ اللاَّمِ جَمْعُ خَلِفَةٍ وَهِىَ النَّاقَةُ الْحَامِلُ.

৫৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন একজন নবী (ইউশা ইবনে নূন) জিহাদ করতে গিয়ে তাঁর জাতিকে বলেন, যে ব্যক্তি অচিরেই বিবাহ করে তার স্ত্রীর সাথে মিলন করতে চায়, কিন্তু এখনও সে তা করেনি; যে ব্যক্তি ঘর তৈরি করেছে বটে কিন্তু এখনও তার ছাদ তৈরি করেনি এবং যে ব্যক্তি গর্ভবতী ছাগল বা উটনী খরিদ করে তার বাচ্চার অপেক্ষায় আছে

তারা যেন জিহাদে আমার সাথে না যায়। তারপর তিনি জিহাদে গেলেন এবং আসরের নামাযের সময় অথবা তার কাছাকাছি সময় যে জনপদে যুদ্ধ করার ইচ্ছা ছিল সেখানে পৌঁছে গেলেন। তখন তিনি সূর্যকে বলেন ঃ তুমিও আল্লাহ্‌র হুকুমের অধীন আর আমিও তাঁর হুকুমের অধীন। হে আল্লাহ! তুমি সূর্যকে আটকে রাখ। অতঃপর জিহাদে জয়লাভ করা পর্যন্ত তা আটকে রাখা হল। তিনি গনীমাতের মাল একত্র করে রাখলে আগুন সেগুলোকে খেয়ে (জ্বালিয়ে) ফেলার জন্য এল, কিন্তু আগুন তা খেলোনা। তখন তিনি বলেন, নিশ্চয় তোমাদের মধ্যে কেউ গনীমাতের মালে খিয়ানত করেছে। কাজেই প্রত্যেক গোত্রের একজনকে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। বাইয়াত করতে গিয়ে একজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তিনি (তাকে) বলেন, তোমাদের মধ্যেই খিয়ানতকারী রয়েছে। কাজেই তোমার গোত্রের সব লোককে আমার হাতে বাইয়াত করতে হবে। এভাবে বাইয়াত করতে গিয়ে দু'জন কি তিনজনের হাত তাঁর হাতের সাথে আটকে গেল। তখন তিনি বলেন, তোমাদের দ্বারাই এ খিয়ানত হয়েছে। তারা তখন একটি গরুর মাথার সমান একটি সোনার মাথা নিয়ে এল। তারপর সেটাকে তিনি মালের সাথে রেখে দিলেন এবং আগুন এসে তা সব খেয়ে ফেলল। আমাদের পূর্বে কারও জন্য গনীমাতের মাল হালাল করা হয়নি। আল্লাহ আমাদের দুর্বলতা ও অক্ষমতার দিকে লক্ষ্য করে আমাদের জন্য এটা হালাল করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

৫৯- وَعَنْ اَبِىْ خَالِدٍ حَكِيْمِ بْنِ حَزَامٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْبَيِّعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَتَفَرَّقَا فَاِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَا بُوْرِكَ لَهُمَا فِىْ بَيْعِهِمَا وَاِنْ كَتَمَا وَكَذَبَا مُحِقَتْ بَرَكَةُ بَيْعِهِمَا- متفق عليه .

৫৯। আবু খালিদ হাকিম ইবনে হিযাম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ক্রেতা ও বিক্রেতা পরস্পর পৃথক না হওয়া পর্যন্ত তাদের কেনা-বেচা বাতিল করে দেওয়ার অধিকার বা ইখতিয়ার রাখে। যদি তারা উভয়ে সত্য ও স্পষ্ট কথা বলে, তাহলে তাদের কেনা-বেচায় বরকত হয় এবং যদি (কোনো কিছু) গোপন করে ও মিথ্যা বলে, তাহলে তাদের ক্রয়-বিক্রয়ের বরকত নষ্ট করে দেয়া হয়।[৭] (বুখারী, মুসলিম)।

---

৭. মূল আরবী ভাষার 'সিদকুন' শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। শব্দটির অর্থ সাধারণত সততা মনে করা হয়। কিন্তু ইসলামের দৃষ্টিতে এর অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। সত্যবাদিতা, সত্যনিষ্ঠা, সত্য পথে থাকা, সত্যের অনুসরণ করা, কথায় ও কাজে এবং চিন্তা ও মনের সামঞ্জস্য, সত্যপরায়ণতা ইত্যাদি সবই এ শব্দটির অর্থের অন্তর্ভুক্ত। ইমাম গাযালী এর ছয় প্রকার অর্থ তার এহ্‌ইয়াউল উলূম গ্রন্থে লিখেছেন ঃ (১) সত্যবাদিতা, (২) সত্য নিয়াত করা, (৩) সত্য প্রতিজ্ঞা করা (৪) প্রতিজ্ঞা পালনে সত্যের প্রমাণ দেয়া (৫) কাজে সত্যের অনুসরণ করা ও (৬) দীনের পথের সর্বস্তরে সত্যের নমুনা পেশ করা। এসব অর্থই উল্লেখিত আয়াত ও হাদীসসমূহে পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

অনচ্ছেদ ঃ ৫

মুরাকাবা[৮] বা আত্মপর্যবেক্ষণ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَّذِىْ يَرَاكَ حِيْنَ تَقُوْمُ وَتَقَلُّبَكَ فِى السَّاجِدِيْنَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "তুমি যখন নামাযে দাঁড়াও তখন তিনি তোমাকে এবং নামাযীদের মধ্যে তোমার নড়ন চড়ন প্রত্যক্ষ করেন।" (সূরা আশ্ শু'আরা ঃ ২১৯ ও ২২০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَهُوَ مَعَكُمْ اَيْنَمَا كُنْتُمْ .

(২) "তোমরা যেখানেই থাক আল্লাহ্ তোমাদের সাথে থাকেন।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ لاَ يَخْفٰى عَلَيْهِ شَئٌ فِى الْاَرْضِ وَلاَ فِى السَّمَاءِ .

(৩)" আল্লাহ্‌র নিকট আসমান ও যমীনে কোন কিছুই গোপন থাকে না।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ .

(৪) "নিশ্চয়ই তোমার প্রভু (তাঁর বিরোধীদের প্রতি) কড়া দৃষ্টি রাখছেন।" (সূরা আল-ফাজর ঃ ১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْاَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ- وَالْاٰيَاتُ فِى الْبَابِ كَثِيْرَةٌ مَعْلُوْمَةٌ .

(৫) "আল্লাহ্ চোখের খিয়ানত (অর্থাৎ অবৈধ দৃষ্টি) ও মনের গোপন কথা জানেন।" (সূরা গাফির ঃ ১৯)

٦٠- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَمَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ يَوْمٍ اِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيْدُ بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيْدُ سَوَادِ الشَّعْرِ لاَ يُرٰى عَلَيْهِ اَثَرُ السَّفَرِ وَلاَ يَعْرِفُهُ مِنَّا اَحَدٌ حَتّٰى جَلَسَ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ اِلٰى رُكْبَتَيْهِ وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلٰى فَخِذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ اَخْبِرْنِىْ عَنِ الْاِسْلاَمِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ

---

৮. মুরাকাবা শব্দের অর্থ দৃষ্টি রাখা, পরিদর্শন করা, আত্মসমালোচনা, আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং গভীর মনোনিবেশ সহকারে আত্মপর্যবেক্ষণ করা ও আল্লাহ্‌র ধ্যানে মগ্ন হওয়া। এ সম্পর্কে অনেক আয়াত ও হাদীস রয়েছে। (অনুবাদক)

وَسَلَّمَ الْاِسْلاَمُ اَنْ تَشْهَدَ اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَتُقِيْمَ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُوْمَ رَمَضَانَ وَتَحُجَّ الْبَيْتَ اِنِ اسْتَطَعْتَ اِلَيْهِ سَبِيْلاً قَالَ صَدَقْتَ فَعَجِبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِيْمَانِ قَالَ اَنْ تُؤْمِنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ الْاِحْسَانِ قَالَ اَنْ تَعْبُدَ اللّٰهَ كَاَنَّكَ تَرَاهُ فَاِنْ لَّمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَاِنَّهُ يَرَاكَ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنِ السَّاعَةِ قَالَ مَا الْمَسْئُوْلُ عَنْهَا بِاَعْلَمَ مِنَ السَّائِلِ قَالَ فَاَخْبِرْنِيْ عَنْ اَمَارَاتِهَا قَالَ اَن تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا وَاَن تَرَى الْحُفَاةَ الْعُرَاةَ الْعَالَةَ رِعَاءَ الشَّاءِ يَتَطَاوَلُوْنَ فِي الْبُنْيَانِ ثُمَّ انْطَلَقَ فَلَبِثْتُ مَلِيًّا ثُمَّ قَالَ يَا عُمَرُ اَتَدْرِيْ مَنِ السَّائِلُ؟ قُلْتُ اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ قَالَ فَاِنَّهُ جِبْرِيْلُ اَتَاكُمْ يُعَلِّمُكُمْ دِيْنَكُمْ- رواه مسلم.

وَمَعْنٰى تَلِدَ الْاَمَةُ رَبَّتَهَا اَيْ سَيِّدَتَهَا وَمَعْنَاهُ اَنْ تَكْثُرَ السَّرَارِيْ حَتّٰى تَلِدَ الْاَمَةُ السُّرِّيَّةُ بِنْتًا لِسَيِّدِهَا وَبِنْتُ السَّيِّدِ فِيْ مَعْنَى السَّيِّدِ وَقِيْلَ غَيْرُ ذٰلِكَ وَالْعَالَةُ الْفُقَرَاءُ وَقَوْلُهُ مَلِيًّا اَيْ زَمَنًا طَوِيْلاً وَكَانَ ذٰلِكَ ثَلاَثًا .

৬০। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট বসা ছিলাম। এমন সময় একজন লোক আমাদের সামনে আবির্ভূত হল। লোকটির পোশাক-পরিচ্ছদ ছিল খুবই ধবধবে সাদা, তার চুলগুলো ছিল গাঢ় কালো এবং তার উপর সফরের কোন চিহ্ন দেখা যাচ্ছিল না। আর আমাদের কেউ তাকে চিনতেও পারছিল না। সে সোজা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট গিয়ে বসল। তারপর তার হাঁটু রাসূলুল্লাহ (সা)-এর হাঁটুর সাথে লাগিয়ে দিয়ে নিজের হাত দু'খানা তাঁর উরুর উপর রেখে বলল, হে মুহাম্মাদ! ইসলামের পরিচয় আমাকে বলে দিন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ইসলাম এই যে, তুমি সাক্ষ্য দেবে ঃ আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং মুহাম্মাদ আল্লাহ্‌র রাসূল। আর তুমি নামায কায়েম করবে, যাকাত দেবে, রমযানের রোযা রাখবে এবং সামর্থ্য থাকলে হজ্জ করবে। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। আমরা তার এরূপ আচরণে বিস্ময় বোধ করলাম যে, সে তাঁকে জিজ্ঞেসও করছে আবার তাঁর কথা সত্য বলে মন্তব্যও করছে। সে আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে ঈমানের পরিচয় বলে দিন। তিনি বলেন ঃ ঈমান

এই যে, তুমি আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাগণ, তাঁর কিতাবসমূহ, তাঁর রাসূলগণ, কিয়ামাতের দিন এবং তাকদীরের ভাল-মন্দের প্রতি ঈমান রাখবে। সে বলল, আপনি সত্য বলেছেন। সে আবার জিজ্ঞেস করল, আপনি আমাকে ইহ্সান সম্পর্কে অবহিত করুন। তিনি বলেন, তা এই যে, তুমি আল্লাহ্র ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ। যদি তুমি তাঁকে না দেখ, তবে নিশ্চয় তিনি তোমাকে দেখছেন। সে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামাতের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলুন। তিনি বলেন ঃ যাকে এ ব্যাপারে প্রশ্ন করা হল সে প্রশ্নকারী থেকে বেশি কিছু জানে না। সে বলল, তাহলে তার আলামতগুলো অবহিত করুন। তিনি বলেন ঃ দাসী তার কর্ত্রীকে প্রসব করবে। আর (এক কালের) খালি পা ও উলংগ শরীরবিশিষ্ট গরীব মেষের রাখালদেরকে (পরবর্তীকালে) সুউচ্চ দালান-কোঠা নিয়ে পরস্পর গর্ব করতে দেখবে। তারপর লোকটি চলে গেল। বেশ কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে উমার! তুমি কি জান, প্রশ্নকারী কে? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি বলেন ঃ তিনি হচ্ছেন জিব্রীল। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের দীন শেখাতে এসেছিলেন। (মুসলিম)

٦١- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ وَاَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقِ اللّٰهَ حَيْثُمَا كُنْتَ وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৬১। আবু যার ও মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি যেখানেই থাক আল্লাহ্কে ভয় কর এবং অসৎ কাজ করলে তার পরপর সৎ কাজ কর। তাহলে ভালো কাজ মন্দ কাজকে নিশ্চিহ্ন করে দেবে। আর মানুষের সাথে সদ্ব্যবহার কর।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস বলেছেন।

٦٢- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ خَلْفَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فَقَالَ يَا غُلاَمُ اِنِّىْ اُعَلِّمُكَ كَلِمَاتٍ احْفَظِ اللّٰهَ يَحْفَظْكَ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ تُجَاهَكَ اِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللّٰهَ وَاِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَاعْلَمْ اَنَّ الْاُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلٰى اَنْ يَّنْفَعُوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَنْفَعُوْكَ اِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ لَكَ وَاِنِ اجْتَمَعُوْا عَلٰى اَنْ يَّضُرُّوْكَ بِشَىْءٍ لَمْ يَضُرُّوْكَ اِلاَّ بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللّٰهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ الْاَقْلاَمُ وَجَفَّتِ الصُّحُفُ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ

وَفِىْ رِوَايَةٍ غَيْرِ التِّرْمِذِيِّ احْفَظِ اللّٰهَ تَجِدْهُ اَمَامَكَ تَعَرَّفْ اِلَى اللّٰهِ فِى الرَّخَاءِ يَعْرِفْكَ فِى الشِّدَّةِ وَاعْلَمْ اَنَّ مَا اَخْطَاَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُصِيْبَكَ وَمَا اَصَابَكَ لَمْ يَكُنْ لِيُخْطِئَكَ وَاعْلَمْ اَنَّ النَّصْرَ مَعَ الصَّبْرِ وَاَنَّ الْفَرَجَ مَعَ الْكَرْبِ وَاَنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا.

৬২। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদিন আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে ছিলাম। তিনি আমাকে বলেনঃ ওহে যুবক! আমি অবশ্যই তোমাকে কয়েকটি কথা শিখিয়ে দিচ্ছি ঃ আল্লাহ্‌র (নির্দেশাবলীর) রক্ষণাবেক্ষণ ও অনুসরণ কর, আল্লাহও তোমার রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। আল্লাহ্‌র হক আদায় কর, তাহলে তাঁকে তোমার সাথে পাবে। যখন কোন কিছু চাইবে তো আল্লাহ্‌র কাছে চাও। আর যখন তুমি সাহায্য চাইবে তা আল্লাহ্‌র কাছেই চাও। জেনে রাখ, সমস্ত সৃষ্টজীব একসাথে মিলেও যদি তোমার কোন উপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন, তাছাড়া তারা তোমার কোন উপকার করতে পারবে না। আর তারা যদি একসাথে মিলে তোমার কোন অপকার করতে চায়, তবে আল্লাহ যা তোমার ভাগ্যে নির্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া তোমার কোন অপকার তারা করতে পারবে না। কলম উঠিয়ে রাখা হয়েছে এবং কিতাবাদি শুকিয়ে গেছে।[৯]

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। তিরমিযী ছাড়া অন্য হাদীস গ্রন্থসমূহে আরো আছে ঃ আল্লাহ্‌র অধিকার সংরক্ষণ কর, তাহলে তাঁকে পাবে নিজের সামনে। সুদিনে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখ, তাহলে দুর্দিনে তিনি তোমাকে স্মরণ করবেন। জেনে রাখ, যে জিনিস তুমি লাভ করনি তা তুমি (আসলে) পেতে না। আর যা (অসুবিধা) তুমি লাভ করেছ তা তোমার কাছে পৌঁছতে ভুল হত না। (অর্থাৎ ভাগ্যে যা লিখা আছে তা হবেই)। আরো জেনে রাখ, (আল্লাহ্‌র) মদদ আছে সবরের সাথে, (আর্থিক) সচ্ছলতা আছে কষ্ট ও ক্লেশের সাথে, আর অবশ্যই দুঃখের সাথে আছে সুখ।

٦٣ - عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّكُمْ لَتَعْمَلُوْنَ اَعْمَالاً هِىَ اَدَقُّ فِىْ اَعْيُنِكُمْ مِنَ الشَّعْرِ كُنَّا نَعُدُّهَا عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ الْمُوْبِقَاتِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَقَالَ الْمُوْبِقَاتُ الْمُهْلِكَاتُ .

---

৯. রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শেষের বাক্যটি দ্বারা অতীব সুন্দরভাবে তাক্‌দীরের অকাট্যতা ব্যক্ত করেছেন। লেখা শেষ করে কলম উঠিয়ে রাখলে এবং লেখা শুকিয়ে গেলে আর নতুন করে কোন কিছু লেখা হয় না এবং কোন কাটাকাটিও হয় না। তাকদীরের লিখন এরূপ অকাট্য যে, এতে আর কোন পরিবর্তন ও পরিবর্ধন হওয়ার নেই। এ কথাই এখানে বুঝানো হয়েছে। (অনুবাদক)

৬৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তোমরা (বর্তমানে) এমন অনেক কাজ করে থাক যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল থেকেও বেশি হালকা। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে সেগুলোকে ধ্বংসাত্মক (কাজ) গণ্য করতাম। (বুখারী)

٦٤- عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَغَارُ وَغَيْرَةُ اللّٰهِ تَعَالٰى اَنْ يَاْتِیَ الْمَرْءُ مَا حَرَّمَ اللّٰهُ عَلَيْهِ- متفق عليه

وَالْغَيْرَةُ بِفَتْحِ الْغَيْنِ وَاَصْلُهَا الْاَنَفَةُ .

৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা (বান্দার ব্যাপারে) আত্মমর্যাদা বোধ করেন। মানুষের জন্য আল্লাহ যা হারাম করেছেন যখন সে তাতে লিপ্ত হয় তখনই আল্লাহর আত্মমর্যাদাবোধ জেগে উঠে।[১০] (বুখারী, মুসলিম)

٦٥ - عَنْ اَبِیْ هُرَيْرَةَ رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِیَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ ثَلاَثَةً مِنْ بَنِیْ اِسْرَائِيْلَ اَبْرَصَ وَاَقْرَعَ وَاَعْمٰى اَرَادَ اللّٰهُ اَنْ يَّبْتَلِيَهُمْ فَبَعَثَ اِلَيْهِمْ مَلَكًا فَاَتَى الْاَبْرَصَ فَقَالَ اَیُّ شَیْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ لَوْنٌ حَسَنٌ وَجِلْدٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّی الَّذِیْ قَدْ قَذِرَنِی النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ قَذَرُهُ وَاُعْطِیَ لَوْنًا حَسَنًا قَالَ فَاَیُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْاِبِلُ اَوْ قَالَ الْبَقَرُ (شَكَّ الرَّاوِیُّ) فَاُعْطِیَ نَاقَةً عُشَرَاءَ فَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

فَاَتَى الْاَقْرَعَ فَقَالَ اَیُّ شَیْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ شَعْرٌ حَسَنٌ وَيَذْهَبُ عَنِّیْ هٰذَا الَّذِیْ قَذِرَنِی النَّاسُ فَمَسَحَهُ فَذَهَبَ عَنْهُ وَاُعْطِیَ شَعْرًا حَسَنًا قَالَ فَاَیُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْبَقَرُ فَاُعْطِیَ بَقَرَةً حَامِلاً وَقَالَ بَارَكَ اللّٰهُ لَكَ فِيْهَا.

فَاَتَى الْاَعْمٰى فَقَالَ اَیُّ شَیْءٍ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ اَنْ يَّرُدَّ اللّٰهُ اِلَیَّ بَصَرِیْ فَاُبْصِرَ النَّاسَ فَمَسَحَهُ فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيْهِ بَصَرَهُ قَالَ فَاَیُّ الْمَالِ اَحَبُّ اِلَيْكَ؟ قَالَ الْغَنَمُ

---

১০. এ হাদীসের অর্থ এই যে, মানুষের হারাম কাজে লিপ্ত হওয়া আল্লাহ্‌র মর্যাদা হানি করার নামান্তর। কাজেই নিষিদ্ধ কাজ করা তাঁর জন্য মর্যাদা হানিকর। এ অর্থে আল্লাহ তাঁর জন্য শোভনীয় আত্মমর্যাদা বোধ করেন। (অনুবাদক)

فَأُعْطِيَ شَاةً وَالِدًا فَأُنْتِجَ هٰذَانِ وَوَلَّدَ هٰذَا فَكَانَ لِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْاِبِلِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْبَقَرِ وَلِهٰذَا وَادٍ مِّنَ الْغَنَمِ.

ثُمَّ اِنَّهُ اَتَى الْاَبْرَصَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ قَدِ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ اَعْطَاكَ اللَّوْنَ الْحَسَنَ وَالْجِلْدَ الْحَسَنَ وَالْمَالَ بَعِيْرًا اَتَبَلَّغُ بِهٖ فِيْ سَفَرِيْ فَقَالَ الْحُقُوْقُ كَثِيْرَةٌ فَقَالَ كَاَنِّيْ اَعْرِفُكَ اَلَمْ تَكُنْ اَبْرَصَ يَقْذَرُكَ النَّاسُ فَقِيْرًا فَاَعْطَاكَ اللّٰهُ؟ فَقَالَ اِنَّمَا وَرِثْتُ هٰذَا الْمَالَ كَابِرًا عَنْ كَابِرٍ فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ .

وَاَتَى الْاَقْرَعَ فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ لَهُ مِثْلَ مَا قَالَ لِهٰذَا وَرَدَّ عَلَيْهِ مِثْلَ مَا رَدَّ هٰذَا فَقَالَ اِنْ كُنْتَ كَاذِبًا فَصَيَّرَكَ اللّٰهُ اِلٰى مَا كُنْتَ.

وَاَتَى الْاَعْمٰى فِيْ صُوْرَتِهٖ وَهَيْئَتِهٖ فَقَالَ رَجُلٌ مِسْكِيْنٌ وَابْنُ سَبِيْلٍ انْقَطَعَتْ بِيَ الْحِبَالُ فِيْ سَفَرِيْ فَلاَ بَلاَغَ لِيَ الْيَوْمَ اِلاَّ بِاللّٰهِ ثُمَّ بِكَ اَسْأَلُكَ بِالَّذِيْ رَدَّ عَلَيْكَ بَصَرَكَ شَاةً اَتَبَلَّغُ بِهَا فِيْ سَفَرِيْ؟ فَقَالَ قَدْ كُنْتُ اَعْمٰى فَرَدَّ اللّٰهُ اِلَيَّ بَصَرِيْ فَخُذْ مَا شِئْتَ وَدَعْ مَا شِئْتَ فَوَاللّٰهِ مَا اَجْهَدُكَ الْيَوْمَ بِشَيْءٍ اَخَذْتَهُ لِلّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ فَقَالَ اَمْسِكْ مَالَكَ فَاِنَّمَا ابْتُلِيْتُمْ فَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْكَ وَسَخِطَ عَلٰى صَاحِبَيْكَ-متفق عليه.

৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে তিনজন লোক ছিল ঃ কুষ্ঠরোগী, টেকো ও অন্ধ। আল্লাহ্ তাদের পরীক্ষা করার ইচ্ছা করলেন এবং একজন ফেরেশতাকে তাদের নিকট পাঠালেন। তিনি কুষ্ঠ রোগীর কাছে এসে বললেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোন্‌টি? সে বলল, সুন্দর ত্বক এবং সেই রোগ থেকে মুক্তি যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। ফেরেশ্‌তা তার গায়ে হাত বুলালেন। এতে তার রোগ নিরাময় হল এবং তাকে সুন্দর রং দান করা হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার নিকট সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, উট অথবা গরু (বর্ণনাকারীর সন্দেহ)। তখন তাকে দশ মাসের গর্ভবতী একটি উট দেয়া হল। ফেরেশতা বললেন, আল্লাহ্ এতে তোমায় বরকত দিন। তারপর তিনি টেকো লোকটির নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কোনটি? সে বলল, সুন্দর চুল এবং এই টাক থেকে মুক্তি, যার কারণে লোকেরা আমাকে ঘৃণা করে। তিনি তার মাথায় হাত বুলালেন। এতে তার টাক সেরে গেল এবং তাকে সুন্দর চুল দান করা

হল। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, গরু। তখন তাকে একটি গর্ভবতী গাভী দেয়া হল। তিনি বললেন, আল্লাহ্ এতে তোমাকে বরকত দিন। তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট এসে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তু কি? সে বলল, আল্লাহ আমার চোখ ফিরিয়ে দিন, যাতে আমি মানুষকে দেখতে পাই। তিনি তার চোখে হাত বুলালেন। এতে আল্লাহ তার দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়ে দিলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কোন সম্পদ তোমার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? সে বলল, ছাগল। তাকে তখন এমন ছাগী দেয়া হল যা বেশি বাচ্চা দেয়। তারপর উট, গাভী ও ছাগলের বাচ্চা হল এবং উট দ্বারা একটি ময়দান, গরু দ্বারা আর একটি ময়দান এবং ছাগল দ্বারা অন্য একটি ময়দান ভরে গেল।

তারপর ফেরেশতা কুষ্ঠ রোগীর নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে বলেন, আমি একজন মিসকীন। সফরে আমার সবকিছু নিঃশেষ হয়ে গেছে। আজ আল্লাহ ছাড়া কেউ নেই যার সাহায্যে আমি আমার গন্তব্যে পৌছতে পারি, অতঃপর তোমার উসীলায়। সেই আল্লাহ্র নামে আমি তোমার কাছে একটা উট সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে সুন্দর রং, সুন্দর ত্বক ও সম্পদ দিয়েছেন, যাতে আমি তার সাহায্যে গন্তব্যে পৌছতে পারি। সে বলল, (আমার উপর) অনেকের হক রয়েছে। তিনি বলেন, আমি বোধহয় তোমাকে চিনি। তুমি কুষ্ঠ রোগী ছিলে না? তোমাকে লোকেরা কি ঘৃণা করত না? তুমি না নিঃস্ব ছিলে? তোমাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন। সে বলল, আমি তো এ সম্পদ পূর্বপুরুষ থেকে ওয়ারিশী সূত্রে পেয়েছি। তিনি বলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হও তাহলে আল্লাহ তোমাকে যেন পূর্বের মত করে দেন।

এরপর তিনি টেকো লোকটির নিকট তার প্রথম আকৃতি ধারণ করে এসে ঐ কথাই বলেন, যা প্রথম ব্যক্তিকে বলেছিলেন এবং সে সেই উত্তরই দিল, যা পূর্বোক্ত লোকটি দিয়েছিল। ফেরেশতা একেও বলেন, যদি তুমি মিথ্যাবাদী হয়ে থাক তাহলে আল্লাহ যেন তোমাকে আবার পূর্বের মত করে দেন।

তারপর তিনি অন্ধ লোকটির নিকট তার পূর্বের আকৃতি ধারণ করে এসে বলেন, আমি একজন মিস্কীন ও পথিক। আমার সবকিছু সফরে নিঃশেষ হয়ে গেছে। এখন গন্তব্যে পৌছতে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপায় নেই, অতঃপর তোমার উসীলায়। তোমার কাছে সেই আল্লাহ্র নামে একটি ছাগল সাহায্য চাচ্ছি, যিনি তোমাকে তোমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন। লোকটি বলল, আমি অন্ধ ছিলাম। আল্লাহ আমাকে আমার দৃষ্টিশক্তি ফেরত দিয়েছেন। কাজেই তুমি তোমার যত ইচ্ছা মাল নিয়ে যাও, আর যা ইচ্ছা রেখে যাও। আল্লাহ্র শপথ! আজ তুমি মহান আল্লাহ্র ওয়াস্তে যা কিছু নেবে আমি তাতে তোমাকে বাধা দেব না। ফেরেশতা বলেন, তোমার মাল তোমার কাছেই রাখ। তোমাদের শুধু পরীক্ষা করা হয়েছে। আল্লাহ তোমার প্রতি সন্তুষ্ট এবং তোমার অপর দু'জন সাথীর প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (বুখারী, মুসলিম)

٦٦- عَنْ اَبِىْ يَعْلٰى شَدَّادِ بْنِ اَوْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ وَعَمِلَ لِمَا بَعْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ اَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا وَتَمَنّٰى عَلَى اللّٰهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

قَالَ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ مِنَ الْعُلَمَاءِ مَعْنٰى دَانَ نَفْسَهُ حَاسَبَهَا .

৬৬। শাদ্দাদ ইবনে আওস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বুদ্ধিমান সেই ব্যক্তি যে তার নফসের হিসাব নেয় (আত্ম-সমালোচনা করে) এবং মৃত্যুর পরের জীবনের জন্য কাজ করে। আর দুর্বল ঐ ব্যক্তি যে নিজেকে কুপ্রবৃত্তির গোলাম বানায়, আবার আল্লাহ্‌র কাছেও প্রত্যাশা করে।

ইমাম তিরমিযী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ حُسْنِ اِسْلاَمِ الْمَرْءِ تَرْكُهُ مَا لاَ يَعْنِيْهِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَغَيْرُهُ .

৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ অশোভনীয় (অনর্থক) কাজ পরিহার করা মানুষের ইসলামের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। (তিরমিযী)

٦٨- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُسْأَلُ الرَّجُلُ فِيْمَ ضَرَبَ اِمْرَاَتَهُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ .

৬৮। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন সঙ্গত কারণে স্ত্রীকে প্রহার করলে সেজন্য স্বামীকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে না। (আবু দাউদ)

অনুচ্ছেদ ঃ ৬

তাক্ওয়া।[১১]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقَاتِهِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

---

১১. আরবী ভাষায় তাক্ওয়া শব্দের আভিধানিক অর্থ ভয় করা, বেঁচে চলা, সতর্কতা অবলম্বন করা, বিরত থাকা ইত্যাদি। এসব অর্থের সাথে সামঞ্জস্য রেখে কুরআন ও হাদীসে তাকওয়া শব্দটি মূলত একটি বিশেষ ও ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। আল্লাহ্‌র উপর সব সময় দৃঢ় ঈমান রেখে জীবনের সর্বস্তরে কাজ করতে থাকলে মানুষ ভালো ও মন্দের মধ্যে সঠিক পার্থক্য করার যোগ্যতা ও প্রবণতা লাভ করে। আর এতে ভালো কাজের প্রতি উৎসাহ এবং মন্দ কাজের প্রতি ঘৃণা সৃষ্টি হয়। মনের এরূপ অবস্থা অনুযায়ী পবিত্র ভূমিকা পালন করাকেই ইসলামের পরিভাষায় 'তাকওয়া' বলা হয়। এ সম্পর্কে বহু আয়াত ও হাদীস রয়েছে। (অনুবাদক)

(১) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যেমন তাঁকে ভয় করা উচিত।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০২)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاتَّقُوا اللّٰهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ.

(২) "তোমরা আল্লাহ্‌কে যথাসাধ্য ভয় কর।" (সূরা আত্ তাগাবুন ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَقُوْلُوْا قَوْلاً سَدِيْدًا .

(৩) "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং সঠিক কথা বল।" (সূরা আল আহ্‌যাব ঃ ৭০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَّقِ اللّٰهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَّيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَحْتَسِبُ.

(৪) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে ভয় করে আল্লাহ তার মুক্তির পথ বের করে দেন এবং তার কল্পনাতীত উৎস থেকে তিনি তাকে রিযক দেন।" (সূরা আত্ তালাক ঃ ২ ও ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللّٰهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ .

(৫) "যদি তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে (ভালো মন্দের মধ্যে) পার্থক্যকারী (যোগ্যতা ও শক্তি) দান করবেন, তোমাদের থেকে তোমাদের গুনাহসমূহ দূর করে দেবেন এবং তোমাদেরকে মাফ করে দেবেন। আর আল্লাহ বড়ই মহান।" (সূরা আল আনফাল ঃ ২৯)

٦٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَكْرَمُ النَّاسِ؟ قَالَ اَتْقَاهُمْ فَقَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَيُوْسُفُ نَبِىُّ اللّٰهِ ابْنُ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ نَبِىِّ اللّٰهِ بْنِ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالُوْا لَيْسَ عَنْ هٰذَا نَسْاَلُكَ قَالَ فَعَنْ مَعَادِنِ الْعَرَبِ تَسْاَلُوْنِىْ؟ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقُهُوْا- متفق عليه .

وَفَقُهُوْا بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَحُكِىَ كَسْرُهَا اَىْ عَلِمُوْا اَحْكَامَ الشَّرْعِ .

৬৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞাসা করা হল ঃ সবচেয়ে সম্মানার্হ ব্যক্তি কে? তিনি বলেন ঃ সকলের চেয়ে যে বেশি আল্লাহ্‌ভীরু। সাহাবীগণ বলেন, আমরা এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছি না। তিনি বলেন, তাহলে আল্লাহ্‌র নবী ইউসুফ (আ), যাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী, তাঁর পিতা আল্লাহ্‌র নবী এবং তাঁর পিতা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আ)। সাহাবীগণ বলেন, আমরা

আপনাকে এটাও জিজ্ঞেস করছি না। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাহলে তোমরা আরবের বিভিন্ন বংশের কথা জিজ্ঞেস করছ? (জেনে রেখ) জাহিলিয়াতের যুগে তাদের মধ্যে যারা ভালো ছিল তারাই ইসলামের যুগেও ভালো, যদি তারা দীন-শরীয়াতের জ্ঞান লাভ করে। (বুখারী, মুসলিম)

٧٠- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدُّنْيَا حُلْوَةٌ خَضِرَةٌ وَاِنَّ اللّٰهَ مُسْتَخْلِفُكُمْ فِيْهَا فَيَنْظُرُ كَيْفَ تَعْمَلُوْنَ فَاتَّقُوا الدُّنْيَا وَاتَّقُوا النِّسَاءَ فَاِنَّ اَوَّلَ فِتْنَةِ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ كَانَتْ فِي النِّسَاءِ-رواه مسلم.

৭০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দুনিয়া অবশ্যই মিষ্ট ও আকর্ষণীয়। আল্লাহ তোমাদেরকে দুনিয়ায় তাঁর প্রতিনিধি করেছেন, যাতে তিনি দেখে নেন তোমরা কেমন কাজ কর। কাজেই তোমরা দুনিয়া সম্পর্কে সতর্ক হও এবং নারীদের (ফিতনা) থেকেও সতর্ক থাক। কারণ বনী ইসরাঈলের প্রথম ফিতনা নারীদের মধ্যেই সৃষ্টি হয়েছিল। (মুসলিম)

٧١- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَسْاَلُكَ الْهُدٰى وَالتُّقٰى وَالْعَفَافَ وَالْغِنٰى- رواه مسلم .

৭১। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে হিদায়াত, তাক্‌ওয়া, পবিত্রতা ও স্বয়ংসম্পূর্ণতা চাই। (মুসলিম)

٧٢- عَنْ اَبِيْ طَرِيْفٍ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ الطَّائِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ حَلَفَ عَلٰى يَمِيْنٍ ثُمَّ رَاٰى اَتْقٰى لِلّٰهِ مِنْهَا فَلْيَاتِ التَّقْوٰى- رواه مسلم .

৭২। আদী ইবনে হাতিম তাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি কোন ব্যাপারে শপথ করার পর অধিকতর আল্লাহভীতির (তাকওয়া) কোন কাজ দেখলো, এ অবস্থায় তাকে তাকওয়ার কাজটি করতে হবে। (মুসলিম)

٧٣- عَنْ اَبِيْ اُمَامَةَ صُدَيِّ بْنِ عَجْلَانَ الْبَاهِلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ فِيْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَقَالَ اتَّقُوا اللّٰهَ وَصَلُّوْا خَمْسَكُمْ وَصُوْمُوْا شَهْرَكُمْ وَاَدُّوْا زَكَاةَ اَمْوَالِكُمْ وَاَطِيْعُوْا اُمَرَاءَكُمْ تَدْخُلُوْا

جَنَّةَ رَبِّكُمْ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ فِيْ اٰخِرِ كِتَابِ الصَّلَاةِ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৭৩। আবু উমামা সুদাই ইবনে আজলান বাহিলী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের ভাষণে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর, পাঁচ ওয়াক্তের নামায আদায় কর, রমযানের রোযা রাখ, নিজেদের মালের যাকাত দাও এবং নিজেদের আমীরদের আনুগত্য কর, তাহলে তোমরা তোমাদের রবের জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম তিরমিযী কিতাবুস সালাতে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান ও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৭
ইয়াকীন ও তাওয়াক্কুল।[১২]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلَمَّا رَاَى الْمُؤْمِنُوْنَ الْاَحْزَابَ قَالُوْا هٰذَا مَا وَعَدَنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَصَدَقَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ وَمَا زَادَهُمْ اِلاَّ اِيْمَانًا وَّتَسْلِيْمًا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "আর মুমিনগণ (আক্রমণকারী) সৈন্যদেরকে দেখতে পেয়ে বলল, এই তো সেই জিনিস যার ওয়াদা আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল আমাদের নিকট করেছেন। আল্লাহ এবং তাঁর

---

১২. আরবী ভাষায় ইয়াকীন শব্দের অর্থ ঃ নিশ্চিত ও দৃঢ় বিশ্বাস যাতে কোন প্রকার সন্দেহ, দ্বিধা, সংকোচ ও সংশয় নেই। আল কুরআনে তিন প্রকার ইয়াকীন বর্ণিত হয়েছে। (১) ইলমুল ইয়াকীন অর্থাৎ যুক্তি ও জ্ঞান ভিত্তিক বিশ্বাস; (২) আইনুল ইয়াকীন অর্থাৎ চোখে দেখা ভিত্তিক বিশ্বাস; (৩) হাক্কুল ইয়াকীন অর্থাৎ বাস্তব বোধ ভিত্তিক বিশ্বাস।

দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কেউ সঠিকভাবে জানতে পারল কোথাও আগুন লেগেছে। এ ক্ষেত্রে তার এ কথা বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে ইলমুল ইয়াকীন। অতঃপর স্বচক্ষে ঐ আগুন দেখে তার যে বিশ্বাস জাগলো তার নাম হচ্ছে আইনুল ইয়াকীন। তারপর নিজের হাত দিয়ে উক্ত আগুন স্পর্শ করে তার যে বিশ্বাস হল তার নাম হচ্ছে হাক্কুল ইয়াকীন।

তাওয়াক্কুল শব্দের অর্থ আস্থা স্থাপন করা, ভরসা ও নির্ভর করা। কুরআন ও হাদীসের পরিভাষায় ইসলামের বিধান অনুযায়ী পূর্ণ উদ্যমে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়ে কোন কাজ করার সাথে সাথে তার সাফল্যের জন্য আল্লাহ্র উপর আস্থা সহকারে ভরসা ও নির্ভর করার নাম তাওয়াক্কুল।

কাজ ও তাওক্কুলের মধ্যে কোন দ্বন্দ্ব নেই। উভয়ে একে অপরের পরিপূরক। কাজ করতে ও চেষ্টা করতে আল্লাহ্ই হুকুম দিয়েছেন। কাজেই তাঁর হুকুম অমান্য করে তাঁর উপর তাওয়াক্কুল করা যাবে কি করে? কাজ করা এ দুনিয়ার নিয়ম। কাজের জন্যই আল্লাহ মানুষকে দুনিয়ায় পাঠিয়েছেন। এজন্য কাজ মানুষকে করতেই হয় এবং করতেই হবে। আর কাজ করতে গিয়েই তো সাফল্যের জন্য তাওয়াক্কুলের দরকার হয়। কাজ না করলে তাওয়াক্কুলের প্রশ্নই উঠে না। যোগ্যতা, জ্ঞান ও কর্মক্ষমতা অবশ্যই পূর্ণভাবে কাজে লাগাতে হবে, কিন্তু সাফল্যের জন্য ভরসা করতে হবে একমাত্র আল্লাহ্র উপর। কারণ সবকিছুর চাবিকাঠি ও সাফল্য তাঁরই হাতে। (অনুবাদক)

রাসূল সত্যিই বলেছেন। এ ঘটনা তাদের ঈমান ও (আল্লাহর নিকট) আত্মসমর্পণের মাত্রা বৃদ্ধি করে দিল।" (সূরা আল আহযাব ঃ ২২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَلَّذِيْنَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَانْقَلَبُوْا بِنِعْمَةٍ مِّنَ اللّٰهِ وَفَضْلٍ لَّمْ يَمْسَسْهُمْ سُوْءٌ وَّاتَّبَعُوْا رِضْوَانَ اللّٰهِ وَاللّٰهُ ذُوْ فَضْلٍ عَظِيْمٌ .

(২) "আর যাদের নিকট লোকেরা বলেছে যে, তোমাদের বিরুদ্ধে বিরাট সৈন্যবাহিনী সমবেত হয়েছে, কাজেই তাদেরকে ভয় কর, (একথা শুনে) তাদের ঈমান আরো বেড়ে গেল। আর তারা উত্তরে বলল, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই অতি চমৎকার কর্মসম্পাদনকারী। অবশেষে তারা আল্লাহ্র নিয়ামত ও দানসহ এমন অবস্থায় ফিরে এল যে, তাদের কোন ক্ষতি হল না। আর তারা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির অনুসরণ করল। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৭৩, ১৭৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِىْ لاَ يَمُوْتُ .

(৩) "আর সেই চিরঞ্জীব আল্লাহ্র উপর তাওয়াক্কুল কর যিনি অমর।" (সূরা আল ফুর্‌কান ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَعَلَى اللّٰهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُوْنَ .

(৪) "আল্লাহ্র উপরই মুমিনদের ভরসা করা উচিত।" (সূরা ইবরাহীম ঃ ১১)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ .

(৫) "তুমি যখন চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করলে তখন আল্লাহ্র উপর ভরসা কর।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৫৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يَّتَوَكَّلْ عَلَى اللّٰهِ فَهُوَ حَسْبُهُ .

(৬) "যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট।" (সূরা আত্ তালাক ঃ ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ الَّذِيْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوْبُهُمْ وَاِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ اٰيَاتُهُ زَادَتْهُمْ اِيْمَانًا وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ .

(৭) "ঈমানদার তারাই যাদের দিল আল্লাহ্কে স্মরণকালে কেঁপে উঠে এবং আল্লাহ্র আয়াতসমূহ যখন তাদের সামনে পাঠ করা হয়, তখন তাদের ঈমান বৃদ্ধি পায়। আর তারা তাদের প্রভুর উপরই ভরসা রাখে।" (সূরা আল আনফাল ঃ ২)

এ ছাড়াও কুরআনে তাওয়াক্কুল সম্পর্কে আরো বহু আয়াত রয়েছে।

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ :

٧٤- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ الْاُمَمُ فَرَاَيْتُ النَّبِيَّ وَمَعَهُ الرُّهَيْطُ وَالنَّبِيَّ وَمَعَهُ الرَّجُلُ وَالرَّجُلاَنِ وَالنَّبِيَّ وَلَيْسَ مَعَهُ اَحَدٌ اِذ رُفِعَ لِيْ سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَظَنَنْتُ اَنَّهُمْ اُمَّتِيْ فَقِيْلَ لِيْ هٰذَا مُوْسٰى وَقَوْمُهُ وَلٰكِنِ انْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ فَنَظَرْتُ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ اُنْظُرْ اِلَى الْاُفُقِ الْاٰخَرِ فَاِذَا سَوَادٌ عَظِيْمٌ فَقِيْلَ لِيْ هٰذِهِ اُمَّتُكَ وَمَعَهُمْ سَبْعُوْنَ اَلْفًا يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ ثُمَّ نَهَضَ فَدَخَلَ مَنْزِلَهُ فَخَاضَ النَّاسُ فِيْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ بِغَيْرِ حِسَابٍ وَلاَ عَذَابٍ فَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ صَحِبُوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَالَ بَعْضُهُمْ فَلَعَلَّهُمُ الَّذِيْنَ وُلِدُوْا فِي الْاِسْلاَمِ فَلَمْ يُشْرِكُوْا بِاللّٰهِ شَيْئًا وَذَكَرُوْا اَشْيَاءَ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَا الَّذِيْ تَخُوْضُوْنَ فِيْهِ؟ فَاَخْبَرُوْهُ فَقَالَ هُمُ الَّذِيْنَ لاَ يَرْقُوْنَ وَلاَ يَسْتَرْقُوْنَ وَلاَ يَتَطَيَّرُوْنَ وَعَلٰى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُوْنَ فَقَامَ عُكَّاشَةُ بْنُ مِحْصَنٍ فَقَالَ اُدْعُ اللّٰهَ اَنْ يَجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ اَنْتَ مِنْهُمْ ثُمَّ قَامَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَقَالَ ادْعُ اللّٰهَ اَنْ يَّجْعَلَنِيْ مِنْهُمْ فَقَالَ سَبَقَكَ بِهَا عُكَّاشَةُ. متفق عليه

الرُّهَيْطُ بِضَمِّ الرَّاءِ تَصْغِيْرُ رَهْطٍ وَهُمْ دُوْنَ عَشَرَةِ اَنْفُسٍ وَالْاُفُقُ النَّاحِيَةُ وَالْجَانِبُ وَعُكَّاشَةُ بِضَمِّ الْعَيْنِ وَتَشْدِيْدِ الْكَافِ وَبِتَخْفِيْفِهَا وَالتَّشْدِيْدُ اَفْصَحُ .

৭৪। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট (স্বপ্নে অথবা মিরাজে) উম্মাতদের পেশ করা হল। আমি একজন নবীকে একটি ছোট দলসহ দেখলাম, আরেকজন নবীকে একজন-দুইজন লোকসহ দেখলাম আর এক নবীকে দেখলাম যে, তাঁর সাথে কেউ নেই। হঠাৎ করে আমাকে একটি বিরাট দল দেখানো হল। আমি ভাবলাম, এরা আমার উম্মাত। আমাকে বলা হল, এরা মূসা (আ) ও তাঁর উম্মাত। তবে আপনি আসমানের দিগন্তে তাকিয়ে দেখুন। আমি দেখলাম, সেখানে বিরাট একটি দল। আবার আমাকে আসমানের অন্য দিগন্তে তাকিয়ে দেখতে বলা হল। আমি দেখলাম, সেখানেও বিরাট দল। তারপর

আমাকে বলা হল, এসব আপনার উম্মাত। আর তাদের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবে। ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন, তারপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখান থেকে উঠে তাঁর হুজরায় গেলেন। এ সময় সাহাবীগণ ঐসব লোকের ব্যাপারে আলোচনা করছিলেন যারা বিনা হিসাবে ও বিনা শাস্তিতে জান্নাতে যাবেন। কেউ বলেন, বোধ হয় তারা ঐ সব লোক যারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন। কেউ বলেন, মনে হয় তারা ইসলাম-যুগে জন্মগ্রহণকারী ঐসব লোক যারা আল্লাহ্‌র সাথে কোন কিছুকে শরীক করেননি। এভাবে সাহাবীগণ বিভিন্ন কথা বলাবলি করছিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বের হয়ে এসে বলেন ঃ তোমরা কোন্ বিষয় আলোচনা করছ? তাঁরা তাঁকে বিষয়টা সম্পর্কে জানালেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা হচ্ছে ঐসব লোক যারা তাবীজ-তুমারের কারবার করে না এবং করায়ও না। আর তারা কোন কিছুকে শুভ ও অশুভ লক্ষণ হিসেবে গ্রহণ করে না এবং তারা একমাত্র তাদের প্রভু আল্লাহ্‌র উপরই তাওয়াক্কুল করে। উক্কাশা ইবনে মিহ্সান (রা) দাঁড়িয়ে বলেন, আপনি আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন যাতে তিনি আমাকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করেন। তিনি বলেন ঃ তুমি তাদের অন্তর্ভুক্ত। তারপর আর একজন উঠে বলেন, আল্লাহ্‌র কাছে দু'আ করুন যাতে আমাকেও তিনি তাদের মধ্যে গণ্য করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ উক্কাশা তোমার অগ্রবর্তী হয়ে গেছে। (বুখারী, মুসলিম)

٧٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ لَكَ اَسْلَمْتُ وَبِكَ اٰمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْكَ اَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ اَللّٰهُمَّ اَعُوْذُ بِعِزَّتِكَ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اَنْتَ اَنْ تُضِلَّنِيْ اَنْتَ الْحَيُّ الَّذِيْ لاَ تَمُوْتُ وَالْجِنُّ وَالْاِنْسُ يَمُوْتُوْنَ- متفق عليه وَهٰذَا لفظُ مُسْلِمٍ وَاخْتَصَرَهُ الْبُخَارِىُّ .

৭৫। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলতেন ঃ হে আল্লাহ! আমি তোমার জন্য ইসলাম গ্রহণ অর্থাৎ আত্মসমর্পণ করেছি, তোমার প্রতি ঈমান এনেছি, তোমারই উপর ভরসা করেছি, তোমার দিকে ধাবিত হয়েছি এবং তোমার নিকট ফায়সালাপ্রার্থী হয়েছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার সম্মানের আশ্রয় চাই, যাতে তুমি আমাকে পথভ্রষ্ট না কর। তুমি ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই। তুমি চিরঞ্জীব। তুমি মরবে না। আর জিন ও মানুষ সবাই মরে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মূল শব্দগুলো ইমাম মুসলিমের। ইমাম বুখারী একে সংক্ষেপে বর্ণনা করেছেন।

٧٦- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَيْضًا قَالَ حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ قَالَهَا اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ وَقَالَهَا مُحَمَّدٌ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ قَالُوْا اِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوْا لَكُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ اِيْمَانًا وَّقَالُوْا حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ اٰخِرَ قَوْلِ اِبْرَاهِيْمَ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِيْنَ اُلْقِيَ فِي النَّارِ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ .

৭৬। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে যখন আগুনে নিক্ষেপ করা হয়, তখন তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার দায়িত্ব গ্রহণকারী। আর লোকেরা যখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাথীদেরকে বলেছিল, মুশরিকরা তোমাদের বিরুদ্ধে সমবেত হয়েছে, তোমরা তাদেরকে ভয় কর, তখন এতে তাদের ঈমান বেড়ে গেল এবং তারা বলে যে, আল্লাহ্ই আমাদের জন্য যথেষ্ট এবং তিনি চমৎকার দায়িত্ব গ্রহণকারী। (বুখারী)
বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে, ইবনুল আব্বাস (রা) বলেন ঃ ইবরাহীম আলাইহিস সালামকে আগুনে নিক্ষেপ করার পর তাঁর সর্বশেষ কথা ছিল, আল্লাহ্ই আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই উত্তম বন্ধু।

٧٧- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ اَقْوَامٌ اَفْئِدَتُهُمْ مِثْلُ اَفْئِدَةِ الطَّيْرِ. رواه مسلم

قِيْلَ مَعْنَاهُ مُتَوَكِّلُوْنَ وَقِيْلَ قُلُوْبُهُمْ رَقِيْقَةٌ.

৭৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাতে এমন অনেক লোক যাবে যাদের দিল পাখির দিলের মত হবে (অর্থাৎ তাদের দিল নরম এবং তারা আল্লাহ্র উপর ভরসা করে)। (মুসলিম)

٧٨- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ غَزَا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قِبَلَ نَجْدٍ فَلَمَّا قَفَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَفَلَ مَعَهُمْ فَاَدْرَكَتْهُمُ الْقَائِلَةُ فِيْ وَادٍ كَثِيْرِ الْعِضَاهِ فَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَتَفَرَّقَ النَّاسُ يَسْتَظِلُّوْنَ بِالشَّجَرِ وَنَزَلَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَحْتَ سَمُرَةٍ فَعَلَّقَ بِهَا سَيْفَهُ وَنِمْنَا نَوْمَةً فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْعُوْنَا وَاِذَا عِنْدَهُ

أَعْرَابِيٌّ فَقَالَ إِنَّ هٰذَا اخْتَرَطَ عَلَيَّ سَيْفِيْ وَأَنَا نَائِمٌ فَاسْتَيْقَظْتُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قُلْتُ اللّٰهُ ثَلاَثًا وَلَمْ يُعَاقِبْهُ وَجَلَسَ. متفق عليه

وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ جَابِرٌ كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِذَاتِ الرِّقَاعِ فَإِذَا أَتَيْنَا عَلٰى شَجَرَةٍ ظَلِيْلَةٍ تَرَكْنَاهَا لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْمُشْرِكِيْنَ وَسَيْفُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُعَلَّقٌ بِالشَّجَرَةِ فَاخْتَرَطَهُ فَقَالَ تَخَافُنِيْ؟ قَالَ لاَ قَالَ فَمَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ اللّٰهُ.

وَفِيْ رِوَايَةِ أَبِيْ بَكْرٍ الْاِسْمَاعِيْلِيِّ فِيْ صَحِيْحِهِ قَالَ مَنْ يَمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَسَقَطَ السَّيْفُ مِنْ يَدِهِ فَأَخَذَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ السَّيْفَ فَقَالَ مَنْ يَّمْنَعُكَ مِنِّيْ؟ فَقَالَ كُنْ خَيْرَ اٰخِذٍ فَقَالَ تَشْهَدُ أَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَأَنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ؟ قَالَ لاَ وَلٰكِنِّيْ أُعَاهِدُكَ أَنْ لاَّ أُقَاتِلَكَ وَلاَ أَكُوْنَ مَعَ قَوْمٍ يُقَاتِلُوْنَكَ فَخَلّٰى سَبِيْلَهُ فَأَتٰى أَصْحَابَهُ فَقَالَ جِئْتُكُمْ مِنْ عِنْدِ خَيْرِ النَّاسِ .

قَوْلُهُ قَفَلَ أَيْ رَجَعَ وَالْعِضَاهُ الشَّجَرُ الَّذِيْ لَهُ شَوْكٌ وَالسَّمُرَةُ بِفَتْحِ السِّيْنِ وَضَمِّ الْمِيْمِ الشَّجَرَةُ مِنَ الطَّلْحِ وَهِيَ الْعِظَامُ مِنْ شَجَرِ الْعِضَاهِ وَاخْتَرَطَ السَّيْفَ أَيْ سَلَّهُ وَهُوَ فِيْ يَدِهِ صَلْتًا أَيْ مَسْلُوْلاً وَهُوَ بِفَتْحِ الصَّادِ وَضَمِّهَا .

৭৮। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নাজ্দ এলাকায় জিহাদ করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন ফিরে এলেন তখন তিনিও তাঁর সাথে ফিরে এলেন। দুপুরে তাঁরা সকলেই এমন এক ময়দানে এসে হাযির হলেন যেখানে অনেক কাঁটাওয়ালা গাছপালা ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে নামলেন এবং অন্যান্য লোক গাছের ছায়ার সন্ধানে ছড়িয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একটি বাবলা গাছের ছায়ায় গেলেন এবং তাঁর তলোয়ারখানি গাছের সাথে ঝুলিয়ে রাখলেন। আমরা সকলেই ঘুমিয়ে পড়লাম। হঠাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের ডাকতে লাগলেন। তাঁর নিকট এক বেদুইন। তিনি বলেন : এই লোকটি আমার ঘুমন্ত অবস্থায় আমার উপর আমার তলোয়ারের আঘাত হানতে উদ্যত হয়। আমি জেগে দেখি তার হাতে উলংগ তলোয়ার। সে আমাকে বলল, কে তোমাকে এখন আমার হাত থেকে বাঁচাবে? আমি তিনবার বললাম,

আল্লাহ্। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে লোকটিকে কোন শাস্তি দিলেন না এবং বসে পড়লেন। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

জাবির (রা) থেকে বর্ণিত অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ আমরা 'যাতুর রিকা' যুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলাম। আমরা একটি ছায়াদানকারী গাছের কাছে পৌঁছে এ গাছটিকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আরামের জন্য ছেড়ে দিলাম। মুশরিকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি এলো। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তলোয়ারটি গাছের সাথে ঝুলানো ছিল। সে তলোয়ারটি খুলে নিয়ে বললো, আপনি আমাকে ভয় করেন? তিনি জবাব দিলেন, না। সে আবার বলল, তাহলে আমার হাত থেকে আপনাকে কে রক্ষা করবে? তিনি জবাব দিলেন, "আল্লাহ্"।

আর আবু বাক্র ইসমাঈলী তার সহীহ্ গ্রন্থে যে রিওয়ায়াতটি উল্লেখ করেছেন তাতে আছে, মুশরিক বলল, কে আপনাকে আমার হাত থেকে বাঁচাবে? তিনি জবাবে বলেন, "আল্লাহ"। এতে তার হাত থেকে তলোয়ার পড়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তলোয়ারটি তুলে নিয়ে তাকে বলেন ঃ কে তোমাকে আমার হাত থেকে রক্ষা করবে? সে জবাব দিল, আপনি সর্বোত্তম গ্রেপ্তারকারী হয়ে যান। তিনি বলেন ঃ তুমি কি সাক্ষ্য দাও যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্র রাসূল? সে জবাব দিল, না। তবে আমি আপনাকে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে, আমি আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করব না এবং যারা আপনার বিরুদ্ধে লড়াই করে তাদেরও সহযোগিতা করবো না। (এ কথায়) তিনি তার পথ ছেড়ে দিলেন। এরপর মুশরিকটি তার সাথীদের কাছে এসে তাদেরকে বলল, আমি সর্বোত্তম মানুষটির সাথে সাক্ষাত করে তোমাদের কাছে এসেছি।

٧٩- عَنْ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَوْ اَنَّكُمْ تَتَوكَّلُوْنَ عَلَى اللّٰهِ حَقَّ تَوكُّلِه لَرَزَقَكُمْ كَمَا يَرْزُقُ الطَّيْرَ تَغْدُوْ خِمَاصًا وَّتَرُوْحُ بِطَانًا. رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

مَعْنَاهُ تَذْهَبُ اَوَّلَ النَّهَارِ خِمَاصًا اَىْ ضَامِرَةَ الْبُطُوْنِ مِنَ الْجُوْعِ وَتَرْجِعُ اٰخِرَ النَّهَارِ بِطَانًا اَىْ مُمْتَلِئَةَ الْبُطُوْنِ.

৭৯। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যদি তোমরা আল্লাহ্র উপর ভরসা করার মত ভরসা করতে, তবে তিনি পাখিকে রিযক দেওয়ার মতই তোমাদেরকেও দিতেন। পাখি তো সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় এবং সন্ধ্যায় ভরা পেটে ফিরে আসে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান আখ্যা দিয়েছেন।

٨٠- عَنْ اَبِىْ عِمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا فُلاَنُ اِذَا اَوَيْتَ اِلٰى فِرَاشِكَ فَقُلْ اَللّٰهُمَّ اَسْلَمْتُ نَفْسِىْ اِلَيْكَ وَوَجَّهْتُ وَجْهِىْ اِلَيْكَ وَفَوَّضْتُ اَمْرِىْ اِلَيْكَ وَاَلْجَاْتُ ظَهْرِىْ اِلَيْكَ رَغْبَةً وَّرَهْبَةً اِلَيْكَ لاَ مَلْجَاءَ وَلاَ مَنْجَا مِنْكَ اِلاَّ اِلَيْكَ اٰمَنْتُ بِكِتَابِكَ الَّذِىْ اَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِىْ اَرْسَلْتَ فَاِنَّكَ اِنْ مِتَّ مِنْ لَيْلَتِكَ مِتَّ عَلَى الْفِطْرَةِ وَاِنْ اَصْبَحْتَ اَصَبْتَ خَيْرًا- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الصَّحِيْحَيْنِ عَنِ الْبَرَاءِ قَالَ قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَيْتَ مَضْجَعَكَ فَتَوَضَّاْ وُضُوْءَكَ لِلصَّلاَةِ ثُمَّ اضْطَجِعْ عَلٰى شِقِّكَ الْاَيْمَنِ وَقُلْ وَذَكَرَ نَحْوَهُ ثُمَّ قَالَ وَاجْعَلْهُنَّ اٰخِرَ مَا تَقُوْلُ .

৮০। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে অমুক! যখন তুমি তোমার বিছানায় শয়ন করতে যাও তখন বল, “হে আল্লাহ! আমি নিজেকে তোমার নিকট সমর্পণ করলাম, আমি আমার চেহারাকে তোমার দিকে ফিরিয়ে দিলাম, আমার ব্যাপারটা তোমার নিকট সোপর্দ করলাম এবং আমার পিঠখানা তোমার দিকে লাগিয়ে দিলাম। আর এসব কিছুই করেছি তোমার ভয়ে এবং তোমার পুরস্কারের আশায়। তুমি ছাড়া কোথাও আশ্রয়ের জায়গা নেই, তুমি ছাড়া বাঁচবার কোন স্থান নেই। আমি তোমার কিতাবের উপর ঈমান এনেছি, যা তুমি নাযিল করেছ, তোমার প্রেরিত নবীর প্রতিও ঈমান এনেছি।” রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যদি তুমি ঐ রাতেই মারা যাও তাহলে ইসলামের অবস্থায় তোমার মৃত্যু হবে, আর যদি সকাল পর্যন্ত জীবিত থাক তাহলে কল্যাণ লাভ করবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ বারাআ (রা) বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তুমি ঘুমাতে যাও তখন উযু কর যেমন নামাযের জন্য উযু করে থাক, তারপর ডান কাতে শুয়ে পড়ো এবং এই দু'আটি পড়। এই বলে তিনি উপরের দু'আটি পড়েন। তিনি বলেন, এই দু'আটি একেবারে সবশেষে পড়বে।

٨١- عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ عَامِرِ بْنِ عُمْرَ بْنِ كَعْبِ ابْنِ سَعْدِ بْنِ تَيْمِ بْنِ مُرَّةَ بْنِ كَعْبِ بْنِ لُؤَىِّ بْنِ غَالِبٍ الْقُرَيْشِىِّ التَّيْمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَهُوَ وَاَبُوْهُ وَاُمُّهُ صَحَابَةٌ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ نَظَرْتُ اِلٰى

اَقْدَامِ الْمُشْرِكِيْنَ وَنَحْنُ فِى الْغَارِ وَهُمْ عَلٰى رُؤُوْسِنَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ لَوْ اَنَّ اَحَدَهُمْ نَظَرَ تَحْتَ قَدَمَيْهِ لَاَبْصَرَنَا فَقَالَ مَا ظَنُّكَ يَا اَبَا بَكْرٍ بِاثْنَيْنِ اللّٰهُ ثَالِثُهُمَا- متفق عليه .

৮১। আবু বাক্‌র আস্ সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে (সাওর পাহাড়ের) গুহায় থাকাকালীন মুশরিকদের পায়ের দিকে তাকিয়ে দেখলাম। তারা তখন আমাদের মাথার উপরে ছিল (এটা হিজরাতের ঘটনা)। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! যদি এখন তাদের কেউ তার দুই পায়ের নীচ দিয়ে তাকায়, তবে আমাদেরকে দেখে ফেলবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হে আবু বাক্‌র! এমন দু'জন ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কী ধারণা, যাদের সাথে তৃতীয়জন হচ্ছেন আল্লাহ? (বুখারী, মুসলিম)

٨٢- عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ اُمِّ سَلَمَةَ وَاسْمُهَا هِنْدُ بِنْتِ اَبِىْ اُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ الْمَخْزُوْمِيَّةِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ قَالَ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اِنِّىْ اَعُوْذُ بِكَ اَنْ اَضِلَّ اَوْ اُضَلَّ اَوْ اَزِلَّ اَوْ اُزَلَّ اَوْ اَظْلِمَ اَوْ اُظْلَمَ اَوْ اَجْهَلَ اَوْ يُجْهَلَ عَلَىَّ ـ (حَدِيث صَحِيح)

رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَغَيْرُهُمَا بِاَسَانِيْدَ صَحِيْحَةٍ قَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَهٰذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاوُدَ .

৮২। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন তাঁর বাড়ী থেকে বের হতেন তখন বলতেন ঃ "আল্লাহ্‌র নামে বের হচ্ছি এবং তাঁর উপর ভরসা করছি। হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে আশ্রয় চাই যেন আমি গোমরাহ্ না হই অথবা আমাকে গোমরাহ্ না করা হয়। আমি যেন দীন থেকে সরে না যাই অথবা আমাকে সরিয়ে না দেয়া হয়। আমি যেন কারও উপর যুল্‌ম না করি অথবা আমার উপর যুল্‌ম না করা হয়। আমি যেন মূর্খতা অবলম্বন না করি অথবা আমি মূর্খতার শিকার না হয়ে যাই"।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এবং অন্য ইমামগণ সহীহ সনদ সহকারে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন। তবে হাদীসের শব্দাবলী এখানে আবু দাউদ থেকে গৃহীত হয়েছে।

٨٣- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ قَالَ يَعْنِيْ اِذَا خَرَجَ مِنْ بَيْتِهِ بِسْمِ اللّٰهِ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللّٰهِ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللّٰهِ يُقَالُ لَهُ هُدِيْتَ وَكُفِيْتَ وَوُقِيْتَ وَتَنَحّٰى عَنْهُ الشَّيْطَانُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُمْ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ- زَادَ اَبُوْ دَاوُدَ فَيَقُوْلُ يَعْنِي الشَّيْطَانَ لِشَيْطَانٍ اٰخَرَ كَيْفَ لَكَ بِرَجُلٍ قَدْ هُدِيَ وَكُفِيَ وَوُقِيَ؟

৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার বাড়ী থেকে বের হওয়ার সময় বলে ঃ "আল্লাহ্র নামে বের হলাম এবং আল্লাহ্র উপর ভরসা করলাম। আল্লাহ ছাড়া কারও কাছ থেকে কোন কৌশল এবং কোন শক্তি পাওয়া যায় না।" (এরূপ দু'আ করলে) তাকে বলা হয়, তোমাকে হিদায়াত দেয়া হয়েছে, তোমাকে যথেষ্ট দেয়া হয়েছে এবং তোমাকে হিফাযতের ব্যবস্থা করা হয়েছে। আর শয়তান তার থেকে দূরে চলে যায়।

আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ থেকে হাদীসটি বর্ণিত হয়েছে এবং তিরমিযী একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন। তবে আবু দাউদে আরো আছে ঃ শয়তান অন্য শয়তানকে বলে, তুমি এর উপর কেমন করে নিয়ন্ত্রণ লাভ করবে যাকে হিদায়াত দান করা হয়েছে, যথেষ্ট দেয়া হয়েছে ও হিফাযত করা হয়েছে?

٨٤- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَخَوَانِ عَلٰى عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ اَحَدُهُمَا يَاْتِي النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالْاٰخَرُ يَحْتَرِفُ فَشَكَا الْمُحْتَرِفُ اَخَاهُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَعَلَّكَ تُرْزَقُ بِهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ عَلٰى شَرْطِ مُسْلِمٍ يَحْتَرِفُ يَكْتَسِبُ وَيَتَسَبَّبُ .

৮৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আমলে দুই ভাই ছিল। তাদের একজন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আসত, অপরজন নিজ পেশায় ব্যস্ত থাকত। (একদা) কর্মব্যস্ত ভাই তার ভাই-এর বিরুদ্ধে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ খুব সম্ভব তোমাকে তার উসীলায় রিয্ক দেয়া হয়। (তিরমিযী)

অনুচ্ছেদ ঃ ৮

ইস্তিকামাত বা অবিচল নিষ্ঠা।[১৩]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "তোমাকে যেমন হুকুম করা হয়েছে তেমনই (দীনের পথে) অবিচল থাক।" (সূরা হূদ ঃ ১১২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلٰٓئِكَةُ اَنْ لاَّ تَخَافُوْا وَلاَ تَحْزَنُوْا وَاَبْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِىْ كُنْتُمْ تُوْعَدُوْنَ نَحْنُ اَوْلِيَاؤُكُم فِى الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِى الْاٰخِرَةِ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَشْتَهِىْ اَنْفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيْهَا مَا تَدَّعُوْنَ نُزُلاً مِّنْ غَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ .

(২) "যারা (আন্তরিকভাবে) বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অটল থাকে, তাদের নিকট ফেরেশ্তা নাযিল হয়ে বলতে থাকে, ভয় করো না, দুশ্চিন্তাও করো না, আর সেই জান্নাতের সুখবর গ্রহণ কর, যার ওয়াদা তোমাদের নিকট করা হয়েছে। আমরা এই দুনিয়ার জীবনেও তোমাদের বন্ধু, আর আখিরাতেও। সেখানে (জান্নাতে) তোমাদের মন যা আকাঙ্ক্ষা করবে এবং যা কিছু চাইবে তা সবই পাবে। এসব সেই আল্লাহ্র তরফ থেকে মেহমানদারি হিসেবে পাবে যিনি অত্যন্ত ক্ষমাশীল ও দয়াবান।" (সূরা হা-মীমুস-সাজদাহ্ ঃ ৩০, ৩১, ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوْا رَبُّنَا اللّٰهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوْا فَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يَحْزَنُوْنَ اُولٰئِكَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ خَالِدِيْنَ فِيْهَا جَزَاءً بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ .

(৩) "যারা (আন্তরিকভাবে) বলে, আল্লাহ্ আমাদের রব এবং তারা এ কথার উপর অটল থাকে, তাদের কোন ভয়ও নেই, তারা দুশ্চিন্তাও করবে না। তারা দুনিয়ায় যে কাজ করেছিল তার প্রতিদানস্বরূপ জান্নাতবাসী হয়ে চিরকাল সেখানে থাকবে।" (সূরা আল আহ্কাফ ঃ ১৩, ১৪)

---

১৩. ইসতিকামাত শব্দটির অর্থ প্রধানত দৃঢ়তা ও সরলতা। মুমিনকে আল্লাহ্র পথে চলতে গিয়ে আপোষহীনভাবে সব বাধাবিপত্তির মুকাবিলা করে অগ্রসর হওয়ার জন্য বিশ্বাস, চিন্তা, কাজ ও চরিত্রে অটল, অনড় ও দৃঢ় থাকতে হয় এবং আঁকাবাঁকা চিন্তা ও পথ ত্যাগ করে সর্বদা সরলভাবে এ পথে চলতে হয়। ইসলামের পরিভাষায় এরূপ দৃঢ়তা ও সরলতার নাম ইসতিকামাত। (অনুবাদক)

٨٥- عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو وَقِيْلَ اَبِىْ عَمْرَةَ سُفْيَانَ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قُلْ لِىْ فِى الْاِسْلاَمِ قَوْلاً لاَ اَسْاَلُ عَنْهُ اَحَدًا غَيْرَكَ قَالَ قُلْ اٰمَنْتُ بِاللّٰهِ ثُمَّ اسْتَقِمْ- رواه مسلم .

৮৫। সুফিয়ান ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি আমাকে ইসলামের ব্যাপারে এমন কথা বলে দিন যাতে আপনি ছাড়া অন্য কাউকে আর সে বিষয়ে জিজ্ঞাসা করতে না হয়। তিনি বলেন ঃ বল, "আমি আল্লাহ্‌র প্রতি ঈমান এনেছি", তারপর এর উপর অবিচল থাক। (মুসলিম)

٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَارِبُوْا وَسَدِّدُوْا وَاعْلَمُوْا اَنَّهُ لَنْ يَّنْجُوَ اَحَدٌ مِّنْكُمْ بِعَمَلِهِ قَالُوْا وَلاَ اَنْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ وَلاَ اَنَا اِلاَّ اَن يَّتَغَمَّدَنِىَ اللّٰهُ بِرَحْمَةٍ مِنْهُ وَفَضْلٍ- رواه مسلم .

وَالْمُقَارَبَةُ الْقَصْدُ الَّذِىْ لاَ غُلُوَّ فِيْهِ وَلاَ تَقْصِيْرَ وَالسَّدَادُ الْاِسْتِقَامَةُ وَالْاِصَابَةُ وَيَتَغَمَّدُنِىْ يُلْبِسُنِىْ وَيَسْتُرُنِىْ.

قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَى الْاِسْتِقَامَةِ لُزُوْمُ طَاعَةِ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالُوْا وَهِىَ مِنْ جَوَامِعِ الْكَلِمِ وَهِىَ نِظَامُ الْاُمُوْرِ وَبِاللّٰهِ التَّوْفِيْقِ.

৮৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) ভারসাম্য বজায় রাখ এবং এর উপর মজবুতভাবে স্থির থাক। আর জেনে রাখ! তোমাদের কেউ তার আমলের সাহায্যে মুক্তি পাবে না। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনিও কি? তিনি বলেন ঃ আমিও পাব না, তবে যদি আল্লাহ আমাকে তাঁর রহমত ও অনুগ্রহের মধ্যে নিয়ে নেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ৯

আল্লাহ্‌র মহান সৃষ্টি, পার্থিব জীবনের অস্থায়িত্ব ও আখিরাতের অবস্থাদি এবং এতদুভয়ের যাবতীয় বিষয় সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করা, নফসের ত্রুটির প্রতিকার এবং দীনের উপর অবিচল থাকার প্রতি আকৃষ্ট করার পন্থা।[১৪]

---

১৪. আল্লাহ হলেন একমাত্র স্রষ্টা এবং অবশিষ্ট সবই তাঁর সৃষ্টি। সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা-গবেষণার দ্বারা স্রষ্টার পরিচয় লাভের সাথে সাথে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব ও অসীম ক্ষমতার প্রমাণ পাওয়া যায়। মানুষ এক বিস্ময়কর সৃষ্টি। একদিকে সে তাঁর বান্দা এবং অপরদিকে তাঁর প্রতিনিধি। স্রষ্টার সাথে মানুষের

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنَّمَا اَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ اَنْ تَقُوْمُوْا لِلّٰهِ مَثْنٰى وَفُرَادٰى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْا .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "বলে দাও ঃ আমি তোমাদের শুধু একটা নসীহত করছি। (তা এই যে) আল্লাহ্র জন্য তোমরা এককভাবে ও দুই দুইজন গভীরভাবে চিন্তা করতে প্রস্তুত হয়ে যাও।" (সূরা সাবা ঃ ৪৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَاٰيَاتٍ لِّاُولِى الْاَلْبَابِ الَّذِيْنَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ قِيَامًا وَّقُعُوْدًا وَّعَلٰى جُنُوْبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُوْنَ فِىْ خَلْقِ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هٰذَا بَاطِلاً سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ.

(২) "আসমান ও যমীনের সৃষ্টিতে এবং রাত ও দিনের আবর্তনে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য অসংখ্য নিদর্শন রয়েছে, যারা দাঁড়িয়ে, বসে ও শায়িত অবস্থায় আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং আসমান-যমীনের সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করে। (অতঃপর বলে) হে আমাদের প্রভু! তুমি এসব বৃথা সৃষ্টি করনি। তুমি পবিত্র। অতএব তুমি আমাদের আগুনের আযাব থেকে বাঁচাও।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৯০, ১৯১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَفَلَا يَنْظُرُوْنَ اِلَى الْاِبِلِ كَيْفَ خُلِقَتْ وَاِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَاِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَاِلَى الْاَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ فَذَكِّرْ اِنَّمَا اَنْتَ مُذَكِّرٌ .

(৩) "তারা কি উটগুলো দেখে না যে, সেগুলো কিভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে? আস্‌মানকে দেখে না কিভাবে তাকে উঁচু করা হয়েছে? পাহাড়গুলোকে দেখে না কিভাবে সেগুলোকে মজবুতভাবে দাঁড় করানো হয়েছে? আর যমীনকে দেখে না কিভাবে তা বিছিয়ে দেয়া হয়েছে? অতএব তুমি উপদেশ দিতে থাক। কেননা তুমি তো একজন উপদেশ দানকারী মাত্র।" (সূরা আল গাশিয়াহ ঃ ১৭-২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَفَلَمْ يَسِيْرُوْا فِى الْاَرْضِ فَيَنْظُرُوْا..... اَلْاٰيَةَ .

"তারা কি পৃথিবীর বুকে পরিভ্রমণ করে না আর দেখে না (পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছে?)" (সূরা ইউসুফ ঃ ১০৯)

এই উভয়বিধ সম্পর্ক রয়েছে। এ সম্পর্ক সঠিকভাবে অনুধাবন করা ও বজায় রাখার মাধ্যমেই মানুষ তার দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করে দুনিয়া ও আখিরাতে সত্যিকার কল্যাণ ও উন্নতি এবং মুক্তি ও শান্তি লাভ করতে পারে। কাজেই মানুষের স্বকীয় সত্তাসহ যাবতীয় সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা ও গবেষণা করা অপরিহার্য। (অনুবাদক)

এই অধ্যায়ে আরো অসংখ্য আয়াত রয়েছে।

وَمِنَ الْاَحَادِيْثِ الْحَدِيْثُ السَّابِقُ الْكَيِّسُ مَنْ دَانَ نَفْسَهُ .

আর ইতিপূর্বে উল্লেখিত ৬৬ নম্বর হাদীসটি "বুদ্ধিমান হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে আত্মপর্যালোচনা করে..." এই অধ্যায়ের উপযোগী।

অনুচ্ছেদ ঃ ১০

উত্তম কাজে অগ্রগামী হওয়া এবং অগ্রগামী ব্যক্তিকে উৎসাহ দেয়া, যাতে সে তাড়াহুড়া ত্যাগ করে চেষ্টা-তদবীর করে।[১৫]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "তোমরা উত্তম কাজে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অগ্রসর হও।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৪৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَسَارِعُوْا اِلٰى مَغْفِرَةٍ مِّنْ رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمٰوَاتُ وَالْاَرْضُ اُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِيْنَ .

(২) "তোমরা ধাবিত হও তোমাদের প্রভুর ক্ষমার দিকে এবং আসমান ও যমীনের সমান প্রশস্ত জান্নাতের দিকে, যা আল্লাহভীরু লোকদের জন্য প্রস্তুত রাখা হয়েছে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১৩৩)

٨٧-عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ فَسَتَكُوْنُ فِتَنًا كَقِطَعِ اللَّيْلِ الْمُظْلِمِ يُصْبِحُ الرَّجُلُ مُؤْمِنًا وَيُمْسِىْ كَافِرًا وَيُمْسِىْ مُؤْمِنًا وَيُصْبِحُ كَافِرًا يَبِيْعُ دِيْنَهُ بِعَرَضٍ مِّنَ الدُّنْيَا- رواه مسلم.

৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা ক্ষণকাল বিলম্ব না করে সৎ কাজের প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়ে যাও। কারণ শীঘ্রই অন্ধকার রাতের অংশের মত বিপদ-বিশৃংখলার বিস্তার ঘটবে। তখন মানুষ সকাল বেলা

---

১৫. মূল আরবী ভাষায় "মুবাদারা" শব্দ রয়েছে। এর অর্থ প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক কর্মতৎপরতা। অর্থাৎ গড়িমসি না করে প্রতিযোগিতার মাধ্যমে অবিলম্বে কাজ করা। আলসে, কুঁড়ে ও কাজে ঢিলা না হয়ে তাৎক্ষণিকভাবে কর্মতৎপর থাকাই মুমিনের বৈশিষ্ট্য। নিছক পার্থিব উন্নতি লাভের জন্য ব্যস্ত ও অস্থির না হয়ে দীনী কাজে এবং দীনের জন্য ত্যাগ ও কুরবানীর ক্ষেত্রে পরস্পর প্রতিযোগিতা করার জন্য আল কুরআন ও হাদীসে উৎসাহ দেয়া হয়েছে। তাই ইকামাতে দীনের সংগ্রামে ও যাবতীয় দীনী কাজে প্রতিযোগিতা ও তাৎক্ষণিক তৎপরতা অপরিহার্য। (অনুবাদক)

মুমিন থাকবে, সন্ধ্যায় কাফির হয়ে যাবে, আবার সন্ধ্যায় মুমিন থাকবে, সকালে কাফির হয়ে যাবে। সে তার দীনকে পার্থিব স্বার্থের বদলে বিক্রয় করবে। (মুসলিম)

٨٨- عَنْ اَبِىْ سِرْوَعَةَ بِكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَفَتْحِهَا عُقْبَةَ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ وَرَاءَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْمَدِيْنَةِ الْعَصْرَ فَسَلَّمَ ثُمَّ قَامَ مُسْرِعًا فَتَخَطّٰى رِقَابَ النَّاسِ اِلٰى بَعْضِ حُجَرِ نِسَائِهِ فَفَزِعَ النَّاسُ مِنْ سُرْعَتِهِ فَخَرَجَ عَلَيْهِمْ فَرَاٰى اَنَّهُمْ قَدْ عَجِبُوْا مِنْ سُرْعَتِهِ قَالَ ذَكَرْتُ شَيْئًا مِنْ تِبْرٍ عِنْدَنَا فَكَرِهْتُ اَنْ يَّحْبِسَنِىْ فَاَمَرْتُ بِقِسْمَتِهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ كُنْتُ خَلَّفْتُ فِى الْبَيْتِ تِبْرًا مِّنَ الصَّدَقَةِ فَكَرِهْتُ اَنْ اُبَيِّتَهُ. "التِّبْرُ" قِطَعُ ذَهَبٍ اَوْ فِضَّةٍ.

৮৮। উকবা ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পেছনে মদীনায় আসরের নামায আদায় করলাম। তিনি সালাম ফিরিয়ে তড়িঘড়ি উঠে পড়লেন এবং লোকদের ডিঙ্গিয়ে তাঁর স্ত্রীদের কামরার দিকে গেলেন। লোকেরা তাঁর এই তড়িঘড়ি দেখে ঘাবড়ে গেল। তারপর তিনি বেরিয়ে এসে দেখলেন যে, লোকেরা তাঁর তড়িঘড়ির কারণে হতবাক হয়ে গেছে। তিনি বলেন ঃ এক টুকরা সোনা বা রূপার কথা মনে পড়েছিল, যা আমাদের নিকট ছিল। আমার নিকট তা জমা থাকা পছন্দ করছিলাম না। তাই তা বিতরণ করে দেয়ার হুকুম দিয়ে এলাম। (বুখারী)

বুখারীর অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ সাদাকার এক টুকরা সোনা ঘরে রয়ে গিয়েছিল। তার সাথে রাত কাটানো আমার কাছে অপছন্দনীয় ছিল।

٨٩- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَجُلٌ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ اُحُدٍ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فَاَيْنَ اَنَا ؟ قَالَ فِى الْجَنَّةِ فَاَلْقٰى تَمَرَاتٍ كُنَّ فِىْ يَدِهٖ ثُمَّ قَاتَلَ حَتّٰى قُتِلَ- متفق عليه .

৮৯। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে উহুদ যুদ্ধের দিন জিজ্ঞেস করল, আমি যদি নিহত হই তবে আমি কোথায় থাকব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "জান্নাতে"। তখন সে তার হাতের খেজুরগুলো ফেলে দিয়ে লড়াই করল, অবশেষে শহীদ হয়ে গেল। (বুখারী, মুসলিম)

٩٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلَى النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَىُّ الصَّدَقَةِ اَعْظَمُ اَجْرًا ؟ قَالَ اَنْ تَصَدَّقَ وَاَنْتَ صَحِيْحٌ

شَحِيْحٌ تَخْشَى الْفَقْرَ وَتَأْمَلُ الْغِنٰى وَلاَ تُمْهِلْ حَتّٰى اِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُوْمَ قُلْتَ لِفُلاَنٍ كَذَا وَلِفُلاَنٍ كَذَا وَقَدْ كَانَ لِفُلاَنٍ- متفق عليه.

اَلْحُلْقُوْمُ مَجرَى النَّفَسِ وَالْمَرِئُ مَجرَى الطَّعَامِ وَالشَّرَابِ .

৯০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে জিজ্ঞেস করল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন্ সাদাকায় (দানে) সবচেয়ে বেশি সাওয়াব? তিনি বলেন ঃ তুমি এমন অবস্থায় দান করবে যে, তুমি সুস্থ আছ, মালের প্রতি লোভী আছ, অভাব-অনটনকে ভয় করছ এবং সম্পদের আশাও করছ। তুমি দান করার ব্যাপারে এমনভাবে কার্পণ্য করো না যে, শেষে মৃত্যুর মুহূর্ত এসে যায় এবং তখন তুমি বলবে যে, এ পরিমাণ অমুকের এবং সে পরিমাণ অমুকের। অথচ অমুকের জন্য সে মাল নির্ধারিত হয়েই গেছে অর্থাৎ মৃত্যুলগ্ন আসার আগেই দান কর। কারণ মৃত্যুর পর এমনিতেই এ সম্পদ অন্যদের হয়ে যাবে। (বুখারী, মুসলিম)

٩١- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ سَيْفًا يَوْمَ اُحُدٍ فَقَالَ مَنْ يَاْخُذُ مِنِّىْ هٰذَا ؟ فَبَسَطُوْا اَيْدِيَهُمْ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْهُمْ يَقُوْلُ اَنَا اَنَا قَالَ فَمَنْ يَاْخُذُهُ بِحَقِّهِ؟ فَاَحْجَمَ الْقَوْمُ فَقَالَ اَبُوْ دُجَانَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَا اٰخُذُهُ بِحَقِّهِ فَاَخَذَهُ فَفَلَقَ بِهِ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ - رواه مسلم. اِسْمُ اَبِىْ دُجَانَةَ سِمَاكُ بْنُ خَرَشَةَ. قَوْلُهُ اَحْجَمَ الْقَوْمُ اَىْ تَوَقَّفُوْا وَفَلَقَ بِه اَىْ شَقَّ هَامَ الْمُشْرِكِيْنَ اَىْ رُءُوْسَهُمْ.

৯১। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধের দিন একখানা তলোয়ার নিয়ে বলেন ঃ কে আমার কাছ থেকে এটা নেবে? লোকদের প্রত্যেকেই হাত বাড়িয়ে বলতে লাগল, আমি, আমি। তিনি বলেন ঃ কে এটার হক আদায় করার জন্য নেবে? এ কথায় সব লোক থেমে গেল। তখন আবু দুজানা (রা) বলেন, আমি এর হক আদায় করার জন্য তা নেব। তিনি সেটা নিয়ে মুশরিকদের শিরচ্ছেদ করলেন। (মুসলিম)

٩٢- عَنِ الزُّبَيْرِ بْنِ عَدِيٍّ قَالَ اَتَيْنَا اَنَسَ بْنَ مَالِكٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَشَكَوْنَا اِلَيْهِ مَا نَلْقٰى مِنَ الْحَجَّاجِ فَقَالَ اصْبِرُوْا فَاِنَّهُ لاَ يَاْتِىْ زَمَانٌ اِلاَّ وَالَّذِىْ بَعْدَهُ شَرٌّ مِنْهُ حَتّٰى تَلْقَوْا رَبَّكُمْ سَمِعْتُهُ مِنْ نَبِيِّكُمْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رواه البخارى .

৯২। যুবাইর ইবনে আদী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি আনাস ইবনে মালিক (রা)-র নিকট এসে হাজ্জাজ ইবনে ইউসুফের তরফ থেকে আমরা যে নির্যাতিত হচ্ছিলাম তার বিরুদ্ধে অভিযোগ পেশ করলাম। তিনি বলেন, সবর কর, কারণ যে যুগই আসুক, তার পরবর্তী যুগ পূর্ববর্তী যুগের চেয়ে অধিকতর খারাপ। এ অবস্থা তুমি তোমার রবের সাথে সাক্ষাত করা পর্যন্ত চলতে থাকবে। আমি এ কথা তোমাদের নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট থেকে শুনেছি। (বুখারী)

٩٣- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَادِرُوْا بِالْاَعْمَالِ سَبْعًا هَلْ تَنْتَظِرُوْنَ اِلاَّ فَقْرًا مُنْسِيًا اَوْ غِنًى مُطْغِيًا اَوْ مَرَضًا مُفْسِدًا اَوْ هَرَمًا مُفْنِدًا اَوْ مَوْتًا مُجْهِزًا اَوِ الدَّجَّالَ فَشَرُّ غَائِبٍ يُنْتَظَرُ اَوِ السَّاعَةَ فَالسَّاعَةُ اَدْهٰى وَاَمَرُّ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৯৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : তোমরা সাতটি জিনিসের পূর্বেই অবিলম্বে সব কাজ করে ফেল। তোমরা কি অপেক্ষায় থাকবে যে, এমন দারিদ্র্য আসুক যা ইসলামের নির্দেশ পালন থেকে ভুলিয়ে রাখে? অথবা এমন ঐশ্বর্য আসুক যা ইসলাম বিরোধিতার দিকে ঠেলে দেয়? অথবা এমন রোগ হোক যা শরীরকে খারাপ করে দেয়? অথবা এমন বার্ধক্য আসুক যা বুদ্ধিকে নষ্ট করে দেয়? অথবা হঠাৎ মৃত্যু এসে পড়ুক অথবা অদৃশ্য দুষ্ট দাজ্জাল আত্মপ্রকাশ করুক অথবা কিয়ামাত এসে যাক? আর কিয়ামাত তো খুবই ভীষণ ও তিক্ত।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন এবং তিনি একে হাসান হাদীস বলেছেন।

٩٤- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَاُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ رَجُلاً يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ قَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اَحْبَبْتُ الْاِمَارَةَ اِلاَّ يَوْمَئِذٍ فَتَسَاوَرْتُ لَهَا رَجَاءَ اَنْ اُدْعٰى لَهَا فَدَعَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِيَّ بْنَ اَبِيْ طَالِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَاَعْطَاهُ اِيَّاهَا وَقَالَ امْشِ وَلاَ تَلْتَفِتْ حَتّٰى يَفْتَحَ اللّٰهُ عَلَيْكَ فَسَارَ عَلِيٌّ شَيْئًا ثُمَّ وَقَفَ وَلَمْ يَلْتَفِتْ فَصَرَخَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ عَلٰى مَاذَا اُقَاتِلُ النَّاسَ؟ قَالَ قَاتِلْهُمْ حَتّٰى يَشْهَدُوْا اَنْ لاَّ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنَّ مُحَمَّدًا رَّسُوْلُ اللّٰهِ فَاِذَا فَعَلُوْا ذٰلِكَ فَقَدْ مَنَعُوْا مِنْكَ دِمَاءَهُمْ

وَاَمْوَالَهُمْ اِلاَّ بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللّٰهِ- رواه مسلم. قَوْلُهُ فَتَسَاوَرْتُ هُوَ بِالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ اَىْ وَثَبْتُ مُتَطَلِّعًا .

৯৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আমি এই ঝাণ্ডা এমন একজনকে দেব, যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে। তার হাতে আল্লাহ্ বিজয় দেবেন। উমার (রা) বলেন, আমি নেতৃত্ব লাভ পছন্দ করতাম না, কিন্তু সেই দিন তা পেতে আগ্রহী হলাম। তাই আমার সেজন্য আকাঙ্ক্ষা হল যে, আমাকে ডাকা হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আলীকে (রা) ডেকে তাকেই সে ঝাণ্ডা দিলেন এবং বললেন ঃ চলে যাও, কোনদিকে তাকাবে না যতক্ষণ না তোমাকে আল্লাহ বিজয় দেন। আলী (রা) একটু অগ্রসর হয়েই দাঁড়ালেন, কিন্তু কোন দিকে তাকালেন না এবং চিৎকার করে জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কিসের ভিত্তিতে (এবং কতক্ষণ পর্যন্ত) লোকদের সাথে লড়াই করব? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তারা এই কথা সাক্ষ্য না দেয়া পর্যন্ত লড়াই করবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই, আর মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তারা এ সাক্ষ্য দিলে তোমার থেকে তারা তাদের জান-মাল রক্ষা করতে পারবে। তবে ইসলামের হক তাদের আদায় করতে হবে। আর তাদের হিসাব-নিকাশ আল্লাহ্র দায়িত্বে।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ১১

মুজাহাদা (সাধনা)।[১৬]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى (وَالَّذِيْنَ جَاهَدُوْا فِيْنَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا وَاِنَّ اللّٰهَ لَمَعَ الْمُحْسِنِيْنَ).

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "যারা আমার জন্য চেষ্টা-সাধনা করে, তাদেরকে আমি আমার পথ দেখাব। আর আল্লাহ্ নিশ্চয়ই সৎকর্মশীল লোকদের সাথে রয়েছেন।" (সূরা আল আনকাবূত ঃ ৬৯)

---

১৬. মুজাহাদা শব্দের অর্থ সর্বশক্তি নিয়োগ করে চরম মেহনত ও চেষ্টা করা। ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা। এ সম্পর্কে প্রয়োজনীয় জ্ঞানার্জন এবং এটাকে বাস্তবে কায়েম ও বিজয়ী করার জন্য সর্বশক্তি নিয়োগ করে সম্মিলিত ও ঐক্যবদ্ধভাবে দাওয়াত, সংগঠন, প্রশিক্ষণ এবং নিজের, সমাজের ও রাষ্ট্রের সংশোধনের মাধ্যমে আপোষহীন প্রচেষ্টা, সংগ্রাম ও সাধনা করার নাম হচ্ছে মুজাহাদা। আর এই মুজাহাদার মাধ্যমেই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য আল্লাহ্র সন্তোষ ও নৈকট্য লাভ সম্ভবপর। (অনুবাদক)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَأْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .

(২) "তুমি তোমার রবের ইবাদাত কর সেই (মৃত্যুর) মুহূর্ত পর্যন্ত যা তোমার নিকট সুনিশ্চিতভাবে আসবে।" (সূরা আল হিজর ঃ ৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ اِلَيْهِ تَبْتِيْلاً.

(৩) "তুমি তোমার রবের নাম স্মরণ করতে থাক এবং সবার সম্পর্ক ছিন্ন করে একমাত্র তাঁরই দিকে মনোনিবেশ কর।" (সূরা আল মুয্যাম্মিল ঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .

(৪) "অতএব কোনো ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করলেও তা সে দেখতে পাবে।" (সূরা আয্ যিলযাল ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تُقَدِّمُوْا لِاَنْفُسِكُمْ مِنْ خَيْرٍ تَجِدُوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ هُوَ خَيْرًا وَّاَعْظَمَ اَجْرًا.

(৫) "তোমরা নিজেদের জন্য যা কিছু ভাল আমল অগ্রিম পাঠাবে, তা আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম ও বিরাট বিনিময়রূপে পাবে।" (সূরা আল মুয্যাম্মিল ঃ ২০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تُنْفِقُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ .

(৬) "তোমরা যা কিছু দান কর তা আল্লাহ খুব ভালো করে জানেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৭৩)

٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهٗ فَاِذَا اَحْبَبْتُهٗ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِىْ يَسْمَعُ بِهٖ وَبَصَرَهُ الَّذِىْ يُبْصِرُ بِهٖ وَيَدَهُ الَّتِىْ يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِىْ اَعْطَيْتُهٗ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهٗ.

رواه البخارى - اٰذَنْتُهٗ اَعْلَمْتُهٗ بِاَنِّىْ مُحَارِبٌ لَهٗ اِسْتَعَاذَنِىْ رُوِىَ بِالنُّوْنِ وَبِالْبَاءِ.

৯৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আমার বন্ধুকে[১৭] কষ্ট দেয়, আমি তার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের ঘোষণা দিই। আমার বান্দা আমার আরোপিত ফরয কাজের মাধ্যমে যা আমার নিকট প্রিয় এবং নফল কাজের মাধ্যমে সর্বদা আমার নৈকট্য লাভ করতে থাকে। এভাবে (এক স্তরে) আমি তাকে ভালোবাসতে থাকি। আর যখন আমি তাকে ভালোবাসি তখন আমি তার কান হয়ে যাই যা দিয়ে সে শোনে, তার চোখ হয়ে যাই যা দিয়ে সে দেখে, তার হাত হয়ে যাই যা দিয়ে সে ধরে এবং তার পা হয়ে যাই যা দিয়ে সে চলাফেরা করে। (অর্থাৎ ফরয ও নফল কাজের মাধ্যমে বান্দাহ আল্লাহর এতটা নৈকট্য লাভ করে এবং তাকে এত বেশি ভালবাসে যে, তিনি ঐ বান্দাহর প্রতিটি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে তাঁর খুশী ও রেজামন্দির পথে পরিচালিত করেন। ফলে আল্লাহর নারাজি বা অসন্তুষ্টিমূলক কোন কাজ তার দ্বারা সংঘটিত হয় না।) যদি সে আমার নিকট কিছু চায়, আমি তাকে দিই এবং যদি আমার নিকট আশ্রয় চায় তাহলে আমি তাকে আশ্রয় দিই। (বুখারী)

٩٦- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِيْهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ اِذَا تَقَرَّبَ الْعَبْدُ اِلَيَّ شِبْرًا تَقَرَّبْتُ اِلَيْهِ ذِرَاعًا وَاِذَا تَقَرَّبَ اِلَيَّ ذِرَاعًا تَقَرَّبْتُ مِنْهُ بَاعًا وَاِذَا اَتَانِيْ يَمْشِيْ اَتَيْتُهُ هَرْوَلَةً- رواه البخارى .

৯৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে বর্ণনা করেন যে, মহান আল্লাহ বলেন ঃ বান্দা আধ হাত আমার দিকে এগিয়ে এলে, আমি তার দিকে এক হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে এক হাত এগিয়ে আসে, আমি তার দিকে দুই হাত এগিয়ে যাই। আর যখন সে আমার দিকে হেঁটে আসে, আমি তার দিকে দৌড়িয়ে যাই।[১৮] (বুখারী)

٩٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِعْمَتَانِ مَغْبُوْنٌ فِيْهِمَا كَثِيْرٌ مِّنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ وَالْفَرَاغُ- رواه البخارى .

---

১৭. আল্লাহ্র বন্ধু হচ্ছে সেই ব্যক্তি যে আল্লাহ্র প্রতি পূর্ণ অনুগত হয় এবং পরিপূর্ণ তাক্ওয়ার জীবন যাপন করে, আল্লাহ্র হুকুম বিরোধী কোন কাজ করে না, তাঁর হুকুমের বিপরীত কাজে বাধা দেয় এবং তাঁর হুকুমকেই জীবনের একমাত্র নিয়ামক মনে করে। (সম্পাদক)

১৮. এ হাদীসের অর্থ এই যে, বান্দা যত বেশি আল্লাহ্র পছন্দনীয় কাজ করে এবং তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে তাঁর সন্তুষ্টি ও মহব্বত লাভের চেষ্টা করে তার চেয়ে অনেক বেশি আল্লাহ তাকে ভালোবাসার স্তরে নিয়ে এসে তার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিজের খুশি ও মর্জি অনুযায়ী পরিচালিত করেন। (অনুবাদক)

৯৭। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি নি'আমাত (আল্লাহর দান) যার ব্যাপারে বহু লোক ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে ঃ স্বাস্থ্য ও অবসর সময়। (বুখারী)

(অর্থাৎ মানব জীবনে স্বাস্থ্য ও অবসর সময় আল্লাহ তা'আলার বিরাট নি'আমত। কিন্তু অধিকাংশ লোক প্রবৃত্তির তাড়নায় আমোদ প্রমোদে লিপ্ত হয়ে সময় মত এ নি'আমতকে কাজে লাগায় না। ফলে পরবর্তীতে তাদের আফসোসের সীমা থাকে না। কারণ স্বাস্থ্য সব সময় একরকম থাকে না। যে কোন সময় রোগাক্রান্ত হতে পারে। অনুরূপভাবে অবসরের পর ব্যস্ততা আসতে পারে। তখন মানুষ ইবাদাত-বন্দেগী করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়ে যায়।)

٩٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَقُوْمُ مِنَ اللَّيْلِ حَتّٰى تَتَفَطَّرَ قَدَمَاهُ فَقُلْتُ لَهُ لِمَ تَصْنَعُ هٰذَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَقَدْ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَاَخَّرَ؟ قَالَ اَفَلاَ اُحِبُّ اَنْ اَكُوْنَ عَبْدًا شَكُوْرًا؟ متفق عليه هٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِيِّ وَنَحْوُهُ فِي الصَّحِيْحَيْنِ مِنْ رِوَايَةِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ .

৯৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে এত বেশি ইবাদাত করতেন যে, তাতে এমনকি তাঁর পা দু'খানা ফুলে ফেটে যেত। আমি তাঁকে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি এরূপ করছেন কেন, আপনার অতীত ও ভবিষ্যতের সমস্ত গুনাহ তো আল্লাহ মাফ করে দিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ আমি কি আল্লাহর কৃতজ্ঞ বান্দা হওয়া পছন্দ করব না? (বুখারী, মুসলিম)

হাদীসের মূল শব্দগুলো বুখারীর, বুখারী ও মুসলিমে মুগীরা ইবনে শোবা (রা)-র সূত্রেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে।

٩٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا دَخَلَ الْعَشْرُ اَحْيَا اللَّيْلَ وَاَيْقَظَ اَهْلَهُ وَجَدَّ وَشَدَّ الْمِئْزَرَ- متفق عليه . وَالْمُرَادُ الْعَشْرُ الْاَوَاخِرُ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ وَالْمِئْزَرُ الْاِزَارُ وَهُوَ كِنَايَةٌ عَنْ اعْتِزَالِ النِّسَاءِ وَقِيْلَ الْمُرَادُ تَشْمِيْرُهُ لِلْعِبَادَةِ يُقَالُ شَدَدْتُ لِهٰذَا الْاَمْرِ مِئْزَرِيْ اَيْ تَشَمَّرْتُ وَتَفَرَّغْتُ لَهُ .

৯৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান মাসের শেষ দশক এলে সারা রাত জেগে ইবাদাত করতেন এবং নিজের পরিবারবর্গকেও জাগিয়ে দিতেন। এ সময় তিনি কোমর বেঁধে ইবাদাতে লেগে যেতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٠٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمُؤْمِنُ الْقَوِىُّ خَيْرٌ وَاَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ مِنَ الْمُؤْمِنِ الضَّعِيْفِ وَفِىْ كُلٍّ خَيْرٌ اِحْرِصْ عَلٰى مَا يَنْفَعُكَ وَاسْتَعِنْ بِاللّٰهِ وَلاَ تَعْجَزْ وَاِنْ اَصَابَكَ شَىْءٌ فَلاَ تَقُلْ لَوْ اَنِّىْ فَعَلْتُ كَانَ كَذَا وَكَذَا وَلٰكِنْ قُلْ قَدَّرَ اللّٰهُ وَمَا شَاءَ فَعَلَ فَاِنَّ لَوْ تَفْتَحُ عَمَلَ الشَّيْطَانِ- رواه مسلم.

১০০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ শক্তিশালী মুমিন আল্লাহ্‌র নিকট দুর্বল মুমিনের চেয়ে বেশি ভালো ও বেশি প্রিয়। আর প্রত্যেকের মধ্যেই কল্যাণ রয়েছে। যা তোমার জন্য উপকারী তার প্রতি লোভ কর এবং আল্লাহ্‌র কাছে সাহায্য চাও, দুর্বল হয়ো না। যদি তোমার কোন বিপদ আসে তবে এ কথা বলো না, যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে ঐরূপ হতো। বরং এ কথা বল যে, আল্লাহ তাকদীরে এটাই রেখেছেন এবং তিনি যা চান তাই করেন। কেননা 'যদি' শব্দটি শয়তানের কাজের দরজা খুলে দেয়। (মুসলিম)

١٠١- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حُجِبَتِ النَّارُ بِالشَّهَوَاتِ وَحُجِبَتِ الْجَنَّةُ بِالْمَكَارِهِ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حُفَّتْ بَدَلَ حُجِبَتْ وَهُوَ بِمَعْنَاهُ اَىْ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا هٰذَا الْحِجَابُ فَاِذَا فَعَلَهُ دَخَلَهَا .

১০১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জাহান্নামকে লোভনীয় জিনিস দিয়ে আড়াল করে রাখা হয়েছে এবং জান্নাতকে দুঃখ-কষ্টের আড়ালে রাখা হয়েছে।[১৯] (বুখারী, মুসলিম)

١٠٢- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاتَ لَيْلَةٍ فَافْتَتَحَ الْبَقَرَةَ فَقُلْتُ يَرْكَعُ عِنْدَ الْمِائَةِ ثُمَّ مَضٰى فَقُلْتُ يُصَلِّىْ بِهَا فِىْ رَكْعَةٍ فَمَضٰى فَقُلْتُ يَرْكَعُ بِهَا ثُمَّ افْتَتَحَ النِّسَاءَ فَقَرَأَهَا ثُمَّ افْتَتَحَ اٰلَ عِمْرَانَ فَقَرَأَهَا يَقْرَأُ مُتَرَسِّلاً اِذَا مَرَّ بِاٰيَةٍ فِيْهَا تَسْبِيْحٌ سَبَّحَ وَاِذَا مَرَّ بِسُؤَالٍ سَأَلَ وَاِذَا مَرَّ بِتَعَوُّذٍ تَعَوَّذَ ثُمَّ رَكَعَ فَجَعَلَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْعَظِيْمِ فَكَانَ رُكُوْعُهُ نَحْوًا مِنْ قِيَامِهِ ثُمَّ قَالَ سَمِعَ اللّٰهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا لَكَ

---

১৯. এ হাদীসের অর্থ এই যে, লোভ-লালসা ও ভোগবিলাসে যে ব্যক্তি মগ্ন থাকে সে জাহান্নামে যাওয়ার যোগ্য হয়। আর যে ব্যক্তি বিপদ-আপদ ও দুঃখ-কষ্ট স্বীকার করে দীনের উপর কায়েম থাকে সে জান্নাতে যাওয়ার যোগ্য হয়। (অনুবাদক)

الْحَمْدُ ثُمَّ قَامَ قِيَامًا طَوِيْلاً قَرِيْبًا مِمَّا رَكَعَ ثُمَّ سَجَدَ فَقَالَ سُبْحَانَ رَبِّىَ الْاَعْلٰى فَكَانَ سُجُوْدُهُ قَرِيْبًا مِّنْ قِيَامِه- رواه مسلم .

১০২। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাতে নামায পড়েছি। তিনি সূরা আল বাকারা তিলাওয়াত শুরু করলেন। আমি মনে মনে ভাবলাম, তিনি হয়ত এক শত আয়াত পড়ে রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি তারপরও পড়তে লাগলেন। ভাবলাম, তিনি হয়ত এ সূরা এক রাকাতেই পড়ে শেষ করবেন। তিনি একাধারে পড়তে থাকলেন। ভাবলাম, তিনি এরপরই রুকূ করবেন। কিন্তু তিনি সূরা আন্ নিসা শুরু করে দিলেন। এটা পড়ে শেষ করে তিনি সূরা আলে ইমরান শুরু করলেন। তিনি ধীরে ধীরে তার্তীলের সাথে পড়ছিলেন। যখন এমন কোন আয়াত পড়তেন, যাতে আল্লাহ্র তাসবীহ বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে তিনি তাসবীহ পড়তেন। আর যেখানে কোন কিছু চাওয়ার আয়াত পড়তেন সেখানে তিনি আল্লাহ্র নিকট চাইতেন। আবার যেখানে আশ্রয় প্রার্থনার আয়াত পড়তেন সেখানে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। তারপর তিনি রুকূতে গিয়ে বলেন, "সুবহানা রব্বিয়াল আযীম" (আমার মহান প্রভু পবিত্র)। তাঁর রুকূও কিয়ামের মত দীর্ঘ ছিল। তারপর তিনি "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ্" (যে ব্যক্তি আল্লাহর প্রশংসা করে, তিনি তার প্রশংসা শুনেন) বলেন। তারপর প্রায় রুকূর মত দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকলেন। তারপর সিজদায় গিয়ে বলেন ঃ "সুবহানা রব্বিয়াল আ'লা" (আমার রব পবিত্র যিনি সর্বোচ্চ)। তাঁর সিজদাও দাঁড়ানোর মত দীর্ঘ ছিল। (মুসলিম)

١٠٣- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَاَطَالَ الْقِيَامَ حَتّٰى هَمَمْتُ بِاَمْرِ سُوْءٍ قِيْلَ وَمَا هَمَمْتَ بِه؟ قَالَ هَمَمْتُ اَنْ اَجْلِسَ وَاَدَعَهُ-متفق عليه.

১০৩। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এক রাতে নামায আদায় করেছি। তিনি নামাযে দীর্ঘক্ষণ দাঁড়িয়েছিলেন, এমনকি আমি একটা খারাপ কাজের ইচ্ছা করলাম। ইবনে মাসউদকে জিজ্ঞেস করা হল, আপনি কিরূপ খারাপ কাজের ইচ্ছা করেছিলেন? তিনি বলেন, আমি তাঁকে নামাযে দাঁড়ানোরত রেখে বসে পড়ার ইচ্ছা করেছিলাম। (বুখারী, মুসলিম)

١٠٤- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلاَثَةٌ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَعَمَلُهُ فَيَرْجِعُ اِثْنَانِ وَيَبْقٰى وَاحِدٌ يَرْجِعُ اَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْقٰى عَمَلُهُ- متفق عليه .

১০৪। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মৃত ব্যক্তিকে তিনটি জিনিস অনুসরণ করে ঃ তার পরিবার, তার মাল এবং তার আমল। তারপর দু'টি ফিরে আসে, আর একটি থেকে যায়। ফিরে আসে তার পরিবার ও মাল, আর থেকে যায় তার আমল। (বুখারী, মুসলিম)

١٠٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْجَنَّةُ اَقْرَبُ اِلٰى اَحَدِكُمْ مِنْ شِرَاكِ نَعْلِهِ وَالنَّارُ مِثْلُ ذٰلِكَ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ .

১০৫। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জান্নাত তোমাদের প্রত্যেকের জন্য তার জুতার ফিতার চেয়েও নিকটে, আর জাহান্নামও। (বুখারী)

١٠٦- عَنْ اَبِيْ فِرَاسٍ رَبِيْعَةَ بْنِ كَعْبٍ الْاَسْلَمِيِّ خَادِمِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ اَهْلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ اَبِيْتُ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاٰتِيْهِ بِوَضُوْئِهِ وَحَاجَتِهِ فَقَالَ سَلْنِيْ فَقُلْتُ اَسْأَلُكَ مُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ فَقَالَ اَوَ غَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ هُوَ ذَاكَ قَالَ فَاَعِنِّيْ عَلٰى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ. رواه مسلم.

১০৬। আবু ফিরাস রবী'আ ইবনে কা'ব আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খাদেম এবং আসহাবে সুফ্ফার সদস্য ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রাত যাপন করতাম এবং তাঁকে উযুর পানি ও অন্যান্য প্রয়োজনীয় জিনিস এনে দিতাম। (একদা) তিনি আমাকে বলেন ঃ আমার নিকট (তোমার যা ইচ্ছা) চাও। আমি বললাম, আমি জান্নাতে আপনার সাথে থাকতে চাই। তিনি বলেন ঃ এছাড়া আর কিছু? আমি বললাম, ওটাই চাই। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি তোমার নিজের জন্য বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায) দ্বারা আমাকে সাহায্য কর। (মুসলিম)

١٠٧- عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ اَبُوْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ عَلَيْكَ بِكَثْرَةِ السُّجُوْدِ فَاِنَّكَ لَنْ تَسْجُدَ لِلّٰهِ سَجْدَةً اِلاَّ رَفَعَكَ اللّٰهُ بِهَا دَرَجَةً وَحَطَّ عَنْكَ بِهَا خَطِيْئَةً- رواه مسلم .

১০৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযাদকৃত দাস সাওবান (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমার বেশি বেশি সিজদা (অর্থাৎ নামায) করা উচিত। কেননা তুমি আল্লাহ্‌র জন্য একটা সিজদা করলেই তা দ্বারা আল্লাহ অবশ্যই তোমাকে একটা উচ্চ মর্যাদা দান করেন এবং তোমার একটি গুনাহ মাফ করে দেন। (মুসলিম)

١٠٨- عَنْ اَبِىْ صَفْوَانَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ بُسْرٍ الْاَسْلَمِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ النَّاسِ مَنْ طَالَ عُمُرُهُ وَحَسُنَ عَمَلُهُ-رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১০৮। আবু সাফওয়ান আবদুল্লাহ ইবনে বুস্‌র্ আসলামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সেই ব্যক্তি উত্তম যে দীর্ঘ জীবন লাভ করেছে এবং উত্তম কাজ করেছে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং একে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٠٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ غَابَ عَمِّىْ اَنَسُ بْنُ النَّضْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ قِتَالِ بَدْرٍ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ غِبْتُ عَنْ اَوَّلِ قِتَالٍ قَاتَلْتَ الْمُشْرِكِيْنَ لَئِنِ اللّٰهُ اَشْهَدَنِىْ قِتَالَ الْمُشْرِكِيْنَ لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ مَا اَصْنَعُ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ اُحُدٍ انْكَشَفَ الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اَعْتَذِرُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِىْ اَصْحَابَهُ وَاَبْرَاُ اِلَيْكَ مِمَّا صَنَعَ هٰؤُلاَءِ يَعْنِى الْمُشْرِكِيْنَ ثُمَّ تَقَدَّمَ فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ فَقَالَ يَا سَعْدُ بْنُ مُعَاذٍ اَلْجَنَّةُ وَرَبِّ الْكَعْبَةِ اِنِّىْ اَجِدُ رِيْحَهَا مِنْ دُوْنِ اُحُدٍ فَقَالَ سَعْدٌ فَمَا اسْتَطَعْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا صَنَعَ قَالَ اَنَسٌ فَوَجَدْنَا بِهٖ بِضْعًا وَّثَمَانِيْنَ ضَرْبَةً بِالسَّيْفِ اَوْ طَعْنَةً بِرُمْحٍ اَوْ رَمْيَةً بِسَهْمٍ وَوَجَدْنَاهُ قَدْ قُتِلَ وَمَثَّلَ بِهِ الْمُشْرِكُوْنَ فَمَا عَرَفَهُ اَحَدٌ اِلاَّ اُخْتُهُ بِبَنَانِهٖ قَالَ اَنَسٌ كُنَّا نَرٰى اَوْ نَظُنُّ اَنَّ هٰذِهِ الْاٰيَةَ نَزَلَتْ فِيْهِ وَفِىْ اَشْبَاهِهٖ (مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ صَدَقُوْا مَا عَاهَدُوا اللّٰهَ عَلَيْهِ)...اِلٰى اٰخِرِهَا- متفق عليه.

قَوْلُهُ لَيُرِيَنَّ اللّٰهُ رُوِيَ بِضَمِّ الْيَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ اَيْ لَيُظْهِرَنَّ اللّٰهُ ذٰلِكَ لِلنَّاسِ وَرُوِيَ بِفَتْحِهِمَا وَمَعْنَاهُ ظَاهِرٌ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

১০৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার চাচা আনাস ইবনে নাদ্‌র (রা) বদরের যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলেন। তাই তিনি বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি প্রথম যুদ্ধে অনুপস্থিত ছিলাম যা আপনি মুশরিকদের বিরুদ্ধে পরিচালনা করেছিলেন। যদি আল্লাহ আমাকে এখন মুশরিকদের সাথে কোন যুদ্ধে হাযির করে দেন তাহলে আমি কি করি তা নিশ্চয়ই আল্লাহ (মানুষকে) দেখিয়ে দেবেন। তারপর উহুদের যুদ্ধের দিন এলে মুসলিমগণ কাফিরদের আক্রমণের সম্মুখীন হলেন (অর্থাৎ বাহ্যত তাদের পরাজয় হল)। তখন আনাস ইবনে নাদ্‌র বললেন, হে আল্লাহ! আমার সাথীরা যা করেছে, আমি সেজন্য তোমার নিকট ওযর পেশ করছি এবং মুশরিকদের কার্যকলাপ থেকে আমার সকল প্রকার সম্পর্কহীনতা ঘোষণা করছি। তারপর তিনি অগ্রসর হলে তার সাথে সা'দ ইবনে মু'আযের দেখা হল। তাকে তিনি বলেন, হে সা'দ ইবনে মু'আয! কা'বার রবের কসম, আমি উহুদের পেছন থেকে জান্নাতের সুঘ্রাণ পাচ্ছি। সা'দ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! সে যে কি করেছে তা বর্ণনা করতে পারছি না। আনাস (রা) বলেন, আমরা তার শরীরে তলোয়ারের অথবা বর্শার অথবা তীরের ৮০টির বেশি আঘাত দেখতে পেয়েছি। আরও দেখলাম, সে শহীদ হয়ে গেছে, আর মুশরিকরা তার শরীরের অঙ্গ-প্রতঙ্গ কেটে দিয়েছে। তাই আমরা কেউ তাকে চিনতেই পারলাম না। তবে তার বোন তার আঙুলের ডগা দেখে তাকে চিনতে পেরেছে। আনাস বলেন, আমরা ধারণা করতাম যে, তার ও তার মত লোকদের ব্যাপারে এই আয়াত নাযিল হয়েছে ঃ "ঈমানদারদের মধ্যে এমন লোক রয়েছে যারা আল্লাহ্‌র নিকট কৃত ওয়াদাকে সত্য প্রমাণ করেছে। তাদের মধ্যে কেউ মৃত্যুবরণ করেছে, আর কেউ অপেক্ষায় আছে।" (বুখারী, মুসলিম)

١١٠- عَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ اٰيَةُ الصَّدَقَةِ كُنَّا نُحَامِلُ عَلٰى ظُهُوْرِنَا فَجَاءَ رَجُلٌ فَتَصَدَّقَ بِشَيْءٍ كَثِيْرٍ فَقَالُوْا مُرَاءٍ وَجَاءَ رَجُلٌ اٰخَرُ فَتَصَدَّقَ بِصَاعٍ فَقَالُوْا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ عَنْ صَاعِ هٰذَا فَنَزَلَتْ (اَلَّذِيْنَ يَلْمِزُوْنَ الْمُطَّوِّعِيْنَ مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ فِي الصَّدَقَاتِ وَالَّذِيْنَ لَا يَجِدُوْنَ اِلَّا جُهْدَهُمْ) الاية- متفق عليه .وَنُحَامِلُ بِضَمِّ النُّوْنِ وَبِالْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ اَيْ يَحْمِلُ اَحَدُنَا عَلٰى ظَهْرِهِ بِالْاُجْرَةِ وَيَتَصَدَّقُ بِهَا .

১১০। আবু মাসউদ উক্‌বা ইবনে আম্‌র আনসারী বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন সাদাকা সম্পর্কিত আয়াত নাযিল হল তখন আমরা পিঠে বোঝা বহন করতাম (এ কাজের মজুরী থেকে দান করতাম)। এক লোক এসে বেশি পরিমাণে দান করল। মুনাফিকরা বলল, এ ব্যক্তি রিয়াকার (লোক দেখানো কাজ করে)। এরপর আর এক লোক এসে এক সা' পরিমাণ দান করল। মুনাফিকরা বলল, আল্লাহ্ এই এক সা' পরিমাণ দানের মুখাপেক্ষী নন। তখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "মুমিনদের মধ্যে যারা আন্তরিক সন্তোষ সহকারে দান করে এবং যাদের নিকট শুধু তাই আছে যা তারা নিজেদের অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করেই দান করে তাদেরকে যারা বিদ্রূপ করে, তাদের (বিদ্রূপকারীদের) প্রতি আল্লাহ্ বিদ্রূপ করেন এবং তাদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে।" (বুখারী, মুসলিম)

١١١- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيْمَا يَرْوِىْ عَنِ اللّٰهِ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى اَنَّهُ قَالَ يَا عِبَادِىْ اِنِّىْ حَرَّمْتُ الظُّلْمَ عَلٰى نَفْسِىْ وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمْ مُحَرَّمًا فَلاَ تَظَالَمُوْا يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ ضَالٌّ اِلاَّ مَنْ هَدَيْتُهُ فَاسْتَهْدُوْنِىْ اَهْدِكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ جَائِعٌ اِلاَّ مَنْ اَطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُوْنِىْ اُطْعِمْكُمْ يَا عِبَادِىْ كُلُّكُمْ عَارٍ اِلاَّ مَنْ كَسَوْتُهُ فَاسْتَكْسُوْنِىْ اَكْسُكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ تُخْطِئُوْنَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَاَنَا اَغْفِرُ الذُّنُوْبَ جَمِيْعًا فَاسْتَغْفِرُوْنِىْ اَغْفِرْلَكُمْ يَا عِبَادِىْ اِنَّكُمْ لَنْ تَبْلُغُوْا ضُرِّىْ فَتَضُرُّوْنِىْ وَلَنْ تَبْلُغُوْا نَفْعِىْ فَتَنْفَعُوْنِىْ يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ كَانُوْا عَلٰى اَتْقٰى قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا زَادَ ذٰلِكَ فِىْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُم وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُم كَانُوْا عَلٰى اَفْجَرِ قَلْبِ رَجُلٍ وَّاحِدٍ مِّنْكُمْ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْكِىْ شَيْئًا يَا عِبَادِىْ لَوْ اَنَّ اَوَّلَكُمْ وَاٰخِرَكُمْ وَاِنْسَكُمْ وَجِنَّكُمْ قَامُوْا فِىْ صَعِيْدٍ وَّاحِدٍ فَسَاَلُوْنِىْ فَاَعْطَيْتُ كُلَّ اِنْسَانٍ مَسْاَلَتَهُ مَا نَقَصَ ذٰلِكَ مِمَّا عِنْدِىْ اِلاَّ كَمَا يَنْقُصُ الْمِخْيَطُ اِذَا اُدْخِلَ الْبَحْرَ يَا عِبَادِىْ اِنَّمَا هِىَ اَعْمَالُكُمْ اُحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ اُوَفِّيْكُمْ اِيَّاهَا فَمَنْ وَجَدَ خَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللّٰهَ وَمَنْ وَجَدَ غَيْرَ ذٰلِكَ فَلاَ يَلُوْمَنَّ اِلاَّ نَفْسَهُ- قَالَ سَعِيْدٌ كَانَ اَبُوْ اِدْرِيْسَ اِذَا حَدَّثَ بِهٰذَا الْحَدِيْثِ جَثَا عَلٰى رُكْبَتَيْهِ- رواه

مسلم وَرَوَيْنَا عَنِ الْاِمَامِ اَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ لَيْسَ لِاَهْلِ الشَّامِ حَدِيْثٌ اَشرَفُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيْثِ .

১১১। আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান আল্লাহ থেকে বর্ণনা করেছেন যে, তিনি বলেন ঃ হে আমার বান্দারা! আমি নিজের উপর যুল্‌মকে হারাম করে রেখেছি এবং তোমাদের জন্যও তা হারাম করেছি। কাজেই তোমরা পরস্পর যুল্‌ম করো না। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে হিদায়াত দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই পথভ্রষ্ট। কাজেই তোমরা আমার কাছে হিদায়াত চাও, আমি তোমাদেরকে হিদায়াত দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে খাদ্য দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই ক্ষুধার্ত। কাজেই তোমরা আমার কাছে খাদ্য চাও, আমি তোমাদেরকে খাদ্য দেব। হে আমার বান্দারা! আমি যাকে বস্ত্র দিয়েছি সে ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকেই বিবস্ত্র। কাজেই তোমরা আমার কাছে বস্ত্র চাও, আমি তোমাদেরকে বস্ত্র দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা রাত-দিন ভুল করে থাক, আর আমি সমস্ত গুনাহ মাফ করে দিই। কাজেই তোমরা আমার কাছে গুনাহ মাফ চাও, আমি তোমাদেরকে মাফ করে দেব। হে আমার বান্দারা! তোমরা আমার কোন ক্ষতি করতে পারবে না, আমার কোন উপকারও করতে পারবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে মুত্তাকী লোকের দিলের মত হয়ে যায়, তবে তা আমার রাজত্বের কিছুই শ্রীবৃদ্ধি করবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ তোমাদের মধ্যকার সবচেয়ে খারাপ মানুষের দিলের মত দিলসম্পন্ন হয়ে যায়, তবুও তাতে আমার রাজত্বের এতটুকু মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হবে না। হে আমার বান্দারা! যদি তোমাদের পূর্বের ও পরের সমস্ত জিন ও মানুষ এক ময়দানে দাঁড়িয়ে একত্রে আমার কাছে চায় এবং আমি তাদের প্রত্যেককে তার চাহিদা পূরণ করে দিই, তাহলে তাতে আমার কাছে যে ভাণ্ডার রয়েছে তার অতটুকু কমে যায় যতটুকু সমুদ্রে একটি সূঁচ ফেললে তার পানি কমে যায় (অর্থাৎ সমুদ্রের মধ্যে একটি সূঁচ ফেলে দিলে যেমন তাতে সমুদ্রের পানির কিছুই কমে না, তেমনি আল্লাহ্‌র অসীম ভাণ্ডার থেকে প্রত্যেকের চাহিদা পূরণ করে দিলেও তার কিছুমাত্র কমে না)। হে আমার বান্দারা! আমি তোমাদের নেক আমলকে তোমাদের জন্য জমা করে রাখছি, তারপর আমি তোমাদেরকে তার পূর্ণ বিনিময় দেব। কাজেই যে ব্যক্তি কোন কল্যাণ পায়, সে যেন আল্লাহ্‌র প্রশংসা করে। আর যে ব্যক্তি অন্য কিছু পায়, সে যেন নিজেকেই তিরস্কার করে।

সাঈদ (র) বলেন, আবু ইদরীস যখন এই হাদীস বর্ণনা করতেন, তখন হাঁটু ভাঁজ করে পড়ে যেতেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীস রিওয়ায়াত করেছেন এবং ইমাম আহমাদ ইবনে হাম্বল (র) বলেন ঃ সিরিয়াবাসীদের কাছে এর চাইতে বেশি মর্যাদাপূর্ণ আর কোন হাদীস নেই।

অনুচ্ছেদ ঃ ১২

জীবনের শেষভাগে বেশি বেশি উত্তম কাজ করার প্রতি উৎসাহদান।[২০]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيْهِ مَنْ تَذَكَّرَ وَجَاءَكُمُ النَّذِيْرُ.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "আমি কি তোমাদেরকে এমন বয়স দান করিনি যাতে কেউ শিক্ষা গ্রহণ করতে চাইলে গ্রহণ করতে পারত? আর তোমাদের কাছে সতর্ককারীও তো এসেছিল।" (সূরা ফাতির ঃ ৩৭)

আবদুল্লাহ ইবনুল আব্বাস (রা) ও বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন ঃ 'আমি কি তোমাদেরকে এমন' এ বাক্যটিতে ষাট বছর বয়সের দিকে ইঙ্গিত করা হয়েছে। এই মতের সমর্থন পরবর্তী হাদীসেও পাওয়া যায়। এ ব্যাপারে কেউ কেউ আঠার বছরের কথাও বলেছেন। ইমাম হাসান, ইমাম কাল্‌বী ও মাসরূক (র) চল্লিশ বছরের ব্যাপারে একমত হয়েছেন। ইবনুল আব্বাস (রা)-র দ্বিতীয় একটি বক্তব্যও এই চল্লিশ বছরের সমর্থনে পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে মদীনাবাসীদের একটি আমল উদ্ধৃত করা হয়েছে যে, তাদের কেউ চল্লিশ বছরে পৌছে গেলে সে নিজের সময়কে ইবাদাতের জন্য নির্দিষ্ট করে নিত। আবার কেউ কেউ এর অর্থ করেছেন নিছক বালেগ হওয়া। আর দ্বিতীয় অংশ যাতে বলা হয়েছে, "তোমাদের কাছে সতর্ককারীও এসেছিল", এ সম্পর্কে ইবনুল আব্বাস (রা) ও অধিকাংশ বিশেষজ্ঞ আলিমের মতে এখানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। আরো বলা হয়েছে যে, এর অর্থ হচ্ছে বার্ধক্য। ইকরামা, ইবনে উয়াইনা প্রমুখ ইমাম এ অর্থ বর্ণনা করেছেন।

---

২০. মানুষ দুনিয়ায় সীমিত সময়ের জন্য আসে, তারপর এখান থেকে চিরবিদায় নিয়ে চলে যায়। কিন্তু কোথায় যায়? এ দুনিয়ায় কৃত ভালো-মন্দ কাজের প্রতিদান পাওয়ার জন্যই প্রত্যেককে মৃত্যুর পরবর্তী জীবনে চলে যেতে হয়। সেখানে আর কোন কাজ করার সুযোগ থাকে না। সেখানে শুধু হিসাব ও প্রতিদান।

এদিকে অনেকেরই প্রথম জীবনটা আল্লাহ্‌র দীনের জন্য কাজে লাগেনি। অনেকে আবার প্রথম জীবনে দীনের বহু কাজ ও খিদমাত করার পর শেষকালে দীনের পথে থাকতে পারে না। এই উভয় প্রকার লোকের জন্য জীবনের শেষকালে দীনের কাজে মগ্ন থাকা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নেই। তাছাড়া সকলেরই তো জীবনের সময় চলে যাচ্ছে এবং বিদায়ের সময় ঘনিয়ে আসছে। কাজেই এ সময় যথাসাধ্য সৎ কাজে মগ্ন থাকা একান্ত কর্তব্য। নবী (সা) তাঁর জীবনের শেষকালে বেশি বেশি ইবাদাত করে কাটিয়েছেন। যার শেষ ভালো তার সব ভালো। এ কারণেই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এ সময় বিশেষভাবে আখিরাতের জন্য বেশি বেশি উত্তম কাজের মাধ্যমে প্রস্তুত হতে উৎসাহ দিয়েছেন। (অনুবাদক)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ :

١١٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَعْذَرَ اللّٰهُ اِلَى امْرِئٍ اَخَّرَ اَجَلَهُ حَتّٰى بَلَغَ سِتِّيْنَ سَنَةً- رواه البخارى . قَالَ الْعُلَمَاءُ مَعْنَاهُ لَمْ يَتْرُكْ لَهُ عُذْرًا اِذْ اَمْهَلَهُ هٰذِهِ الْمُدَّةَ يُقَالُ اَعْذَرَ الرَّجُلُ اِذَا بَلَغَ الْغَايَةَ فِى الْعُذْرِ .

১১২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ যে ব্যক্তির মৃত্যুকে পিছিয়ে দেন তার বয়সের ৬০ বছর পর্যন্ত তার ওজর কবুল করতে থাকেন। (বুখারী)

١١٣- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ يُدْخِلُنِيْ مَعَ اَشْيَاخِ بَدْرٍ فَكَاَنَّ بَعْضَهُمْ وَجَدَ فِيْ نَفْسِهِ فَقَالَ لِمَ يَدْخُلُ هٰذَا مَعَنَا وَلَنَا اَبْنَاءُ مِثْلُهُ؟ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّهُ مِنْ حَيْثُ عَلِمْتُمْ فَدَعَانِيْ ذَاتَ يَوْمٍ فَاَدْخَلَنِيْ مَعَهُمْ فَمَا رَاَيْتُ اَنَّهُ دَعَانِيْ يَوْمَئِذٍ اِلاَّ لِيُرِيَهُمْ قَالَ مَا تَقُوْلُوْنَ فِيْ قَوْلِ اللّٰهِ تَعَالٰى (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) فَقَالَ بَعْضُهُمْ اُمِرْنَا نَحْمَدُ اللّٰهَ وَنَسْتَغْفِرُهُ اِذَا نَصَرَنَا وَفَتَحَ عَلَيْنَا وَسَكَتَ بَعْضُهُمْ فَلَمْ يَقُلْ شَيْئًا فَقَالَ لِيْ اَكَذٰلِكَ تَقُوْلُ يَا ابْنَ عَبَّاسٍ؟ فَقُلْتُ لاَ قَالَ فَمَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ هُوَ اَجَلُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَعْلَمَهُ لَهُ قَالَ (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) وَذٰلِكَ عَلاَمَةُ اَجَلِكَ (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا) فَقَالَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ مَا اَعْلَمُ مِنْهَا اِلاَّ مَا تَقُوْلُ- رواه البخارى .

১১৩। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উমার (রা) আমাকে বদরের যুদ্ধে যোগদানকারী বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সাথে মজলিসে বসাতেন। এতে তাদের কেউ কেউ যেন মনে মনে ক্ষুব্ধ হলেন এবং বলেন, এ ছেলেটি আমাদের সাথে কেন মজলিসে বসে? অথচ আমাদেরও তো তার বয়েসী ছেলেপেলে রয়েছে। উমার (রা) বলেন, এ ছেলেটি কোথাকার (অর্থাৎ নবী পরিবারের) তা তোমরা জান। একদিন তিনি আমাকে তাদের সাথে ডেকে আনলেন। আমার ধারণা হল, নিশ্চয়ই সেদিন তাদেরকে বিষয়টা বুঝিয়ে দেয়ার

জন্যই তিনি আমাকে ডেকে এনেছেন। তিনি বলেন, "ইযা জাআ নাসরুল্লাহ"-এর সম্পর্কে তোমাদের বক্তব্য কি? কেউ উত্তরে বলেন, আল্লাহ যেহেতু আমাদেরকে সাহায্য করেছেন এবং বিজয় দান করেছেন, কাজেই তাঁর প্রশংসা করা এবং তাঁর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করার জন্য আমাদেরকে হুকুম দেয়া হয়েছে। আর কেউ কেউ চুপ থাকলেন, কিছুই বললেন না। তারপর তিনি আমাকে বললেন, হে ইবনুল আব্বাস! তুমিও কি এরূপ কথাই বল? আমি বললাম, না। তিনি বলেন, তুমি কি বল? আমি বললাম, এটার অর্থ হচ্ছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকাল, যা আল্লাহ তাঁকে জানিয়ে দিয়েছেন। অর্থাৎ আল্লাহ এরূপ বলেছেন যে, যেহেতু আল্লাহ্র সাহায্য ও বিজয় এসে গেছে এবং সেটা তোমার ইন্তিকালের লক্ষণ, কাজেই তুমি তোমার রবের প্রশংসা কর এবং তাঁর নিকট ক্ষমা চাও। তিনি তাওবা কবুলকারী। এরপর উমার (রা) বলেন, এ ব্যাপারে তুমি যা বলছ সেটা ছাড়া আমি আর কিছু জানি না। (বুখারী)

١١٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا صَلّٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلاَةً بَعْدَ اَنْ نَزَلَتْ عَلَيْهِ (اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) الاَّ يَقُوْلُ فِيْهَا سُبْحَانَكَ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ عَنْهَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ فِيْ رُكُوْعِهِ وَسُجُوْدِهِ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ.

معنى "يَتَأَوَّلُ الْقُرْآنَ" أى : يَعْمَلُ مَا أُمِرَ بِهِ فِى الْقُرْآنِ فِيْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : (فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ).

وَفِى رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ اَنْ يَّقُوْلَ قَبْلَ اَنْ يَّمُوْتَ سُبْحَانَكَ اَللّٰهُمَّ وَبِحَمْدِكَ اَسْتَغْفِرُكَ وَاَتُوْبُ اِلَيْكَ قَالَتْ عَائِشَةُ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا هٰذِهِ الْكَلِمَاتُ الَّتِيْ اَرَاكَ اَحْدَثْتَهَا تَقُوْلُهَا ؟ قَالَ جُعِلَتْ لِيْ عَلاَمَةٌ فِيْ اُمَّتِيْ اِذَا رَاَيْتُهَا قُلْتُهَا (اذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ) اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاكَ تُكْثِرُ مِنْ قَوْلِ

سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ؟ فَقَالَ اَخْبَرَنِىْ رَبِّىْ اَنِّىْ سَاَرٰى عَلَامَةً فِىْ اُمَّتِىْ فَاِذَا رَاَيْتُهَا اَكْثَرْتُ مِنْ قَوْلِ سُبْحَانَ اللّٰهِ وَبِحَمْدِهِ اَسْتَغْفِرُ اللّٰهَ وَاَتُوْبُ اِلَيْهِ فَقَدْ رَاَيْتُهَا (اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللّٰهِ وَالْفَتْحُ (فَتْحُ مَكَّةَ) وَرَاَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُوْنَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ اَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ اِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا.) مَعْنٰى يَتَاَوَّلُ الْقُرْاٰنَ اَىْ يَعْمَلُ مَا اُمِرَ بِهِ فِى الْقُرْاٰنِ فِىْ قَوْلِهِ تَعَالٰى : فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْهُ .

১১৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, "ইযা জাআ নাসরুল্লাহি ওয়াল ফাতহু" সূরা নাযিল হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রতি নামাযেই "সুবহানাকা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগফিরলী" অবশ্যই বলতেন। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অপর রিওয়ায়াতে আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত হয়েছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রুকূ ও সিজদায় বেশি বেশি করে বলতেন ঃ "সুব্হানাকা আল্লাহুম্মা রাব্বানা ওয়া বিহামদিকা, আল্লাহুম্মাগ্ফির্লী"। অর্থাৎ আল কুরআনে আল্লাহ "ফাসাব্বিহ বিহাম্দি রাব্বিকা ওয়াস্তাগ্ফির্হু"-এর মধ্যে যে তাসবীহ ও ইস্তিগফারের হুকুম দিয়েছেন তার উপর তিনি আমল করতেন।

মুসলিমের এক বর্ণনায় আছে যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্বে বেশি বেশি করে বলতেন ঃ "সুবহানাকা ওয়া বিহামদিকা আস্তাগফিরুকা ওয়া আতূবু ইলাইকা।" আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই নতুন কথাগুলো কী যা আপনাকে বলতে দেখছি? তিনি বলেন ঃ আমার জন্য আমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত সৃষ্টি করা হয়েছে। যখন আমি তা দেখি, এ কথাগুলো বলি। তারপর তিনি সূরা আন্ নাস্র শেষ পর্যন্ত পড়লেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি" এ দু'আটি খুব বেশি করে পড়তেন। আয়িশা (রা) বলেন, আমি বললাম ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি দেখছি আপনি এ কালেমাগুলো খুব বেশি বেশি পড়ছেন ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি"। তিনি বলেন ঃ আমার রব আমাকে জানিয়েছেন, তুমি শীঘ্রই তোমার উম্মাতের মধ্যে একটি আলামত দেখতে পাবে। কাজেই যখন তা দেখতে পাই তখন আমি এই বাক্যগুলো বেশি বেশি করে বলি ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি আস্তাগ্ফিরুল্লাহা ওয়া আতূবু ইলাইহি।" আর আমি এই আলামত দেখতে পেয়েছি। আল্লাহ বলেছেন ঃ "যখন আল্লাহ্র সাহায্য আসে এবং বিজয় সম্পন্ন হয়"

অর্থাৎ মক্কা বিজয় "এবং তুমি লোকদেরকে দেখ দলে দলে ইসলাম গ্রহণ করছে, তখন নিজের রবের তাসবীহ ও তাহমীদ করো এবং তাঁর কাছে ইসতিগ্‌ফার করো। তিনি বড়ই তাওবা কবুলকারী।"

١١٥- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ عَزَّ وَجَلَّ تَابَعَ الْوَحْيَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ وَفَاتِهِ حَتّٰى تُوُفِّيَ اَكْثَرَ مَا كَانَ الْوَحْيُ. متفق عليه.

১১৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মহান আল্লাহ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর তাঁর ইন্তিকালের কাছাকাছি সময় থেকে তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত একাধারে পূর্বের চেয়ে বেশি ওহী নাযিল করেছেন। (বুখারী, মুসলিম)

١١٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُبْعَثُ كُلُّ عَبْدٍ عَلٰى مَا مَاتَ عَلَيْهِ- رواه مسلم.

১১৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক বান্দাকে ঐ অবস্থায় পুনর্জীবিত করা হবে যে অবস্থায় সে মারা গেছে। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৩

উত্তম কাজের বিবিধ পন্থা।[২১]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ فَاِنَّ اللّٰهَ بِهٖ عَلِيْمٌ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "তোমরা যে কোন উত্তম কাজ কর, আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণভাবে অবগত।" (সূরা আল বাকারা ঃ ২১৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا تَفْعَلُوْا مِنْ خَيْرٍ يَّعْلَمْهُ اللّٰهُ .

---

২১. উত্তম কাজ বহু প্রকার এবং অনেক ব্যাপক। কতকগুলো বিশেষ ধর্মীয় কাজকেই কেবল উত্তম ও সৎ কাজ বলা হয় না। আল কুরআন ও হাদীসে আমলে সালেহ্ ও খায়ের (সৎ কাজ)-এর গুরুত্ব ঈমানের মতই। মূল ঈমানের সাথে সামঞ্জস্য রাখে এবং তার দাবি পূরণ করে এমন যে কোন কাজকেই আমলে সালেহ, উত্তম কাজ বলা হয়েছে। ব্যক্তি জীবন থেকে শুরু করে সমষ্টিগত জীবনের সর্বস্তরের এরূপ ছোট-বড় কল্যাণকর কাজকেই দীনী কাজ বলা হয়। সমাজকল্যাণমূলক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পারিবারিক ইত্যাদি সব রকমের কাজই ইসলামের অনুশাসন অনুযায়ী হলে তা আমলে সালেহ, উত্তম ও দীনী কাজ হিসেবে পরিগণিত হয়। আর এসব কাজের মাধ্যমেই প্রকৃত ঈমানের পরিচয় ও প্রমাণ পাওয়া যায়। (অনুবাদক)

(২) "তোমরা যে কোন উত্তম কাজ কর তা আল্লাহ জানেন।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৯৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَمَنْ يَّعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَّرَهٗ .

(৩) "কোন ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ আমলে সালেহ করলেও তা সে দেখতে পাবে।" (সূরা আয্ যিলযাল ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهٖ .

(৪) "যে ব্যক্তি আমলে সালেহ করে তা তার নিজের জন্যই।" (সূরা আল জাসিয়া ঃ ১৫)

وَالْاٰيَاتُ فِي الْبَابِ كَثِيْرَةٌ وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَكَثِيْرَةٌ جِدًّا وَهِيَ غَيْرُ مُنْحَصِرَةٍ فَنَذْكُرُ طَرَفًا مِنْهَا :

١١٧- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ جُنْدُبِ بْنِ جُنَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيُّ الْاَعْمَالِ اَفْضَلُ؟ قَالَ الْاِيْمَانُ بِاللّٰهِ وَالْجِهَادُ فِيْ سَبِيْلِهٖ قُلْتُ اَيُّ الرِّقَابِ اَفْضَلُ؟ قَالَ اَنْفَسُهَا عِنْدَ اَهْلِهَا وَاَكْثَرُهَا ثَمَنًا قُلْتُ فَاِنْ لَمْ اَفْعَلْ قَالَ تُعِيْنُ صَانِعًا اَوْ تَصْنَعُ لِاَخْرَقَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ ضَعُفْتُ عَنْ بَعْضِ الْعَمَلِ؟ قَالَ تَكُفُّ شَرَّكَ عَنِ النَّاسِ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ مِنْكَ عَلٰى نَفْسِكَ- متفق عليه . الصَّانِعُ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ هٰذَا هُوَ الْمَشْهُوْرُ وَرُوِيَ ضَائِعًا بِالْمُعْجَمَةِ اَيْ ذَا ضَيَاعٍ مِنْ فَقْرٍ اَوْ عِيَالٍ وَنَحْوِ ذٰلِكَ وَالْاَخْرَقُ الَّذِيْ لَا يُتْقِنُ مَا يُحَاوِلُ فِعْلَهٗ .

১১৭। আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জিজ্ঞেস করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কোন কাজটি সবচেয়ে উত্তম? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র প্রতি ঈমান এবং তাঁর পথে জিহাদ। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কোন্ গোলাম আযাদ করা উত্তম? তিনি বলেন ঃ যে গোলাম তার মালিকের নিকট বেশি প্রিয় এবং যার মূল্য বেশি। আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি যদি (দারিদ্র্যের কারণে) এ কাজ না করতে পারি? তিনি বলেন ঃ কোন কারিগরকে সাহায্য করবে অথবা এমন কোন লোককে কাজ শিখিয়ে দেবে যে জানে না। আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনি কি মনে করেন আমি যদি এই কাজও না করতে পারি? তিনি বলেন ঃ মানুষের ক্ষতি করা থেকে বিরত থাক। তা তোমার পক্ষ থেকে তোমার জন্যই সাদাকা। (বুখারী, মুসলিম)

١١٨- عَنْ اَبِيْ ذَرٍّ اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يُصْبِحُ عَلٰى كُلِّ سُلَامٰى مِنْ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ فَكُلُّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةٌ وَكُلُّ

تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وكُلُّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ وكُلُّ تَكبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَيُجْزِئُ مِنْ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنَ الضُّحٰى- رواه مسلم. السُّلاَمٰى بِضَمِّ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَخْفِيْفِ اللاَّمِ وَفَتْحِ الْمِيْمِ الْمَفْصِلُ.

১১৮। আবু যার জুনদুব ইবনে জুনাদা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের যে কোন লোকেরই শরীরের প্রতিটি সংযোগস্থলের উপর সাদাকা (ওয়াজিব) হয়। সুব্হানাল্লাহ্, আলহামদু লিল্লাহ্, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, আল্লাহু আকবার– এসবের প্রতিটি এক একটি সাদাকা। সৎ কাজের হুকুম দেয়া এবং অসৎ কাজে নিষেধ করাও সাদাকা। আর এসব চাশত্-এর (দুপুরের পূর্বেকার) দুই রাক'আত নামায পড়লে পূরণ হয়ে যায়। (মুসলিম)

١١٩- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عُرِضَتْ عَلَيَّ اَعْمَالُ اُمَّتِيْ حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا فَوَجَدْتُ فِيْ مَحَاسِنِ اَعْمَالِهَا الْاَذٰى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيْقِ وَوَجَدْتُ فِيْ مَسَاوِيءِ اَعْمَالِهَا النُّخَاعَةَ تَكُوْنُ فِى الْمَسْجِدِ لاَ تُدْفَنُ- رواه مسلم .

১১৯। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট আমার উম্মাতের ভালো ও মন্দ কাজ পেশ করা হয়েছে। তাতে আমি পথ থেকে কষ্টদায়ক জিনিস সরিয়ে দেয়া ভালো কাজের অন্তর্ভুক্ত দেখলাম এবং মসজিদে পতিত থুথু মাটিতে পুঁতে না ফেলা মন্দ কাজের অন্তর্ভুক্ত পেলাম। (মুসলিম)

١٢٠- وَعَنْهُ اَنَّ نَاسًا قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ذَهَبَ اَهْلُ الدُّثُوْرِ بِالْاُجُوْرِ يُصَلُّوْنَ كَمَا نُصَلِّيْ وَيَصُوْمُوْنَ كَمَا نَصُوْمُ وَيَتَصَدَّقُوْنَ بِفُضُوْلِ اَمْوَالِهِمْ قَالَ اَوَلَيْسَ قَدْ جَعَلَ اللّٰهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُوْنَ بِهِ اِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيْحَةٍ صَدَقَةً وكُلِّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةً وكُلِّ تَحْمِيْدَةٍ صَدَقَةً وكُلِّ تَهْلِيْلَةٍ صَدَقَةً وَاَمْرٌ بِالْمَعْرُوْفِ صَدَقَةٌ وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ صَدَقَةٌ وَفِيْ بُضْعِ اَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَيَاْتِيْ اَحَدُنَا شَهْوَتَهُ وَيَكُوْنُ لَهُ فِيْهَا اَجْرٌ؟ قَالَ اَرَاَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِيْ حَرَامٍ اَكَانَ عَلَيْهِ وِزْرٌ؟ فَكَذٰلِكَ اِذَا وَضَعَهَا فِى الْحَلاَلِ كَانَ لَهُ اَجْرٌ- رواه مسلم. اَلدُّثُوْرُ بِالثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْاَمْوَالُ وَاحِدُهَا دَثْرٌ .

১২০। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। কতিপয় লোক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ধনীরা তো সব সাওয়াব নিয়ে গেল। আমরা যেমন নামায পড়ি তারাও তেমনি নামায পড়ে। আমরা যেমন রোযা রাখি তারাও তেমনি রোযা রাখে। (কিন্তু) তারা তাদের উদ্বৃত্ত মাল থেকে দান করে (যা আমরা করতে পারি না)। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ কি তোমাদের জন্য এমন ব্যবস্থা করেননি যার মাধ্যমে তোমরা দান করতে পার? (জেনে রাখ) প্রতিবার সুব্হানাল্লাহ্ বলা সাদাকা (দান), আল্লাহু আকবার বলা সাদাকা, আলহামদু লিল্লাহ্ বলা সাদাকা, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা সাদাকা, সৎ কাজের হুকুম করা সাদাকা, অসৎ কাজ করতে নিষেধ করা সাদাকা এবং তোমাদের স্ত্রীর সাথে মিলনও সাদাকা। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের কেউ তার যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করলে তাতেও সাওয়াব হয়? তিনি বলেন ঃ আচ্ছা বলত, যদি কেউ হারাম উপায়ে যৌন আকাঙ্ক্ষা পূরণ করে তবে তার গুনাহ হবে কি না? এভাবে হালাল পন্থায় এ কাজ করলে তার সাওয়াব হবে। (মুসলিম)

١٢١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ لِي النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَحْقِرَنَّ مِنَ الْمَعْرُوْفِ شَيْئًا وَلَوْ اَنْ تَلْقٰى اَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلِيْقٍ- رواه مسلم .

১২১। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সৎ কাজকে তুচ্ছ মনে করো না, যদিও তা তোমার ভাইয়ের সাথে হাসিমুখে সাক্ষাত করার কাজ হয়। (মুসলিম)

١٢٢- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلاَمٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِيْ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خُطْوَةٍ تَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَتُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ- متفق عليه.

وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ اَيْضًا مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّهُ خُلِقَ كُلُّ اِنْسَانٍ مِنْ بَنِيْ اٰدَمَ عَلٰى سِتِّيْنَ وَثَلاَثِ مِائَةِ مَفْصَلٍ فَمَنْ كَبَّرَ اللّٰهَ وَحَمِدَ اللّٰهَ وَهَلَّلَ اللّٰهَ وَسَبَّحَ اللّٰهَ وَاسْتَغْفَرَ اللّٰهَ وَعَزَلَ حَجَرًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ شَوْكَةً اَوْ عَظْمًا عَنْ طَرِيْقِ النَّاسِ اَوْ اَمَرَ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ نَهٰى عَنْ

مُنْكَرٍ عَدَدَ السِّتِّيْنَ وَالثَّلاَث مَائَةِ فَانَّهُ يُمْشِىْ يَوْمَئِذٍ وَقَدْ زَحْزَحَ نَفْسَهُ عَنِ النَّارِ.

১২২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সূর্যোদয় হয় এমন প্রতিটি দিন মানুষের শরীরের প্রতিটি সংযোগস্থলের জন্য সাদাকা ওয়াজিব হয়। তুমি দু'জনের মধ্যে যে সুবিচার কর তা সাদাকা। তুমি মানুষকে তার বাহনে তুলে দিয়ে অথবা তার উপর তার আসবাবপত্র উঠিয়ে দিয়ে যে সাহায্য কর তাও সাদাকা। ভালো কথা বলাও সাদাকা। নামাযের দিকে যাওয়ার সময় তোমার প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা। রাস্তা থেকে তুমি যে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেল তাও সাদাকা। (বুখারী, মুসলিম)

ইমাম মুসলিম এই একই হাদীস আয়িশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি আদম সন্তানকে তিন শত ষাটটি গ্রন্থির সমন্বয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। অতএব যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র মহত্ত্ব বর্ণনা করে, তাঁর প্রশংসা করে, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলে, সুবহানাল্লাহ বলে, তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করে, লোকদের যাতায়াতের পথ থেকে পাথর অথবা কাঁটা অথবা হাড় সরিয়ে দেয় অথবা সৎ কাজের আদেশ করে অথবা খারাপ কাজ করতে নিষেধ করে– এসব কিছু সংখ্যায় তিন শত ষাট হয়ে যায়। আর এ লোকটির সারাটা দিন এভাবে কাটে যে, সে নিজেকে জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে রাখল।

١٢٣- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ غَدَا اِلَى الْمَسْجِدِ اَوْ رَاحَ اَعَدَّ اللّٰهُ لَهُ فِى الْجَنَّةِ نُزُلاً كُلَّمَا غَدَاً اَوْ رَاحَ- متفق عليه. النُّزُلُ الْقُوْتُ وَالرِّزْقُ وَمَا يُهَيَّا لِلضَّيْفِ .

১২৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সকালে কিংবা সন্ধ্যায় মসজিদে আসে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে প্রতি সকাল ও সন্ধ্যায় মেহমানদারির ব্যবস্থা করেন। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ- متفق عليه قَالَ الْجَوْهَرِىُّ الْفِرْسِنُ مِنَ الْبَعِيْرِ كَالْحَافِرِ مِنَ الدَّابَّةِ قَالَ وَرُبَّمَا اسْتُعِيْرَ فِى الشَّاةِ .

১২৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মুসলিম নারীগণ! কোন মহিলা যেন তার প্রতিবেশী মহিলাকে ছাগলের খুর হলেও তা দিতে অবজ্ঞা না করে (অর্থাৎ দানের পরিমাণ নগণ্য হলেও তা দিতে বা নিতে সংকোচবোধ করা উচিত নয়)। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٥- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْاِيْمَانُ بِضْعٌ وَّسَبْعُونَ اَوْ بِضْعٌ وَّسِتُّوْنَ شُعْبَةً فَاَفْضَلُهَا قَوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَدْنَاهَا اِمَاطَةُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيَاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْاِيْمَانِ- متفق عليه اَلْبِضْعُ مِنْ ثَلاَثَةٍ اِلٰى تِسْعَةٍ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَقَدْ تُفْتَحُ وَالشُّعْبَةُ الْقِطْعَةُ .

১২৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঈমানের সত্তরের কিছু বেশি অথবা ষাটের কিছু বেশি শাখা আছে। তন্মধ্যে সর্বোত্তম শাখা হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলা, আর সাধারণ শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরিয়ে ফেলা। লজ্জাও ঈমানের একটি শাখা। (বুখারী, মুসলিম)

١٢٦- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ بَيْنَمَا رَجُلٌ يَّمْشِىْ بِطَرِيْقٍ اشْتَدَّ عَلَيْهِ الْعَطَشُ فَوَجَدَ بِئْرًا فَنَزَلَ فِيْهَا فَشَرِبَ ثُمَّ خَرَجَ فَاِذَا كَلْبٌ يَّلْهَثُ يَاْكُلُ الثَّرٰى مِنَ الْعَطَشِ فَقَالَ الرَّجُلُ لَقَدْ بَلَغَ هٰذَا الْكَلْبَ مِنَ الْعَطَشِ مِثْلُ الَّذِىْ كَانَ قَدْ بَلَغَ مِنِّىْ فَنَزَلَ الْبِئْرَ فَمَلَاَ خُفَّهُ مَاءً ثُمَّ اَمْسَكَهُ بِفِيْهِ حَتّٰى رَقِىَ فَسَقَى الْكَلْبَ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لَنَا فِى الْبَهَائِمِ اَجْرًا ؟ فَقَالَ فِىْ كُلِّ كَبِدٍ رَطْبَةٍ اَجْرٌ- متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ فَاَدْخَلَهُ الْجَنَّةَ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا بَيْنَمَا كَلْبٌ يُطِيْفُ بِرَكِيَّةٍ قَدْ كَادَ يَقْتُلُهُ الْعَطَشُ اِذْ رَاَتْهُ بَغِىٌّ مِّنْ بَغَايَا بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ فَنَزَعَتْ مُوْقَهَا فَاسْتَقَتْ لَهُ بِهِ فَسَقَتْهُ فَغُفِرَ لَهَا بِهِ . اَلْمُوْقُ الْخُفُّ وَيُطِيْفُ يَدُوْرُ حَوْلَ رَكِيَّةٍ وَهِىَ الْبِئْرُ .

১২৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক ব্যক্তি একটি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল। তার খুব পিপাসা পেল। সে একটি কূয়া দেখতে পেয়ে তাতে নেমে পানি পান করে বেরিয়ে এসে দেখল, একটি কুকুর পিপাসায় কাতর হয়ে জিহ্বা বের করছে এবং কাদা চাটছে। লোকটি ভাবল, আমি যেমন পিপাসার্ত

হয়েছিলাম তেমনি এ কুকুরটি পিপাসার্ত। তাই সে পুনরায় কূয়াতে নেমে তার মোজায় পানি ভরে নিজের মুখ দিয়ে ধরে কূয়া থেকে উঠে এল, তারপর কুকুরটিকে পানি পান করাল। এতে আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন এবং তার গুনাহ মাফ করে দিলেন। সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! পশুদের উপকার করলেও কি আমাদের সাওয়াব হবে? তিনি বলেন ঃ প্রতিটি প্রাণীর ব্যাপারেই সাওয়াব আছে। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারীর অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ আল্লাহ তার প্রতি রহম করলেন, তাকে ক্ষমা করলেন এবং তাকে জান্নাতে স্থান দিলেন। আর বুখারী ও মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে ঃ একদা একটি কুকুর চারদিকে ঘুরছিল। কুকুরটি পিপাসায় মরে যাবার উপক্রম হয়েছিল। বনী ইসরাঈলের জনৈকা বেশ্যা নারী তাকে দেখতে পেয়ে নিজের মোজা খুলে কূয়া থেকে পানি উঠিয়ে তাকে পান করায় এবং এজন্য তাকে ক্ষমা করা হয়।

١٢٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقَدْ رَأَيْتُ رَجُلاً يَتَقَلَّبُ فِي الْجَنَّةِ فِيْ شَجَرَةٍ قَطَعَهَا مِنْ ظَهْرِ الطَّرِيْقِ كَانَتْ تُؤْذِي الْمُسْلِمِيْنَ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ مَرَّ رَجُلٌ بِغُصْنِ شَجَرَةٍ عَلٰى ظَهْرِ طَرِيْقٍ فَقَالَ وَاللّٰهِ لَأُنَحِّيَنَّ هٰذَا عَنِ الْمُسْلِمِيْنَ لاَ يُؤْذِيْهِمْ فَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ . وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُمَا بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِيْ بِطَرِيْقٍ وَجَدَ غُصْنَ شَوْكٍ عَلَى الطَّرِيْقِ فَأَخَّرَهُ فَشَكَرَ اللّٰهُ لَهُ فَغَفَرَ لَهُ .

১২৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি (স্বপ্নে বা মি'রাজে গিয়ে) এক ব্যক্তিকে পথের উপর থেকে একটি গাছ কেটে ফেলার কারণে জান্নাতে চলাফেরা করতে দেখেছি। গাছটি (যাতায়াতের পথে) মুসলিমদেরকে কষ্ট দিত। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ এক ব্যক্তি একটি গাছের ডালের পাশ দিয়ে গেল। ডালটি ছিল পথের মাঝখানে। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি একে মুসলিমদের পথের উপর থেকে দূর করে দেব যাতে এটা তাদের কষ্ট দিতে না পারে। এজন্য তাকে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়।

বুখারী ও মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ একটি লোক রাস্তার উপর দিয়ে যাওয়ার সময় একটি কাঁটা গাছের ডাল পথের উপর থেকে সরিয়ে দিল। ফলে আল্লাহ তার উপর রহম করলেন এবং তাকে ক্ষমা করলেন।

١٢٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ تَوَضَّأَ فَأَحْسَنَ

الْوَضُوْءَ ثُمَّ اَتَى الْجُمُعَةَ فَاسْتَمَعَ وَاَنْصَتَ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ وَزِيَادَةُ ثَلاَثَةِ اَيَّامٍ وَمَنْ مَسَّ الْحَصَا فَقَدْ لَغَا- رواه مسلم .

১২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি খুব ভালোভাবে উযু করে তারপর মসজিদে এসে চুপ থেকে খুতবা শুনে, তার এক জুমু'আ থেকে পরবর্তী জুমু'আ পর্যন্ত এবং তারপরের তিন দিনের গুনাহও মাফ করে দেয়া হয়। আর যে ব্যক্তি (খুতবার সময়) পাথরের টুকরা নাড়াচাড়া করে সে অন্যায় কাজ করে। (মুসলিম)

١٢٩- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا تَوَضَّاَ الْعَبْدُ الْمُسْلِمُ اَوِ الْمُؤْمِنُ فَغَسَلَ وَجْهَهُ خَرَجَ مِنْ وَجْهِهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ نَظَرَ اِلَيْهَا بِعَيْنَيْهِ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ يَدَيْهِ خَرَجَ مِنْ يَدَيْهِ كُلُّ خَطِيْئَةٍ كَانَ بَطَشَتْهَا يَدَاهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ فَاِذَا غَسَلَ رِجْلَيْهِ خَرَجَتْ كُلُّ خَطِيْئَةٍ مَشَتْهَا رِجْلاَهُ مَعَ الْمَاءِ اَوْ مَعَ اٰخِرِ قَطْرِ الْمَاءِ حَتّٰى يَخْرُجَ نَقِيًّا مِّنَ الذُّنُوْبِ- رواه مسلم.

১২৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম বা মুমিন বান্দা উযু করতে গিয়ে যখন তার চেহারা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার চেহারা থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে তার দুই চোখের দৃষ্টির দ্বারা করেছে। তারপর যখন সে তার দুই হাত ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার দুই হাত থেকে এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে তার দুই হাত দিয়ে করেছে। তারপর যখন সে তার দুই পা ধুয়ে ফেলে, তখন পানির সাথে অথবা পানির শেষ ফোঁটার সাথে তার দুই পায়ের এমন প্রতিটি গুনাহ ঝরে যায় যা সে তার দুই পা দ্বারা করেছে। এমনকি সে সমস্ত (সগীরা) গুনাহ থেকে পবিত্র হয়ে যায়। (মুসলিম)

١٣٠- وَعَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الصَّلَوَاتُ الْخَمْسُ وَالْجُمُعَةُ اِلَى الْجُمُعَةِ وَرَمَضَانُ اِلٰى رَمَضَانَ مُكَفِّرَاتٌ لِمَا بَيْنَهُنَّ اِذَا اجْتُنِبَتِ الْكَبَائِرُ- رواه مسلم .

১৩০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের নামায, এক জুমু'আ থেকে আর এক জুমু'আ এবং এক রমযান

থেকে আর এক রমযান পর্যন্ত মধ্যবর্তী দিনগুলোর ছোট ছোট গুনাহের কাফ্ফারা হয়, যদি কবীরা গুনাহসমূহ পরিহার করা হয়। (মুসলিম)

١٣١- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى مَا يَمْحُو اللّٰهُ بِهِ الْخَطَايَا وَيَرْفَعُ بِهِ الدَّرَجَاتِ؟ قَالُوْا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اِسْبَاغُ الْوُضُوْءِ عَلَى الْمَكَارِهِ وَكَثْرَةُ الْخُطَا اِلَى الْمَسَاجِدِ وَانْتِظَارُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الصَّلاَةِ فَذٰلِكُمُ الرِّبَاطُ- رواه مسلم .

১৩১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সেই কাজ বলে দেব না যা দ্বারা আল্লাহ (মানুষের) গুনাহসমূহ মুছে দেন এবং (তার) মর্যাদা বৃদ্ধি করেন? সাহাবীগণ বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অবশ্যই বলুন। তিনি বলেন ঃ কষ্ট সত্ত্বেও পূর্ণভাবে উযু করা, মসজিদসমূহের দিকে বেশি বেশি হেঁটে যাওয়া এবং এক নামাযের পর পরবর্তী নামাযের অপেক্ষায় থাকা। আর এটাই তোমাদের রিবাত বা জিহাদ।[২২] (মুসলিম)

١٣٢- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى الْبَرْدَيْنِ دَخَلَ الْجَنَّةَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ اَلْبَرْدَانِ الصُّبْحُ وَالْعَصْرُ .

১৩২। আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দুই ঠাণ্ডা সময়ের নামায পড়বে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে অর্থাৎ ফজর ও আসরের নামায। (বুখারী, মুসলিম)

١٣٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا مَرِضَ الْعَبْدُ اَوْ سَافَرَ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ مَا كَانَ يَعْمَلُ مُقِيْمًا صَحِيْحًا- رواه البخارى .

১৩৩। আবু মূসা আল আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ্র বান্দা যখন অসুস্থ হয় অথবা সফর করে, তখন সুস্থ ও মুকীম অবস্থায় সে যে পরিমাণ নেক কাজ করত সেই পরিমাণ কাজের সাওয়াব তার জন্য লেখা হয়। (বুখারী)

---

২২. পবিত্রতা অর্জন করা, নামায ও আল্লাহ্র ইবাদাতে নিয়মিতভাবে লেগে থাকা এবং এতে পরিপক্কতা অর্জন করা জিহাদের মত। রিবাত্ শব্দের মূল অর্থ হচ্ছে সীমান্ত রক্ষার জন্য অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে সর্বদা প্রস্তুত থাকা। হাদীসে এক নামাযের পর অপর নামাযের অপেক্ষায় থাকাকে এর সাথে তুলনা করা হয়েছে। অর্থাৎ সীমান্ত পাহারা দেয়ার সাওয়াব এতে তারা লাভ করবে। (অনুবাদক)

١٣٤- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ مَعْرُوْفٍ صَدَقَةٌ . رواه البخارى وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ رِوَايَةِ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ .

১৩৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতিটি সৎ কাজই সাদাকা। (বুখারী)

ইমাম মুসলিম হুযাইফা (রা)-র সূত্রে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْ مُسْلِمٍ يَغْرِسُ غَرْسًا اِلاَّ كَانَ مَا اُكِلَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَمَا سُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةً وَلاَ يَرْزَؤُهُ اَحَدٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ فَلاَ يَغْرِسُ الْمُسْلِمُ غَرْسًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ طَيْرٌ اِلاَّ كَانَ لَهُ صَدَقَةً اِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ لاَ يَغْرِسُ مُسْلِمٌ غَرْسًا وَلاَ يَزْرَعُ زَرْعًا فَيَاْكُلُ مِنْهُ اِنْسَانٌ وَلاَ دَابَّةٌ وَلاَ شَيْئٌ اِلاَّ كَانَتْ لَهُ صَدَقَةً وَرَوَيَاهُ جَمِيْعًا مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَوْلُهُ يَرْزَؤُهُ اَيْ يَنْقُصُهُ .

১৩৫। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে কোন মুসলিম ব্যক্তিই কোন গাছ লাগালে তা থেকে যা কিছু খাওয়া হয়, সেটা তার জন্য সাদাকা হবে; আর তা থেকে কিছু চুরি হলে এবং কেউ তার কোন ক্ষতি করলে সেটাও তার জন্য সাদাকা হবে। ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ মুসলিম কোনো গাছ লাগালে তা থেকে মানুষ, পশু ও পাখিরা যা কিছু খায়, কিয়ামাত পর্যন্ত তা তার জন্য সাদাকা হিসেবে জারি থাকে। মুসলিমের অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ মুসলিম কোন গাছ লাগালে ও কোনো চাষাবাদ করলে তা থেকে মানুষ, পশু ও অন্য কিছু যা খেয়ে ফেলে, তা তার জন্য সাদাকা বিবেচিত হয়। শেষোক্ত রিওয়ায়াত দুটো আনাস (রা) থেকে বর্ণিত।

١٣٦- وَعَنْهُ قَالَ اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةَ اَن يَّنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لَهُمْ اِنَّهُ قَدْ بَلَغَنِيْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُوْنَ اَن تَنْتَقِلُوْا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؟ فَقَالُوْا نَعَمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَدْ اَرَدْنَا ذٰلِكَ فَقَالَ بَنِيْ سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ دِيَارَكُمْ تُكْتَبْ اٰثَارُكُمْ . رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ اِنَّ بِكُلِّ خَطْوَةٍ

دَرَجَةٌ. رواه مسلم ورواه البخارى اَيْضًا بِمَعْنَاهُ مِنْ رِوَايَةِ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ.

وَبَنُوْ سَلِمَةَ بِكَسْرِ اللاَّمِ قَبِيْلَةٌ مَعْرُوْفَةٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَاٰثَارُهُمْ خُطَاهُمْ .

১৩৬। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, বনু সালেমা মসজিদের (মসজিদে নববী) নিকটে স্থানান্তরিত হওয়ার ইচ্ছা করল। এ খবর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পৌছলে তিনি তাদেরকে বলেন ঃ আমার নিকট খবর পৌছেছে যে, তোমরা নাকি মসজিদের নিকট স্থানান্তরিত হতে চাও? তারা বলল, হাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা এরূপ ইচ্ছা করেছি। তিনি বলেন ঃ বনু সালেমা! তোমরা ঘরেই থাক (অর্থাৎ বর্তমান বাসস্থানে), তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়, তোমরা ঘরেই থাক, তোমাদের পদচিহ্ন লেখা হয়।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ প্রতিটি পদক্ষেপে একটি মর্যাদা উন্নত হয়। ইমাম বুখারী (র) আনাস (রা)-র মাধ্যমে এরই সমার্থক একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন।

١٣٧- عَنْ اَبِى الْمُنْذِرِ اُبَىِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَجُلٌ لاَ اَعْلَمُ رَجُلاً اَبْعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ وَكَانَ لاَ تُخْطِئُهُ صَلاَةٌ فَقِيْلَ لَهُ اَوْ فَقُلْتُ لَهُ لَوِ اشْتَرَيْتَ حِمَارًا تَرْكَبُهُ فِى الظَّلْمَاءِ وَفِى الرَّمْضَاءِ فَقَالَ مَا يَسُرُّنِىْ اَنَّ مَنْزِلِىْ اِلٰى جَنْبِ الْمَسْجِدِ اِنِّىْ اُرِيْدُ اَنْ يُكْتَبَ لِىْ مَمْشَاىَ اِلَى الْمَسْجِدِ وَرُجُوْعِىْ اِذَا رَجَعْتُ اِلٰى اَهْلِىْ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ جَمَعَ اللّٰهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ لَكَ مَا احْتَسَبْتَ- الرَّمْضَاءُ الْاَرْضُ الَّتِىْ اَصَابَهَا الْحَرُّ الشَّدِيْدُ .

১৩৭। উবাই ইবনে কা'ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি সম্পর্কে আমি জানতাম যে, তার চেয়ে আর কেউ মসজিদ থেকে অতদূরে ছিল না। সে কখনো জামা'আত (অর্থাৎ জামা'আতের সাথে নামায) হারাত না। তাকে বলা হল অথবা আমি তাকে বললাম, তুমি একটি গাধা খরিদ করে তাতে চড়ে দিনে ও রাতে, অন্ধকার ও গরমে মসজিদে আসতে পার। সে বলল, মসজিদের নিকটে আমার বাড়ি হওয়া আমার ভালো লাগে না। আমি তো চাই যে, মসজিদে আমার আসা এবং পরিবারবর্গের নিকট ফিরে যাওয়া– এসবই আমার আমলনামায় লিখিত হোক। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তোমার জন্য এসবই জমা করে রেখেছেন। ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে ঃ তুমি যে সাওয়াবের আশা করেছ তা তোমার জন্য আছে।

١٣٨- عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَرْبَعُوْنَ خَصْلَةً اَعْلاَهَا مَنِيْحَةُ الْعَنْزِ مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا وَتَصْدِيْقَ مَوْعُوْدِهَا اِلاَّ اَدْخَلَهُ اللّٰهُ بِهَا الْجَنَّةَ- رَوَاهُ الْبُخَارِى الْمَنِيْحَةُ اَنْ يُعْطِيَهُ اِيَّاهَا لِيَاْكُلَ لَبَنَهَا ثُمَّ يَرُدَّهَا اِلَيْهِ .

১৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আম্‌র্‌ ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ চল্লিশটি সৎ কাজের মধ্যে উচ্চতম কাজ হচ্ছে দুধ পান করার জন্য কাউকে উটনী ধার দেয়া। যে ব্যক্তি এ চল্লিশটি কাজের কোনটি সাওয়াবের আশায় করে এবং তাতে (প্রতিদানের) যে ওয়াদা আছে তা বিশ্বাস করে, তাকে আল্লাহ জান্নাতে প্রবেশ করাবেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

١٣٩- عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ- متفق عليه

وَفِى رِوَايَةٍ لَهُمَا عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ اِلاَّ سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ اَشْاَمَ مِنْهُ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ مَا قَدَّمَ وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلاَ يَرٰى اِلاَّ النَّارَ تِلْقَاءَ وَجْهِهِ فَاتَّقُوا النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَبِكَلِمَةٍ طَيِّبَةٍ .

১৩৯। আদী ইবনে হাতিম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আগুন থেকে বাঁচ, একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও। (বুখারী, মুসলিম)

বুখারী ও মুসলিমের অন্য এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের সাথে অচিরেই তার রব কথা বলবেন এমন অবস্থায় যে, উভয়ের মধ্যে কোন দোভাষী থাকবে না। মানুষ তার ডান দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, বাম দিকে তাকাবে তো নিজের কৃতকর্মই দেখতে পাবে, সামনে তাকাবে তো তার মুখের সামনে আগুন দেখতে পাবে। কাজেই তোমরা একটা খেজুরের অর্ধেকটা দান করে হলেও আগুন থেকে বাঁচ। যে ব্যক্তি তাও না পায় সে উত্তম কথা দ্বারা (আগুন থেকে বাঁচতে চেষ্টা করবে)।

١٤٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيَرْضٰى عَنِ الْعَبْدِ اَنْ يَّاْكُلَ الْاَكْلَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا اَوْ يَشْرَبَ الشَّرْبَةَ فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا- رواه مسلم وَالْاَكْلَةُ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَهِيَ الْغَدْوَةُ اَوِ الْعَشْوَةُ .

১৪০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ অবশ্যই তাঁর বান্দার প্রতি এজন্য সন্তুষ্ট হন যে, সে কোন কিছু খেয়ে তাঁর প্রশংসা করে অথবা কোন কিছু পান করে তাঁর প্রশংসা করে। (মুসলিম)

١٤١- عَنْ اَبِيْ مُوْسٰى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ صَدَقَةٌ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَجِدْ؟ قَالَ يَعْمَلُ بِيَدَيْهِ فَيَنْفَعُ نَفْسَهُ وَيَتَصَدَّقُ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ؟ قَالَ يُعِيْنُ ذَا الْحَاجَةِ الْمَلْهُوْفَ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ قَالَ يَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ اَوِ الْخَيْرِ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ لَمْ يَفْعَلْ قَالَ يُمْسِكُ عَنِ الشَّرِّ فَاِنَّهَا صَدَقَةٌ- متفق عليه .

১৪১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ প্রত্যেক মুসলিমের উপর দান করা ওয়াজিব। এক সাহাবী বলেন, তবে যদি সে (সাদাকা বা দান করার মত) কোন কিছু না পায়? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে নিজ হাতে কাজ করে নিজেকে লাভবান করবে এবং সাদাকাও দেবে। সাহাবী বলেন, সে যদি তা না পারে? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সাহায্য করবে। সাহাবী বলেন, সে যদি তাও না পারে? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে সৎ অথবা উত্তম কাজের হুকুম করবে। সাহাবী বলেন, যদি সে এটাও না করতে পারে? তিনি বলেন ঃ তাহলে সে (অন্তত) নিজেকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবে। আর এটা তার জন্য সাদাকাস্বরূপ। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৪

ইবাদাত-বন্দেগীতে ভারসাম্য বজায় রাখা।[২৩]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : طٰهٰ مَا اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْاٰنَ لِتَشْقٰى .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "তা-হা-। আমি তোমার উপর আল কুরআন এজন্য নাযিল করিনি যে, তুমি কষ্ট ভোগ করবে।" (সূরা তা-হা ঃ ১)

---

২৩. মূল আরবী "ইক্‌তিসাদ" শব্দের অর্থ হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ ও মাঝামাঝি পন্থা অবলম্বন করা। কোন কাজে সীমা লংঘন না করা, বাড়াবাড়ি না করা এবং মাত্রাতিরিক্ত না করা।

وَقَالَ تَعَالٰى : يُرِيْدُ اللّٰهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلاَ يُرِيْدُ بِكُمُ الْعُسْرَ .

(২) "আল্লাহ তোমাদের জন্য যা সহজ তা চান এবং তোমাদের জন্য যা কষ্টকর তা চান না।" (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

١٤٢- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَاَةٌ قَالَ مَنْ هٰذِه؟ قَالَتْ هٰذِه فُلاَنَةٌ تَذْكُرُ مِنْ صَلاَتِهَا قَالَ مَهْ عَلَيْكُمْ بِمَا تُطِيْقُوْنَ فَوَاللّٰهِ لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ حَتّٰى تَمَلُّوْا وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ- متفق عليه وَمَهْ كَلِمَةُ نَهْيٍ وَزَجْرٍ وَمَعْنٰى لاَ يَمَلُّ اللّٰهُ اَىْ لاَ يَقْطَعُ ثَوَابَهُ عَنْكُمْ وَجَزَاءَ اَعْمَالِكُمْ وَيُعَامِلُكُمْ مُعَامَلَةَ الْمَالِّ حَتّٰى تَمَلُّوْا فَتَتْرُكُوْا فَيَنْبَغِىْ لَكُمْ اَنْ تَاخُذُوْا مَا تُطِيْقُوْنَ الدَّوَامَ عَلَيْهِ لِيَدُوْمَ ثَوَابُهُ لَكُمْ وَفَضْلُهُ عَلَيْكُمْ.

১৪২। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর নিকট গেলেন। তখন এক মহিলা তাঁর নিকট বসা ছিল। নবী (স) জিজ্ঞেস করলেন ঃ মহিলাটি কে? আয়িশা (রা) বলেন, এ হচ্ছে অমুক মহিলা, সে তার নামায সম্পর্কে আলোচনা করছে। তিনি বলেন ঃ থাম, সব কাজ তোমাদের সামর্থ্য অনুযায়ী তোমাদের উপর ওয়াজিব। আল্লাহ্‌র শপথ! তোমরা ক্লান্ত হলেও আল্লাহ (সাওয়াব দিতে) ক্লান্ত হন না। আর আল্লাহর নিকট অধিক পছন্দনীয় দীনী কাজ তা-ই যার কর্তা সে কাজ নিয়মিত করে। (বুখারী, মুসলিম

١٤٣- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ ثَلاَثَةُ رَهْطٍ اِلٰى بُيُوْتِ اَزْوَاجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْاَلُوْنَ عَنْ عِبَادَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا

মুমিনের জীবনের সব কাজের মধ্যে একটা ভারসাম্য থাকা দরকার। কোন একদিকে বেশি ঝুঁকে পড়লে অন্যদিকের কাজের অবশ্যই ক্ষতি হবে। এজন্য প্রতিটি কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী সময়, অর্থ ও শ্রম দান করা অপরিহার্য। যে কোন কাজ নিয়মিত করলে তাতে বরকত হয় এবং তাতে যোগ্যতাও বাড়ে। নিয়মিত কাজ অল্প হলেও সেটা স্থায়ী হয় এবং তাতে ভালো ফল পাওয়া যায়।

কোন ব্যাপারে সীমা লংঘন করে বাড়াবাড়ি করলে বা মাত্রাতিরিক্ত করলে তাতে যেমন বিশৃংখলা সৃষ্টি হয়, তেমনি তাতে ক্লান্তও হয়ে যেতে হয় এবং এতে যোগ্যতার বিকাশও হয় না। কারণ জীবনের কাজ তো অনেক। আল্লাহ্‌র হক আদায় করার সাথে সাথে বিভিন্ন বান্দার হকও আদায় করতে হয়। আবার নিজের জরুরী ও প্রয়োজনীয় হকও আদায় করতে হয়। ভারসাম্য না থাকলে কোন হকই ঠিকমত আদায় করা সম্ভব হয় না। হঠাৎ করে জযবায় এসে অনেক কাজ করে ফেলা এবং তারপর আর কোন তৎপরতা না থাকা ইসলামের মেজাজ নয়। তাই প্রত্যেকের পূর্ণ শক্তিকে সঠিকভাবে কাজে লাগিয়ে ভারসাম্যপূর্ণ পন্থায় সব কাজ নিয়মিতভাবে করতে থাকা আল কুরআন ও হাদীসের দাবি। (অনুবাদক)

أُخْبِرُوْا كَأَنَّهُمْ تَقَالُّوْهَا وَقَالُوْا اَيْنَ نَحْنُ مِنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ قَالَ اَحَدُهُمْ اَمَّا اَنَا فَأُصَلِّى اللَّيْلَ اَبَدًا وَقَالَ اٰخَرُ وَاَنَا اَصُوْمُ الدَّهْرَ وَلاَ اُفْطِرُ وَقَالَ اٰخَرُ وَاَنَا اَعْتَزِلُ النِّسَاءَ فَلاَ اَتَزَوَّجُ اَبَدًا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلَيْهِمْ فَقَالَ اَنْتُمُ الَّذِيْنَ قُلْتُمْ كَذَا وَكَذَا ؟ اَمَا وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاَخْشَاكُمْ لِلّٰهِ وَاَتْقَاكُمْ لَهُ لٰكِنِّىْ اَصُوْمُ وَاُفْطِرُ وَاُصَلِّىْ وَاَرْقُدُ وَاَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِىْ فَلَيْسَ مِنِّىْ- متفق عليه .

১৪৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, তিনজন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীগণের বাড়িতে আসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইবাদাত সম্পর্কে জানার জন্য। যখন তাদেরকে এ সম্পর্কে অবহিত করা হল, তারা যেন এটাকে (নিজেদের জন্য) কম মনে করল এবং বলল, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে আমাদের তুলনা কোথায়? তাঁর পূর্বাপর সব গুনাহ্ তো মাফ করে দেয়া হয়েছে। তাদের একজন বলল, আমি অনবরত সারা রাত নামাযে মগ্ন থাকব। আরেকজন বলল, আমি অনবরত রোযা থাকব, কখনও রোযাহীন থাকব না। একজন বলল, আমি নারীদের থেকে দূরে থাকব এবং কখনও বিয়ে করব না। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে এলেন এবং বললেন ঃ তোমরা কি এরূপ এরূপ কথা বলেছ? আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের চেয়ে আমি আল্লাহ্কে বেশি ভয় করি এবং বেশি তাক্ওয়া অবলম্বন করি। কিন্তু আমি তো রোযা রাখি আবার খাই, নামায পড়ি আবার ঘুমাই এবং বিয়ে-শাদীও করি। যে ব্যক্তি আমার সুন্নাত (জীবন পদ্ধতি) পালন থেকে বিরত থাকবে সে আমার (দলভুক্ত) নয়। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٤- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ قَالَهَا ثَلاَثًا- رواه مسلم

اَلْمُتَنَطِّعُوْنَ الْمُتَعَمِّقُوْنَ الْمُشَدِّدُوْنَ فِىْ غَيْرِ مَوْضِعِ التَّشْدِيْدِ.

১৪৪। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অযথা কঠোরতা অবলম্বনকারীরা ধ্বংস হয়েছে। তিনি এ কথা তিনবার বলেন। (মুসলিম)

١٤٥- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الدِّيْنَ يُسْرٌ وَلَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اِلاَّ غَلَبَهُ فَسَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاَبْشِرُوْا وَاسْتَعِيْنُوْا

بِالْغَدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَشَيْءٍ مِنَ الدُّلْجَةِ- رواه البخارى وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ سَدِّدُوْا وَقَارِبُوْا وَاغْدُوْا وَرُوْحُوْا وَشَيْءٌ مِنَ الدُّلْجَةِ اَلْقَصْدَ اَلْقَصْدَ تَبْلُغُوْا-

قَوْلُهُ الدِّيْنُ هُوَ مَرْفُوْعٌ عَلٰى مَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَرُوِىَ مَنْصُوْبًا وَرُوِىَ لَنْ يُشَادَّ الدِّيْنَ اَحَدٌ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِلاَّ غَلَبَهُ اَىْ غَلَبَهُ الدِّيْنُ وَعَجَزَ ذٰلِكَ الْمُشَادُّ عَنْ مُقَاوَمَةِ الدِّيْنِ لِكَثْرَةِ طُرُقِهِ وَالْغَدْوَةُ سَيْرُ اَوَّلِ النَّهَارِ وَالرَّوْحَةُ اٰخِرِ النَّهَارِ وَالدُّلْجَةُ اٰخِرِ اللَّيْلِ وَهٰذَا اسْتِعَارَةٌ وَتَمْثِيْلٌ وَمَعْنَاهُ اسْتَعِيْنُوْا عَلٰى طَاعَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ بِالْاَعْمَالِ فِيْ وَقْتِ نَشَاطِكُمْ وَفَرَاغِ قُلُوْبِكُمْ بِحَيْثُ تَسْتَلِذُّوْنَ الْعِبَادَةَ وَلاَ تَسْاَمُوْنَ وَتَبْلُغُوْنَ مَقْصُوْدَكُمْ كَمَا اَنَّ الْمُسَافِرَ الْحَاذِقَ يَسِيْرُ فِيْ هٰذِهِ الْاَوْقَاتِ وَيَسْتَرِيْحُ هُوَ وَدَابَّتُهُ فِيْ غَيْرِهَا فَيَصِلُ الْمَقْصُوْدَ بِغَيْرِ تَعَبٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ.

১৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দীন সহজ। কোন ব্যক্তি এ দীনকে কঠিন বানালে তা তাকে পরাভূত করবে। কাজেই তোমরা ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর, সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর এবং সুখবর গ্রহণ কর। আর সকাল, সন্ধ্যা ও শেষ রাতের কিছু অংশে (ইবাদাত করে) আল্লাহ্র সাহায্য চাও।

ইমাম বুখারী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন। আর বুখারীর অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ তোমরা মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর ও সামর্থ্য অনুযায়ী আমল কর এবং সকালে চল (ইবাদাত করার উদ্দেশে), রাতে চল এবং শেষ রাতের কিছু অংশে, ভারসাম্যপূর্ণ পন্থা অবলম্বন কর, মধ্যম পন্থা অবলম্বন কর, লক্ষ্যে পৌছতে পারবে।[২৪]

١٤٦- وَعَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ دَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَسْجِدَ فَاِذَا حَبْلٌ مَمْدُوْدٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ فَقَالَ مَا هٰذَا الْحَبْلُ؟ قَالُوْا هٰذَا حَبْلٌ

২৪. এ হাদীসের অর্থ এটা নয় যে, দীনের শুধু ঐ সমস্ত সহজ কাজ করতে হবে যাতে কোন ঝুঁকি নেই, ত্যাগ নেই, বিপদ নেই এবং দুনিয়ার সুখ-শান্তি ও আর্থিক স্বাচ্ছন্দে কোনরূপ ব্যাঘাত ঘটে না। বরং এর তাৎপর্য এই যে, দীনের কাজ বহু রয়েছে। আল্লাহ ও বান্দার হকও অনেক। এসব কাজ করা ও হক আদায় করা অবশ্যকর্তব্য। সেজন্য সবগুলো কাজই যথাযথ গুরুত্ব সহকারে নিয়মিতভাবে যথাসাধ্য সরল ও সহজভাবে করে যেতে হবে। সব কাজের মধ্যে ভারসাম্য বজায় রেখে ক্রমান্বয়ে অগ্রসর হতে হবে। এরূপ করলে দীনের জন্য জান-মাল কোনবানী করাও সহজ হয়ে যায়। নতুবা অযথা কঠোরতা অবলম্বন করলে দীন প্রতিষ্ঠার দায়িত্বভারের চাপে আল্লাহর পথে টিকে থাকাই অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। (অনুবাদক)

لِزَيْنَبَ فَاِذَا فَتَرَتْ تَعَلَّقَتْ بِهِ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُلُّوْهُ لِيُصَلِّ اَحَدُكُمْ نَشَاطَهُ فَاِذَا فَتَرَ فَلْيَرْقُدْ- متفق عليه .

১৪৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মসজিদে গিয়ে দেখতে পেলেন একটি রশি দু'টি খুঁটির মাঝখানে বাঁধা রয়েছে। তিনি বলেন ঃ এ রশিটা কিসের? সাহাবীগণ বলেন, এটা যায়নাবের রশি। তিনি যখন নামায পড়তে পড়তে ক্লান্ত হয়ে যান তখন এ রশিতে ঝুলে পড়েন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এটা খুলে ফেল। তোমাদের প্রত্যেকের পক্ষে তার শক্তি ও সতেজ থাকা অবস্থায় নামায পড়া উচিত এবং সে যখন ক্লান্ত হয়ে যায়, তখন ঘুমানো উচিত। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٧- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا نَعَسَ اَحَدُكُمْ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَلْيَرْقُدْ حَتّٰى يَذْهَبَ عَنْهُ النَّوْمُ فَاِنَّ اَحَدَكُمْ اِذَا صَلّٰى وَهُوَ نَاعِسٌ لاَ يَدْرِىْ لَعَلَّهُ يَذْهَبُ يَسْتَغْفِرُ فَيَسُبُّ نَفْسَهُ- متفق عليه .

১৪৭। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কারো নামাযরত অবস্থায় ঘুম এলে সে যেন শুয়ে পড়ে, যাবত না তার ঘুম চলে যায়। কেননা তন্দ্রা অবস্থায় নামায পড়লে সে হয়ত ক্ষমা প্রার্থনা করতে গিয়ে নিজেকে গালি দিতে থাকবে। (বুখারী, মুসলিম)

١٤٨- وَعَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنْتُ اُصَلِّيْ مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الصَّلَوَاتِ فَكَانَتْ صَلاَتُهُ قَصْدًا وَخُطْبَتُهُ قَصْدًا- رواه مسلم قَوْلُهُ قَصْدًا اَىْ بَيْنَ الطُّوْلِ وَالْقِصَرِ .

১৪৮। জাবির ইবনে সামুরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে নামায আদায় করতাম। তাঁর নামায ও খুতবা ছিল নাতিদীর্ঘ। (মুসলিম)

١٤٩- وَعَنْ اَبِىْ جُحَيْفَةَ وَهْبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اٰخَى النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ سَلْمَانَ وَاَبِى الدَّرْدَاءِ فَزَارَ سَلْمَانُ اَبَا الدَّرْدَاءِ فَرَاٰى اُمَّ الدَّرْدَاءِ مُتَبَذِّلَةً فَقَالَ مَا شَاْنُكِ؟ قَالَتْ اَخُوْكَ اَبُو الدَّرْدَاءِ لَيْسَ لَهُ حَاجَةٌ فِىْ

الدُّنْيَا فَجَاءَ اَبُو الدَّرْدَاءِ فَصَنَعَ لَهُ طَعَامًا فَقَالَ لَهُ كُلْ فَانِّيْ صَائِمٌ قَالَ مَا اَنَا بِاٰكِلٍ حَتّٰى تَاْكُلَ فَاَكَلَ فَلَمَّا كَانَ اللَّيْلُ ذَهَبَ اَبُو الدَّرْدَاءِ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَنَامَ ثُمَّ ذَهَبَ يَقُوْمُ فَقَالَ لَهُ نَمْ فَلَمَّا كَانَ اٰخِرُ اللَّيْلِ قَالَ سَلْمَانُ قُمِ الْاٰنَ فَصَلَّيَا جَمِيْعًا فَقَالَ لَهُ سَلْمَانُ اِنَّ لِرَبِّكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِنَفْسِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَلِاَهْلِكَ عَلَيْكَ حَقًّا فَاَعْطِ كُلَّ ذِيْ حَقٍّ حَقَّهُ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَدَقَ سَلْمَانُ- رواه البخارى .

১৪৯। আবু জুহাইফা ওয়াহ্‌ব ইবনে আবদুল্লাহ্ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সালমান ও আবুদ্ দার্‌দা (রা)-এর মাঝে ভ্রাতৃত্ব সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছিলেন। সালমান (রা) আবুদ্ দার্‌দার সাথে সাক্ষাত করতে গিয়ে উম্মুদ্ দার্‌দাকে (আবুদ্ দার্‌দার স্ত্রী) পুরোনো খারাপ কাপড় পরিহিতা অবস্থায় দেখতে পান। তিনি তার অবস্থা জিজ্ঞেস করলে উম্মুদ্ দার্‌দা বলেন, তোমার ভাই আবুদ্ দার্‌দার দুনিয়ায় কোন কিছুর প্রয়োজন নেই। এরপর আবুদ্ দার্‌দা (রা) এসে সালমানের জন্য খাওয়ার ব্যবস্থা করে তাকে বলেন, 'তুমি খাও, আমি রোযা রেখেছি'। সালমান (রা) বলেন, তুমি না খেলে আমি খাব না। তখন আবুদ্ দার্‌দাও খেলেন। এরপর রাতে আবুদ্ দার্‌দা নামায পড়তে উঠতে গেলে সালমান (রা) তাকে ঘুমাতে বলেন। তিনি ঘুমালেন। পরে আবার উঠতে গেলে সালমান এবারও তাকে ঘুমাতে বলেন। শেষ রাতে সালমান (রা) তাকে উঠতে বলেন এবং দু'জনে একত্রে নামায পড়লেন। তারপর সালমান (রা) তাকে বলেন, তোমার উপর তোমার রবের (আল্লাহ্‌র) হক আছে, তোমার উপর তোমার নফসের হক আছে, তোমার উপর তোমার পরিবারের হক আছে। কাজেই প্রত্যেক হকদারের হক আদায় কর। তারপর আবুদ্ দার্‌দা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে সব কথা বললে তিনি বলেন ঃ সালমান ঠিক কথা বলেছে। (বুখারী)

١٥٠- وَعَنْ اَبِيْ مُحَمَّدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اُخْبِرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنِّيْ اَقُوْلُ وَاللّٰهِ لَاَصُوْمَنَّ النَّهَارَ وَلَاَقُوْمَنَّ اللَّيْلَ مَا عِشْتُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْتَ الَّذِيْ تَقُوْلُ ذٰلِكَ؟ فَقُلْتُ لَهُ قَدْ قُلْتُهُ بِاَبِيْ اَنْتَ وَاُمِّيْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَاِنَّكَ لَا تَسْتَطِيْعُ ذٰلِكَ

فَصُمْ وَافْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ وَصُمْ مِنَ الشَّهْرِ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ الْحَسَنَةَ بِعَشْرِ اَمْثَالِهَا وَذٰلِكَ مِثْلُ صِيَامِ الدَّهْرِ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَاَفْطِرْ يَوْمَيْنِ قُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ قَالَ فَصُمْ يَوْمًا وَافْطِرْ يَوْمًا فَذٰلِكَ صِيَامُ دَاوُدَ عَلَيْهِ السَّلاَمُ وَهُوَ اَعْدَلُ الصِّيَامِ وَفِىْ رِوَايَةٍ هُوَ اَفْضَلُ الصِّيَامِ فَقُلْتُ فَاِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ وَلَاَنْ اَكُوْنَ قَبِلْتُ الثَّلاَثَةَ الْاَيَّامِ الَّتِىْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَحَبُّ اِلَىَّ مِنْ اَهْلِىْ وَمَالِىْ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ النَّهَارَ وَتَقُوْمُ اللَّيْلَ؟ قُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ فَلاَ تَفْعَلْ صُمْ وَاَفْطِرْ وَنَمْ وَقُمْ فَاِنَّ لِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِعَيْنَيْكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ لِزَوْرِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَاِنَّ بِحَسْبِكَ اَنْ تَصُوْمَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ ثَلاَثَةَ اَيَّامٍ فَاِنَّ لَكَ بِكُلِّ حَسَنَةٍ عَشْرَ اَمْثَالِهَا فَاِنَّ ذٰلِكَ صِيَامُ الدَّهْرِ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّىْ اَجِدُ قُوَّةً قَالَ صُمْ صِيَامَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ وَلاَ تَزِدْ عَلَيْهِ قُلْتُ وَمَا كَانَ صِيَامُ دَاوُدَ؟ قَالَ نِصْفُ الدَّهْرِ فَكَانَ عَبْدُ اللّٰهِ يَقُوْلُ بَعْدَ مَا كَبِرَ يَا لَيْتَنِىْ قَبِلْتُ رُخْصَةَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَلَمْ اُخْبَرْ اَنَّكَ تَصُوْمُ الدَّهْرَ وَتَقْرَأُ الْقُرْاٰنَ كُلَّ لَيْلَةٍ؟ فَقُلْتُ بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَلَمْ اُرِدْ بِذٰلِكَ اِلاَّ الْخَيْرَ قَالَ فَصُمْ صَوْمَ نَبِىِّ اللّٰهِ دَاوُدَ فَاِنَّهُ كَانَ اَعْبَدَ النَّاسِ وَاقْرَاِ الْقُرْاٰنَ فِىْ كُلِّ شَهْرٍ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِىْ كُلِّ عِشْرِيْنَ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِىْ كُلِّ عَشْرٍ قُلْتُ يَا نَبِىَّ اللّٰهِ اِنِّىْ اُطِيْقُ اَفْضَلَ مِنْ ذٰلِكَ؟ قَالَ فَاقْرَأْهُ فِىْ كُلِّ سَبْعٍ وَلاَ تَزِدْ عَلٰى ذٰلِكَ فَشَدَّدْتُ فَشُدِّدَ عَلَىَّ وَقَالَ لِىَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ لَعَلَّكَ يَطُوْلُ بِكَ عُمْرٌ قَالَ فَصِرْتُ اِلَى الَّذِىْ قَالَ لِىْ

النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَبِرْتُ وَدِدْتُ اَنِّىْ كُنْتُ قَبِلْتُ رُخْصَةَ نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنَّ لِوَلَدِكَ عَلَيْكَ حَقًّا . وَفِىْ رِوَايَةٍ لاَ صَامَ مَنْ صَامَ الْاَبَدَ ثَلاَثًا .

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَحَبُّ الصِّيَامِ اِلَى اللّٰهِ صِيَامُ دَاوُدَ وَاَحَبُّ الصَّلاَةِ اِلَى اللّٰهِ صَلاَةُ دَاوُدَ كَانَ يَنَامُ نِصْفَ اللَّيْلِ وَيَقُوْمُ ثُلُثَهُ وَيَنَامُ سُدُسَهُ وَكَانَ يَصُوْمُ يَوْمًا وَيُفْطِرُ يَوْمًا وَلاَ يَفِرُّ اِذَا لاَقٰى.

وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ اَنْكَحَنِىْ اَبِىْ اِمْرَاَةً ذَاتَ حَسَبٍ وَكَانَ يَتَعَاهَدُ كَنَّتَهُ اَىْ اِمْرَاَةَ وَلَدِهِ فَيَسْاَلُهَا عَنْ بَعْلِهَا فَتَقُوْلُ لَهُ نِعْمَ الرَّجُلُ مِنْ رَجُلٍ لَمْ يَطَاْ لَنَا فِرَاشًا وَلَمْ يُفَتِّشْ لَنَا كَنَفًا مُنْذُ اَتَيْنَاهُ فَلَمَّا طَالَ ذٰلِكَ عَلَيْهِ ذَكَرَ ذٰلِكَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ الْقَنِىْ بِهِ فَلَقِيْتُهُ بَعْدَ ذٰلِكَ فَقَالَ كَيْفَ تَصُوْمُ؟ قُلْتُ كُلَّ يَوْمٍ قَالَ وَكَيْفَ تَخْتِمُ؟ قُلْتُ كُلَّ لَيْلَةٍ وَذَكَرَ نَحْوَ مَا سَبَقَ وَكَانَ يَقْرَاُ عَلٰى بَعْضِ اَهْلِهِ السُّبُعَ الَّذِىْ يَقْرَؤُهُ يَعْرِضُهُ مِنَ النَّهَارِ لِيَكُوْنَ اَخَفَّ عَلَيْهِ بِاللَّيْلِ وَاِذَا اَرَادَ اَنْ يَتَقَوّٰى اَفْطَرَ اَيَّامًا وَاَحْصٰى وَصَامَ مِثْلَهُنَّ كَرَاهِيَةَ اَنْ يَتْرُكَ شَيْئًا فَارَقَ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ.

كُلُّ هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ صَحِيْحَةٌ مُعْظَمُهَا فِى الصَّحِيْحَيْنِ وَقَلِيْلٌ مِنْهَا فِىْ اَحَدِهِمَا .

১৫০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অবহিত করা হল যে, আমি বলে থাকি ঃ আল্লাহ্র শপথ! যত দিন জীবিত থাকব তত দিন আমি রোযা রাখব এবং রাতে নামায পড়তে থাকব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি নাকি এরূপ কথা বলে থাক? আমি বললাম, আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গীত। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি ঠিকই এ কথা বলেছি। তিনি বলেন ঃ তুমি তা করতে সক্ষম হবে না, কাজেই রোযাও রাখ আবার রোযা ছেড়েও দাও, তেমনি নিদ্রাও যাও আবার রাত জেগে নামাযও পড়, আর প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখ। কারণ সৎ কাজে দশ গুণ সাওয়াব পাওয়া যায় এবং এটা হামেশা রোযা রাখার সমতুল্য হবে। আমি বললাম, আমি এর চাইতে বেশি

শক্তি রাখি। তিনি বলেন ঃ তাহলে তুমি একদিন রোযা রাখ ও দু'দিন খাও। আমি বললাম, আমি এর চাইতেও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বলেন ঃ তাহলে একদিন রোযা রাখ ও একদিন খাও এবং এটি হচ্ছে দাউদ আলাইহিস সালামের রোযা, আর এটিই হচ্ছে ভারসাম্যপূর্ণ রোযা। অন্য এক রিওয়ায়াতে বলা হয়েছে, আর এটিই হচ্ছে শ্রেষ্ঠ রোযা। আমি বললাম, আমি এর চাইতেও বেশি শক্তি রাখি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এছাড়া আর কোনো শ্রেষ্ঠ রোযা নেই। (আবদুল্লাহ বুড়ো বয়সে বলতেন ঃ) হায়! আমি যদি সেই তিন দিনের রোযা কবুল করে নিতাম যার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছিলেন, তাহলে তা আমার পরিবার-পরিজন ও ধন-সম্পদের চাইতে আমার কাছে বেশি প্রিয় হতো।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি অবহিত হইনি, তুমি দিনে রোযা রাখ ও রাতে নফল নামায পড়? আমি জবাব দিলাম, অবশ্যই হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তিনি বলেন ঃ এমনটি কর না, রোযা রাখ, আবার ইফতারও কর, ঘুমাও আবার ঘুম থেকে উঠে নামাযও পড়। কারণ তোমার উপর তোমার শরীরের হক আছে, তোমার দুই চোখের উপর তোমার হক আছে, তোমার উপর তোমার স্ত্রীর হক আছে, তোমার উপর তোমার মেহমানেরও হক আছে। আর প্রত্যেক মাসে তিন দিন রোযা রাখাই তোমার জন্য যথেষ্ট। কারণ প্রতিটি নেকীর বদলে তুমি দশ গুণ সাওয়াব পাবে। আর এটা সারা বছর বা সর্বক্ষণ রোযা রাখার সমান হয়ে যায়। আমি (আবদুল্লাহ) নিজে আমার উপর কঠোরতা আরোপ করার ফলে আমার উপর কঠোরতা চেপেছে। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি শক্তি অনুভব করছি। তিনি জবাব দিলেন ঃ আল্লাহ্‌র নবী দাউদের রোযা রাখ এবং তার উপর বৃদ্ধি করো না। আমি জিজ্ঞেস করলাম, দাউদের রোযা কেমন ছিল। জবাব দিলেন ঃ অর্ধ বছর (অর্থাৎ একদিন রোযা রাখা একদিন ইফতার করা)। আবদুল্লাহ (রা) বুড়ো হবার পর বলতেন ঃ হায়, আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমাকে কি খবর দেয়া হয়নি, তুমি সারা বছর রোযা রাখ এবং প্রত্যেক রাতে আল কুরআন খতম কর? আমি বললাম, হাঁ, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! তবে আমি এ থেকে কল্যাণ লাভের আকাঙ্ক্ষা পোষণ করি। তিনি বলেন ঃ তাহলে আল্লাহ্‌র নবী দাউদের (নিয়মে) রোযা রাখ। কারণ তিনি ছিলেন মানুষের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ইবাদাতগুজার, আর প্রতি মাসে একবার আল কুরআন খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী! আমি এর চাইতে বেশি করার ক্ষমতা রাখি। তিনি বলেন ঃ তাহলে বিশ দিনে খতম কর। বললাম, হে আল্লাহ্‌র নবী!

আমি এর চাইতেও বেশি ক্ষমতা রাখি। তিনি বলেন ঃ তাহলে দশ দিনে খতম কর। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমি এর চাইতেও বেশি শক্তি রাখি। তিনি বলেন ঃ তাহলে এক সপ্তাহে আল কুরআন খতম কর এবং এর বেশি নয়। এভাবে আমি নিজেই কঠোরতা আরোপ করেছি এবং তা আমার উপর আরোপিত হয়েই গেছে। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেছিলেন ঃ তুমি জানো না, সম্ভবত তোমার বয়স দীর্ঘায়িত হবে। আবদুল্লাহ (রা) বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যা বলেছিলেন আমি সেখানে পৌঁছে গেছি। কাজেই যখন আমি বার্ধক্যে পৌঁছে গেলাম তখন আমার আফসোস হল– যদি আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম প্রদত্ত সুবিধা গ্রহণ করতাম!

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ তোমার ছেলেরও তোমার উপর হক আছে। আর এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ যে হামেশা রোযা রাখে সে রোযাই রাখে না। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ আল্লাহ্‌র কাছে সবচাইতে পছন্দনীয় রোযা হচ্ছে দাউদের রোযা এবং সবচাইতে পছন্দনীয় নামায হচ্ছে দাউদের নামায। তিনি অর্ধেক রাত ঘুমাতেন, রাতের এক-তৃতীয়াংশের সময় ইবাদাত করতেন এবং ষষ্ঠাংশে (আবার) ঘুমাতেন। আর তিনি একদিন রোযা রাখতেন, একদিন ইফতার করতেন এবং দুশমনের মুকাবিলায় আসলে পেছনে হটতেন না।

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে, আবদুল্লাহ (র) বলেন, আমার পিতা একটি সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ের সাথে আমার বিয়ে দেন। আমার পিতা তাঁর পুত্রের স্ত্রীকে শপথ দিয়ে তার স্বামী সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। আমার স্ত্রী তাকে জবাবে বলত ঃ খুব ভালো লোক, এমন লোক যে, এখনো আমার সাথে বিছানায় শয়ন করেনি, পরদাও খোলেনি যখন থেকে আমি তার কাছে এসেছি। ব্যাপারটি দীর্ঘায়িত হলে আমার পিতা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট প্রসংগটি উত্থাপন করলেন। তিনি বলেন ঃ তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দাও। অতঃপর আমি তাঁর সাথে মুলাকাত করলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে রোযা রাখ? আমি বললাম, প্রতিদিন। তুমি আল কুরআন কিভাবে খতম কর? জবাব দিলাম, প্রতি রাতে। হাদীসের অবশিষ্ট বর্ণনা পূর্ববৎ। আর আবদুল্লাহ (রা) তার পরিবারের কাউকে এক-সপ্তমাংশ শুনিয়ে দিতেন, যা তিনি পড়তেন, যাতে রাতে তার বোঝা হালকা হয়ে যায়। আবদুল্লাহ যখন আরাম করতে চাইতেন তখন কয়েকটা দিন গণনা করে ইফতার করতেন এবং পরে সে দিনগুলোর রোযা কাযা করে নিতেন। কারণ তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে যে কথাসহ পৃথক হয়েছেন তার খেলাপ করাকে তিনি অপছন্দ করতেন।

ইমাম নববী (র) বলেন, এই বর্ণনাগুলির সবই সহীহ, এদের অধিকাংশই বুখারী ও মুসলিমে বর্ণিত হয়েছে এবং মাত্র সামান্য অংশ এ দু'টি গ্রন্থের কোন একটি থেকে গৃহীত হয়েছে।

١٥١- وَعَنْ أَبِيْ رِبْعِيٍّ حَنْظَلَةَ بْنِ الرَّبِيْعِ الْأُسَيِّدِيِّ الْكَاتِبِ أَحَدِ كُتَّابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَقِيَنِيْ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ كَيْفَ أَنْتَ يَا حَنْظَلَةُ؟ قُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ قَالَ سُبْحَانَ اللّٰهِ مَا تَقُوْلُ؟ قُلْتُ نَكُوْنُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُذَكِّرُنَا بِالْجَنَّةِ وَالنَّارِ كَأَنَّا رَأْيَ عَيْنٍ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا قَالَ أَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَوَاللّٰهِ إِنَّا لَنَلْقٰى مِثْلَ هٰذَا فَانْطَلَقْتُ أَنَا وَأَبُوْ بَكْرٍ حَتّٰى دَخَلْنَا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقُلْتُ نَافَقَ حَنْظَلَةُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمَا ذَاكَ؟ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ نَكُوْنُ عِنْدَكَ تُذَكِّرُنَا بِالنَّارِ وَالْجَنَّةِ كَأَنَّا رَأْيَ الْعَيْنِ فَإِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِكَ عَافَسْنَا الْأَزْوَاجَ وَالْأَوْلَادَ وَالضَّيْعَاتِ نَسِيْنَا كَثِيْرًا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَوْ تَدُوْمُوْنَ عَلٰى مَا تَكُوْنُوْنَ عِنْدِيْ وَفِي الذِّكْرِ لَصَافَحَتْكُمُ الْمَلَائِكَةُ عَلٰى فُرُشِكُمْ وَفِيْ طُرُقِكُمْ وَلٰكِنْ يَا حَنْظَلَةُ سَاعَةً وَسَاعَةً ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . رواه مسلم قَوْلُهُ رِبْعِيٌّ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَالْأُسَيِّدِيُّ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ وَبَعْدَهَا يَاءٌ مُشَدَّدَةٌ مَكْسُوْرَةٌ وَقَوْلُهُ عَافَسْنَا هُوَ بِالْعَيْنِ وَالسِّيْنِ الْمُهْمَلَتَيْنِ أَيْ عَالَجْنَا وَلَاعَبْنَا وَالضَّيْعَاتُ الْمَعَايِشُ .

১৫১। আবু রিব্‌য়ী ইবনে হান্‌যালা ইবনে রিব্‌ঈ উসাইয়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একজন সচিব ছিলেন। তিনি বলেন, আবু বাক্‌র (রা) একদিন আমার সাথে সাক্ষাত করে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ হানযালা? আমি বললাম, হানযালা মুনাফিক হয়ে গেছে। আবু বাক্‌র (রা) বিস্মিত হয়ে বলেন, সুবহানাল্লাহ্, তুমি কি বলছ? আমি বললাম, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সান্নিধ্যে থাকলে তিনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন তাঁর কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পত্তির ঝামেলায় পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই। আবু বাক্‌র (রা) বলেন, আমার অবস্থাও এইরূপ। তারপর আমি ও আবু বাক্‌র (রা)

রাসূলুল্লাহ্ (সা)-এর নিকট উপস্থিত হয়ে বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হান্‌যালা মুনাফিক হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন, সে আবার কি? আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা আপনার কাছে থাকলে আপনি আমাদেরকে জান্নাত ও জাহান্নামের কথা বলে উপদেশ দিয়ে থাকেন। তখন আমরা যেন তা চোখের সামনে দেখতে পাই। কিন্তু যখন আপনার কাছ থেকে চলে গিয়ে স্ত্রী, সন্তান ও ধন-সম্পত্তির ঝামেলায় পড়ি, তখন অনেক কথাই ভুলে যাই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই আল্লাহ্‌র শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! যদি তোমরা আমার কাছে থাকাকালীন অবস্থায় যেরূপ হয় সব সময় তদ্রূপ থাকতে এবং আল্লাহ্‌কে স্মরণ করতে থাকতে, তাহলে ফেরেশতাগণ তোমাদের বিছানায় অর্থাৎ শায়িত অবস্থায় এবং তোমাদের চলার পথে তোমাদের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করত। কিন্তু হানযালা! (মানুষের অবস্থা) এক সময় এক রকম আরেক সময় আরেক রকম (স্বভাবতই) হয়ে থাকে। (তাই একে নিফাকের লক্ষণ মনে করা ঠিক নয়) তিনি এ কথা তিনবার বলেন। (মুসলিম)

١٥٢ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ بَيْنَمَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ اِذَا هُوَ بِرَجُلٍ قَائِمٍ فَسَاَلَ عَنْهُ فَقَالُوْا اَبُوْ اِسْرَائِيْلَ نَذَرَ اَنْ يَّقُوْمَ فِي الشَّمْسِ وَلاَ يَقْعُدَ وَلاَ يَسْتَظِلَّ وَلاَ يَتَكَلَّمَ وَيَصُوْمَ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْهُ فَلْيَتَكَلَّمْ وَلْيَسْتَظِلَّ وَلْيَقْعُدْ وَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ - رواه البخاري .

১৫২। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুতবাদানকালে এক ব্যক্তিকে দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দেখতে পেলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সাহাবীগণ বলেন, এ ব্যক্তি আবু ইসরাঈল। সে মানত করেছে যে, সে রোদে দাঁড়িয়ে থাকবে, বসবে না, ছায়ায় যাবে না এবং কারও সাথে কথা বলবে না, আর রোযা রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে হুকুম দাও যেন সে কথা বলে, ছায়ায় যায়, বসে এবং তার রোযা পূর্ণ করে। (বুখারী)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৫

সৎ কাজে সদা সক্রিয় ও তৎপর থাকতে হবে।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْ تَخْشَعَ قُلُوْبُهُمْ لِذِكْرِ اللّٰهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلاَ يَكُوْنُوْا كَالَّذِيْنَ اُوْتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْاَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوْبُهُمْ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "ঈমানদার লোকদের জন্য এখনও কি সেই সময় আসেনি যে, তাদের দিল আল্লাহ্র যিক্‌রে বিগলিত হবে, তাঁর নাযিল করা মহাসত্যের সামনে অবনত হবে? তারা সেই লোকদের মত যেন না হয় যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেয়া হয়েছিল, পরে দীর্ঘকাল তাদের উপর দিয়ে চলে গেলে তাদের দিল শক্ত হয়ে যায়।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ১৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : ثُمَّ قَفَّيْنَا عَلٰى اٰثَارِهِمْ بِرُسُلِنَا وَقَفَّيْنَا بِعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ وَاٰتَيْنَاهُ الْاِنْجِيْلَ وَجَعَلْنَا فِيْ قُلُوْبِ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْهُ رَاْفَةً وَرَحْمَةً وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوْهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ اِلاَّ ابْتِغَاءَ رِضْوَانِ اللّٰهِ فَمَا رَعَوْهَا حَقَّ رِعَايَتِهَا .

(২) "অতঃপর আমি তাদের পশ্চাতে অনুগামী করেছিলাম আমার রাসূলগণকে এবং আমি ঈসা ইবনে মারইয়ামকে পাঠিয়েছি এবং তাকে ইনজীল কিতাব দিয়েছি এবং তার অনুসারীদের দিলে আমি দয়া ও সহানুভূতি সৃষ্টি করে দিয়েছি। আর 'রাহ্বানিয়াত' তারা নিজেরা উদ্ভাবন করে নিয়েছে। আমি ওটা তাদের উপর ফরয করিনি। কিন্তু আল্লাহ্র সন্তোষ সন্ধানে তারা নিজেরাই এই বিদআত বানিয়ে নিয়েছে। আর তারা তা যথার্থভাবে পালন করেনি।" (সূরা আল হাদীদ ঃ ২৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلاَ تَكُوْنُوْا كَالَّتِيْ نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ اَنْكَاثًا .

(৩) "আর তোমরা সেই নারীর মত হয়ে যেও না যে মজবুত করে সূতা কাটার পরে নিজেই সেটাকে টুকরা টুকরা করে ফেলে।" (সূরা আন্ নাহ্ল ঃ ৯২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتّٰى يَاْتِيَكَ الْيَقِيْنُ .

(৪) "তোমার মৃত্যু পর্যন্ত তোমার রবের ইবাদাত করতে থাক।" (সূরা আল-হিজ্র্ ঃ ৯৯)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَائِشَةَ وَكَانَ اَحَبُّ الدِّيْنِ اِلَيْهِ مَا دَاوَمَ صَاحِبُهُ عَلَيْهِ وَقَدْ سَبَقَ فِى الْبَابِ قَبْلَهُ .

এ অনুচ্ছেদের হাদীসগুলোর মধ্যে আয়িশা (রা) বর্ণিত এ হাদীসও শামিল করা যায়, যা ১৪২ ক্রমিকে বর্ণিত হয়েছে, যার বিষয়বস্তু হল ঃ "আল্লাহ্র নিকট সবচেয়ে প্রিয় দীনী কাজ সেটা যার কর্তা সে কাজ নিয়মিত করে"।

١٥٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ

عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ نَامَ عَنْ حِزْبِهِ مِنَ اللَّيْلِ اَوْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَقَرَاَهُ مَا بَيْنَ صَلاَةِ الْفَجْرِ وَصَلاَةِ الظُّهْرِ كُتِبَ لَهُ كَاَنَّمَا قَرَاَهُ مِنَ اللَّيْلِ- رواه مسلم .

১৫৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি রাতে তার ওযীফা না পড়েই ঘুমায় অথবা কিছু বাকি রয়ে যায়, তারপর তা ফজর ও যোহরের নামাযের মাঝখানে পড়ে নেয়, তার জন্য (ঐ সাওয়াবই) লিখে দেয়া হয় যে, সে যেন তা রাতেই পড়েছে। (মুসলিম)

١٥٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَبْدَ اللّٰهِ لاَ تَكُنْ مِثْلَ فُلاَنٍ كَانَ يَقُوْمُ اللَّيْلَ فَتَرَكَ قِيَامَ اللَّيْلِ- متفق عليه .

১৫৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবদুল্লাহ! অমুক লোকের মত হয়ো না– সে রাতে ইবাদাত করত, তারপর তা ছেড়ে দিয়েছে। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٥- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا فَاتَتْهُ الصَّلاَةُ مِنَ اللَّيْلِ مِنْ وَجَعٍ اَوْغَيْرِهِ صَلَّى مِنَ النَّهَارِ ثِنْتَيْ عَشْرَةَ رَكْعَةً- رواه مسلم .

১৫৫। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রাতের নামায কোন যন্ত্রণা অথবা অন্য কোন কারণে ছুটে গেলে তিনি তার পরিবর্তে দিনে বার রাক'আত নামায পড়তেন (মুসলিম)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৬

সুন্নাতের হিফাযাত ও তদনুযায়ী আমল করা।[২৫]

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَا اٰتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا .

---

২৫. সুন্নাত শব্দটির অর্থ পথ, মত, আদর্শ, পন্থা, নিয়ম ইত্যাদি। এখানে ফিক্‌হ শাস্ত্রের সুন্নাতের কথা বলা হয়নি। ফিক্‌হ শাস্ত্রে শরীয়াতের বিভিন্ন নির্দেশকে ফরয, ওয়াজিব, সুন্নাত, নফল ইত্যাদি শ্রেণীতে ভাগ করা হয়েছে। ইসলামের সামগ্রিক পরিভাষায় সুন্নাতের মূল অর্থ হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবনাদর্শ, নিয়ম ও জীবন পদ্ধতি, যা তাঁর কথা, কাজ এবং তাঁর অনুমোদন দ্বারা জানা যায়। এই সুন্নাত পালনের কথাই এ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে এবং এ সুন্নাত পালনের প্রতি আল কুরআন ও হাদীসে জোর তাকিদ দেয়া হয়েছে। এটাই ঈমানের দাবি। (অনুবাদক)

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে সে তোমাদেরকে বিরত থাকতে বলে তা থেকে বিরত থাক।" (সূরা আল হাশর ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى اِنْ هُوَ اِلاَّ وَحْيٌ يُّوْحٰى .

(২) "আর সে (রাসূল) মনগড়া কথা বলে না। এ তো ওহী যা তার প্রতি নাযিল করা হয়।" (সূরা আন্ নাজম ঃ ৩-৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ .

(৩) "বল, তোমরা যদি আল্লাহ্র প্রতি ভালোবাসা পোষণ কর, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্ মাফ করে দেবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوْا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ .

(৪) "প্রকৃতপক্ষে তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি আশাবাদী তাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের জীবনে রয়েছে উত্তম আদর্শ।" (সূরা আল আহ্যাব ঃ ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِىْ اَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

(৫) "না, তোমার রবের শপথ! এরা কিছুতেই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তাদের পারস্পরিক মতভেদের ব্যাপারে তোমাকে বিচারক হিসাবে মেনে না নেবে। তারপর তুমি যে ফায়সালা দেবে সে সম্পর্কে তারা নিজেদের মনে কোন দ্বিধা বোধ করবে না, বরং তার নিকট নিজেদেরকে পূর্ণরূপে সোপর্দ করে দেবে।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ اِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ.

(৬) "তোমাদের মধ্যে যদি কোন ব্যাপারে মতপার্থক্য হয় তবে তাকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে ফিরিয়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমানদার হয়ে থাক।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৯)। বিশেষজ্ঞ আলিমগণ বলেন, অর্থাৎ আল কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে রুজু কর।

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ اَطَاعَ اللّٰهَ .

(৭) "যে রাসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহ্র আনুগত্য করল।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৮০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاِنَّكَ لَتَهْدِىْ اِلٰى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ صِرَاطِ اللّٰهِ .

(৮) "আর তুমি সঠিক পথ দেখিয়ে থাক, আল্লাহ্র পথ।" (সূরা আশ্ শূরা ঃ ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَلْيَحْذَرِ الَّذِيْنَ يُخَالِفُوْنَ عَنْ اَمْرِهِ اَنْ تُصِيْبَهُمْ فِتْنَةٌ اَوْ يُصِيْبَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ.

(৯) "যারা আল্লাহ্র হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে, তাদের সতর্ক হওয়া উচিত যে, তাদের উপর কোন বিপর্যয় অথবা কষ্টদায়ক শাস্তি আপতিত হবে।" (সূরা আন্ নূর ঃ ৬৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلٰى فِىْ بُيُوْتِكُنَّ مِنْ اٰيَاتِ اللّٰهِ وَالْحِكْمَةِ .

(১০) "(হে নবীর স্ত্রীগণ!) তোমাদের ঘরে আল্লাহ্র যেসব আয়াত ও জ্ঞানের কথা পঠিত হয় তা তোমরা মনে রাখ।" (সূরা আল আহযাব ঃ ৩৪)

وَالْاٰيَاتُ فِى الْبَابِ كَثِيْرَةٌ. وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ :

١٥٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ دَعُوْنِىْ مَا تَرَكْتُكُمْ اِنَّمَا اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ كَثْرَةُ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلاَفُهُمْ عَلٰى اَنْبِيَائِهِمْ فَاِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَىْءٍ فَاجْتَنِبُوْهُ وَاِذَا اَمَرْتُكُمْ بِاَمْرٍ فَأْتُوْا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ- متفق عليه .

১৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি যেসব বিষয় তোমাদের নিকট বর্ণনা ত্যাগ করেছি, সেসব ব্যাপারে আমাকে ছেড়ে দাও (অর্থাৎ কোনো প্রশ্ন করো না)। তোমাদের পূর্ববর্তী লোকেরা তাদের অত্যধিক প্রশ্ন ও নবীদের ব্যাপারে মতভেদের কারণে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। কাজেই আমি যখন কোন কিছু নিষেধ করি তখন তোমরা সেটা থেকে বিরত থাক। আর যখন আমি তোমাদেরকে কোন কিছুর হুকুম করি, তখন সেটা যথাসাধ্য পালন কর। (বুখারী, মুসলিম)

١٥٧- عَنْ اَبِىْ نَجِيْحٍ الْعِرْبَاضِ بْنِ سَارِيَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ وَعَظَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَوْعِظَةً بَلِيْغَةً وَجِلَتْ مِنْهَا الْقُلُوْبُ وَذَرَفَتْ مِنْهَا

الْعُيُوْنُ فَقُلْنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَاَنَّهَا مَوْعِظَةُ مُوَدِّعٍ فَاَوْصِنَا قَالَ اُوْصِيْكُمْ بِتَقْوَى اللّٰهِ وَالسَّمْعِ وَالطَّاعَةِ وَاِنْ تَاَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ وَاِنَّهُ مَنْ يَّعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرٰى اخْتِلَافًا كَثِيْرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ وَاِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْاُمُوْرِ فَاِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ- رواه ابو داود والترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ النَّوَاجِذُ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ الْاَنْيَابُ وَقِيْلَ الْاَضْرَاسُ .

১৫৭। আবু নাজীহ ইর্‌বায ইবনে সারিয়া (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (একবার) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এমন মর্মস্পর্শী ভাষায় আমাদের উপদেশ দিলেন, যাতে আমাদের সকলের মন গলে গেল এবং চোখ দিয়ে পানি ঝরতে লাগল। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা তো বিদায়ী উপদেশের মত। কাজেই আমাদের আরও উপদেশ দিন। তিনি বলেন ঃ আমি আল্লাহ্‌কে ভয় করার জন্য তোমাদের উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের উপর হাব্‌শী গোলাম শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেও তার কথা শুনার ও তার আনুগত্য করার উপদেশ দিচ্ছি। আর তোমাদের কেউ জীবিত থাকলে সে বহু মতভেদ দেখতে পাবে। তখন আমার সুন্নাত এবং হিদায়াতপ্রাপ্ত খুলাফায়ে রাশিদীনের সুন্নাত অনুসরণ করা হবে তোমাদের অপরিহার্য কর্তব্য। এ সুন্নাতকে খুব মজবুতভাবে আঁকড়ে ধরবে এবং (দ্বীনের ব্যাপারে) সমস্ত নব উদ্ভাবিত বিষয় (বিদ'আত) থেকে বিরত থাকবে। কেননা প্রতিটি 'বিদআত'ই পথভ্রষ্টতা।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এ হাদীস উদ্ধৃত করেছেন এবং ইমাম তিরমিযী একে হাসান ও সহীহ আখ্যা দিয়েছেন।

١٥٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّ اُمَّتِيْ يَدْخُلُوْنَ الْجَنَّةَ اِلاَّ مَنْ اَبٰى قِيْلَ وَمَنْ يَّاْبٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ مَنْ اَطَاعَنِيْ دَخَلَ الْجَنَّةَ وَمَنْ عَصَانِيْ فَقَدْ اَبٰى- رواه البخارى .

১৫৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার সব উম্মাত জান্নাতে যাবে, সে ব্যতীত যে (জান্নাতে যেতে) অসম্মত। বলা হল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! কে অসম্মত? তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে ব্যক্তি আমার অবাধ্যতা করল সে জান্নাতে যেতে অসম্মত। (বুখারী)

١٥٩- عَنْ اَبِيْ مُسْلِمٍ وَقِيْلَ اَبِيْ اِيَّاسٍ سَلَمَةَ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْاَكْوَعِ رَضِيَ اللّٰهُ

عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَكَلَ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشِمَالِهِ فَقَالَ كُلْ بِيَمِيْنِكَ قَالَ لاَ اَسْتَطِيْعُ قَالَ لاَ اسْتَطَعْتَ مَا مَنَعَهُ اِلاَّ الْكِبْرُ فَمَا رَفَعَهَا اِلٰى فِيْهِ- رواه مسلم .

১৫৯। আবু মুসলিম অথবা আবু ইয়াস সালামা ইবনে আমর ইবনে আকওয়া (রা) থেকে বর্ণিত। এক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে বাম হাতে খেতে লাগল। তিনি বলেন ঃ ডান হাতে খাও। সে বলল, আমি পারি না। তিনি বলেন ঃ তুমি যেন না পার। (মূলতঃ) অহংকারই তাকে এ হুকুম পালনে বাধা দিয়েছিল। তারপর সে তার হাত মুখের কাছে উঠাতে পারেনি। (মুসলিম)

ব্যাখ্যা ঃ এ হাদীস থেকে স্পষ্ট হয়ে গেলো যে, বাম হাতে পানাহার করা অহংকার প্রকাশের লক্ষণ। আর অহংকারী ব্যক্তিকে আল্লাহ পছন্দ করেন না। অথচ বর্তমান যুগে বাম হাতে পানাহার করাটাই যেন আভিজাত্যের পরিচায়ক।

অপর একটি হাদীসে বলা হয়েছে : "তোমরা ডান হাতে পানাহার কর। কেননা শয়তান বাম হাতে পানাহার করে।"

١٦٠- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُسَوِّىْ صُفُوْفَنَا حَتّٰى كَاَنَّمَا يُسَوِّىْ بِهَا الْقِدَاحَ حَتّٰى اِذَا رَاٰى اَنَّا قَدْ عَقَلْنَا عَنْهُ ثُمَّ خَرَجَ يَوْمًا فَقَامَ حَتّٰى كَادَ اَنْ يُكَبِّرَ فَرَاٰى رَجُلاً بَادِيًا صَدْرُهُ فَقَالَ عِبَادَ اللّٰهِ لَتُسَوُّنَّ صُفُوْفَكُمْ اَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللّٰهُ بَيْنَ وُجُوْهِكُمْ .

১৬০। আবু আবদুল্লাহ নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা নামাযের কাতার সোজা কর, নতুবা আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা সৃষ্টি করে দেবেন। (বুখারী, মুসলিম)

মুসলিমের আর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাতারগুলো সোজা করে দিতেন, এমনকি (মনে হতো) তিনি যেন এর দ্বারা তীর সোজা করছেন। আমরা তার কাছ থেকে বিষয়টা পূর্ণভাবে অনুধাবন করতে পেরেছি কিনা তা না বুঝা পর্যন্ত তিনি তাকিদ দিতেন। তারপর একদিন তিনি (হুজরা থেকে) বেরিয়ে এসে

নামাযে দাঁড়িয়ে তাকবীরে তাহরীমা বলতে যাবেন এমন সময় এক লোককে দেখলেন যে, তার বুকটা কাতারের বাইরে রয়েছে। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্র বান্দারা! তোমাদের কাতার সোজা কর, নয়তো আল্লাহ তোমাদের চেহারাগুলোর মধ্যে বিভিন্নতা (অথবা মনের অমিল) সৃষ্টি করে দেবেন।

١٦١- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِحْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِيْنَةِ عَلٰى اَهْلِهٖ مِنَ اللَّيْلِ فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِشَاْنِهِمْ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ فَاِذَا نِمْتُمْ فَاَطْفِئُوْهَا عَنْكُمْ- متفق عليه .

১৬১। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনায় এক রাতে একটি বাড়ি আগুনে পুড়ে যায়। এ কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বলা হলে তিনি বলেন ঃ এই আগুন তোমাদের শত্রু। কাজেই তোমরা ঘুমাবার সময় এটাকে নিভিয়ে দাও।" (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مَثَلَ مَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ مِنَ الْهُدٰى وَالْعِلْمِ كَمَثَلِ غَيْثٍ اَصَابَ اَرْضًا فَكَانَتْ مِنْهَا طَائِفَةٌ طَيِّبَةٌ قَبِلَتِ الْمَاءَ فَاَنْبَتَتِ الْكَلَاَ وَالْعُشْبَ الْكَثِيْرَ وَكَانَ مِنْهَا اَجَادِبُ اَمْسَكَتِ الْمَاءَ فَنَفَعَ اللّٰهُ بِهَا النَّاسَ فَشَرِبُوْا مِنْهَا وَسَقَوْا وَزَرَعُوْا وَاَصَابَ طَائِفَةٌ مِّنْهَا اُخْرٰى اِنَّمَا هِىَ قِيْعَانٌ لَا تُمْسِكُ مَاءً وَلَا تُنْبِتُ كَلَاً فَذٰلِكَ مَثَلُ مَنْ فَقُهَ فِىْ دِيْنِ اللّٰهِ وَنَفَعَهُ بِمَا بَعَثَنِىَ اللّٰهُ بِهٖ فَعَلِمَ وَعَلَّمَ وَمَثَلُ مَنْ لَمْ يَرْفَعْ بِذٰلِكَ رَاْسًا وَلَمْ يَقْبَلْ هُدَى اللّٰهِ الَّذِىْ اُرْسِلْتُ بِهٖ- متفق عليه

فَقُهَ بِضَمِّ الْقَافِ عَلَى الْمَشْهُوْرِ وَقِيْلَ بِكَسْرِهَا اَىْ صَارَ فَقِيْهًا .

১৬২। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমাকে আল্লাহ যে জ্ঞান ও সঠিক পথসহ পাঠিয়েছেন, তার উদাহরণ বৃষ্টির মত। বৃষ্টির পানি কোনো জমিতে পড়লে জমির ভালো অংশ তা চুষে নেয় এবং বহু নতুন ও তাজা ঘাস জন্মায়। জমির আর এক অংশ যাতে বৃষ্টির পানি আটকে থাকে এবং আল্লাহ তা দ্বারা মানুষের উপকার করেন। তারা সেখান থেকে পানি পান করে এবং তা দিয়ে জমিতে সেচ দেয় ও ফসল উৎপন্ন করে। জমির আর এক অংশ ঘাসহীন অনুর্বর এলাকা, যেখানে পানিও আটকায় না, ঘাসও হয় না। এটা (প্রথমটি) হচ্ছে সেই লোকের উদাহরণ যে, আল্লাহ্র দীনের গভীর জ্ঞান লাভ করেছে এবং আল্লাহ যা কিছু দিয়ে

আমাকে পাঠিয়েছেন তা থেকে উপকৃত হয়েছে। সে নিজেও জ্ঞান লাভ করেছে এবং অপরকেও জ্ঞান দান করেছে। আর শেষোক্ত দৃষ্টান্ত হচ্ছে সেই ব্যক্তির যে দীনের জ্ঞানের দিকে ফিরেও তাকায়নি এবং আল্লাহ্‌র যে বিধানসহ আমাকে পাঠান হয়েছে তা সে গ্রহণও করেনি। (বুখারী, মুসলিম)

١٦٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلِيْ وَمَثَلُكُمْ كَمَثَلِ رَجُلٍ اَوْقَدَ نَاراً فَجَعَلَ الْجَنَادِبُ وَالْفَرَاشُ يَقَعْنَ فِيْهَا وَهُوَ يَذُبُّهُنَّ عَنْهَا وَاَنَا اٰخِذٌ بِحُجَزِكُمْ عَنِ النَّارِ وَاَنْتُمْ تُفْلِتُوْنَ مِنْ يَدَيَّ- رواه مسلم

اَلْجَنَادِبُ نَحْوُ الْجَرَادِ وَالْفَرَاشُ هٰذَا الْـمَعْرُوْفُ الَّذِيْ يَقَعُ فِي النَّارِ وَالْحُجَزُ جَمْعُ حُجْزَةٍ وَهِيَ مَعْقِدُ الْاِزَارِ وَالسَّرَاوِيْلِ.

১৬৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমার ও তোমাদের উদাহরণ হচ্ছে ঐ ব্যক্তির মত, যে আগুন জ্বালানোর পর ফড়িং ও অন্যান্য পতঙ্গ তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং সে ওগুলোকে বাধা দিতে থাকে। আর আমিও তোমাদের কোমর ধরে তোমাদেরকে আগুনে পড়া থেকে বাধা দিচ্ছি, কিন্তু তোমরা আমার হাত থেকে ছুটে তাতে পড়ে যাচ্ছ। (মুসলিম)

١٦٤- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَمَرَ بِلَعْقِ الْاَصَابِعِ وَالصَّحْفَةِ وَقَالَ اِنَّكُمْ لاَ تَدْرُوْنَ فِيْ اَيِّهَا الْبَرَكَةُ . رواه مسلم

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ اِذَا وَقَعَتْ لُقْمَةُ اَحَدِكُمْ فَلْيَاْخُذْهَا فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى وَلْيَاْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ وَلاَ يَمْسَحْ يَدَهُ بِالْمِنْدِيْلِ حَتّٰى يَلْعَقَ اَصَابِعَهُ فَاِنَّهُ لاَ يَدْرِيْ فِيْ اَيِّ طَعَامِهِ الْبَرَكَةُ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ اِنَّ الشَّيْطَانَ يَحْضُرُ اَحَدَكُمْ عِنْدَ كُلِّ شَيْءٍ مِّنْ شَاْنِهِ حَتّٰى يَحْضُرَهُ عِنْدَ طَعَامِهِ فَاِذَا سَقَطَتْ مِنْ اَحَدِكُمُ اللُّقْمَةُ فَلْيُمِطْ مَا كَانَ بِهَا مِنْ اَذًى فَلْيَاْكُلْهَا وَلاَ يَدَعْهَا لِلشَّيْطَانِ .

১৬৪। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আঙুল ও থালা চেটে খেতে হুকুম করেছেন এবং বলেছেন ঃ তোমরা জান না তার কোন্ স্থানে বরকত রয়েছে। (মুসলিম)

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, তোমাদের কারও খাবারের লোক্‌মা পড়ে গেলে সে যেন তা উঠিয়ে নেয় এবং তার ময়লা পরিষ্কার করে তা খায়, শয়তানের জন্য যেন তা রেখে না দেয়। আর আঙুল চেটে না খাওয়া পর্যন্ত সে তার হাত যেন রুমাল দিয়ে না মোছে। কারণ সে জানে না যে, তার খাদ্যের কোন্‌ অংশে বরকত রয়েছে।

মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে, শয়তান তোমাদের প্রত্যেকের নিকট প্রতিটি ব্যাপারে হাযির হয়, এমনকি তার খাওয়ার সময়ও সে হাযির হয়। কাজেই তোমাদের কারও লোক্‌মা পড়ে গেলে সে যেন তার ময়লা পরিষ্কার করে তা খায় এবং শয়তানের জন্য ফেলে না রাখে।

١٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَامَ فِيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَوْعِظَةٍ فَقَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ مَحْشُوْرُوْنَ اِلَى اللّٰهِ تَعَالٰى حُفَاةً عُرَاةً غُرْلاً (كَمَا بَدَأْنَا اَوَّلَ خَلْقٍ نُعِيْدُهُ وَعْداً عَلَيْنَا اِنَّا كُنَّا فَاعِلِيْنَ) اَلاَ وَاِنَّ اَوَّلَ الْخَلاَئِقِ يُكْسٰى يَوْمَ الْقِيَامَةِ اِبْرَاهِيْمُ عَلَيْهِ السَّلاَمُ اَلاَ وَاِنَّهُ سَيُجَاءُ بِرِجَالٍ مِنْ اُمَّتِىْ فَيُؤْخَذُ بِهِمْ ذَاتَ الشِّمَالِ فَاَقُوْلُ يَا رَبِّ اَصْحَابِىْ فَيُقَالُ اِنَّكَ لاَ تَدْرِىْ مَا اَحْدَثُوْا بَعْدَكَ فَاَقُوْلُ كَمَا قَالَ الْعَبْدُ الصَّالِحُ وَكُنْتُ عَلَيْهِمْ شَهِيْداً مَا دُمْتُ فِيْهِمْ اِلٰى قَوْلِهِ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ فَيُقَالُ لِىْ اِنَّهُمْ لَمْ يَزَالُوْا مُرْتَدِّيْنَ عَلٰى اَعْقَابِهِمْ مُنْذُ فَارَقْتَهُمْ- متفق عليه غُرْلاً اَىْ غَيْرَ مَخْتُوْنِيْنَ .

১৬৫। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝে দাঁড়িয়ে ভাষণ দিতে গিয়ে বলেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদেরকে আল্লাহ্‌র সামনে খালি পায়ে, উলংগ শরীরে এবং খাতনাহীন অবস্থায় সমবেত করা হবে। আল্লাহ বলেন ঃ "যেমন আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছি, তেমন আবার সৃষ্টি করব। এটা আমার ওয়াদা। আমি ওয়াদা পূরণ করবই (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ১০৩)। জেনে রাখ, কিয়ামাতের দিন সর্বপ্রথম ইবরাহীম (আ)-কে কাপড় পরানো হবে। সাবধান! আমার উম্মাতের কিছু লোককে এনে বাম দিকে (জাহান্নামের দিকে) ধরে নিয়ে যাওয়া হবে। আমি বলব, হে আমার রব! এরাতো আমার সাহাবী। তখন বলা হবে, তুমি জান না যে, তোমার পর এরা কি কি নতুন নতুন কাজ করেছে। আমি তখন ঈসা (আ)-এর মত বলব, "আমি যতকাল তাদের মধ্যে ছিলাম তাদের উপর সাক্ষ্যদানকারী হয়েই ছিলাম..." (সূরা আল মায়িদা ঃ ১১৭-১১৮)। তখন আমাকে বলা হবে, তাদের কাছ থেকে তুমি যখন বিদায় নিয়েছ তখন তারা তোমার দীন ছেড়ে দূরে সরে গেছে। (বুখারী, মুসলিম)

١٦٦- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مُغَفَّلٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهُ لاَ يَقْتُلُ الصَّيْدَ وَلاَ يَنْكَأُ الْعَدُوَّ وَاِنَّهُ يَفْقَأُ الْعَيْنَ وَيَكْسِرُ السِّنَّ- متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّ قَرِيْبًا لِاِبْنِ مُغَفَّلٍ خَذَفَ فَنَهَاهُ وَقَالَ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنِ الْخَذْفِ وَقَالَ اِنَّهَا لاَ تَصِيْدُ صَيْدًا ثُمَّ عَادَ فَقَالَ اُحَدِّثُكَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهٰى عَنْهُ ثُمَّ عُدْتَ تَخْذِفُ؟ لاَ اُكَلِّمُكَ اَبَدًا .

১৬৬। আবু সাঈদ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফাল (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পাথরের টুকরা শাহাদাত আঙুল ও বৃদ্ধাঙুলের মাঝখানে রেখে নিক্ষেপ করতে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এতে কোন শিকারও মারা পড়ে না এবং দুশমনও শেষ হয় না, বরং এটা চোখ ফুঁড়ে দেয় এবং দাঁত ভেঙ্গে দেয়। (বুখারী, মুসলিম)

অন্য এক রিওয়ায়াতে আছে ঃ আবদুল্লাহ ইবনে মুগাফ্ফালের এক নিকটাত্মীয় পাথর মেরেছিল। আবদুল্লাহ (রা) নিষেধ করেন এবং বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে পাথর ছুঁড়তে নিষেধ করেছেন এবং বলেছেন ঃ এতে শিকার মরে না। ঐ ব্যক্তি পুনর্বার একই কাজ করে। এতে আবদুল্লাহ (রা) বলেন, আমি তোমাকে বলছি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এটা নিষেধ করেছেন তবুও তুমি মারছো। আমি তোমার সাথে কখনো কথা বলব না।

١٦٧- عَنْ عَابِسِ بْنِ رَبِيْعَةَ قَالَ رَاَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يُقَبِّلُ الْحَجَرَ يَعْنِى الْاَسْوَدَ وَيَقُوْلُ اِنِّىْ اَعْلَمُ اَنَّكَ حَجَرٌ مَا تَنْفَعُ وَلاَ تَضُرُّ وَلَوْ لاَ اَنِّىْ رَاَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقَبِّلُكَ مَا قَبَّلْتُكَ - متفق عليه .

১৬৭। আবেস ইবনে রাবী'আ (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি উমার ইবনুল খাত্তাব (রা)-কে হাজরে আস্ওয়াদ চুমো দিতে দেখেছি। তিনি বলেন, আমি জানি যে, তুমি একখণ্ড পাথর মাত্র, তুমি কোন উপকারও করতে পার না, অপকারও করতে পার না। আমি যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তোমাকে চুমো দিতে না দেখতাম, তাহলে আমি তোমাকে চুমো দিতাম না। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৭

আল্লাহ্র হুকুম পালন করা অপরিহার্য এবং যে ব্যক্তি তা পালনের জন্য আহ্বান জানায়, সৎকাজের আদেশ দেয় ও অন্যায় কাজ থেকে বারণ করে তার যা বলা উচিৎ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَلاَ وَرَبِّكَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى يُحَكِّمُوْكَ فِيْمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لاَ يَجِدُوْا فِيْ اَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

(১) "না, তোমার রবের শপথ! তারা ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত তারা তোমাকে তাদের পারস্পরিক বিরোধের মীমাংসাকারী হিসাবে মেনে না নেয়, তারপর তুমি যে রায় দেবে তারা সে সম্পর্কে মনে কোন প্রকার দ্বিধা-সংকোচ বোধ না করে পূর্ণ আন্তরিকতা সহকারে তা মেনে নেয়।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৬৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا كَانَ قَوْلَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذَا دُعُوْا اِلَى اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ اَنْ يَّقُوْلُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا وَاُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

(২) "মুমিনদের মধ্যে কোন ব্যাপারে ফায়সালা করার জন্য যখন তাদেরকে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে (কুরআন ও সুন্নাহ্র দিকে) আহ্বান জানানো হয়, তখন তারা এই কথাই বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। আর এসব লোকই কল্যাণপ্রাপ্ত।" (সূরা আন্ নূর ঃ ৫১)

এই অনুচ্ছেদের সাথে সামঞ্জস্যশীল হাদীসমূহের মধ্যে আবু হুরাইরা (রা)-র হাদীসটি ইতিপূর্বে (১৫৬ নং হাদীস) উল্লেখিত হয়েছে। এছাড়াও আরো বহু হাদীস এ প্রসঙ্গে পাওয়া যায়। যেমন ঃ

١٦٨ - وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (لِلّٰهِ مَا فِي السَّمٰوَاتِ وَمَا فِي الْاَرْضِ وَاِنْ تُبْدُوْا مَا فِيْ اَنْفُسِكُمْ اَوْ تُخْفُوْهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللّٰهُ) اَلْاٰيَةَ اشْتَدَّ ذٰلِكَ عَلٰى اَصْحَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَتَوْا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ بَرَكُوْا عَلَى الرُّكَبِ فَقَالُوْا اَيْ رَسُوْلَ اللّٰهِ كُلِّفْنَا مِنَ الْاَعْمَالِ مَا نُطِيْقُ الصَّلاَةَ وَالصِّيَامَ وَالْجِهَادَ وَالصَّدَقَةَ وَقَدْ اُنْزِلَتْ عَلَيْكَ هٰذِهِ الْاٰيَةُ وَلاَ نُطِيْقُهَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَتُرِيْدُوْنَ اَنْ تَقُوْلُوْا كَمَا قَالَ اَهْلُ الْكِتَابَيْنِ مِنْ قَبْلِكُمْ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا ؟ بَلْ قُوْلُوْا

سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرَ فَلَمَّا اقْتَرَأَهَا الْقَوْمُ وَذَلَّتْ بِهَا اَلْسِنَتُهُمْ اَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ اِثْرِهَا (اٰمَنَ الرَّسُوْلُ بِمَا أُنْزِلَ اِلَيْهِ مِنْ رَّبِّهِ وَالْمُؤْمِنُوْنَ كُلٌّ اٰمَنَ بِاللّٰهِ وَمَلاَئِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لاَ نُفَرِّقُ بَيْنَ اَحَدٍ مِّنْ رُّسُلِهِ وَقَالُوْا سَمِعْنَا وَاَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَاِلَيْكَ الْمَصِيْرُ) فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ نَسَخَهَا اللّٰهُ تَعَالٰى فَاَنْزَلَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ (لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ وُسْعَهَا لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ رَبَّنَا لاَ تُؤَاخِذْنَا اِنْ نَسِيْنَا اَوْ اَخْطَأْنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تَحْمِلْ عَلَيْنَا اِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِنَا) قَالَ نَعَمْ (رَبَّنَا وَلاَ تُحَمِّلْنَا مَا لاَ طَاقَةَ لَنَا بِهٖ) قَالَ نَعَمْ (وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْلَنَا وَارْحَمْنَا اَنْتَ مَوْلاَنَا فَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِيْنَ) قَالَ نَعَمْ- رواه مسلم .

১৬৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর নাযিল হল ঃ "আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ্র। তোমাদের মনের কথা প্রকাশ কর বা গোপন রাখ, আল্লাহ তোমাদের কাছ থেকে তার হিসাব নেবেন" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৪), তা সাহাবীগণের নিকট খুব কঠিন মনে হল। সাহাবীগণ তখন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে নতজানু হয়ে বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের সাধ্যানুযায়ী নামায, জিহাদ, রোযা, সাদাকা ইত্যাদি কাজগুলো আমাদের উপর চাপানো হয়েছে, অথচ আপনার উপর এই আয়াত নাযিল হয়েছে, আর আমরা তা করার ক্ষমতা রাখি না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ পূর্বে ইহূদী ও খৃস্টানরা যেমন বলেছিল, আমরা শুনলাম এবং অমান্য করলাম, তোমরাও কি তেমনি বলতে চাও? তোমরা বরং বল, "শুনলাম, মেনে নিলাম, তোমার কাছে ক্ষমা চাই, হে প্রভু! আর তোমারই নিকট ফিরে যেতে হবে।" লোকেরা যখন এ আয়াতটি পড়ল এবং তাদের জিহ্বা আনুগত্য করল, তখন আল্লাহ উক্ত আয়াতের পর নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "রাসূলের নিকট তাঁর রবের কাছ থেকে যা কিছু নাযিল করা হয়েছে তার প্রতি রাসূল ও মুমিনগণ ঈমান এনেছে। তারা সবাই আল্লাহ, তাঁর ফেরেশতাকুল, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান এনেছে। আমরা তাঁর রাসূলগণের মধ্যে কোন পার্থক্য করি না এবং তারা বলে, আমরা শুনলাম এবং মেনে নিলাম। হে আমাদের প্রভু! আমরা তোমার কাছে ক্ষমা চাই। আর তোমার নিকটেই তো ফিরে যেতে হবে। (সূরা আল বাকারা ঃ ১৮৫)

যখন সাহাবীগণ এসব করলেন তখন আল্লাহ্ উক্ত আয়াতের হুকুম পরিবর্তন করে দিয়ে নিম্নোক্ত আয়াত নাযিল করলেন ঃ "আল্লাহ্ কাউকে তার সাধ্যাতীত কষ্ট দেন না। প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য তার (ভাল) কাজের সাওয়াব রয়েছে এবং (মন্দের জন্য) শাস্তিও রয়েছে। (তারা বলে) "হে আমাদের প্রভু! আমরা ভুলত্রুটি করে থাকলে সেজন্য তুমি আমাদের পাকড়াও করো না।" আল্লাহ্ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপর যেমন তুমি (কঠিন হুকুমের) বোঝা চাপিয়ে দিয়েছিলে তেমন কোন বোঝা আমাদের উপর চাপিয়ে দিয়ো না।" আল্লাহ্ বলেন, আচ্ছা তাই হবে। তারা বলে, "হে আমাদের প্রভু! আমাদের উপর এমন কোন দায়িত্বভার দিয়ো না যা পালন করার শক্তি আমাদের নেই, আর আমাদের গুনাহর কালিমা মুছে দাও, আমাদের গুনাহ মাফ করে দাও, আমাদের উপর দয়া কর। তুমিই তো আমাদের অভিভাবক, কাজেই কাফিরদের উপর আমাদেরকে বিজয়ী কর" (সূরা আল বাকারা ঃ ২৮৬)। আল্লাহ্ বলেন, "আচ্ছা তাই হবে।" (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ১৮

বিদ'আত (দীনের মধ্যে নতুন নতুন বিষয়ের উদ্ভাবন ও প্রচলন) নিষিদ্ধ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَمَا ذَا بَعْدَ الْحَقِّ اِلاَّ الضَّلاَلُ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

১। "হক কথার পর আর সবই ভ্রান্তি।" (সূরা ইউনুস ঃ ২২)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَا فَرَّطْنَا فِى الْكِتَابِ مِنْ شَىْءٍ .

২। "আমি এ কিতাবে কোন কিছু বাদ দিইনি।" (সূরা আল আন'আম ঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاِنْ تَنَازَعْتُمْ فِىْ شَىْءٍ فَرُدُّوْهُ اِلَى اللّٰهِ وَالرَّسُوْلِ .

৩। "যদি তোমরা কোন ব্যাপারে পরস্পর মতবিরোধ কর তবে তা আল্লাহ ও রাসূলের দিকে রুজু কর" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৫৯) অর্থাৎ কিতাব ও সুন্নাতের দিকে।

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاَنَّ هٰذَا صِرَاطِىْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَ تَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيْلِهٖ .

৪। "আর আমার এই রাস্তা সরল ও মজবুত। কাজেই তোমরা এই রাস্তায়ই চল। এছাড়া অন্য সব রাস্তায় চলো না, তা তোমাদেরকে তাঁর রাস্তা থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে।" (সূরা আল আন'আম ঃ ১৫৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِىْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْلَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ.

৫। "তুমি বলে দাও ঃ তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবাস তবে আমার অনুসরণ কর। তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহসমূহ ক্ষমা করবেন।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

এ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সমর্থনে আরো বহু প্রসিদ্ধ আয়াত আছে।

١٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ اَحْدَثَ فِىْ اَمْرِنَا هٰذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ رَدٌّ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ لِـمُسْلِمٍ مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ اَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ.

১৬৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এই দীনের মধ্যে এমন নতুন কিছু প্রবর্তন করে, যা তার অন্তর্ভুক্ত নয়, তা প্রত্যাখ্যাত। (বুখারী, মুসলিম)

সহীহ মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ কোন ব্যক্তি আমাদের দীনের নির্দেশ বহির্ভূত কোন কাজ করলে তা প্রত্যাখ্যাত।

١٧٠- عَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا خَطَبَ اِحْمَرَّتْ عَيْنَاهُ وَعَلاَ صَوْتُهُ وَاشْتَدَّ غَضَبُهُ حَتّٰى كَاَنَّهُ مُنْذِرُ جَيْشٍ يَقُوْلُ صَبَّحَكُمْ وَمَسَّاكُمْ وَيَقُوْلُ بُعِثْتُ اَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ وَيَقْرِنُ بَيْنَ اِصْبَعَيْهِ السَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَيَقُوْلُ اَمَّا بَعْدُ فَاِنَّ خَيْرَ الْحَدِيْثِ كِتَابُ اللّٰهِ وَخَيْرَ الْهَدْىِ هَدْىُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْاُمُوْرِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلاَلَةٌ ثُمَّ يَقُوْلُ اَنَا اَوْلٰى بِكُلِّ مُؤْمِنٍ مِّنْ نَفْسِهِ مَنْ تَرَكَ مَالاً فَلِاَهْلِهِ وَمَنْ تَرَكَ دَيْنًا اَوْ ضَيَاعًا فَاِلَىَّ وَعَلَىَّ- رواه مسلم .

১৭০। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন বক্তৃতা দিতেন তখন তাঁর চোখ দু'টি লাল হয়ে যেত, তাঁর কণ্ঠস্বর বড় হয়ে যেত এবং তাঁর রাগ বৃদ্ধি পেত, যেন তিনি কোন সেনাবাহিনীকে সতর্ক করছেন। তিনি বলতেন ঃ আল্লাহ তোমাদের সকাল-সন্ধ্যায় ভালো রাখুন। তিনি আরও বলতেন ঃ আমাকে কিয়ামাতসহ এভাবে পাঠানো হয়েছে। এ কথা বলে তিনি তাঁর মধ্যমা ও তর্জনী আঙ্গুল মেশাতেন। তিনি আরও বলতেন ঃ অতঃপর সবচেয়ে ভালো কথা হচ্ছে আল্লাহ্র কিতাব

এবং সবচেয়ে ভালো পথ হচ্ছে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পথ। (দীনের ব্যাপারে) নতুন বিষয়গুলো (অর্থাৎ নতুন বিষয় সৃষ্টি করা) সবচেয়ে খারাপ। এবং সব বিদ্‌আতই ভ্রান্তি। তারপর তিনি বলতেন ঃ আমি প্রত্যেক মুমিনের জন্য তার নিজের চেয়ে উত্তম। যে ব্যক্তি কোন সম্পদ রেখে যায় তা তার পরিবারবর্গের জন্য। আর যে ব্যক্তি কোন ঋণ অথবা অসহায় সন্তান রেখে যায় তার দায়িত্ব আমারই উপর।" (মুসলিম)

এই প্রসংগে ইরবায ইবনে সারিয়া (রা) একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন। তাঁর হাদীসটি ইতিপূর্বে সুন্নাতের হিফাযত শীর্ষক অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত হয়েছে (হাদীস নং ১৫৭)।

অনুচ্ছেদ ঃ ১৯

যে ব্যক্তি উত্তম পন্থা অথবা কুপন্থার প্রচলন করল।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

১। "আর যারা বলে, আমাদের প্রভু! তুমি আমাদের এমন স্ত্রী ও সন্তান-সন্ততি দান কর যাদেরকে দেখে আমাদের চোখ জুড়িয়ে যায় এবং আমাদেরকে মুত্তাকীদের নেতা বানাও।" (সূরা আল ফুরকান ঃ ৭৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَجَعَلْنَاهُمْ اَئِمَّةً يَّهْدُوْنَ بِاَمْرِنَا .

২। "আমি তাদেরকে (নবীগণকে) নেতা হিসেবে নিযুক্ত করেছি, তারা আমার হুকুম অনুযায়ী সৎপথে পরিচালিত করে।" (সূরা আল আম্বিয়া ঃ ৭৩)

١٧١- عَنْ اَبِىْ عَمْرٍو جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا فِىْ صَدْرِ النَّهَارِ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَجَاءَهُ قَوْمٌ عُرَاةٌ مُجْتَابِى النِّمَارِ اَوِ الْعَبَاءِ مُتَقَلِّدِى السُّيُوْفِ عَامَّتُهُمْ مِنْ مُضَرَ بَلْ كُلُّهُمْ مِنْ مُضَرَ فَتَمَعَّرَ وَجْهُ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِمَا رَاٰى بِهِمْ مِنَ الْفَاقَةِ فَدَخَلَ ثُمَّ خَرَجَ فَاَمَرَ بِلَالًا فَاَذَّنَ وَاَقَامَ فَصَلّٰى ثُمَّ خَطَبَ فَقَالَ (يٰاَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوْا رَبَّكُمُ الَّذِىْ خَلَقَكُمْ مِّنْ نَّفْسٍ وَّاحِدَةٍ) اِلٰى اٰخِرِ الْاٰيَةِ (اِنَّ اللّٰهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيْبًا) وَالْاٰيَةُ الْاُخْرٰى الَّتِىْ فِىْ اٰخِرِ الْحَشْرِ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ)

تَصَدَّقَ رَجُلٌ مِّنْ دِيْنَارِهِ مِنْ دِرْهَمِهِ مِنْ ثَوْبِهِ مِنْ صَاعِ بُرِّهِ مِنْ صَاعِ تَمْرِهِ حَتّٰى قَالَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ فَجَاءَ رَجُلٌ مِّنَ الْاَنْصَارِ بِصُرَّةٍ كَادَتْ كَفُّهُ تَعْجِزُ عَنْهَا بَلْ قَدْ عَجَزَتْ ثُمَّ تَتَابَعَ النَّاسُ حَتّٰى رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ مِنْ طَعَامٍ وَّثِيَابٍ حَتّٰى رَاَيْتُ وَجْهَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَتَهَلَّلُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ اَجْرُهَا وَاَجْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَنقُصَ مِنْ أُجُوْرِهِمْ شَيْءٌ وَمَنْ سَنَّ فِى الْاِسْلاَمِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ اَنْ يَّنقُصَ مِنْ اَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ- رواه مسلم

قَوْلُهُ مُجْتَابِى النِّمَارِ هُوَ بِالْجِيْمِ وَبَعْدَ الْاَلِفِ بَاءٌ مُوَحَّدَةٌ وَالنِّمَارُ جَمْعُ نَمِرَةٍ وَهِيَ كِسَاءٌ مِنْ صُوْفٍ مُخَطَّطٍ وَمَعْنٰى مُجْتَابِيْهَا اَىْ لاَبِسِيْهَا قَدْ خَرَقُوْهَا فِىْ رُؤُسِهِمْ وَالْجَوْبُ الْقَطْعُ وَمِنْهُ قَوْلُ اللّٰهِ تَعَالٰى (وَثَمُوْدَ الَّذِيْنَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ) اَىْ نَحَتُوْهُ وَقَطَعُوْهُ وَقَوْلُهُ تَمَعَّرَ هُوَ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ اَىْ تَغَيَّرَ وَقَوْلُهُ رَاَيْتُ كَوْمَيْنِ بِفَتْحِ الْكَافِ وَضَمِّهَا اَىْ صُبْرَتَيْنِ وَقَوْلُهُ كَاَنَّهُ مُذْهَبَةٌ هُوَ بِالذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَفَتْحِ الْهَاءِ وَالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ قَالَهُ الْقَاضِىْ عِيَاضٌ وَغَيْرُهُ وَصَحَّفَهُ بَعْضُهُمْ فَقَالَ مُدْهُنَةٌ بِدَالٍ مُهْمَلَةٍ وَضَمِّ الْهَاءِ وَبِالنُّوْنِ وَكَذَا ضَبَطَهُ الْحُمَيْدِىُّ وَالصَّحِيْحُ الْمَشْهُوْرُ هُوَ الْاَوَّلُ وَالْمُرَادُ بِهِ عَلَى الْوَجْهَيْنِ الصَّفَاءُ وَالْاِسْتِنَارَةُ .

১৭১। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা দিনের প্রথম ভাগে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট উপস্থিত ছিলাম, তখন একদল লোক তাঁর কাছে এল। তাদের শরীর ছিল অনাবৃত, চট কিংবা আবা পরিহিত ছিল তারা। তরবারিও তাদের সাথে ঝুলানো ছিল। তাদের অধিকাংশ বরং সবাই ছিল মুদার গোত্রের লোক। তাদের দুর্ভিক্ষাবস্থা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার রং পরিবর্তিত হয়ে গেল। তিনি ঘরের ভেতর গেলেন, তারপর বের হয়ে এসে বিলাল (রা)-কে আযান দিতে বলেন। বিলাল (রা) আযান ও ইকামাত দিলেন। তারপর রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামায শেষ করে বক্তৃতায় বলেন ঃ "হে জনগণ! তোমাদের রবকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং তার থেকে তার স্ত্রী সৃষ্টি করেছেন, আর উভয় থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং আল্লাহ্‌কে ভয় কর, যার দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পর নিজ নিজ অধিকার দাবি কর। আর তোমরা আত্মীয়তার সম্পর্ক নষ্ট করা থেকে বিরত থাক। আল্লাহ অবশ্যই তোমাদের উপর কড়া দৃষ্টি রাখেন" (সূরা আন্ নিসা, আয়াত ঃ ১)। তিনি সূরা আল হাশরের শেষের দিকের নিম্নোক্ত আয়াতটিও পড়লেন ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ্‌কে ভয় কর। আর প্রত্যেক ব্যক্তি যেন লক্ষ্য রাখে যে, সে আগামী দিনের (আখিরাতের) জন্য কি ব্যবস্থা করে রেখেছে। তোমরা আল্লাহকেই ভয় কর। তোমরা যা করছ আল্লাহ তার খবর রাখেন" (সূরা আল হাশর, আয়াত ঃ ১৮)। (তারপর তিনি বলেন) প্রত্যেক ব্যক্তির উচিত সে যেন তার দীনার (স্বর্ণমুদ্রা), তার দিরহাম (রৌপ্যমুদ্রা), তার কাপড়, তার গম এবং তার খেজুর থেকে দান করে। তিনি এমনকি এ কথাও বলেন যে, এক টুকরা খেজুর হলেও তা দান কর। এরপর একজন আনসারী এক থলি খেজুর নিয়ে এল। থলিটি বয়ে আনতে তার হাত অক্ষম হওয়ার উপক্রম, বরং অক্ষম হয়েই পড়েছিল। তারপর লোকেরা একের পর এক দান করতে লাগল। শেষ পর্যন্ত আমি কাপড় ও খাদ্যের দু'টি স্তূপ দেখতে পেলাম। দেখতে পেলাম, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চেহারার নূর উজ্জ্বল হয়ে তা যেন সোনালী রংয়ে পরিবর্তিত হয়ে গেছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন বলেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভালো নিয়মের প্রচলন করবে, সে তার প্রতিদান পাবে এবং পরে যারা তদনুযায়ী আমল করবে তাদের সমপরিমাণ সাওয়াবও সে পাবে। কিন্তু এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন মন্দ নিয়ম চালু করে তার উপর এর (গুনাহর) বোঝা চেপে বসবে এবং তারপর যারা সে নিয়ম অনুযায়ী কাজ করবে তাদের বোঝাও তার উপর গিয়ে পড়বে। কিন্তু তাদের বোঝা কিছুমাত্র হ্রাসপ্রাপ্ত হবে না। (মুসলিম)

١٧٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ مِنْ نَفْسٍ تُقْتَلُ ظُلْمًا اِلاَّ كَانَ عَلَى ابْنِ اٰدَمَ الْاَوَّلِ كِفْلٌ مِنْ دَمِهَا لِاَنَّهُ كَانَ اَوَّلَ مَنْ سَنَّ الْقَتْلَ- متفق عليه .

১৭২। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ যে ব্যক্তিই অন্যায়ভাবে নিহত হবে তার রক্তপাতের দায়ভাগ আদম (আ)-এর প্রথম হত্যাকারী সন্তানের (কাবীল) উপরও পড়বে। কারণ সেই প্রথম ব্যক্তি যে হত্যার নিয়ম চালু করে। (বুখারী, মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ২০

কল্যাণকর কাজের পথ দেখানো এবং সৎপথ অথবা ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকার ফল।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَادْعُ اِلٰى رَبِّكَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

(১) "তুমি তোমার রবের দিকে ডাক।" (সূরা আল কাসাস ঃ ৮৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ .

(২) "তুমি তোমার রবের পথের দিকে বিজ্ঞতা সহকারে ও সদুপদেশের মাধ্যমে ডাক।" (সূরা আন্ নাহল ঃ ১২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى .

(৩) "তোমরা সৎ কাজ ও আল্লাহভীতির ব্যাপারে পরস্পর সহযোগিতা কর।" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ .

(৪) "তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল অবশ্যই থাকবে যারা কল্যাণের দিকে ডাকবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

١٧٣- وَعَنْ اَبِيْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْاَنْصَارِيِّ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ دَلَّ عَلٰى خَيْرٍ فَلَهُ مِثْلُ اَجْرِ فَاعِلِهِ- رواه مسلم .

১৭৩। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর আনসারী বদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন ভালো পথ দেখায় সে ঠিক ততটা বিনিময় পায় যতটা বিনিময় ঐ কাজ সম্পাদনকারী নিজে পায়। (মুসলিম)

١٧٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ دَعَا اِلٰى هُدًى كَانَ لَهُ مِنَ الْاَجْرِ مِثْلُ اُجُوْرِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اُجُوْرِهِمْ شَيْئًا وَمَن دَعَا اِلٰى ضَلاَلَةٍ كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الْاِثْمِ مِثْلُ اٰثَامِ مَنْ تَبِعَهُ لاَ يَنْقُصُ ذٰلِكَ مِنْ اٰثَامِهِمْ شَيْئًا- رواه مسلم .

১৭৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি সঠিক পথের দিকে ডাকে তার জন্য এ পথের অনুসারীদের বিনিময়ের সমান বিনিময় রয়েছে। এতে তাদের বিনিময় কিছুমাত্র কম হবে না। আর যে ব্যক্তি ভ্রান্ত পথের দিকে ডাকে, তার উক্ত পথের অনুসারীদের গুনাহর সমান গুনাহ হবে। এতে তাদের গুনাহ কিছুমাত্র কম হবে না। (মুসলিম)

١٧٥- عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدِ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَوْمَ خَيْبَرَ لَأُعْطِيَنَّ هٰذِهِ الرَّايَةَ غَداً رَجُلاً يَفْتَحُ اللّٰهُ عَلٰى يَدَيْهِ يُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ وَيُحِبُّهُ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ فَبَاتَ النَّاسُ يَدُوْكُوْنَ لَيْلَتَهُمْ اَيُّهُمْ يُعْطَاهَا فَلَمَّا اَصْبَحَ النَّاسُ غَدَوْا عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّهُمْ يَرْجُوْ اَنْ يُّعْطَاهَا فَقَالَ اَيْنَ عَلِىُّ بْنُ اَبِىْ طَالِبٍ؟ فَقِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰه هُوَ يَشْتَكِىْ عَيْنَيْهِ قَالَ فَاَرْسِلُوْا اِلَيْهِ فَاُتِىَ بِهٖ فَبَصَقَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ عَيْنَيْهِ وَدَعَا لَهُ فَبَرَاَ حَتّٰى كَاَنْ لَمْ يَكُنْ بِهٖ وَجَعٌ فَاَعْطَاهُ الرَّايَةَ فَقَالَ عَلِىٌّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَا رَسُوْلَ اللّٰه اُقَاتِلُهُمْ حَتّٰى يَكُوْنُوْا مِثْلَنَا ؟ فَقَالَ انْفُذْ عَلٰى رِسْلِكَ حَتّٰى تَنْزِلَ بِسَاحَتِهِمْ ثُمَّ ادْعُهُمْ اِلَى الْاِسْلَامِ وَاَخْبِرْهُمْ بِمَا يَجِبُ عَلَيْهِمْ مِنْ حَقِّ اللّٰه تَعَالٰى فِيْهِ فَوَاللّٰهِ لَاَنْ يُّهْدِىَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمْرِ النَّعَمِ- متفق عليه قَوْلُهُ يَدُوْكُوْنَ اَىْ يَخُوْضُوْنَ وَيَتَحَدَّثُوْنَ وَقَوْلُهُ رِسْلِكَ بِكَسْرِ الرَّاءِ وَبِفَتْحِهَا لُغَتَانِ وَالْكَسْرُ اَفْصَحُ .

১৭৫। আবুল আব্বাস সাহল ইবনে সাদ আস্ সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার যুদ্ধের দিন বলেন ঃ আমি নিশ্চয়ই আগামীকাল এই পতাকা এমন এক ব্যক্তিকে দেব যার হাতে আল্লাহ বিজয় দেবেন। সে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলও তাকে ভালোবাসেন। লোকেরা রাতভর চিন্তাভাবনা ও আলাপ-আলোচনা করতে লাগল যে, কাকে এই পতাকা দেয়া হবে। সকালবেলা তারা সবাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট সেই পতাকা পাওয়ার আশায় এল। তিনি বলেন ঃ আলী ইবনে আবী তালিব কোথায়? বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! তিনি চোখের রোগে ভুগছেন। রাসূলুল্লাহ (স) বলেন ঃ তার কাছে লোক পাঠাও। তারপর তাকে আনা হলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর

দুই চোখে থুথু দিলেন এবং তাঁর জন্য দোয়া করলেন। তিনি এতে এমন আরোগ্য লাভ করলেন যেন কোন রোগই তাঁর ছিল না। আলী (রা) বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! দুশমনরা আমাদের মত (মুসলিম) না হওয়া পর্যন্ত কি আমি তাদের সাথে লড়াই করব? রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ তুমি তাদের এলাকায় না পৌঁছা পর্যন্ত অগ্রসর হতে থাকবে, তারপর তাদেরকে ইসলামের দিকে দাওয়াত দেবে এবং আল্লাহ্র হক আদায় করার ব্যাপারে তাদের করণীয় কাজ জানিয়ে দেবে। আল্লাহ্র শপথ! তোমার মাধ্যমে আল্লাহ কোন একজন লোককে হিদায়াত দিলে সেটা তোমার জন্য (মূল্যবান) লাল উটের[২৬] চেয়েও কল্যাণকর। (বুখারী, মুসলিম)

١٧٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ فَتًى مِنْ أَسْلَمَ قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّيْ أُرِيْدُ الْغَزْوَ وَلَيْسَ مَعِيْ مَا أَتَجَهَّزُ بِهِ؟ قَالَ ائْتِ فُلَانًا فَإِنَّهُ قَدْ كَانَ تَجَهَّزَ فَمَرِضَ فَأَتَاهُ فَقَالَ إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُقْرِئُكَ السَّلَامَ وَيَقُوْلُ أَعْطِنِيْ الَّذِيْ تَجَهَّزْتَ بِهِ فَقَالَ يَا فُلَانَةُ أَعْطِيْهِ الَّذِيْ تَجَهَّزْتُ بِهِ وَلَا تَحْبِسِيْ مِنْهُ شَيْئًا فَوَاللّٰهِ لَا تَحْبِسِيْنَ مِنْهُ شَيْئًا فَيُبَارَكَ لَنَا فِيْهِ- رواه مسلم .

১৭৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। আসলাম গোত্রের জনৈক যুবক বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি জিহাদ করতে চাই, কিন্তু প্রস্তুতি নেবার মত আমার কোন সম্পদ নেই। তিনি বলেন ঃ তুমি অমুক লোকের নিকট যাও। সে যুদ্ধের প্রস্তুতি নিয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েছে। যুবকটি তার কাছে গিয়ে বলল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তোমাকে সালাম দিয়েছেন এবং বলছেন যে, তুমি যা কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করেছ তা আমাকে দিয়ে দাও। সে ব্যক্তি বলল, হে অমুক (মহিলা)! একে আমার সব কিছু সরঞ্জাম দিয়ে দাও এবং কিছুই রেখে দিও না। আল্লাহ্র শপথ! তোমরা তার কিছুই রেখে না দিলে এতে আল্লাহ আমাদের জন্য বরকত দেবেন। (মুসলিম)

অনুচ্ছেদ ঃ ২১

পুণ্য ও আল্লাহ্ভীতিমূলক কাজে পারস্পরিক সহযোগিতা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى. . . .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

“তোমরা পুণ্য ও আল্লাহভীতিমূলক কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা কর; কিন্তু গুনাহ ও

২৬. লাল উট আরবদের নিকট অতি প্রিয় ও মূল্যবান সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

সীমালংঘনমূলক কাজে পরস্পরের সহযোগী হয়ো না; আল্লাহ্কে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ্র দণ্ড অত্যন্ত কঠিন।" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْعَصْرِ اِنَّ الْاِنْسَانَ لَفِىْ خُسْرٍ اِلاَّ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ .

"মহাকালের শপথ! নিশ্চয়ই মানুষ বড়ই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে, কিন্তু ঐসব লোক ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে, নেক কাজ করেছে এবং একে অপরকে হকের উপদেশ দেয় ও একে অপরকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দেয়।" (সূরা আল-আসর ঃ ১, ২, ৩)

ইমাম শাফিঈ (র) বলেন, মানুষ অথবা অধিকাংশ মানুষ সূরাটি সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না। এ ব্যাপারে তারা আত্মভোলা হয়ে রয়েছে।

١٧٧- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ نَبِىُّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ جَهَّزَ غَازِيًا فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَقَدْ غَزَا وَمَنْ خَلَفَ غَازِيًا فِىْ اَهْلِهٖ بِخَيْرٍ فَقَدْ غَزَا- متفق عليه .

১৭৭। আবু আবদুর রহমান যায়িদ ইবনে খালিদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদকে জিহাদের সরঞ্জামাদি সংগ্রহ করে দিল, সে যেন নিজেই জিহাদ করল। আর যে ব্যক্তি কোন মুজাহিদের পরিবার-পরিজনের সাথে তার অনুপস্থিতিতে কল্যাণকর ব্যবহার করল, সেও যেন জিহাদ করল।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

١٧٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ بَعْثًا اِلٰى بَنِىْ لِحْيَانَ مِنْ هُذَيْلٍ فَقَالَ لِيَنْبَعِثْ مِنْ كُلِّ رَجُلَيْنِ اَحَدُهُمَا وَالْاَجْرُ بَيْنَهُمَا- رواه مسلم .

১৭৮। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হোযাইল গোত্রের শাখা লেহিয়ান গোত্রের বিরুদ্ধে একদল সৈন্য প্রেরণ করেন। তিনি বলেন ঃ প্রত্যেক (পরিবারের) দুই ব্যক্তির মধ্যে অন্তত এক ব্যক্তি যেন জিহাদে যোগদান করে এবং তাদের উভয়কেই প্রতিদান দেয়া হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧٩- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقِىَ

رَكْبًا بِالرَّوْحَاءِ فَقَالَ مَنِ الْقَوْمُ؟ قَالُوا الْمُسْلِمُوْنَ فَقَالُوْا مَنْ اَنْتَ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَرَفَعَتْ اِلَيْهِ امْرَأَةٌ صَبِيًّا فَقَالَتْ اَلِهٰذَا حَجٌّ؟ قَالَ نَعَمْ وَلَكِ اَجْرٌ- رواه مسلم.

১৭৯। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাওহা নামক স্থানে একদল অশ্বারোহীর সাক্ষাত পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কারা? তারা বলল, আমরা মুসলিম। তারা জিজ্ঞেস করল, আপনি কে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র রাসূল। অতঃপর জনৈকা মহিলা একটি শিশুকে তাঁর সামনে উঁচু করে তুলে ধরে জিজ্ঞেস করল, এ শিশুও কি হজ্জ করতে পারবে? তিনি বলেন ঃ হ্যাঁ এবং সাওয়াবটা তুমি পাবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٠- عَنْ اَبِىْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ الْخَازِنُ الْمُسْلِمُ الْاَمِيْنُ الَّذِىْ يُنْفِذُ مَا اُمِرَ بِهِ فَيُعْطِيْهِ كَامِلاً مُوَفَّرًا طَيِّبَةً بِهِ نَفْسُهُ فَيَدْفَعُهُ اِلَى الَّذِىْ اُمِرَ لَهُ بِهِ اَحَدُ الْمُتَصَدِّقَيْنِ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ الَّذِىْ يُعْطِىْ مَا اُمِرَ بِهِ وَضَبَطُوا الْمُتَصَدِّقَيْنِ بِفَتْحِ الْقَافِ مَعَ كَسْرِ النُّوْنِ عَلَى التَّثْنِيَةِ وَعَكْسُهُ عَلَى الْجَمْعِ وَكِلَاهُمَا صَحِيْحٌ.

১৮০। আবু মূসা আল-আশআরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম কোষাধ্যক্ষ হচ্ছে একজন আমানাতদার ব্যক্তি, তাকে যা নির্দেশ দেয়া হয় সে তা কার্যকর করে, অতঃপর সে স্বেচ্ছায় ও সন্তোষ সহকারে তা (সাদাকা-যাকাত) পূর্ণরূপে আদায় করে, তারপর তা যার কাছে হস্তান্তর করার নির্দেশ তাকে দেয়া হয় তার কাছে অর্পণ করে। এ ব্যক্তিও (তার কর্তব্য পালনের জন্য) সাদাকাকারীদের অন্তর্ভুক্ত। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ সেও দু'জন সাদাকাকারীর একজন।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২২

নসীহত (উপদেশ ও কল্যাণ কামনা)।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ... .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"মুসলিমগণ পরস্পরের ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে সুসংগঠিত করে নাও।" (সূরা আল হুজুরাত ঃ ১০)

اِخْبَارًا عَنْ نُوْحٍ عَلَيْهِ السَّلاَمِ : وَاَنْصَحُ لَكُمْ... .

আল্লাহ তা'আলা নূহ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ

"আমি (নূহ) তোমাদের কাছে আমার প্রভুর পয়গামসমূহ পৌঁছিয়ে দিয়ে থাকি। আমি তোমাদের কল্যাণকামী এবং আল্লাহর পক্ষ থেকে আমি এমন সব বিষয় জানি যা তোমাদের জানা নেই।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬২)

وَعَنْ هُوْدٍ عَلَيْهِ السَّلاَمِ : وَاَنَا لَكُمْ نَاصِحٌ اَمِيْنٌ .

তিনি হূদ আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঘটনা প্রসংগে বলেন ঃ

"আমি তোমাদের বিশ্বস্ত কল্যাণকামী। (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ৬৮)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ :

١٨١- عَنْ اَبِىْ رُقَيَّةَ تَمِيْمِ بْنِ اَوْسٍ الدَّارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الدِّيْنُ النَّصِيْحَةُ قُلْنَا لِمَنْ؟ قَالَ لِلّٰهِ وَلِكِتَابِهِ وَلِرَسُوْلِهِ وَلِاَئِمَّةِ الْمُسْلِمِيْنَ وَعَامَّتِهِمْ- رواه مسلم .

১৮১। আবু রুকাইয়া তামীম ইবনে আওস আদ-দারী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ দীন (ইসলামের মূল ও স্তম্ভ) হচ্ছে উপদেশ ও কল্যাণ কামনা। আমরা বললাম, কার জন্য? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য, মুসলিমদের ইমাম (নেতা) এবং সকল মুসলিমের জন্য।[২৭]

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٢- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلٰى اِقَامِ الصَّلاَةِ وَاِيْتَاءِ الزَّكٰوةِ وَالنُّصْحِ لِكُلِّ مُسْلِمٍ. متفق عليه.

১৮২। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে নামায কায়েম করা, যাকাত আদায় করা এবং

২৭. পারস্পরিক কল্যাণ কামনা ও হকের উপদেশ দেয়া ইসলামের মূল ভিত্তির সাথে তুলনীয়। আল্লাহ্র জন্য নসীহতের (কল্যাণ কামনার) অর্থ হল ঃ তাঁর যাবতীয় আদেশ-নিষেধকে মেনে নেয়া। কিতাবকে (কুরআন) নসীহত করার অর্থ হল ঃ তা থেকে জ্ঞানার্জন ও সেই অনুযায়ী কাজ করা। নবীকে (সা) নসীহত করার অর্থ হল ঃ তাঁর আনুগত্য, দীনের প্রচার ও প্রতিষ্ঠার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করা। মুসলিমদের নেতাদের নসীহত করার অর্থ হল ঃ তাদেরকে সঠিক পরামর্শ প্রদান, ভুলগুলোকে ধরিয়ে দেয়া এবং সার্বিক পর্যায়ে ইসলামী মূল্যবোধগুলি প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানানো। (অনুবাদক)

সকল মুসলিমের কল্যাণ কামনা করা ও সঠিক উপদেশ দেয়ার শপথ (বাই'আত) গ্রহণ করেছি। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- متفق عليه .

১৮৩। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবে না, যতক্ষণ সে তার ভাইয়ের জন্য তা-ই পছন্দ না করবে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৩

ন্যায় কাজের আদেশ ও অন্যায় কাজের প্রতিরোধ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমাদের মধ্যে এমন কিছু লোক অবশ্যই থাকতে হবে, যারা (মানুষকে) কল্যাণ ও মঙ্গলের দিকে ডাকবে; ন্যায় ও সৎ কাজের নির্দেশ দেবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখবে। যারা এ কাজ করবে তারাই কৃতকার্য হবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১০৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.

"তোমরা সর্বোত্তম উম্মাত, তোমাদেরকে মানুষের (হিদায়াত ও সংস্কারের) জন্য (কর্মক্ষেত্রে) উপস্থিত করা হয়েছে। তোমরা সৎ কাজের আদেশ করবে এবং অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে মানুষকে বিরত রাখবে।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ১১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ .

"নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর; সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে বিতর্কে জড়িয়ো না।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৯৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالْمُؤْمِنُوْنَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ.... .

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন স্ত্রীলোক পরস্পরের বন্ধু ও সহযোগী। এরা যাবতীয় ভালো কাজের

নির্দেশ দেয়, অন্যায় ও পাপ কাজ থেকে বিরত রাখে, নামায কায়েম করে, যাকাত দেয় এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে।" (সূরা আত্ তাওবা ঃ ৭১)

وَقَالَ تَعَالٰى : لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِيْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ .

"বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে যারা কুফরের পথ অবলম্বন করেছে তাদেরকে দাউদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ দেয়া হয়েছে। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিহার করেছিল। অত্যন্ত জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল।" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ৭৮, ৭৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَقُلِ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكُمْ فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَّمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ .

"বল, সত্য তোমাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে এসেছে। সুতরাং যার ইচ্ছা ঈমান আনুক আর যার ইচ্ছা সত্য প্রত্যাখ্যান করুক।" (সূরা আল কাহ্ফ ঃ ২৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَاَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِيْنَ .

"কাজেই হে নবী! যে জিনিসের হুকুম তোমাকে দেয়া হচ্ছে তা জোরেশোরে উচ্চকণ্ঠে বলে দাও, মুশরিকদের বিন্দুমাত্র পরোয়া করো না।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৯৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَنْجَيْنَا الَّذِيْنَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوْءِ وَاَخَذْنَا الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا بِعَذَابٍ بَئِيْسٍ بِمَا كَانُوْا يَفْسُقُوْنَ .

"আমরা এমন লোকদের মুক্তি দিলাম যারা খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকত এবং যারা যালিম ছিল তাদেরকে তাদেরই বিপর্যয়মূলক কাজের জন্য কঠিন আযাব দিয়ে পাকড়াও করলাম।" (সূরা আল-আ'রাফ ঃ ১৬৫)

এ অনুচ্ছেদের বিষয়বস্তুর সাথে সামঞ্জস্যশীল বহু সংখ্যক আয়াত কুরআন মজীদে মওজুদ রয়েছে।

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ :

١٨٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدِ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنْ رَاٰى مِنْكُمْ مُنْكَرًا فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ فَاِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ وَذٰلِكَ اَضْعَفُ الْاِيْمَانِ- رواه مسلم .

১৮৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের কেউ যখন কোন খারাপ কাজ হতে দেখে সে যেন তা হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগে) প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতা না রাখে তবে যেন মুখের (কথার) দ্বারা (জনমত গঠন করে) তা প্রতিরোধ করে। যদি সে এ ক্ষমতাটুকুও না রাখে তবে যেন অন্তরের দ্বারা (পরিকল্পিত উপায়ে) এটা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে (বা এর প্রতি ঘৃণা পোষণ করে)। আর এটা হল ঈমানের দুর্বলতম (নিম্নতম) স্তর।

١٨٥- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ نَبِيٍّ بَعَثَهُ اللّٰهُ فِيْ اُمَّةٍ قَبْلِي الاَّ كَانَ لَهُ مِنْ اُمَّتِهِ حَوَارِيُّوْنَ وَاَصْحَابٌ يَّأْخُذُوْنَ بِسُنَّتِهِ وَيَقْتَدُوْنَ بِاَمْرِهِ ثُمَّ اِنَّهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِمْ خُلُوْفٌ يَقُوْلُوْنَ مَا لاَ يَفْعَلُوْنَ وَيَفْعَلُوْنَ مَا لاَ يُؤْمَرُوْنَ فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِيَدِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِقَلْبِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذٰلِكَ مِنَ الْاِيْمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ- رواه مسلم.

১৮৫। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পূর্বে কোন জাতির কাছে যে নবীকেই পাঠানো হয়েছে, তাঁর সহযোগিতার জন্য তাঁর উম্মাতের মধ্যে একদল সাহায্যকারী ও সাহাবী থাকত। তারা তাঁর সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরত এবং তাঁর নির্দেশের অনুসরণ করত। এদের পরে এমন লোকের উদ্ভব হল যে, তারা যা বলত তা নিজেরা করত না এবং এমন কাজ করত যা করার নির্দেশ তাদেরকে দেয়া হয়নি। অতএব এ ধরনের লোকের বিরুদ্ধে যে ব্যক্তি হাত দিয়ে (শক্তি প্রয়োগের মাধ্যমে) জিহাদ করবে, সে মুমিন। যে অন্তর দিয়ে এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মুমিন। যে মুখ দিয়ে (মানুষকে বুঝানোর মাধ্যমে) এদের বিরুদ্ধে জিহাদ করবে সেও মুমিন। এরপর আর সরিষার দানা পরিমাণও ঈমানের স্তর নেই।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٦- عَنْ اَبِي الْوَلِيْدِ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَايَعْنَا رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى السَّمْعِ وَالطَّاعَةِ فِى الْعُسْرِ وَالْيُسْرِ وَالْمَنْشَطِ وَالْمَكْرَهِ وَعَلٰى اَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَعَلٰى اَنْ لاَ نُنَازِعَ الْاَمْرَ اَهْلَهُ الاَّ اَنْ تَرَوْا كُفْرًا بَوَاحًا عِنْدَكُمْ مِّنَ اللّٰهِ فِيْهِ بُرْهَانٌ وَعَلٰى اَنْ نَقُوْلَ بِالْحَقِّ اَيْنَمَا كُنَّا لاَ نَخَافُ فِى اللّٰهِ لَوْمَةَ لاَئِمٍ- متفق عليه اَلْمَنْشَطُ وَالْمَكْرَهُ بِفَتْحِ مِيْمَيْهِمَا اَىْ فِى السَّهْلِ

وَالصَّعْبِ وَالْاَثَرَةُ الْاِخْتِصَاصُ بِالْمُشْتَرِكِ وَقَدْ سَبَقَ بَيَانُهَا بَوَاحًا بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبَعْدَهَا وَاوٌ ثُمَّ اَلِفٌ ثُمَّ حَاءٌ مُهْمَلَةٌ اَىْ ظَاهِرًا لاَ يَحْتَمِلُ تَاوِيْلاً .

১৮৬। আবুল ওয়ালীদ উবাদা ইবনুস সামিত (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করার, সুখে-দুঃখে, বিপদে-আপদে, স্বাভাবিক-অস্বাভাবিক সর্বাবস্থায় আনুগত্য করার এবং নিজেদের উপর অন্যদেরকে অগ্রাধিকার প্রদানের শপথ (বাই'আত) গ্রহণ করেছি। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ আমরা যোগ্য ও উপযুক্ত শাসকের সাথে ক্ষমতার দ্বন্দ্বে লিপ্ত হব না। (নবী সা. বলেন) ঃ হাঁ, যদি তোমরা তাকে স্পষ্টভাবে ইসলাম বিরোধী কাজে লিপ্ত দেখ, যে সম্পর্কে তোমাদের কাছে আল্লাহ্র দেয়া কোন দলীল-প্রমাণ রয়েছে (তবে তোমরা তার বিরুদ্ধে দ্বন্দ্বে লিপ্ত হতে পার)। আমরা আরো শপথ গ্রহণ করেছি ঃ আমরা যেখানেই থাকি, সর্বাবস্থায় হকের (সত্য-ন্যায়ের) কথা বলব এবং আল্লাহ্র (বিধানমত জীবন যাপনের) ব্যাপারে কোন নিন্দুকের নিন্দা ও তিরস্কারের পরোয়া করব না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

শব্দার্থ ঃ اَلْمَنْشَطُ وَالْمَكْرَهُ সহজ ও কঠিন, অনায়াস ও আয়াসসাধ্য। اَلاَثَرَةُ কোন জিনিসকে অন্য শরীকের জন্য বিশেষিত করা। بَوَاحًا সুস্পষ্ট, যার কোন ব্যাখ্যা করে বুঝানোর প্রয়োজন নেই।

١٨٧- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَثَلُ الْقَائِمِ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ وَالْوَاقِعِ فِيْهَا كَمَثَلِ قَوْمٍ اسْتَهَمُوْا عَلٰى سَفِيْنَةٍ فَصَارَ بَعْضُهُمْ اَعْلاَهَا وَبَعْضُهُمْ اَسْفَلَهَا وَكَانَ الَّذِيْنَ فِىْ اَسْفَلِهَا اِذَا اسْتَقَوْا مِنَ الْمَاءِ مَرُّوْا عَلٰى مَنْ فَوْقَهُمْ فَقَالُوْا لَوْ اَنَّا خَرَقْنَا فِىْ نَصِيْبِنَا خَرْقًا وَلَمْ نُؤْذِ مَنْ فَوْقَنَا فَاِنْ تَرَكُوْهُمْ وَمَا اَرَادُوْا هَلَكُوْا جَمِيْعًا وَاِنْ اَخَذُوْا عَلٰى اَيْدِيْهِمْ نَجَوْا وَنَجَوْا جَمِيْعًا- رواه البخارى اَلْقَائِمُ فِىْ حُدُوْدِ اللّٰهِ مَعْنَاهُ الْمُنْكِرُ لَهَا الْقَائِمُ فِىْ دَفْعِهَا وَاِزَالَتِهَا وَالْمُرَادُ بِالْحُدُوْدِ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ اِسْتَهَمُوْا اِقْتَرَعُوْا .

১৮৭। নুমান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র নির্ধারিত সীমার মধ্যে অবস্থানকারী ও সীমালংঘনকারীর দৃষ্টান্ত হল ঃ

একদল লোক লটারী করে একটি সমুদ্রযানে উঠলো। তাদের কতক নীচের তলায় আর কতক উপরের তলায় স্থান পেল। নীচের তলার লোকদের পানির প্রয়োজন হলে তারা তাদের উপরের তলার লোকদের কাছ দিয়ে পানি আনতে যায়। তারা (নীচের তলার লোকেরা) পরস্পর বলল, আমরা যদি আমাদের এখান দিয়ে একটি ফুটো করে নিই, তবে উপর তলার লোকদেরকে কষ্ট দেয়া থেকে বাঁচা যেত। এখন যদি তারা (উপর তলার লোকেরা) তাদেরকে এ কাজ করতে দেয় তবে সবাই ধ্বংস হবে। আর যদি তারা তাদেরকে বাধা দেয় (ছিদ্র করা থেকে বিরত রাখে) তবে নিজেরাও বাঁচতে পারবে এবং সবাইকেও বাঁচাতে পারবে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٨- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ سَلَمَةَ هِنْدٍ بِنْتِ اَبِىْ أُمَيَّةَ حُذَيْفَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ اِنَّهُ يُسْتَعْمَلُ عَلَيْكُمْ أُمَرَاءُ فَتَعْرِفُوْنَ وَتُنْكِرُوْنَ فَمَنْ كَرِهَ فَقَدْ بَرِئَ وَمَنْ اَنْكَرَ فَقَدْ سَلِمَ وَلٰكِنْ مَنْ رَضِىَ تَابَعَ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَلاَ نُقَاتِلُهُمْ قَالَ لاَ مَا اَقَامُوْا فِيْكُمُ الصَّلاَةَ- رواه مسلم مَعْنَاهُ مَنْ كَرِهَ بِقَلْبِهِ وَلَمْ يَسْتَطِعْ اِنْكَارًا بِيَدٍ وَلاَ لِسَانٍ فَقَدْ بَرِئَ مِنَ الْاِثْمِ وَاَدّٰى وَظِيْفَتَهُ وَمَنْ اَنْكَرَ بِحَسْبِ طَاقَتِهِ فَقَدْ سَلِمَ مِنْ هٰذِهِ الْمَعْصِيَةِ وَمَنْ رَضِىَ بِفِعْلِهِمْ وَتَابَعَهُمْ فَهُوَ الْعَاصِىْ .

১৮৮। উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের উপর কতক শাসক নিযুক্ত করা হবে। তোমরা তাদের কিছু কার্যকলাপের সাথে (ইসলামী শরী'আত অনুযায়ী হওয়ার কারণে) পরিচিত থাকবে আর কিছু কার্যকলাপ তোমাদের কাছে (শরী'আত বিরোধী হওয়ার কারণে) অপরিচিত থাকবে। এরূপ অবস্থায় যে ব্যক্তি এগুলোকে খারাপ জানবে সে (গুনাহ থেকে) বেঁচে গেল। আর যে ব্যক্তি এর প্রতিবাদ করবে সে (জবাবদিহির ব্যাপারে) নিরাপদ। কিন্তু যে ব্যক্তি এরূপ কাজের প্রতি সন্তোষ প্রকাশ করল এবং এর সাথে সহযোগিতা করল (সে নাফরমানী করল)। সাহাবারা জিজ্ঞেস করলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমরা কি তাদের (এরূপ স্বৈরাচারী শাসকদের) বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবো না? তিনি বলেন ঃ না, যতক্ষণ তারা তোমাদের মাঝে নামায কায়েম করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٨٩- عَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ أُمِّ الْحَكَمِ زَيْنَبَ بِنْتِ جَحْشٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ النَّبِىَّ

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا فَزِعًا يَقُوْلُ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَيْلٌ لِلْعَرَبِ مِنْ شَرٍّ قَدِ اقْتَرَبَ فُتِحَ الْيَوْمَ مِنْ رَدْمِ يَاْجُوْجَ وَمَاْجُوْجَ مِثْلُ هٰذِهِ وَحَلَّقَ بِاُصْبُعَيْهِ الْاِبْهَامِ وَالَّتِىْ تَلِيْهَا فَقُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنَهْلِكُ وَفِيْنَا الصَّالِحُوْنَ؟ قَالَ نَعَمْ اِذَا كَثُرَ الْخَبَثُ- متفق عليه .

১৮৯। উম্মুল মুমিনীন যায়নাব বিনতে জাহ্‌শ (রা) থেকে বর্ণিত। (একদিন) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে তাঁর কাছে আসলেন। তিনি বলছিলেন ঃ "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্, ধ্বংস আরবের সেই মন্দ ও অনিষ্টের কারণে যা নিকটে এসে গেছে। আজ ইয়াজুজ-মাজুজের (বন্দীশালার) দরজা এতদূর খুলে দেয়া হয়েছে। তিনি তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুল ও তর্জনী দিয়ে বৃত্ত বানিয়ে তা দেখালেন। আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমাদের মধ্যে নেক্‌কার-আল্লাহভীরু লোক থাকা সত্ত্বেও কি আমরা ধ্বংস হয়ে যাব? তিনি বলেন ঃ হাঁ, যখন মন্দ ও অনিষ্টের অত্যধিক প্রসার ঘটবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٠- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدْرِىِّ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ فَقَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاِذَا اَبَيْتُمْ اِلاَّ الْمَجْلِسَ فَاَعْطُوْا الطَّرِيْقَ حَقَّهُ قَالُوْا وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْاَذٰى وَرَدُّ السَّلاَمِ وَالْاَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْىُ عَنِ الْمُنْكَرِ - متفق عليه .

১৯০। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাক। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাস্তায় বসা ছাড়া তো আমাদের কোন উপায় নেই। আমরা সেখানে বসে (পারস্পরিক প্রয়োজন সম্পর্কিত) আলাপ-আলোচনা করে থাকি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যখন রাস্তায় বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। তারা বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! রাস্তার হক আবার কি? তিনি বলেন ঃ রাস্তার হক হল, দৃষ্টি সংযত রাখা, (রাস্তা থেকে) কষ্টদায়ক বস্তু দূর করা, সালামের জবাব দেয়া, সৎ কাজের নির্দেশ দেয়া এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَاٰى خَاتَمًا مِنْ ذَهَبٍ فِيْ يَدِ رَجُلٍ فَنَزَعَهُ فَطَرَحَهُ وَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ اِلٰى جَمْرَةٍ مِنْ نَارٍ فَيَجْعَلُهَا فِيْ يَدِهِ فَقِيْلَ لِلرَّجُلِ بَعْدَ مَا ذَهَبَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خُذْ خَاتَمَكَ انْتَفِعْ بِهِ قَالَ لاَ وَاللّٰهِ لاَ اٰخُذُهُ اَبَدًا وَقَدْ طَرَحَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - رواه مسلم .

১৯১। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক ব্যক্তির হাতে একটি সোনার আংটি দেখতে পেলেন। তিনি আংটিটি তার হাত থেকে খুলে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বলেন ঃ তোমাদের কেউ কি নিজের হাতে জ্বলন্ত অংগার রাখতে পছন্দ করে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সেখান থেকে) চলে যাওয়ার পর লোকটিকে বলা হল, আংটিটি উঠিয়ে নিয়ে কোন উপকারী কাজে লাগাও। সে বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! যে জিনিসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছুঁড়ে ফেলে দিয়েছেন তা আমি কখনও নেব না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٢- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْحَسَنِ الْبَصَرِيِّ اَنَّ عَائِذَ بْنَ عَمْرٍو رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ دَخَلَ عَلٰى عُبَيْدِ اللّٰهِ بْنِ زِيَادٍ فَقَالَ اَيْ بُنَيَّ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ شَرَّ الرِّعَاءِ الْحُطَمَةُ فَاِيَّاكَ اَنْ تَكُوْنَ مِنْهُمْ فَقَالَ لَهُ اِجْلِسْ فَاِنَّمَا اَنْتَ مِنْ نُخَالَةِ اَصْحَابِ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ وَهَلْ كَانَتْ لَهُمْ نُخَالَةٌ اِنَّمَا كَانَتِ النُّخَالَةُ بَعْدَهُمْ وَفِيْ غَيْرِهِمْ- رواه مسلم .

১৯২। আবু সাঈদ হাসান আল-বসরী (র) থেকে বর্ণিত। আয়েয ইবনে আমর (রা) একদা উবাইদুল্লাহ ইবনে যিয়াদের কাছে গেলেন। তিনি (আয়েয) বলেন, হে বৎস! আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ নিকৃষ্ট রাখাল (প্রশাসক) হল সেই ব্যক্তি যে রক্ষণাবেক্ষণের ব্যাপারে নম্রতা ও সহনশীলতা অবলম্বন করে না। তুমি সতর্ক থাক যেন এর অন্তর্ভুক্ত না হয়ে যাও। সে তাকে বলল, থাম! কেননা তুমি তো মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহাবীদের মধ্যে অপদার্থদের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (আয়েয) বলেন, তাদের (সাহাবীদের) মধ্যে কি এরূপ অপদার্থ লোক ছিল? নীচ ও অপদার্থ লোক তো ছিল তাদের পরের স্তরে এবং তারা ছাড়া অন্যদের মধ্যে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٩٣- عَنْ حُذَيْفَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ اَوْ لَيُوْشِكَنَّ اللّٰهُ اَنْ يَّبْعَثَ عَلَيْكُمْ عِقَابًا مِنْهُ ثُمَّ تَدْعُوْنَهُ فَلاَ يُسْتَجَابُ لَكُمْ- رواه الترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৯৩। হুযাইফা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! তোমরা অবশ্যই সত্য-ন্যায়ের আদেশ এবং অন্যায় ও অসত্যের প্রতিরোধ করবে। অন্যথায় অচিরেই আল্লাহ তোমাদেরকে শাস্তি দেবেন। (গযবে নিপতিত হয়ে) তোমরা দু'আ করবে কিন্তু তখন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয়া হবে না (দু'আ কবুল হবে না)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

١٩٤- عَنْ اَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- رواه ابو داود والتِّرمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

১৯৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে ন্যায়সঙ্গত কথা বলা উত্তম জিহাদ।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী এটাকে হাসান হাদীস আখ্যা দিয়েছেন।

١٩٥- عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ طَارِقِ بْنِ شِهَابِ الْبَجَلِيِّ الْاَحْمَسِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً سَاَلَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ وَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ اَيُّ الْجِهَادِ اَفْضَلُ؟ قَالَ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ- رواه النَّسَائِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ الْغَرْزُ بِغَيْنٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ زَايٍ وَهُوَ رِكَابُ كَوْرِ الْجَمَلِ اِذَا كَانَ مِنْ جِلْدٍ اَوْ خَشَبٍ وَقِيْلَ لاَ يَخْتَصُّ بِجِلْدٍ وَخَشَبٍ .

১৯৫। আবু আবদুল্লাহ তারিক ইবনে শিহাব (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এমন সময় প্রশ্ন করল, যখন তিনি সওয়ারীর রেকাবে পা রেখেছেন মাত্র ঃ সর্বোত্তম জিহাদ কোনটি? তিনি বলেন ঃ অত্যাচারী শাসকের সামনে হক কথা বলা (সর্বোত্তম জিহাদ)।

١٩٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اَوَّلَ مَا دَخَلَ النَّقْصُ عَلٰى بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ اَنَّهُ كَانَ الرَّجُلُ يَلْقَى الرَّجُلَ فَيَقُوْلُ يَا هٰذَا اتَّقِ اللّٰهَ وَدَعْ مَا تَصْنَعُ فَاِنَّهُ لاَ يَحِلُّ لَكَ ثُمَّ يَلْقَاهُ مِنَ الْغَدِ وَهُوَ عَلٰى حَالِهِ فَلاَ يَمْنَعُهُ ذٰلِكَ اَنْ يَّكُوْنَ اَكِيْلَهُ وَشَرِيْبَهُ وَقَعِيْدَهُ فَلَمَّا فَعَلُوْا ذٰلِكَ ضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ ثُمَّ قَالَ (لُعِنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا مِنْ بَنِىْ اِسْرَائِيْلَ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ . كَانُوْا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُّنْكَرٍ فَعَلُوْهُ لَبِئْسَ مَا كَانُوْا يَفْعَلُوْنَ . تَرٰى كَثِيْرًا مِّنْهُمْ يَتَوَلَّوْنَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لَبِئْسَ مَا قَدَّمَتْ لَهُمْ اَنْفُسُهُمْ) اِلٰى قَوْلِهِ (فَاسِقُوْنَ) ثُمَّ قَالَ كَلاَّ وَاللّٰهِ لَتَأْمُرُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ وَلَتَنْهَوُنَّ عَنِ الْمُنْكَرِ وَلَتَأْخُذُنَّ عَلٰى يَدِ الظَّالِمِ وَلَتَأْطِرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا وَلَتَقْصُرُنَّهُ عَلَى الْحَقِّ قَصْرًا اَوْ لَيَضْرِبَنَّ اللّٰهُ بِقُلُوْبِ بَعْضِكُمْ عَلٰى بَعْضٍ ثُمَّ لَيَلْعَنَنَّكُمْ كَمَا لَعَنَهُمْ- رواه ابو داود والترمذى وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ

هٰذَا لَفْظُ اَبِىْ دَاوُدَ وَلَفْظُ التِّرْمِذِيِّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمَّا وَقَعَتْ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ فِى الْمَعَاصِىْ نَهَتْهُمْ عُلَمَاؤُهُمْ فَلَمْ يَنْتَهُوْا فَجَالَسُوْهُمْ فِىْ مَجَالِسِهِمْ وَوَاكَلُوْهُمْ وَشَارَبُوْهُمْ فَضَرَبَ اللّٰهُ قُلُوْبَ بَعْضِهِمْ بِبَعْضٍ وَلَعَنَهُمْ عَلٰى لِسَانِ دَاوُدَ وَعِيْسَى بْنِ مَرْيَمَ ذٰلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوْا يَعْتَدُوْنَ فَجَلَسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَقَالَ لاَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ حَتّٰى تَأْطِرُوْهُمْ عَلَى الْحَقِّ اَطْرًا- قَوْلُهُ تَأْطِرُوْهُمْ اَىْ تَعْطِفُوْهُمْ وَلَتَقْصُرُنَّهُ اَىْ لَتَحْبِسُنَّهُ .

১৯৬। ইবনে মাস'উদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈলের মধ্যে প্রথমে এভাবে দুষ্কৃতি ও অনিষ্টকারিতা অনুপ্রবেশ করে ঃ এক (আলিম) ব্যক্তি অপর ব্যক্তির সাথে মিলিত হত এবং তাকে বলত, হে অমুক! আল্লাহ্‌কে ভয় কর এবং যা করছ তা পরিত্যাগ কর, কেননা এ কাজ তোমার জন্য বৈধ নয়। পরদিনও সে তার সাথে মিলিত হয়ে তাকে পূর্বাবস্থায় দেখতে পেত কিন্তু

সে আর তাকে নিষেধ করত না। এভাবে সেও তার পানাহার ও উঠা-বসায় শরীক হয়ে পড়ে। যখন তারা এ অবস্থায় পৌঁছে গেল, তখন আল্লাহ তাদের একের অন্তরের (কালিমা) দ্বারা অপরের অন্তরকে অন্ধকার করে দিলেন। অতঃপর তিনি এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "বনী ইসরাঈলের মধ্যে যারা কুফরের পথ অবলম্বন করল তাদের প্রতি দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিসম্পাত করা হল। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং অত্যন্ত বাড়াবাড়ি করেছিল। তারা পরস্পরকে পাপ কাজ থেকে বিরত রাখা পরিত্যাগ করেছিল। অতি জঘন্য কর্মনীতিই তারা অবলম্বন করেছিল। তোমরা তাদের অনেক লোককে দেখতে পাচ্ছ, যারা (মুমিনদের বিপরীতে) কাফিরদের সাথে বন্ধুত্ব ও সহযোগিতা করতে ব্যস্ত। নিশ্চয় অত্যন্ত খারাপ পরিণামই সম্মুখে রয়েছে, যার ব্যবস্থা তাদের প্রবৃত্তিসমূহ তাদের জন্য করেছে। আল্লাহ তাদের প্রতি ক্রোধান্বিত হয়েছেন। তাদের শাস্তিভোগ স্থায়ী হবে। তারা যদি বাস্তবিকই আল্লাহ, রাসূল এবং সেই জিনিসের প্রতি ঈমান আনত, যা তাঁর (নবীর) প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে, তবে তারা কখনও (ঈমানদার লোকদের বিরুদ্ধে) কাফিরদেরকে নিজেদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করত না। কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই ফাসিক" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ৭৮-৮১)। অতঃপর তিনি (মহানবী) বলেন ঃ কখনও নয়! আল্লাহ্র শপথ! তোমরা অবশ্যই সৎ কাজের আদেশ করতে থাক এবং অন্যায় ও গর্হিত কাজ থেকে (মানুষকে) বিরত রাখ, যালিমের হাত শক্ত করে ধর এবং তাকে টেনে তুলে সত্য-ন্যায়ের উপর প্রতিষ্ঠিত কর। অন্যথায় আল্লাহ তোমাদের (নেক্কার ও গুনাহগার) পরস্পরের অন্তরকে মিলিয়ে (অন্ধকার করে) দেবেন, অতঃপর বনী ইসরাঈলের মত তোমাদেরকেও অভিশপ্ত করবেন।

ইমাম আবু দাঊদ ও তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান হাদীস। হাদীসের মূল শব্দগুলো আবু দাঊদের। তিরমিযীর মূল হাদীসের অর্থ নিম্নরূপ ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বনী ইসরাঈল যখন পাপ কাজে লিপ্ত হল, তাদের আলিমগণ তাদেরকে তা থেকে বিরত থাকতে বলল, কিন্তু তারা বিরত হল না। (এক পর্যায়ে) আলিমগণও তাদের সাথে উঠা-বসা ও পানাহার করতে থাকল। অতঃপর আল্লাহ তাদের অন্তরকে পরস্পরের সাথে মিলিয়ে দিলেন (ফলে আলিমরাও পাপে লিপ্ত হয়ে পড়ল)। আল্লাহ তাদেরকে দাঊদ ও ঈসা ইবনে মারইয়ামের মুখ দিয়ে অভিশাপ দিলেন। কেননা তারা বিদ্রোহী হয়ে গিয়েছিল এবং খুব বাড়াবাড়ি শুরু করেছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হেলান দেয়া অবস্থা থেকে সোজা হয়ে বসলেন এবং বলেন ঃ কখনও নয়, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার প্রাণ! তোমরা তাদেরকে (যালিমদেরকে) হাত ধরে টেনে এনে হকের উপর প্রতিষ্ঠিত না করা পর্যন্ত ছাড়বে না।

١٩٧- عَنْ اَبِىْ بَكْرِ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ يَاَيُّهَا النَّاسُ اِنَّكُمْ لَتَقْرَؤُوْنَ

هٰذِهِ الْاٰيَةَ (يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا عَلَيْكُمْ اَنْفُسَكُمْ لاَ يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ اِذَا اهْتَدَيْتُمْ....) وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ النَّاسَ اِذَا رَاَوُا الظَّالِمَ فَلَمْ يَاْخُذُوْا عَلٰى يَدَيْهِ اَوْشَكَ اَنْ يَعُمَّهُمُ اللّٰهُ بِعِقَابٍ مِنْهُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِاَسَانِيْدِ صَحِيْحَةٍ .

১৯৭। আবু বাক্‌র আস্ সিদ্দীক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হে লোকসকল! তোমরা এ আয়াত পাঠ করে থাক ঃ "হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের কথা চিন্তা কর, কারো পথভ্রষ্ট হওয়ায় তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না, যদি তোমরা সঠিক পথে থাকতে পার। তোমাদের সবাইকে আল্লাহ্‌র দিকে ফিরে যেতে হবে। অতঃপর তিনি তোমাদের বলে দেবেন, তোমরা (দুনিয়ার জীবনে) কি করছিলে" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ১০৫)। অথচ আমি (আবু বাক্‌র) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ লোকেরা যখন দেখে, যালিম যুল্‌ম করছে, কিন্তু তারা তা প্রতিরোধ করে না, এরূপ লোকদের উপর আল্লাহ অচিরেই শাস্তি পাঠাবেন।

ইমাম আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৪

যে ব্যক্তি সৎ কাজের আদেশ করে এবং অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করে; কিন্তু সে তার কথা অনুযায়ী কাজ করে না, তার শাস্তি।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ تَتْلُوْنَ الْكِتَابَ اَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা জনগণকে ন্যায়ের পথ অবলম্বন করতে বল, কিন্তু নিজেদের কথা ভুলে যাও? অথচ তোমরা কিতাব অধ্যয়ন কর, তোমরা কি তোমাদের বুদ্ধিকে কোন কাজেই লাগাও না?" (সূরা আল-বাকারা ঃ ৪৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لِمَ تَقُوْلُوْنَ مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ . كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللّٰهِ اَنْ تَقُوْلُوْا مَا لاَ تَفْعَلُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা কেন এমন কথা বল যা নিজেরা কর না? তোমাদের এমন কথা বলা যা তোমরা কর না, আল্লাহ্‌র কাছে অত্যন্ত আপত্তিকর বিষয়।" (সূরা আস-সাফ ঃ ২, ৩)

وَقَالَ تَعَالٰى اِخْبَارًا عَنْ شُعَيْبٍ عَلَيْهِ السَّلَامِ وَمَا اُرِيْدُ اَنْ اُخَالِفَكُمْ اِلٰى مَا اَنْهَاكُمْ عَنْهُ... .

আল্লাহ তা'আলা শু'আইব আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রসংগে বলেন ঃ "আমি (শু'আইব) কিছুতেই চাই না যে, আমি তোমাদেরকে যা থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করি, তা আমি নিজে করি। আমি তো যথাসাধ্য সংশোধন করতে চাই।" (সূরা হূদ ঃ ৮৮)

١٩٨- عَنْ اَبِىْ زَيْدٍ اُسَامَةَ بْنِ زَيْدِ بْنِ حَارِثَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يُؤْتٰى بِالرَّجُلِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيُلْقٰى فِى النَّارِ فَتَنْدَلِقُ اَقْتَابُ بَطْنِهٖ فَيَدُوْرُ بِهَا كَمَا يَدُوْرُ الْحِمَارُ فِى الرَّحَا فَيَجْتَمِعُ اِلَيْهِ اَهْلُ النَّارِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا فُلاَنُ مَا لَكَ؟ اَلَمْ تَكُ تَاْمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَتَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ؟ فَيَقُوْلُ بَلٰى كُنْتُ اٰمُرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَلاَ اٰتِيْهِ وَاَنْهٰى عَنِ الْمُنْكَرِ وَاٰتِيْهِ- متفق عليه قَوْلُهُ تَنْدَلِقُ هُوَ بِالدَّالِ الْمُهْمَلَةِ وَمَعْنَاهُ تَخْرُجُ وَالْاَقْتَابُ اَلْاَمْعَاءُ وَاحِدُهَا قِتْبٌ.

১৯৮। উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে, ফলে তার নাড়ি-ভুঁড়ি বেরিয়ে আসবে। সে এটা নিয়ে এমনভাবে চক্কর দিতে থাকবে যেভাবে গাধা চক্রের মধ্যে ঘুরে থাকে। জাহান্নামীরা তার চারপাশে সমবেত হয়ে জিজ্ঞেস করবে, হে অমুক! তোমার এ অবস্থা কেন? তুমি কি সৎ কাজের নির্দেশ দিতে না এবং অসৎ কাজ থেকে বিরত রাখতে না? সে বলবে, হাঁ আমি সৎ কাজের নির্দেশ দিতাম, কিন্তু নিজে তা করতাম না। আমি অন্যদেরকে খারাপ কাজ থেকে বিরত থাকতে বলতাম, কিন্তু আমি নিজেই তা করতাম।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৫

আমানাত আদায় করার নির্দেশ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ اللّٰهَ يَاْمُرُكُمْ اَنْ تُؤَدُّوا الْاَمَانَاتِ اِلٰى اَهْلِهَا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহ তোমাদেরকে যাবতীয় আমানাত তার প্রাপকের কাছে পৌঁছে দেয়ার নির্দেশ দিচ্ছেন।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّا عَرَضْنَا الْاَمَانَةَ عَلَى السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضِ وَالْجِبَالِ فَاَبَيْنَ اَنْ يَحْمِلْنَهَا وَاَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْاِنْسَانُ اِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلاً .

"আমরা এ আমানাত আসমানসমূহ, যমীন ও পাহাড়-পর্বতের সামনে পেশ করলাম। তারা এটা বহন করতে প্রস্তুত হল না, বরং তারা ভয় পেয়ে গেল। কিন্তু মানুষ তা নিজের ঘাড়ে তুলে নিল। নিশ্চয় মানুষ বড় যালিম ও মূর্খ।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৭২)

١٩٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اٰيَةُ الْمُنَافِقِ ثَلاَثٌ اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَاِذَا وَعَدَ اَخْلَفَ وَاِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ- متفق عليه وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنْ صَامَ وَصَلّٰى وَزَعَمَ اَنَّهُ مُسْلِمٌ .

১৯৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুনাফিকের চিহ্ন হল তিনটি ঃ সে যখন কথা বলে মিথ্যা বলে; ওয়াদা-চুক্তি করে তার বিপরীত কাজ করে এবং তার কাছে কোন কিছু আমানাত রাখলে খিয়ানত করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য বর্ণনায় আরো আছে ঃ সে যদি রোযা-নামায করে এবং নিজেকে মুসলিম বলে ধারণা করে (তবুও সে মুনাফিক)।

٢٠٠- عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَدِيْثَيْنِ قَدْ رَاَيْتُ اَحَدَهُمَا وَاَنَا اَنْتَظِرُ الْاٰخَرَ حَدَّثَنَا اَنَّ الْاَمَانَةَ نَزَلَتْ فِىْ جَذْرِ قُلُوْبِ الرِّجَالِ ثُمَّ نَزَلَ الْقُرْاٰنُ فَعَلِمُوْا مِنَ الْقُرْاٰنِ وَعَلِمُوْا مِنَ السُّنَّةِ ثُمَّ حَدَّثَنَا عَنْ رَفْعِ الْاَمَانَةِ فَقَالَ يَنَامُ الرَّجُلُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ الْوَكْتِ ثُمَّ يَنَامُ النَّوْمَةَ فَتُقْبَضُ الْاَمَانَةُ مِنْ قَلْبِهِ فَيَظَلُّ اَثَرُهَا مِثْلَ اَثَرِ الْمَجْلِ كَجَمْرٍ دَحْرَجْتَهُ عَلٰى رِجْلِكَ فَنَفِطَ فَتَرَاهُ مُنْتَبِرًا وَلَيْسَ فِيْهِ شَىْءٌ ثُمَّ اَخَذَ حَصَاةً فَدَحْرَجَهُ عَلٰى رِجْلِهِ فَيُصْبِحُ النَّاسُ يَتَبَايَعُوْنَ فَلاَ يَكَادُ اَحَدٌ يُؤَدِّى الْاَمَانَةَ حَتّٰى يُقَالَ اِنَّ فِىْ بَنِىْ فُلاَنٍ رَجُلاً اَمِيْنًا حَتّٰى يُقَالَ لِلرَّجُلِ مَا اَجْلَدَهُ مَا اَظْرَفَهُ مَا اَعْقَلَهُ وَمَا فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ مِنْ اِيْمَانٍ وَلَقَدْ اَتٰى عَلَىَّ زَمَانٌ وَمَا اُبَالِىْ اَيُّكُمْ بَايَعْتُ لَئِنْ كَانَ مُسْلِمًا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَىَّ دِيْنُهُ وَلَئِنْ كَانَ نَصْرَانِيًّا اَوْ

يَهُوْدِيًّا لَيَرُدَّنَّهُ عَلَيَّ سَاعِيْهِ وَاَمَّا الْيَوْمَ فَمَا كُنْتُ اُبَايِعُ مِنْكُمْ الاَّ فُلاَنًا وَّفُلاَنًا- متفق عليه قَوْلُهُ جَذْرٌ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَاِسْكَانِ الذَّالِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ اَصْلُ الشَّئِ وَالْوَكْتُ بِالتَّاءِ الْمُثَنَّاةِ مِنْ فَوْقٍ الْاَثَرُ الْيَسِيْرُ وَالْمَجْلُ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَاِسْكَانِ الْجِيْمِ وَهُوَ تَنَفُّطٌ فِى الْيَدِ وَنَحْوِهَا مِنْ اَثَرِ عَمَلٍ وَغَيْرِهِ قَوْلُهُ مُنْتَبِرًا مُرْتَفِعًا قَوْلُهُ سَاعِيْهِ الْوَالِيْ عَلَيْهِ.

২০০। হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে দু'টি কথা বলেন। তার মধ্যে একটি তো আমি দেখেই নিয়েছি আর দ্বিতীয়টির জন্য অপেক্ষা করছি। তিনি (মহানবী) আমাদেরকে বলেন ঃ প্রথমত মানুষের অন্তরের অন্তস্থলে আমানাত (বিশ্বস্ততা) ঢেলে দেয়া হল, অতঃপর কুরআন নাযিল করা হল। তারা কুরআনকে জানল এবং হাদীসকেও চিনল। অতঃপর তিনি (সা) আমাদের কাছে আমানাত ও বিশ্বস্ততাকে তুলে নেয়ার ব্যাপারে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন ঃ মানুষ চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে, আর তার অন্তর থেকে আমানাত ও বিশ্বস্ততা তুলে নেয়া হবে। অতঃপর তার মধ্যে এর ক্ষীণ প্রভাব অবশিষ্ট থাকবে। সে পুনরায় স্বাভাবিক অভ্যাস অনুযায়ী ঘুমিয়ে পড়বে, তখন তার অন্তর থেকে বিশ্বস্ততার বাকি প্রভাবটুকুও তুলে নেয়া হবে। অতঃপর অন্তরের মধ্যে একটি ফোস্কার মত চিহ্ন বাকি থাকবে। যেমন তুমি তোমার পায়ের উপর আগুনের স্ফুলিংগ রাখলে এবং তাতে চামড়া পুড়ে ফোস্কা পড়ল। ব্যাহ্যত স্থানটি ফোলা দেখাবে, কিন্তু এর মধ্যে কিছুই নেই। (রাবী বলেন) অতঃপর তিনি একটি কাঁকর উঠিয়ে নিজের পায়ের উপর মারলেন। (রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ) এমতাবস্থায় তাদের সকাল হবে এবং তারা ক্রয়-বিক্রয়ে লিপ্ত হবে। তাদের মধ্যে আমানাত রক্ষা করার মত একটি লোকও খুঁজে পাওয়া যাবে না, এমনকি বলা হবে, অমুক বংশে একজন বিশ্বস্ত লোক আছে। এমনকি একটি লোককে (পার্থিব বিষয়ে পারদর্শী হওয়ার কারণে) বলা হবে, লোকটি কত হুঁশিয়ার, চালাক, স্বাস্থ্যবান, সুন্দর ও বুদ্ধিমান। অথচ তার মধ্যে সরিষার দানার পরিমাণ ঈমানও থাকবে না। (রাবী হুযাইফা (রা) বলেন) আজ আমি এমন এক যুগে এসে পড়েছি যে, কার সাথে ক্রয়-বিক্রয় করছি তার কোন বাছবিচার নেই। কেননা যদি সে মুসলিম হয় তবে আমার পাওনা তার দীন ও ঈমানের কারণে আদায় করবে। যদি সে খৃস্টান অথবা ইহূদী হয় তবে তার দায়িত্ব আমার পাওনা তার কাছ থেকে আদায় করে দেবে। আজ আমি তোমাদের কারো সাথে ক্রয়-বিক্রয় করব না, শুধু অমুক অমুক ব্যক্তির সাথে করব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শব্দার্থ ঃ جذر কোন বস্তুর আসল ও মূল। الوكت সাধারণ চিহ্ন। المجل কাজকর্ম করার কারণে হাত-পা ইত্যাদিতে যে দাগ পড়ে। منتبرا উচ্চতা, উন্নত। ساعيه মুতাওয়াল্লী ও তত্ত্বাবধায়ক।

٢٠١- عَنْ حُذَيْفَةَ وَاَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَجْمَعُ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى النَّاسَ فَيَقُوْمُ الْمُؤْمِنُوْنَ حَتّٰى تُزْلَفَ لَهُمُ الْجَنَّةُ فَيَأْتُوْنَ اٰدَمَ صَلَوَاتُ اللّٰهِ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُوْنَ يَا اَبَانَا اسْتَفْتِحْ لَنَا الْجَنَّةَ فَيَقُوْلُ وَهَلْ اَخْرَجَكُمْ مِنَ الْجَنَّةِ الاَّ خَطِيْئَةُ اَبِيْكُمْ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا اِلَى ابْنِىْ اِبْرَاهِيْمَ خَلِيْلِ اللّٰهِ قَالَ فَيَأْتُوْنَ اِبْرَاهِيْمَ فَيَقُوْلُ اِبْرَاهِيْمُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اِنَّمَا كُنْتُ خَلِيْلاً مِنْ وَرَاءَ وَرَاءَ اِعْمَدُوْا اِلٰى مُوسَى الَّذِىْ كَلَّمَهُ اللّٰهُ تَكْلِيْمًا فَيَأْتُوْنَ مُوْسٰى فَيَقُوْلُ لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ اذْهَبُوْا اِلٰى عِيْسٰى كَلِمَةِ اللّٰهِ وَرُوْحِه فَيَقُوْلُ عِيْسٰى لَسْتُ بِصَاحِبِ ذٰلِكَ فَيَأْتُوْنَ مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَيَقُوْمُ فَيُؤْذَنُ لَهُ وَتُرْسَلُ الْاَمَانَةُ وَالرَّحِمُ فَتَقُوْمَانِ جَنْبَتَىِ الصِّرَاطِ يَمِيْنًا وَشِمَالاً فَيَمُرُّ اَوَّلُكُمْ كَالْبَرْقِ قُلْتُ بِاَبِىْ وَاُمِّىْ اَىُّ شَىْءٍ كَمَرِّ الْبَرْقِ؟ قَالَ اَلَمْ تَرَوْا كَيْفَ يَمُرُّ وَيَرْجِعُ فِىْ طَرْفَةِ عَيْنٍ؟ ثُمَّ كَمَرِّ الرِّيْحِ ثُمَّ كَمَرِّ الطَّيْرِ وَشَدِّ الرِّجَالِ تَجْرِىْ بِهِمْ اَعْمَالُهُمْ وَنَبِيُّكُمْ قَائِمٌ عَلَى الصِّرَاطِ يَقُوْلُ رَبِّ سَلِّمْ سَلِّمْ حَتّٰى تَعْجِزَ اَعْمَالُ الْعِبَادِ حَتّٰى يَجِئَ الرَّجُلُ لاَ يَسْتَطِيْعُ السَّيْرَ اِلاَّ زَحْفًا وَفِىْ حَافَتَىِ الصِّرَاطِ كَلاَلِيْبُ مُعَلَّقَةٌ مَاْمُوْرَةٌ بِاَخْذِ مَنْ اُمِرَتْ بِه فَمَخْدُوْشٌ نَاجٍ وَمُكَرْدَسٌ فِى النَّارِ وَالَّذِىْ نَفْسُ اَبِىْ هُرَيْرَةَ بِيَدِه اِنَّ قَعْرَ جَهَنَّمَ لَسَبْعُوْنَ خَرِيْفًا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ قَوْلُهُ وَرَاءَ وَرَاءَ هُوَ بِالْفَتْحِ فِيْهِمَا وَقِيْلَ بِالضَّمِّ بِلاَ تَنْوِيْنٍ وَمَعْنَاهُ لَسْتُ بِتِلْكَ الدَّرَجَةِ الرَّفِيْعَةِ وَهِىَ كَلِمَةٌ تُذْكَرُ عَلٰى سَبِيْلِ التَّوَاضُعِ وَقَدْ بَسَطْتُ مَعْنَاهَا فِىْ شَرْحِ صَحِيْحِ مُسْلِمٍ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২০১। হুযাইফা ও আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তারা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মহান ও প্রাচুর্যময় আল্লাহ (হাশরের দিন) সকল মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন ঈমানদার লোকেরা উঠে দাঁড়াবে। এ অবস্থায় তাদের সন্নিকটে জান্নাত আনা হবে। তখন তারা আদম আলাইহিস সালামের কাছে গিয়ে বলবে, হে আমাদের পিতা! আমাদের জন্য জান্নাতের দরজা খুলে দিন। তিনি বলবেন ঃ তোমাদের পিতার অপরাধই তো তোমাদেরকে জান্নাত থেকে বহিষ্কৃত করেছে। আমি এর

দরজা খোলার উপযুক্ত নই। তোমরা আমার ছেলে ইবরাহীম খলীলুল্লাহ্র কাছে যাও। নবী (সা) বলেন ঃ অতঃপর তারা ইবরাহীম (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এ কাজের উপযুক্ত নই। আমি তো শুধু বিনয়ী খলীল ছিলাম (আমি এ মহান গৌরবের উপযুক্ত নই)। তোমরা বরং মূসা (আ)-এর কাছে যাও। আল্লাহ তাঁর সাথে কথা বলেছেন। তারা সবাই ছুটে মূসা (আ)-এর কাছে আসবে। তিনি বলবেন, আমি এর উপযুক্ত নই। তোমরা ঈসা (আ)-এর কাছে যাও। তিনি তো আল্লাহ্র কালেমা এবং রূহুল্লাহ। ঈসা (আ) বলবেন, জান্নাতের দরজা খোলার মত যোগ্যতা আমার নেই। পরিশেষে তারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ছুটে আসবে। তিনি উঠে দাঁড়াবেন। তাঁকে (শাফাআত করার) অনুমতি দেয়া হবে। আমানাত এবং আত্মীয়তার সম্পর্ককেও ছেড়ে দেয়া হবে। এরা পুল-সিরাতের ডানে-বাঁয়ে দু'দিকে দাঁড়িয়ে যাবে। তোমাদের প্রথম দলটি বিদ্যুৎবেগে পুল-সিরাত পার হয়ে যাবে। আমি (হুযাইফা অথবা আবু হুরাইরা) বললাম, (হে আল্লাহ্র রাসূল) ঃ আমার পিতা-মাতা আপনার জন্য উৎসর্গীত হোক! বিদ্যুৎবেগে পার হওয়ার তাৎপর্য কি? তিনি বলেন ঃ তোমরা কি বিদ্যুৎ দেখনি যে, পলকের মধ্যে তা চলে যেতে-আসতে পারে? অতঃপর তারা বাতাসের গতিতে, অতঃপর পাখির গতিতে এবং দ্রুত দৌড়ের গতিতে পর্যায়ক্রমে পুল-সিরাত পার হবে। এ পার্থক্য তাদের কৃতকর্মের কারণেই হবে। এ সময় তোমাদের নবী (সা) পুল-সিরাতের উপর দাঁড়িয়ে বলতে থাকবেন ঃ প্রভু হে! শান্তি বর্ষণ করুন, শান্তি বর্ষণ করুন। এভাবে বান্দাদের সৎ কাজের পরিমাণ কম হওয়াতে তারা অগ্রসর হতে অক্ষম হয়ে পড়বে। ফলে তারা পাছা হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকবে। পুল-সিরাতের উভয় দিকে কিছু লোহার আঁকড়া লটকানো থাকবে। যাকে গ্রেপ্তার করার নির্দেশ দেয়া হবে এগুলো তাকে গ্রেপ্তার করবে। যার গায়ে শুধু আঁচড় লাগবে সে মুক্তি পাবে। আর অন্য সব লোককে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। বর্ণনাকারী (আবু হুরাইরা) বলেন, সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আবু হুরাইরার প্রাণ! জাহান্নামের গভীরতা সত্তর বছরের পথের দূরত্বের সমান।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। শব্দার্থ ঃ وراء وراء শব্দটির অর্থ হল, আমি উচ্চ মর্যাদার উপযুক্ত নই। শব্দটি বিনয়, নম্রতা ও ভদ্রতা প্রকাশার্থে ব্যবহৃত হয়।

٢٠٢- عَنْ اَبِىْ خُبَيْبٍ بِضَمِّ الْخَاءِ الْمُعْجَمَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ لَمَّا وَقَفَ الزُّبَيْرُ يَوْمَ الْجَمَلِ دَعَانِىْ فَقُمْتُ اِلٰى جَنْبِهِ فَقَالَ يَا بُنَىَّ اِنَّهُ لاَ يُقْتَلُ الْيَوْمَ اِلاَّ ظَالِمٌ اَوْ مَظْلُوْمٌ وَاِنِّىْ لاَ اُرَانِىْ اِلاَّ سَاُقْتَلُ الْيَوْمَ مَظْلُوْمًا وَاِنَّ مِنْ اَكْبَرِ هَمِّىْ لَدَيْنِىْ اَفَتَرٰى دَيْنَنَا يُبْقِىْ مِنْ مَالِنَا شَيْئًا ؟ ثُمَّ قَالَ يَا بُنَىَّ بِعْ

مَالَنَا وَاقْضِ دَيْنِيْ وَاَوْصٰى بِالثُّلُثِ وَثُلُثُهُ لِبَنِيْهِ يَعْنِيْ لِبَنِيْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الزُّبَيْرِ
ثُلُثُ الثُّلُثِ قَالَ فَاِنْ فَضَلَ مِنْ مَالِنَا بَعْدَ قَضَاءِ الدَّيْنِ شَيْءٌ فَثُلُثُهُ لِبَنِيْكَ قَالَ
هِشَامٌ وَكَانَ بَعْضُ وَلَدِ عَبْدِ اللّٰهِ قَدْ وَازٰى بَعْضَ بَنِي الزُّبَيْرِ خُبَيْبٍ وَعَبَّادٍ وَلَهُ
يَوْمَئِذٍ تِسْعَةُ بَنِيْنَ وَتِسْعُ بَنَاتٍ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَجَعَلَ يُوْصِيْنِيْ بِدَيْنِهِ وَيَقُوْلُ يَا
بُنَيَّ اِنْ عَجَزْتَ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِنْ عَلَيْهِ بِمَوْلاَيَ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ مَا
اَرَادَ حَتّٰى قُلْتُ يَا اَبَتِ مَنْ مَوْلاَكَ؟ قَالَ اللّٰهُ قَالَ فَوَاللّٰهِ مَا وَقَعْتُ فِيْ كُرْبَةٍ مِنْ
دَيْنِهِ اِلاَّ قُلْتُ يَا مَوْلَى الزُّبَيْرِ اقْضِ عَنْهُ دَيْنَهُ فَيَقْضِيَهُ قَالَ فَقُتِلَ الزُّبَيْرُ وَلَمْ يَدَعْ
دِيْنَارًا وَلاَ دِرْهَمًا اِلاَّ اَرَضِيْنَ مِنْهَا الْغَابَةُ وَاِحْدٰى عَشَرَةَ دَارًا بِالْمَدِيْنَةِ وَدَارَيْنِ
بِالْبَصْرَةِ وَدَارًا بِالْكُوْفَةِ وَدَارًا بِمِصْرَ قَالَ وَاِنَّمَا كَانَ دَيْنُهُ الَّذِيْ كَانَ عَلَيْهِ اَنَّ
الرَّجُلَ كَانَ يَأْتِيْهِ بِالْمَالِ فَيَسْتَوْدِعُهُ اِيَّاهُ فَيَقُوْلُ الزُّبَيْرُ لاَ وَلٰكِنْ هُوَ سَلَفٌ اِنِّيْ
اَخْشٰى عَلَيْهِ الضَّيْعَةَ وَمَا وَلِيَ اِمَارَةً قَطُّ وَلاَ جِبَايَةً وَلاَ خَرَاجًا وَلاَ شَيْئًا اِلاَّ اَنْ
يَّكُوْنَ فِيْ غَزْوٍ مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْ مَعَ اَبِيْ بَكْرٍ وَعُمَرَ
وَعُثْمَانَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ فَحَسَبْتُ مَا كَانَ عَلَيْهِ مِنَ الدَّيْنِ فَوَجَدْتُّهُ
اَلْفَيْ اَلْفٍ وَمِائَتَيْ اَلْفٍ فَلَقِيَ حَكِيْمُ بْنُ حِزَامٍ عَبْدَ اللّٰهِ بْنَ الزُّبَيْرِ فَقَالَ يَا ابْنَ
اَخِيْ كَمْ عَلٰى اَخِيْ مِنَ الدَّيْنِ؟ فَكَتَمْتُهُ وَقُلْتُ مِائَةُ اَلْفٍ فَقَالَ حَكِيْمٌ وَاللّٰهِ مَا
اَرٰى اَمْوَالَكُمْ تَسَعُ هٰذِهِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ اَرَاَيْتَكَ اِنْ كَانَتْ اَلْفَيْ اَلْفٍ؟ وَمِائَتَيْ
اَلْفٍ؟ قَالَ مَا اَرَاكُمْ تُطِيْقُوْنَ هٰذَا فَاِنْ عَجَزْتُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ فَاسْتَعِيْنُوْا بِيْ قَالَ
وَكَانَ الزُّبَيْرُ قَدِ اشْتَرٰى الْغَابَةَ بِسَبْعِيْنَ وَمِائَةَ اَلْفٍ فَبَاعَهَا عَبْدُ اللّٰهِ بِاَلْفِ اَلْفٍ
وَسِتِّ مِائَةِ اَلْفٍ ثُمَّ قَامَ فَقَالَ مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ شَيْءٌ فَلْيُوَافِنَا بِالْغَابَةِ فَاَتَاهُ
عَبْدُ اللّٰهِ ابْنُ جَعْفَرٍ وَكَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ اَرْبَعُ مِائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ لِعَبْدِ اللّٰهِ اِنْ شِئْتُمْ
تَرَكْتُهَا لَكُمْ؟ قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاِنْ شِئْتُمْ جَعَلْتُمُوْهَا فِيْمَا تُؤَخِّرُوْنَ اِنْ اَخَّرْتُمْ

فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لاَ قَالَ فَاقْطَعُوْا لِىْ قِطْعَةً قَالَ عَبْدُ اللّٰهِ لَكَ مِنْ هٰهُنَا اِلٰى هٰهُنَا فَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ مِنْهَا فَقَضٰى عَنْهُ دَيْنَهُ وَاَوْفَاهُ وَبَقِىَ مِنْهَا اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَدِمَ عَلٰى مُعَاوِيَةَ وَعِنْدَهُ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ وَالْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ وَابْنُ زَمْعَةَ فَقَالَ لَهُ مُعَاوِيَةُ كَمْ قُوِّمَتِ الْغَابَةُ؟ قَالَ كُلُّ سَهْمٍ بِمَائَةِ اَلْفٍ قَالَ كَمْ بَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَ اَرْبَعَةُ اَسْهُمٍ وَنِصْفٌ فَقَالَ الْمُنْذِرُ بْنُ الزُّبَيْرِ قَدْ اَخَذْتُ مِنْهَا سَهْمًا بِمَائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ عَمْرُو بْنُ عُثْمَانَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمَائَةِ اَلْفٍ وَقَالَ ابْنُ زَمْعَةَ قَدْ اَخَذْتُ سَهْمًا بِمَائَةِ اَلْفٍ فَقَالَ مُعَاوِيَةُ كَمْ بَقِىَ مِنْهَا ؟ قَالَ سَهْمٌ وَنِصْفٌ قَالَ قَدْ اَخَذْتُهُ بِخَمْسِيْنَ وَمِائَةِ اَلْفٍ قَالَ وَبَاعَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ جَعْفَرٍ نَصِيْبَهُ مِنْ مُعَاوِيَةَ بِسِتِّ مِائَةِ اَلْفٍ فَلَمَّا فَرَغَ ابْنُ الزُّبَيْرِ مِنْ قَضَاءِ دَيْنِهِ قَالَ بَنُو الزُّبَيْرِ اَقْسِمْ بَيْنَنَا مِيْرَاثَنَا قَالَ وَاللّٰهِ لاَ اُقْسِمُ بَيْنَكُمْ حَتّٰى اُنَادِىْ بِالْمَوْسِمِ اَرْبَعَ سِنِيْنَ عَلٰى مَنْ كَانَ لَهُ عَلَى الزُّبَيْرِ دَيْنٌ فَلْيَاتِنَا فَلْنَقْضِهِ فَجَعَلَ كُلُّ سَنَةٍ يُنَادِىْ فِى الْمَوْسِمِ فَلَمَّا مَضٰى اَرْبَعُ سِنِيْنَ قَسَمَ بَيْنَهُمْ وَدَفَعَ الثُّلُثَ وَكَانَ لِلزُّبَيْرِ اَرْبَعُ نِسْوَةٍ فَاَصَابَ كُلُّ امْرَاَةٍ اَلْفُ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ فَجَمِيْعُ مَالِهِ خَمْسُوْنَ اَلْفَ اَلْفٍ وَمِائَتَا اَلْفٍ- رواه البخارى .

২০২। আবু খুবাইব আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উটের যুদ্ধের (৩৬ হি.) দিন আয্ যুবাইর (রা) যখন যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হলেন, তখন আমাকে কাছে ডাকলেন। আমি তাঁর পাশে দাঁড়ালাম। তিনি বলেন, হে বৎস! আজ যালিম অথবা মযলুমের কেউ না কেউ মারা যাবেই। আমার মনে হয় আজ আমি নির্যাতিত অবস্থায় মারা যাব। আমি আমার দেনা সম্পর্কে বড়ই দুশ্চিন্তা ও অস্থিরতার মধ্যে আছি। তুমি কি মনে কর, আমার দেনা পরিশোধ করার পর কিছু মাল অবশিষ্ট থাকবে? অতঃপর তিনি বলেন, হে আমার সন্তান! তুমি আমার মাল-সম্পদ বিক্রয় করে আমার দেনা পরিশোধ করে দেবে। অতঃপর তিনি এক-তৃতীয়াংশ মালের ওসিয়াত করলেন এবং তার তৃতীয়াংশ তার পুত্রদের জন্য অর্থাৎ আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের পুত্রদের জন্য এক-তৃতীয়াংশের তৃতীয়াংশ (১/৯ অংশ)। তিনি (আয্ যুবাইর) বলেন, দেনা পরিশোধ করার পর যদি কিছু মাল বেঁচে যায়, তবে তার এক-তৃতীয়াংশ তোমার ছেলেদের জন্য। হিশাম বলেন, আবদুল্লাহ্‌র কোন কোন ছেলে আয্ যুবাইরের পুত্র খুবাইব ও 'আব্বাদের সমবয়সী ছিল। আয্ যুবাইরের ৯ পুত্র ও ৯ কন্যা বর্তমান ছিল।

আবদুল্লাহ বলেন, তিনি (পিতা আয্ যুবাইর) বরাবরই আমাকে তাঁর ঋণের কথা বলতে থাকলেন। তিনি বলছিলেন, হে পুত্র! তুমি যদি এ ঋণ পরিশোধে অক্ষম হও তবে তুমি আমার মনিবের কাছে এ দেনা পরিশোধ করার জন্য প্রার্থনা করবে। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বুঝতেই পারছিলাম না তিনি মনিব বলে কাকে বুঝাতে চেয়েছেন। তাই আমি জিজ্ঞেস করলাম, আব্বাজান! আপনার মনিব কে? তিনি বলেন, আল্লাহ। আবদুল্লাহ বলেন, আমি যখনই তাঁর দেনা পরিশোধ করতে অসুবিধায় পড়ে যেতাম তখনই বলতাম, হে আয্ যুবাইরের মনিব (আল্লাহ)! তাঁর দেনা পরিশোধের ব্যবস্থা করে দিন। মহান আল্লাহ এ দোয়া কবুল করলেন এবং পিতার দেনা পরিশোধ করার সুযোগ করে দিলেন। তিনি (আবদুল্লাহ) বলেন, আয্ যুবাইর (রা) নিহত হলেন, কিন্তু তিনি কোন নগদ অর্থ (দীনার ও দিরহাম) রেখে যাননি। তিনি কিছু স্থাবর সম্পত্তি রেখে গেলেন। তা হল ঃ গাবা নামক স্থানের কিছু জমি, মদীনায় এগারটি ঘর, বসরায় দু'টি ঘর, কুফায় একটি ঘর এবং মিসরে একটি ঘর।

আবদুল্লাহ বলেন, তার ঋণগ্রস্ত হওয়ার কারণ ছিল ঃ কোন লোক তাঁর কাছে কিছু গচ্ছিত (আমানাত) রাখতে আসলে তিনি বলতেন, আমি আমানাত রাখি না তবে এটা তোমার কাছ থেকে ঋণ হিসেবে নিয়ে নিলাম। কেননা আমানাত হিসেবে রাখলে হয়ত এটা আমার হাতে বিনষ্ট হয়ে যেতে পারে। তিনি (আয্ যুবাইর) কখনও কোন প্রশাসনিক পদে অথবা কর আদায়ের জন্য বা অন্য কোন পদে নিযুক্ত হননি। তিনি কোন পদ পছন্দ করতেন না। কিন্তু তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে এবং আবু বাক্‌র (রা), উমার (রা) ও উসমান (রা)-র সাথে জিহাদে অংশগ্রহণ করেছেন। আবদুল্লাহ বলেন, আমি তাঁর সমস্ত দেনার হিসাব করলাম। তার পরিমাণ দাঁড়াল বাইশ লাখ (দিরহাম)। হাকীম ইবনে হিযাম (রা) আবদুল্লাহ ইবনুয যুবাইরের সাথে সাক্ষাত করে বলেন, হে ভ্রাতুস্পুত্র! আমার ভাইয়ের ঋণের পরিমাণ কত? আমি (আবদুল্লাহ) আসল পরিমাণটা গোপন করে বললাম, এক লাখ (দিরহাম)। হাকীম (রা) বলেন, আল্লাহ্‌র শপথ! তোমার এতো পরিমাণ মাল নেই যা দিয়ে এ দেনা পরিশোধ করতে পার। আবদুল্লাহ বলেন, যদি ঋণের পরিমাণ বাইশ লাখ হয় তবে কি অবস্থা হবে? হাকীম (রা) বলেন, তাহলে আমার ধারণা অনুযায়ী এটা পরিশোধ করতে তুমি মোটেই সক্ষম হবে না। ঋণ পরিশোধে কোনরূপ অসুবিধার সম্মুখীন হলে আমার সাহায্য চেয়ো। আবদুল্লাহ বলেন, আয্ যুবাইর (রা) গাবা নামক স্থানের সম্পত্তি এক লাখ সত্তর হাজার দিরহামে ক্রয় করেছিলেন। আবদুল্লাহ তা ষোল লাখ দিরহামে বিক্রয় করেন। অতঃপর তিনি দাঁড়িয়ে ঘোষণা দেন ঃ আয্ যুবাইরের কাছে যার পাওনা রয়েছে, সে যেন গাবা নামক স্থানে এসে আমাদের সাথে সাক্ষাত করে। ঘোষণার পর আবদুল্লাহ ইবনে জাফর (রা) এসে বলেন, আয্ যুবাইরের কাছে আমার চার লাখ (দিরহাম) পাওনা আছে। যদি তোমরা চাও তবে আমি তা ছেড়ে দিতে পারি। আবদুল্লাহ বলেন, না। আবদুল্লাহ ইবনে জাফর বলেন, যদি তোমরা এটা পরিশোধের জন্য সময়

চাও, আমি তা দিতে প্রস্তুত। আবদুল্লাহ বলেন, না। তিনি (ইবনে জাফর) বলেন, তবে জমির একটা অংশ আমাকে পৃথক করে দাও। আবদুল্লাহ বলেন, তুমি এখান থেকে ঐ পর্যন্ত জমি নিয়ে নাও।

তিনি জমি বিক্রয় করে তাঁর (আয্ যুবাইরের) ঋণ পরিশোধ করলেন। এরপরও জমির সাড়ে চারটা খণ্ড অবশিষ্ট ছিল। অতঃপর তিনি (আবদুল্লাহ্) মু'আবিয়া (রা)-র কাছে আসলেন। তাঁর কাছে আমর ইবনে উসমান, মুনযির ইবনুয যুবাইর ও ইবনে যাম'আ উপস্থিত ছিলেন। মু'আবিয়া (রা) তাঁকে বলেন, তুমি গাবার জমির কি মূল্য নির্ধারণ করেছ? তিনি বলেন, প্রতি খণ্ড এক লাখ (দিরহাম)। তিনি বলেন, কয় খণ্ড অবশিষ্ট আছে? তিনি বলেন, সাড়ে চার খণ্ড। মুনযির ইবনুয যুবাইর বলেন, আমি এক খণ্ড এক লাখ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। আমর ইবনে উসমান বলেন, আমি এক লাখ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। ইবনে যাম'আ বলেন, আমি এক লাখ (দিরহামে) এক খণ্ড নিয়ে নিলাম। মু'আবিয়া (রা) জিজ্ঞেস করেন, এখন আর কতটুকু বাকী আছে? তিনি বলেন, দেড় খণ্ড (অবশিষ্ট আছে)। তিনি বলেন, আমি তা দেড় লাখ (দিরহামে) নিয়ে নিলাম। বর্ণনাকারী বলেন, আবদুল্লাহ্ ইবনে জাফর তাঁর পাওনা বাবদ যে অংশটুকু কিনেছিলেন, তা পুনরায় তিনি মু'আবিয়ার কাছে চার লাখ (দিরহামে) বিক্রয় করেন।

আবদুল্লাহ্ ঋণ পরিশোধ করে অবসর হলে আয্ যুবাইরের অন্য ছেলেরা তাকে বলেন, আমাদের মীরাস আমাদের মধ্যে বণ্টন করুন। তিনি বলেন, আল্লাহ্র শপথ! একাধারে চার বছর হজ্জের মৌসুমে এই ঘোষণা না দেয়া পর্যন্ত আমি তোমাদের মধ্যে মীরাস বণ্টন করব না ঃ "আয্ যুবাইরের কাছে যে ব্যক্তির পাওনা রয়েছে সে যেন আমাদের কাছে আসে। আমরা তা পরিশোধ করে দেব।" তিনি একাধারে চার বছর হজ্জের সমাবেশে এ ঘোষণা দিলেন। চার বছর পূর্ণ হলে তিনি তাদের মধ্যে পরিত্যক্ত সম্পত্তি বণ্টন করলেন এবং এক-তৃতীয়াংশ (ওসিয়াতের মাল হিসেবে) পৃথক করে রাখলেন। আয্ যুবাইরের চারজন স্ত্রী ছিলেন। প্রত্যেক স্ত্রীর অংশে বার লাখ (দিরহাম) করে পড়লো। সম্ভবত আয্ যুবাইরের ধন-সম্পদের পরিমাণ ছিল পাঁচ কোটি দুই লাখ (দিরহাম)।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৬

যুল্‌ম করা হারাম এবং যুল্‌মের প্রতিরোধ করার নির্দেশ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ حَمِيْمٍ وَلَا شَفِيْعٍ يُطَاعُ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যালিমদের জন্য কেউ দরদী বন্ধু হবে না, আর না এমন কোন শাফা'আতকারী হবে যার কথা মেনে নেয়া হবে।" (সূরা আল-মুমিন ঃ ১৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا لِلظّٰلِمِيْنَ مِنْ نَصِيْرٍ .

"যালিমদের কোন সাহায্যকারী হবে না।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৯)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ اَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ الْمُتَقَدِّمُ فِيْ اٰخِرِ بَابِ الْمُجَاهَدَةِ .

٢٠٣- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اتَّقُوا الظُّلْمَ فَاِنَّ الظُّلْمَ ظُلُمَاتٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَاتَّقُوا الشُّحَّ فَاِنَّ الشُّحَّ اَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ حَمَلَهُمْ عَلٰى اَنْ سَفَكُوْا دِمَاءَهُمْ وَاسْتَحَلُّوْا مَحَارِمَهُمْ- رواه مسلم .

২০৩। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা যুল্‌ম করা থেকে দূরে থাক। কেননা যুল্‌ম কিয়ামাতের দিন অন্ধকারাচ্ছন্ন ধোঁয়ায় পরিণত হবে। তোমরা কৃপণতার কলুষতা থেকেও দূরে থাক। কেননা কৃপণতাই তোমাদের পূর্বের অনেক লোককে (জাতিকে) ধ্বংস করেছে। কৃপণতা তাদেরকে রক্তপাত ও মারামারি করতে প্ররোচিত করেছে এবং হারামকে হালাল করতে উস্কানি দিয়েছে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٤- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَتُؤَدُّنَّ الْحُقُوْقَ اِلٰى اَهْلِهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتّٰى يُقَادَ لِلشَّاةِ الْجَلْحَاءِ مِنَ الشَّاةِ الْقَرْنَاءِ- رواه مسلم.

২০৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ (মহান আল্লাহ) কিয়ামাতের দিন অবশ্যই পাওনাদারের পাওনা আদায় করাবেন, এমনকি শিংযুক্ত বকরী থেকে শিংবিহীন বকরীর প্রতিশোধ নেয়া হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٥- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كُنَّا نَتَحَدَّثُ عَنْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ اَظْهُرِنَا وَلاَ نَدْرِيْ مَا حَجَّةُ الْوَدَاعِ حَتّٰى حَمِدَ اللّٰهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْمَسِيْحَ الدَّجَّالَ

فَاَطْنَبَ فِيْ ذِكْرِهِ وَقَالَ مَا بَعَثَ اللّٰهُ مِنْ نَبِيٍّ اِلاَّ اَنْذَرَهُ اُمَّتَهُ اَنْذَرَهُ نُوْحٌ وَالنَّبِيُّوْنَ مِنْ بَعْدِهِ وَاِنَّهُ اِنْ يَّخْرُجُ فِيْكُمْ فَمَا خَفِيَ عَلَيْكُمْ مِنْ شَانِهِ فَلَيْسَ يَخْفٰى عَلَيْكُمْ اِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِاَعْوَرَ وَاِنَّهُ اَعْوَرُ عَيْنِ الْيُمْنٰى كَاَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ اَلاَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِيْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِيْ شَهْرِكُمْ هٰذَا اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قَالُوْا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ ثَلاَثًا وَيْلَكُمْ اَوْ وَيْحَكُمْ اُنْظُرُوْا لاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِيْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ- رواه البخاري وروى مسلم بَعْضَهُ .

২০৫। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা বিদায় হজ্জ সম্পর্কে আলাপ-আলোচনা করছিলাম। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের মাঝেই উপস্থিত ছিলেন। আমরা জানতাম না, বিদায় হজ্জ কি বা বিদায় হজ্জ কাকে বলে? অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করার পর মসীহ দাজ্জাল সম্পর্কে বিশদভাবে আলোচনা করলেন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্ এমন কোন নবী পাঠাননি, যিনি নিজের উম্মাতকে দাজ্জালের ভয় দেখাননি। নূহ (আ) এবং তাঁর পরে আগত নবীগণ নিজ নিজ উম্মাতকে এর ভয় দেখিয়েছেন, সাবধান করেছেন। সে তোমাদের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করবে। এর ব্যাপারটা তোমাদের কাছে গোপন থাকবে না। এটাও তোমাদের অজানা নয় যে, তোমাদের প্রভু এক চোখবিশিষ্ট বা অন্ধ নন। দাজ্জালের ডান চোখ কানা হবে এবং তা আঙুর ফলের মত ফোলা হবে। তোমরা সাবধান হও! তোমাদের পরস্পরের রক্ত (জীবন) ও ধন-সম্পদ পরস্পরের জন্য হারাম এবং সম্মানের বস্তু, যেমন তোমাদের এ দিনটি হারাম (সম্মানিত) এবং তোমাদের এ মাসটি হারাম (সম্মানিত)। সাবধান! আমি কি (আল্লাহ্‌র বিধান তোমাদের কাছে) পৌঁছে দিয়েছি? উপস্থিত সবাই বলেন, হাঁ (আপনি পৌঁছে দিয়েছেন)। অতঃপর তিনি তিনবার বলেন ঃ হে আল্লাহ! তুমি সাক্ষী থাক। (তিনি পুনরায় বলেন) ঃ ধ্বংস হোক অথবা আফসোস হোক, খুব মনোযোগ দিয়ে শোন, আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরে প্রত্যাবর্তন করো না।

সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম বুখারী বর্ণনা করেছেন এবং ইমাম মুসলিম এর কোন কোন অংশ বর্ণনা করেছেন।

٢٠٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ ظَلَمَ قِيْدَ شِبْرٍ مِنَ الْاَرْضِ طُوِّقَهُ مِنْ سَبْعِ اَرَضِيْنَ- متفق عليه .

২০৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি এক বিঘত পরিমাণ জমিতে যুল্‌ম করল (জবরদখল করে নিল; কিয়ামাতের দিন) সাত তবক যমিন তার গলায় লটকিয়ে দেয়া হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٧- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ لَيُمْلِىْ لِلظَّالِمِ فَاِذَا اَخَذَهُ لَمْ يُفْلِتْهُ ثُمَّ قَرَاَ (وَكَذٰلِكَ اَخْذُ رَبِّكَ اِذَا اَخَذَ الْقُرٰى وَهِىَ ظَالِمَةٌ اِنَّ اَخْذَهُ اَلِيْمٌ شَدِيْدٌ)- متفق عليه .

২০৭। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ যালিমকে অবকাশ দিয়ে থাকেন। কিন্তু যখন তিনি তাকে গ্রেপ্তার করেন তখন আর ছাড়েন না। অতঃপর তিনি (মহানবী) এ আয়াত পাঠ করলেন ঃ "আর তোমার রব যখন কোন যালিম জনবসতিকে পাকড়াও করেন, তখন তাঁর পাকড়াও এমনিই হয়ে থাকে। তাঁর পাকড়াও বড়ই কঠিন, নির্মম ও পীড়াদায়ক।" (সূরা হূদ ঃ ১০২)

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٨- عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَعَثَنِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّكَ تَاْتِىْ قَوْمًا مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ فَادْعُهُمْ اِلٰى شَهَادَةِ اَنْ لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللّٰهُ وَاَنِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ خَمْسَ صَلَوَاتٍ فِىْ كُلِّ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاَعْلِمْهُمْ اَنَّ اللّٰهَ قَدِ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ صَدَقَةً تُؤْخَذُ مِنْ اَغْنِيَائِهِمْ فَتُرَدُّ عَلٰى فُقَرَائِهِمْ فَاِنْ هُمْ اَطَاعُوْا لِذٰلِكَ فَاِيَّاكَ وَكَرَائِمَ اَمْوَالِهِمْ وَاتَّقِ دَعْوَةَ الْمَظْلُوْمِ فَاِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللّٰهِ حِجَابٌ- متفق عليه .

২০৮। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে (ইয়ামানের শাসক করে) পাঠানোর সময় বলেন ঃ তুমি আহলে কিতাবের অন্তর্ভুক্ত এক সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তুমি তাদেরকে এরূপ সাক্ষ্য দিতে আহ্বান করবে ঃ "আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহ্‌র রাসূল।" যদি তারা এ আহ্বান মেনে নেয়, তবে তাদেরকে জানিয়ে দেবে ঃ প্রত্যেক দিন-রাতের সময়সীমার মধ্যে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত নামায ফরয করেছেন। তারা যদি তোমার এ কথাও মেনে নেয়,

তবে তুমি তাদেরকে জানিয়ে দেবে ঃ আল্লাহ তাদের উপর সাদাকা (যাকাত) ফরয করেছেন। এটা তাদের ধনীদের কাছ থেকে আদায় করে তাদের গরীবদের মধ্যে বন্টন করা হবে। যদি তারা তোমার এ কথাও মেনে নেয়, তবে বেছে বেছে তাদের উত্তম মালগুলো (গ্রহণ করা) থেকে বিরত থাকবে। আর মযলুম বা নির্যাতিতের দু'আকে (অভিশাপকে) ভয় কর। কেননা তার ও আল্লাহ্র মাঝে কোন আড়াল থাকে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٠٩- عَنْ اَبِىْ حُمَيْدٍ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَعْمَلَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلاً مِنَ الْاَزْدِ يُقَالُ لَهُ ابْنُ اللُّتْبِيَّةِ عَلَى الصَّدَقَةِ فَلَمَّا قَدِمَ قَالَ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا اُهْدِىَ اِلَىَّ فَقَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الْمِنْبَرِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ فَاِنِّىْ اَسْتَعْمِلُ الرَّجُلَ مِنْكُمْ عَلَى الْعَمَلِ مِمَّا وَلاَّنِىَ اللّٰهُ فَيَاْتِىْ فَيَقُوْلُ هٰذَا لَكُمْ وَهٰذَا هَدِيَّةٌ اُهْدِيَتْ اِلَىَّ اَفَلاَ جَلَسَ فِىْ بَيْتِ اَبِيْهِ اَوْ اُمِّهِ حَتّٰى تَأْتِيَهُ هَدِيَّتُهُ اِنْ كَانَ صَادِقًا وَاللّٰهِ لاَ يَأْخُذُ اَحَدٌ مِنْكُمْ شَيْئًا بِغَيْرِ حَقِّهِ اِلاَّ لَقِىَ اللّٰهَ تَعَالٰى يَحْمِلُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلاَ اَعْرِفَنَّ اَحَدًا مِنْكُمْ لَقِىَ اللّٰهَ يَحْمِلُ بَعِيْرًا لَهُ رُغَاءٌ اَوْ بَقَرَةً لَهَا خُوَارٌ اَوْ شَاةً تَيْعَرُ ثُمَّ رَفَعَ يَدَيْهِ حَتّٰى رُؤِىَ بَيَاضُ اِبْطَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَلْ بَلَّغْتُ ثَلاَثًا- متفق عليه .

২০৯। আবু হুমাইদ আবদুর রহমান ইবনে সা'দ আস্-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আয্দ গোত্রের এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাকাত আদায়ের জন্য নিয়োগ করলেন। তার ডাকনাম ছিল ইবনুল লুতবিয়্যা। সে (যাকাত আদায় করে) ফিরে এসে (মহানবীকে) বলল, এই মাল আপনাদের আর এই মাল আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মিম্বারে উঠে দাঁড়ালেন, আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করার পর বলেন ঃ অতঃপর, যেসব পদের অভিভাবক আল্লাহ আমাকে করেছেন, তার মধ্য থেকে কোন পদে আমি তোমাদের কোন ব্যক্তিকে নিয়োগ করি। সে আমার কাছে ফিরে এসে বলে, এগুলো আপনাদের, আর এগুলো আমাকে উপঢৌকন দেয়া হয়েছে। এ ব্যক্তি তার বাপ-মায়ের ঘরে বসে থাকে না কেন? যদি সে সত্যবাদী হয় তবে সেখানেই তো তার উপঢৌকন পৌছে দেয়া হবে। আল্লাহ্র শপথ! তোমাদের কোন ব্যক্তি অনধিকারে (বা অবৈধভাবে) কোন কিছু গ্রহণ করলে, কিয়ামাতের দিন সে তা বহন করতে করতে আল্লাহ্র সামনে হাযির হবে। অতএব আমি তোমাদের কাউকে আল্লাহ্র

দরবারে এই অবস্থায় উপস্থিত হতে দেখতে চাই না যে, সে উট বহন করবে আর তা আওয়াজ করতে থাকবে অথবা গাভী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) হাম্বা হাম্বা করতে থাকবে অথবা বকরী (বহন করে নিয়ে আসবে আর তা) ভ্যা ভ্যা করতে থাকবে। (রাবী বলেন), অতঃপর তিনি তাঁর দু'হাত এত উপরে উঠালেন যে, তাঁর বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হল। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! আমি কি (তোমার হুকুম) পৌঁছে দিয়েছি? তিনবার তিনি এ কথা বলেন।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ مَظْلَمَةٌ لِأَخِيْهِ مِنْ عِرْضِه اَوْ مِنْ شَيْءٍ فَلْيَتَحَلَّلْهُ مِنْهُ الْيَوْمَ قَبْلَ اَنْ لاَ يَكُوْنَ دِيْنَارٌ وَلاَ دِرهَمٌ اِنْ كَانَ لَهُ عَمَلٌ صَالِحٌ اُخِذَ مِنْهُ بِقَدْرِ مَظْلَمَتِهِ وَاِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ حَسَنَاتٌ اُخِذَ مِنْ سَيِّئَاتِ صَاحِبِه فَحُمِلَ عَلَيْهِ- رواه البخارى .

২১০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তির উপর তার অপর ভাইয়ের যদি কোন দাবি থাকে, তা যদি তার মান-ইযযতের উপর অথবা অন্য কিছুর উপর যুল্‌ম সম্পর্কিত হয়, তবে সে যেন আজই কপর্দকহীন-নিঃস্ব হওয়ার পূর্বে তার কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নেয়। অন্যথায় (কিয়ামাতের দিন) তার যুল্‌মের সমপরিমাণ নেকী তার কাছ থেকে নিয়ে নেয়া হবে। যদি তার কোন নেকী না থাকে তবে তার প্রতিপক্ষের (নির্যাতিতের) গুনাহ্ থেকে (যুল্‌মের সমপরিমাণ) তার হিসাবের অন্তর্ভুক্ত করে দেয়া হবে।
ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١١-عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ مَنْ سَلِمَ الْمُسْلِمُوْنَ مِنْ لِسَانِه وَيَدِه وَالْمُهَاجِرُ مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى اللّٰهُ عَنْهُ- متفق عليه .

২১১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুসলিম সেই ব্যক্তি, যার মুখের ও হাতের অনিষ্ট বা ক্ষতি থেকে অন্য মুসলিম নিরাপদ থাকে। মুহাজির সেই ব্যক্তি, যে আল্লাহ্‌র নিষিদ্ধ জিনিস পরিত্যাগ করে।
ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٢- وَعَنْهُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ عَلٰى ثَقَلِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ كِرْكِرَةٌ فَمَاتَ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ فِى النَّارِ فَذَهَبُوْا يَنْظُرُوْنَ اِلَيْهِ فَوَجَدُوْا عَبَاءَةً قَدْ غَلَّهَا- رواه البخارى .

২১২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কিরকিরা নামক এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মালপত্রের দায়িত্বে ছিল। সে মারা গেলে রাসূলুল্লাহ (সা) বলেন ঃ সে জাহান্নামে। তারা (সাহাবীগণ) তার বাসস্থানে খোঁজ-খবর নিতে গেলেন (কেন সে জাহান্নামী হল)। তারা সেখানে একটি 'আবা (এক প্রকারের পোশাক) পেলেন। সে এটা আত্মসাত করেছিল।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٣- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ الزَّمَانَ قَدِ اسْتَدَارَ كَهَيْئَتِهِ يَوْمَ خَلَقَ اللّٰهُ السَّمٰوَاتِ وَالْاَرْضَ السَّنَةُ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ثَلاَثٌ مُتَوَالِيَاتٌ ذُوالْقَعْدَةِ وَذُوالْحِجَّةِ وَالْمُحَرَّمُ وَرَجَبُ مُضَرَ الَّذِىْ بَيْنَ جُمَادٰى وَشَعْبَانَ اَىُّ شَهْرٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ ذَا الْحَجَّةِ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَيُّ بَلَدٍ هٰذَا ؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ الْبَلْدَةَ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاَىُّ يَوْمٍ هٰذَا؟ قُلْنَا اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَعْلَمُ فَسَكَتَ حَتّٰى ظَنَنَّا اَنَّهُ سَيُسَمِّيْهِ بِغَيْرِ اسْمِهِ قَالَ اَلَيْسَ يَوْمَ النَّحْرِ؟ قُلْنَا بَلٰى قَالَ فَاِنَّ دِمَاءَكُمْ وَاَمْوَالَكُمْ وَاَعْرَاضَكُمْ عَلَيْكُمْ حَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هٰذَا فِىْ بَلَدِكُمْ هٰذَا فِىْ شَهْرِكُمْ هٰذَا وَسَتَلْقَوْنَ رَبَّكُمْ فَيَسْأَلُكُمْ عَنْ اَعْمَالِكُمْ اَلاَ فَلاَ تَرْجِعُوْا بَعْدِىْ كُفَّارًا يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ اَلاَ لِيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ فَلَعَلَّ بَعْضَ مَنْ يُبَلَّغُهُ اَنْ يَكُوْنَ اَوْعٰى لَهُ مِنْ بَعْضِ مَنْ سَمِعَهُ ثُمَّ قَالَ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ اَلاَ هَلْ بَلَّغْتُ؟ قُلْنَا نَعَمْ قَالَ اَللّٰهُمَّ اشْهَدْ- متفق عليه .

২১৩। আবু বাক্‌রা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ যেদিন আসমান ও যমিন সৃষ্টি করেন সেদিন থেকে যুগ বা কাল তার নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তন করছে। এক বছরে বার মাস, এর মধ্যে চারটি হল নিষিদ্ধ মাস; এর তিনটি পরপর আসে। যেমন যিলকাদ, যিলহজ্জ ও মুহাররম এবং মুদার গোত্রের রজব মাস যা জুমাদাস-সানী ও শাবান মাসের মাঝখানে অবস্থিত। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন মাস? আমরা বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি নিশ্চুপ থাকলেন। আমরা ধারণা করলাম, তিনি হয়ত এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কি যিলহজ্জ মাস নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটা কোন্

শহর? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। তিনি চুপ থাকলেন। আমরা মনে মনে ভাবলাম, হয়ত তিনি এর নতুন নামকরণ করবেন। তিনি বলেন ঃ এটা কি (মক্কা) শহর নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ এটি কোন্ দিন? আমরা বললাম, আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূল অধিক অবগত। তিনি চুপ রইলেন। আমরা ভাবলাম, হয়ত তিনি এর অন্য নামকরণ করবেন। তিনি বলেন ঃ এটা কি কোরবানীর দিন নয়? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তোমাদের আজকের এ দিনটি যেমন পবিত্র, তোমাদের এ শহরটি যেমন পবিত্র এবং তোমাদের এ মাসটি যেমন পবিত্র, তেমনি তোমাদের রক্ত, তোমাদের ধন-সম্পদ এবং তোমাদের মান-সম্মানও পবিত্র এবং শ্রদ্ধার বস্তু। তোমরা অচিরেই তোমাদের প্রভুর সাথে মিলিত হবে। তিনি তোমাদের কাজকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করবেন। সাবধান! আমার অনুপস্থিতিতে তোমরা পরস্পর রক্তারক্তি করে কুফরে লিপ্ত হয়ো না। সতর্ক হও! উপস্থিত লোকেরা যেন অনুপস্থিতদের কাছে পৌছে দেয়। কেননা এটা অসম্ভব নয় যে, যে ব্যক্তি এটা পৌছে দেবে তার চেয়ে যার কাছে পৌছোনো হবে সে অধিক সংরক্ষণকারী হবে। অতঃপর তিনি বলেন ঃ আমি কি পৌছে দিয়েছি? আমি কি পৌছে দিয়েছি? আমরা বললাম, হাঁ। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ্! সাক্ষী থাকুন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٤- عَنْ اَبِىْ اُمَامَةَ اِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُّسْلِمٍ بِيَمِيْنِه فَقَدْ اَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ فَقَالَ رَجُلٌ وَاِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ فَقَالَ وَاِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِّنْ اَرَاكٍ- رواه مسلم .

২১৪। আবু উমামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি (মিথ্যা) শপথের মাধ্যমে কোন মুসলিমের হক আত্মসাত করল, আল্লাহ্ তার জন্য জাহান্নামের আগুন অনিবার্য করে দেবেন এবং জান্নাত হারাম করে দেবেন। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! যদি সেটা তুচ্ছ জিনিস হয়? তিনি বলেন ঃ তা পিলু গাছের একটা শাখাই হোক না কেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٥- عَنْ عَدِىِّ بْنِ عُمَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلٰى عَمَلٍ فَكَتَمَنَا مِخْيَطًا فَمَا فَوْقَهُ كَانَ غُلُوْلاً يَأْتِىْ بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَقَامَ اِلَيْهِ رَجُلٌ اَسْوَدُ مِنَ الْاَنْصَارِ كَاَنِّىْ اَنْظُرُ اِلَيْهِ

فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اقْبَلْ عَنِّيْ عَمَلَكَ قَالَ وَمَا لَكَ؟ قَالَ سَمِعْتُكَ تَقُوْلُ كَذَا وَكَذَا قَالَ وَاَنَا اَقُوْلُهُ الْاٰنَ مَنِ اسْتَعْمَلْنَاهُ عَلٰى عَمَلٍ فَلْيَجِئْ بِقَلِيْلِهِ وَكَثِيْرِهِ فَمَا أُوْتِيَ مِنْهُ اَخَذَ وَمَا نُهِيَ عَنْهُ انْتَهٰى- رواه مسلم .

২১৫। আদী ইবনে উমাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন সরকারী পদে নিয়োগ করলাম। অতঃপর সে একটা সূঁচ পরিমাণ অথবা তার চেয়ে বেশি আমাদের থেকে গোপন করল। সে খিয়ানাতকারী গণ্য হবে। সে কিয়ামাতের দিন তা নিয়ে হাযির হবে। আনসার সম্প্রদায়ের এক কৃষ্ণকায় ব্যক্তি তাঁর সামনে দাঁড়িয়ে বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছ থেকে দায়িত্ব বুঝে নিন। (রাবী বলেন), আমি যেন এ দৃশ্যটা এখনও দেখতে পাচ্ছি। তিনি বলেন ঃ তোমার কি হয়েছে? সে বলল, আমি আপনাকে এরূপ এরূপ বলতে শুনেছি। তিনি বলেন ঃ আমি এখনও তাই বলবো। আমরা তোমাদের কোন ব্যক্তিকে কোন পদে নিয়োগ করলাম। সে কম-বেশি সবকিছু নিয়ে আসবে। তা থেকে তাকে যা দেয়া হবে তা-ই সে নেবে এবং যা থেকে তাকে বারণ করা হবে তা থেকে সে বিরত থাকবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٦- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا كَانَ يَوْمَ خَيْبَرَ اَقْبَلَ نَفَرٌ مِّنْ اَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ وَفُلاَنٌ شَهِيْدٌ حَتّٰى مَرُّوْا عَلٰى رَجُلٍ فَقَالُوْا فُلاَنٌ شَهِيْدٌ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَلاَّ اِنِّيْ رَاَيْتُهُ فِي النَّارِ فِيْ بُرْدَةٍ غَلَّهَا اَوْ عَبَاءَةٍ- رواه مسلم .

২১৬। উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খাইবারের যুদ্ধের দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের একদল সাহাবী এলেন। তারা বলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ, অমুক ব্যক্তি শহীদ। এভাবে তারা এক ব্যক্তির কাছ দিয়ে যাওয়ার সময় বলেন, অমুক ব্যক্তি শহীদ। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কখনও নয়, আমি তাকে একটি চাদর অথবা একটি 'আবার[২৮] জন্য জাহান্নামে দেখতে পাচ্ছি। এটা সে আত্মসাত করেছিল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

২৮. 'আবা হচ্ছে এক ধরনের আরবীয় পোশাক, যা শেরওয়ানীর চাইতে লম্বা, গলা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা থাকে।

٢١٧- عَنْ اَبِىْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِىٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَامَ فِيْهِمْ فَذَكَرَ لَهُمْ اَنَّ الْجِهَادَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَالْاِيْمَانَ بِاللّٰهِ اَفْضَلُ الْاَعْمَالِ فَقَامَ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ تُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ اِنْ قُتِلْتَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرُ مُدْبِرٍ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَيْفَ قُلْتَ؟ قَالَ اَرَاَيْتَ اِنْ قُتِلْتُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ اَتُكَفَّرُ عَنِّىْ خَطَايَاىَ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَعَمْ وَاَنْتَ صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبِلٌ غَيْرَ مُدْبِرٍ اِلاَّ الدَّيْنَ فَاِنَّ جِبْرِيْلَ قَالَ لِىْ ذٰلِكَ- رواه مسلم .

২১৭। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁদের মাঝে দাঁড়ালেন। তিনি তাঁদেরকে বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা এবং আল্লাহ্র উপর ঈমান আনা সবচেয়ে ভালো কাজ। এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে বলেন ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি মনে করেন, আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই তাহলে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তুমি কিভাবে বললে? লোকটি পুনরায় বলেন, আপনার কি মত, আমি যদি আল্লাহ্র রাস্তায় নিহত হই তবে আমার গুনাহসমূহের ক্ষতিপূরণ হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ হাঁ, যদি তুমি ধৈর্যশীল, সাওয়াবের আশা পোষণকারী ও সামনে অগ্রগামী হও এবং পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী না হও। কিন্তু ঋণ মাফ হবে না। জিবরীল (আ) আমাকে এ কথা বলেছেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَتَدْرُوْنَ مَا الْمُفْلِسُ؟ قَالُوا الْمُفْلِسُ فِيْنَا مَنْ لاَ دِرْهَمَ لَهُ وَلاَ مَتَاعَ فَقَالَ اِنَّ الْمُفْلِسَ مِنْ اُمَّتِىْ مَنْ يَّأْتِىْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِصَلاَةٍ وَّصِيَامٍ وَّزَكَاةٍ وَّيَأْتِىْ قَدْ شَتَمَ هٰذَا وَقَذَفَ هٰذَا وَاَكَلَ مَالَ هٰذَا وَسَفَكَ دَمَ هٰذَا وَضَرَبَ هٰذَا فَيُعْطٰى هٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ وَهٰذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَاِنْ فَنِيَتْ حَسَنَاتُهُ قَبْلَ اَنْ يُّقْضٰى مَا عَلَيْهِ اُخِذَ مِنْ خَطَايَاهُمْ فَطُرِحَتْ عَلَيْهِ ثُمَّ طُرِحَ فِى النَّارِ- رواه مسلم .

২১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমরা কি জান কোন্ ব্যক্তি নিঃস্ব-গরীব? সাহাবীগণ বলেন, আমাদের মধ্যে গরীব হচ্ছে যার কোন অর্থ-সম্পদ নেই। তিনি বলেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সবচেয়ে নিঃস্ব-গরীব ব্যক্তি হবে সে, যে কিয়ামাতের দিন নামায-রোযা-যাকাত ইত্যাদি যাবতীয় ইবাদাতসহ হাযির হবে। কিন্তু সে কাউকে গালি দিয়েছে, কাউকে মিথ্যা অপবাদ দিয়েছে, কারো মাল আত্মসাত করেছে, কারো রক্ত প্রবাহিত করেছে এবং কাউকে মেরেছে (সে এসব গুনাহও সাথে করে নিয়ে আসবে)। তখন এদেরকে তার নেক আমলগুলো দিয়ে দেয়া হবে। উল্লেখিত দাবিসমূহ পূরণ করার পূর্বেই যদি তার নেক আমল শেষ হয়ে যায় তবে দাবিদারদের গুনাহসমূহ তার ঘাড়ে চাপানো হবে, অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢١٩-عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ وَاِنَّكُمْ تَخْتَصِمُوْنَ اِلَيَّ وَلَعَلَّ بَعْضَكُمْ اَنْ يَّكُوْنَ اَلْحَنَ بِحُجَّتِهِ مِنْ بَعْضٍ فَاَقْضِيَ لَهُ بِنَحْوِ مَا اَسْمَعُ فَمَنْ قَضَيْتُ لَهُ بِحَقِّ اَخِيْهِ فَاِنَّمَا اَقْطَعُ لَهُ قِطْعَةً مِّنَ النَّارِ- متفق عليه. اَلْحَنَ اَىْ اَعْلَمَ.

২১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি একজন মানুষই। তোমরা তোমাদের ঝগড়া-বিবাদ মীমাংসার জন্য আমার কাছে এসে থাক। হয়ত তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অপর পক্ষের তুলনায় দলীল-প্রমাণ উত্থাপনে অধিক পারদর্শী। আমি তার কাছ থেকে শুনে সেই অনুযায়ী হয়ত ফায়সালা দিতে পারি। এভাবে আমি যদি (অজ্ঞাতে) তার ভাইয়ের প্রাপ্য তাকে দেয়ার ফায়সালা করি, তবে আমি তাকে জাহান্নামের একটি টুকরাই দিলাম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَنْ يَّزَالَ الْمُؤْمِنُ فِىْ فُسْحَةٍ مِنْ دِيْنِهِ مَا لَمْ يُصِبْ دَمًا حَرَامًا- رواه البخارى .

২২০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম সব সময় হিফাযত ও নিরাপত্তার মধ্যে অবস্থান করে যতক্ষণ সে অন্যায়ভাবে রক্ত প্রবাহিত না করে (কাউকে অন্যায়ভাবে হত্যা না করে)।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢١- عَنْ خَوْلَةَ بِنْتِ عَامِرٍ الْاَنْصَارِيَّةِ وَهِيَ امْرَاَةُ حَمْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ رِجَالاً يَتَخَوَّضُوْنَ فِيْ مَالِ اللّٰهِ بِغَيْرِ حَقٍّ فَلَهُمُ النَّارُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رواه البخارى .

২২১। খাওলা বিনতে আমের আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি হামযা (রা)-র স্ত্রী ছিলেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ এমন অনেক লোক আছে যারা আল্লাহ্‌র মাল (সরকারী অর্থ-সম্পদ) অবৈধভাবে খরচ করে, অপচয় করে। কিয়ামাতের দিন তাদের শাস্তির জন্য জাহান্নামের আগুন নির্ধারিত রয়েছে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৭

মুসলমানদের মান-ইযযতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন, তাদের অধিকারসমূহ এবং তাদের প্রতি দয়া-অনুগ্রহ ও ভালোবাসা পোষণ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ حُرُمَاتِ اللّٰهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَّهُ عِنْدَ رَبِّه .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র কায়েম করা সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করবে, এটা তার নিজের জন্যই তার প্রভুর নিকট খুবই কল্যাণকর হবে।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩০)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُّعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَاِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ .

"যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে; আর তা (সম্মান প্রদর্শন) দিলের তাকওয়ার ফল।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

"মুমিনদের প্রতি তোমার বিনয় ও নম্রতার ডানা প্রসারিত কর।" (সূরা আল-হিজর ঃ ৮৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيْعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا .

"যদি কেউ কোন ব্যক্তিকে হত্যার অপরাধ অথবা যমিনে বিপর্যয় সৃষ্টি করার অপরাধ ছাড়া (অন্যায়ভাবে) হত্যা করে, তবে সে যেন সকল মানুষকে হত্যা করল। আর যদি কোন ব্যক্তি কাউকে জীবন দান করে (অন্যায়ভাবে নিহত হওয়া থেকে রক্ষা করে) তবে সে যেন সকল মানুষকে জীবন দান করল।" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ৩২)

٢٢٢- عَنْ أَبِيْ مُوْسىٰ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِ كَالْبُنْيَانِ يَشُدُّ بَعْضُهُ بَعْضًا وَشَبَّكَ بَيْنَ اَصَابِعِه- متفق عليه.

২২২। আবু মূসা আল আশ্‌'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুমিন অন্য মুমিনের জন্য প্রাচীরস্বরূপ। এর এক অংশ অন্য অংশকে শক্তিশালী করে। (এ কথা বলার সময়) তিনি তাঁর এক হাতের আঙুল অন্য হাতের আঙুলের ফাঁকে ঢুকিয়ে দেখান।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٣- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ مَرَّ فِيْ شَيْءٍ مِنْ مَسَاجِدِنَا اَوْ اَسْوَاقِنَا وَمَعَهُ نَبْلٌ فَلْيُمْسِكْ اَوْ لِيَقْبِضْ عَلٰى نِصَالِهَا بِكَفِّه اَنْ يُصِيْبَ اَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ مِنْهَا بِشَيْءٍ- متفق عليه .

২২৩। আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি আমাদের কোন মসজিদ অথবা বাজার অতিক্রমকালে তার সাথে যদি তীর থাকে, তবে সে যেন তার অগ্রভাগ সাবধানে রাখে অথবা হাতের মুঠোর মধ্যে রাখে। তাহলে কোন মুসলিমের গায়ে আঘাত লাগার আশংকা থাকবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٤- عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَثَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ فِيْ تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ اِذَا اشْتَكٰى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعٰى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمّٰى- متفق عليه .

২২৪। নু'মান ইবনে বাশীর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক ভালোবাসা, দয়া-অনুগ্রহ ও মায়া-মমতার দৃষ্টিকোণ থেকে মুমিনগণ একটি দেহের সমতুল্য। যদি দেহের কোন অংশ অসুস্থ হয়ে পড়ে তবে অন্যান্য অংগ-প্রত্যংগও তা অনুভব করে। সেটা জাগ্রত অবস্থায়ই হোক কিংবা জ্বরের অবস্থায় (সর্বাবস্থায় একে অপরের সুখ-দুঃখের ভাগী হয়)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٥- وَعَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَبَّلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

الْحَسَنَ بْنَ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا وَعِنْدَهُ الْاَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ الْاَقْرَعُ اِنَّ لِيْ عَشَرَةً مِنَ الْوَلَدِ مَا قَبَّلْتُ مِنْهُمْ اَحَداً فَنَظَرَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ لاَ يُرْحَمُ- متفق عليه .

২২৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হাসান ইবনে আলী (রা)-কে চুমো দিলেন। আকরা ইবনে হাবেস (রা) তাঁর কাছেই উপস্থিত ছিলেন। আকরা বলেন, আমার দশটি সন্তান আছে কিন্তু আমি কখনও তাদের কাউকে চুমো দিইনি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর দিকে তাকালেন এবং বলেন ঃ যে ব্যক্তি দয়া প্রদর্শন করে না সে দয়ার পাত্র হতে পারে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٦- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَدِمَ نَاسٌ مِّنَ الْاَعْرَابِ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالُوْا اَتُقَبِّلُوْنَ صِبْيَانَكُمْ؟ فَقَالَ نَعَمْ قَالُوْا لٰكِنَّا وَاللّٰهِ مَا نُقَبِّلُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوَ اَمْلِكُ اِنْ كَانَ اللّٰهُ نَزَعَ مِنْ قُلُوْبِكُمُ الرَّحْمَةَ؟ متفق عليه.

২২৬। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, কতিপয় আরব বেদুঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, আপনারা কি আপনাদের ছোট্ট শিশুদের চুমো দেন? তিনি বলেন ঃ হাঁ। তারা বলল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমরা কিন্তু চুমো দিই না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি কি এর মালিক বা জিম্মাদার হতে পারি, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তর থেকে রহমত ও অনুগ্রহকে তুলে নেন?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٧- عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لاَ يَرْحَمُ النَّاسَ لاَ يَرْحَمُهُ اللّٰهُ- متفق عليه .

২২৭। জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি মানুষকে দয়া করে না, আল্লাহ তাকে দয়া করেন না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٢٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِلنَّاسِ فَلْيُخَفِّفْ فَاِنَّ فِيْهِمُ الضَّعِيْفَ وَالسَّقِيْمَ وَالْكَبِيْرَ وَاِذَا صَلّٰى اَحَدُكُمْ لِنَفْسِهِ فَلْيُطَوِّلْ مَا شَاءَ- متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ وَذَا الْحَاجَةِ .

২২৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউ যখন নামাযে লোকদের ইমামতি করে, সে যেন নামায সংক্ষেপ করে। কেননা তাদের মধ্যে দুর্বল, রুগ্ন ও বৃদ্ধ লোক থাকতে পারে। যখন তোমাদের কেউ একাকী নামায পড়ে, তখন সে ইচ্ছামত নামায দীর্ঘায়িত করতে পারে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অন্য এক বর্ণনায় "ব্যস্ত বা অভাবী লোকের" কথাও উল্লেখ আছে।

٢٢٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اِنْ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيَدَعُ الْعَمَلَ وَهُوَ يُحِبُّ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ خَشْيَةَ اَنْ يَّعْمَلَ بِهِ النَّاسُ فَيُفْرَضَ عَلَيْهِمْ. متفق عليه.

২২৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কোন কাজ (ইবাদাত) করার ঐকান্তিক আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও তা পরিত্যাগ করতেন এই ভয়ে যে, লোকেরা (তাঁর দেখাদেখি) তা নিয়মিত করতে থাকলে হয়ত এটা তাদের উপর ফরয করে দেয়া হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٠- وَعَنْهَا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ نَهَاهُمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْوِصَالِ رَحْمَةً لَهُمْ فَقَالُوْا اِنَّكَ تُوَاصِلُ؟ قَالَ اِنِّيْ لَسْتُ كَهَيْئَتِكُمْ اِنِّيْ اَبِيْتُ يُطْعِمُنِيْ رَبِّيْ وَيَسْقِيْنِيْ- متفق عليه مَعْنَاهُ يَجْعَلُ فِيَّ قُوَّةَ مَنْ اَكَلَ وَشَرِبَ .

২৩০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে তাদেরকে 'সাওমে বিসাল'[২৯] করতে নিষেধ করেছেন। তারা আবেদন করলেন, আপনি যে (সাওমে বিসাল) করেন? তিনি বলেন ঃ আমি তোমাদের মত নই। আমি রাত্রিযাপন করি আর আমার প্রতিপালক আমাকে পানাহার করান (অর্থাৎ পানাহারকারী ব্যক্তির ন্যায় আমাকে শক্তি দান করেন)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣١- عَنْ اَبِيْ قَتَادَةَ الْحَارِثِ بْنِ رِبْعِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنِّيْ لَاَقُوْمُ اِلَى الصَّلَاةِ وَاُرِيْدُ اَنْ اُطَوِّلَ فِيْهَا فَاَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ فَاَتَجَوَّزُ فِيْ صَلَاتِيْ كَرَاهِيَةَ اَنْ اَشُقَّ عَلٰى اُمِّهِ- رواه البخارى .

---

২৯. যৎসামান্য পানাহার করে একাধারে দীর্ঘদিন যে রোযা রাখা হয়, তাকে সাওমে বিসাল বলে।

২৩১। আবু কাতাদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি নামাযকে দীর্ঘায়িত করার ইচ্ছা নিয়ে নামায পড়তে দাঁড়াই। আমি শিশুর কান্নার শব্দ শুনতে পাই এবং তা তার মাকে বিচলিত করতে পারে এই আশংকায় আমি আমার নামায সংক্ষিপ্ত করি।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٢- عَنْ جُنْدَبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِيْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ فَانَّهُ مَنْ يَّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَيْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِيْ نَارِ جَهَنَّمَ- رواه مسلم.

২৩২। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সকালের (ফজরের) নামায পড়ল, সে আল্লাহ্‌র যিম্মায় চলে গেল (তোমাদের এরূপ অবস্থার মধ্যেই থাকা উচিত)। আল্লাহ যেন তোমাদের কাছ থেকে তাঁর যিম্মার ব্যাপারে পুঙ্খানুপুঙ্খ হিসাব না চান। কেননা তাঁর যিম্মার ব্যাপারে তিনি কাউকে পাকড়াও করতে চাইলে করতে পারবেন, তারপর তাকে উপুড় করে জাহান্নামে নিক্ষেপ করবেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- متفق عليه .

২৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর যুল্‌ম করতে পারে এবং না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করতে পারে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূরণ করে দেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন কষ্ট বা অসুবিধা দূর করে দেয়, এর বিনিময়ে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার কষ্ট ও বিপদ থেকে অংশবিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ গোপন রাখবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَخُوْنُهُ وَلاَ يَكْذِبُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ عِرْضُهُ وَمَالُهُ وَدَمُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ- رواه التِّرمذى.وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৩৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিম মুসলিমের ভাই। সে তার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করবে না, তাকে মিথ্যা বলবে না এবং তাকে হেয় প্রতিপন্ন করবে না। প্রত্যেক মুসলিমের মান-ইযযত, ধন-সম্পদ ও রক্ত অন্য সব মুসলিমের উপর হারাম। (তিনি বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করে বলেন) ঃ তাকওয়া এখানে। কোন ব্যক্তির অধম হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে, তাকে হেয় প্রতিপন্ন করে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

٢٣٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تَحَاسَدُوْا وَلاَ تَنَاجَشُوْا وَلاَ تَبَاغَضُوْا وَلاَ تَدَابَرُوْا وَلاَ يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلٰى بَيْعِ بَعْضٍ وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ اِخْوَانًا اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يَحْقِرُهُ وَلاَ يَخْذُلُهُ اَلتَّقْوٰى هٰهُنَا وَيُشِيْرُ اِلٰى صَدْرِهِ ثَلاَثَ مَرَّاتٍ بِحَسْبِ امْرِئٍ مِّنَ الشَّرِّ اَنْ يَّحْقِرَ اَخَاهُ الْمُسْلِمَ كُلُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالُهُ وَعِرْضُهُ- رواه مسلم

النَّجَشُ اَنْ يَّزِيْدَ فِىْ ثَمَنِ سِلْعَةٍ يُنَادٰى عَلَيْهَا فِى السُّوْقِ وَنَحْوِهِ وَلاَ رَغْبَةَ لَهُ فِىْ شِرَائِهَا بَلْ يَقْصِدُ اَنْ يَّغُرَّ غَيْرَهُ وَهٰذَا حَرَامٌ وَالتَّدَابُرُ اَنْ يُّعْرِضَ عَنِ الْاِنْسَانِ وَيَهْجُرَهُ وَيَجْعَلَهُ كَالشَّيْءِ الَّذِىْ وَرَاءَ الظَّهْرِ وَالدُّبُرِ .

২৩৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা পরস্পরের প্রতি হিংসা পোষণ করো না, তানাজুশ করো না,[৩০] ঘৃণা-বিদ্বেষ পোষণ করো না, পরস্পর থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ো না, কেউ অপর কারো ক্রয়-বিক্রয়ের উপর ক্রয়-বিক্রয় করো না। আল্লাহর বান্দাগণ! তোমরা ভাই ভাই হয়ে থাক। মুসলিম

৩০. নকল ক্রেতা সেজে আসল ক্রেতার সামনে পণ্যদ্রব্যের দাম বাড়িয়ে বলাকে 'তানাজুশ' বলে। এতে প্রকৃত ক্রেতা ধোঁকা খেয়ে অধিক মূল্যে তা ক্রয় করতে বাধ্য হয়। এরূপ করা হারাম।

মুসলিমের ভাই। সে তাকে যুল্ম করতে পারে না, হীন জ্ঞান করতে পারে না এবং অপমান-অপদস্থও করতে পারে না। তাকওয়া এখানে। এ কথাটা তিনি তিনবার বলেন এবং নিজের বক্ষস্থলের দিকে ইশারা করেন। কোন ব্যক্তির খারাপ প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলিম ভাইকে ঘৃণা করে, হীন মনে করে। প্রত্যেক মুসলিমের রক্ত (জীবন), ধন-সম্পদ ও মান-সম্মান অন্য সব মুসলিমের জন্য হারাম।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٦- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتّٰى يُحِبَّ لأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ- متفق عليه .

২৩৬। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের কেউই ঈমানদার হতে পারে না, যতক্ষণ না সে তার ভাইয়ের জন্য তাই পছন্দ করে যা সে নিজের জন্য পছন্দ করে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُنْصُرْ اَخَاكَ ظَالِمًا اَوْ مَظْلُوْمًا فَقَالَ رَجُلٌ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنْصُرُهُ اِذَا كَانَ مَظْلُوْمًا اَرَاَيْتَ اِنْ كَانَ ظَالِمًا كَيْفَ اَنْصُرُهُ؟ قَالَ تَحْجُزُهُ اَوْ تَمْنَعُهُ مِنَ الظُّلْمِ فَاِنَّ ذٰلِكَ نَصْرُهُ- رواه البخارى .

২৩৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমার ভাইকে সাহায্য কর, চাই যালিম হোক অথবা মাযলুম। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! সে যদি মাযলুম হয়, আমি তাকে সাহায্য করব। যদি সে যালিম হয় তবে আমি তাকে কিভাবে সাহায্য করবো? তিনি বলেন ঃ তাকে যুল্ম করা থেকে বিরত রাখ, বাধা দাও। এটাই তাকে সাহায্য করা।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٣٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ حَقُّ الْمُسْلِمِ عَلَى الْمُسْلِمِ خَمْسٌ رَدُّ السَّلاَمِ وَعِيَادَةُ الْمَرِيْضِ وَاِتِّبَاعُ الْجَنَائِزِ وَاِجَابَةُ الدَّعْوَةِ وَتَشْمِيْتُ الْعَاطِسِ- متفق عليه

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ حَقُّ الْمُسْلِمِ سِتٌّ اِذَا لَقِيْتَهُ فَسَلِّمْ عَلَيْهِ وَاِذَا دَعَاكَ فَاَجِبْهُ وَاِذَا اسْتَنْصَحَكَ فَانْصَحْ لَهُ وَاِذَا عَطَسَ فَحَمِدَ اللّٰهَ فَشَمِّتْهُ وَاِذَا مَرِضَ فَعُدْهُ وَاِذَا مَاتَ فَاتَّبِعْهُ .

২৩৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলিমের উপর অপর মুসলিমের পাঁচটি হক (অধিকার) রয়েছে। সালামের জবাব দেয়া, রুগ্নকে দেখতে যাওয়া, জানাযায় অংশগ্রহণ করা, দাওয়াত কবুল করা এবং হাঁচির জবাব দেয়া (ইয়ারহামুকাল্লাহ বলা)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ মুসলিমদের পরস্পরের উপর ছ'টি অধিকার রয়েছে। তুমি তার সাথে সাক্ষাতকালে তাকে সালাম দেবে; সে তোমাকে দাওয়াত দিলে তা গ্রহণ করবে; তোমার কাছে উপদেশ (অথবা পরামর্শ) চাইলে উপদেশ দেবে; হাঁচি দিয়ে সে আলহামদু লিল্লাহ (যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য) বললে তুমি তার জবাবে ইয়ারহামুকাল্লাহ (আল্লাহ তোমাকে রহম করুন) বলবে; সে রোগাক্রান্ত হলে তাকে দেখতে যাবে এবং সে মারা গেলে তার জানাযায় শরীক হবে।

٢٣٩- عَنْ اَبِىْ عُمَارَةَ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعٍ وَنَهَانَا عَنْ سَبْعٍ اَمَرَنَا بِعِيَادَةِ الْمَرِيْضِ وَاتِّبَاعِ الْجَنَازَةِ وَتَشْمِيْتِ الْعَاطِسِ وَاِبْرَارِ الْمُقْسِمِ وَنَصْرِ الْمَظْلُوْمِ وَاِجَابَةِ الدَّاعِىْ وَاِفْشَاءِ السَّلَامِ وَنَهَانَا عَنْ خَوَاتِيْمٍ اَوْ تَخَتُّمٍ بِالذَّهَبِ وَعَنْ شُرْبٍ بِالْفِضَّةِ وَعَنِ الْمَيَاثِرِ الْحُمْرِ وَعَنِ الْقَسِّىِّ وَعَنْ لُبْسِ الْحَرِيْرِ وَالْاِسْتَبْرَقِ وَالدِّيْبَاجِ متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ وَاِنْشَادِ الضَّالَّةِ فِى السَّبْعِ الْاَوَّلِ الْمَيَاثِرُ بِيَاءٍ مُثَنَّاةٍ قَبْلَ الْاَلِفِ وَثَاءٍ مُثَلَّثَةٍ بَعْدَهَا وَهِىَ جَمْعُ مِيْثَرَةٍ وَهِىَ شَىْءٌ يُتَّخَذُ مِنْ حَرِيْرٍ وَيُحْشٰى قُطْنًا اَوْ غَيْرَهُ وَيُجْعَلُ فِى السَّرْجِ وَكُوْرِ الْبَعِيْرِ يَجْلِسُ عَلَيْهِ الرَّاكِبُ وَالْقَسِّىُّ بِفَتْحِ الْقَافِ وَكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ الْمُشَدَّدَةِ وَهِىَ ثِيَابٌ تُنْسَجُ مِنْ حَرِيْرٍ وَكَتَّانٍ مُخْتَلِطَيْنِ وَاِنْشَادُ الضَّالَّةِ تَعْرِيْفُهَا.

২৩৯। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদেরকে সাতটি বিষয় করতে এবং সাতটি বিষয় না করতে নির্দেশ দিয়েছেন। তিনি আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন ঃ রোগীর খোঁজখবর নিতে, জানাযায় অংশগ্রহণ করতে, হাঁচির জবাব দিতে, শপথ বা প্রতিজ্ঞা পূর্ণ করতে, মাযলুমের সাহায্য করতে, দাওয়াতকারীর দাওয়াত কবুল করতে এবং সালামের বহুল প্রচলন করতে। তিনি আমাদের নিষেধ করেছেন ঃ স্বর্ণের আংটি পরিধান করতে ও তৈরি করতে, রূপার পাত্রে

পান করতে, লাল রং-এর রেশমের গদিতে[৩১] বসতে; কাচ্ছি (কাপড়), রেশমী বস্ত্র এবং দীবাজ পরিধান করতে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায়, প্রথম সাতটির মধ্যে 'শপথ পূর্ণ করার' স্থলে 'হারানো প্রাপ্তির ঘোষণা' দেয়ার হুকুম রয়েছে।

শব্দার্থ ঃ المياثر। রেশম ও সূতার সংমিশ্রণে তৈরী কাপড় যা উট অথবা ঘোড়ার জিনের উপর বিছানো হয়। قسي রেশম ও তুলার সংমিশ্রণে তৈরী কাপড়। ديباج এক প্রকার রেশমী বস্ত্র।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৮

মুসলিমের দোষ-ত্রুটি গোপন রাখা এবং প্রয়োজন ব্যতীত তা প্রকাশ না করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : اِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِى الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِيْمٌ فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যেসব লোক চায়, ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা-বেহায়াপনা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে রয়েছে কঠিন শাস্তি।" (সূরা আন-নূর ঃ ১৯)

٢٤٠- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَسْتُرُ عَبْدٌ عَبْدًا فِى الدُّنْيَا اِلاَّ سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- رواه مسلم .

২৪০। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে বান্দাই অন্য বান্দার দোষ-ত্রুটি এ পার্থিব জগতে গোপন রাখবে, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন রাখবেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤١- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّ اُمَّتِىْ مُعَافًى اِلاَّ الْمُجَاهِرِيْنَ وَاِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ اَنْ يَّعْمَلَ الرَّجُلُ بِاللَّيْلِ عَمَلاً ثُمَّ يُصْبِحَ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ فَيَقُوْلُ يَا فُلاَنُ عَمِلْتُ الْبَارِحَةَ كَذَا وَكَذَا وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ وَيُصْبِحُ يَكْشِفُ سِتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ - متفق عليه .

---

৩১. আরবে এ ধরনের গদি বানিয়ে ঘোড়া ও উটের পিঠে বসবার বহুল প্রচলন ছিল।

২৪১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আমার উম্মাতের সবার গুনাহ মাফ হবে, কিন্তু দোষ-ত্রুটি প্রকাশকারীদের গুনাহ মাফ হবে না। দোষ-ত্রুটি এভাবে প্রকাশ করা হয় ঃ কোন ব্যক্তি রাতের বেলা কোন (খারাপ) কাজ করলো। আল্লাহ তার এ কাজ গোপন রাখলেন। সে (সকাল বেলা) নিজেই বলবে, হে অমুক! আমি গতরাতে এই এই কাজ করেছি। অথচ সে রাত যাপন করেছিল এমন অবস্থায় যে, আল্লাহ্ তার কাজগুলো গোপন রেখেছিলেন আর সকাল বেলা আল্লাহ্র এ আড়ালকে সে সরিয়ে দিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٢- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّانِيَةَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدَّ وَلَا يُثَرِّبْ عَلَيْهَا ثُمَّ اِنْ زَنَتِ الثَّالِثَةَ فَلْيَبِعْهَا وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ- متفق عليه اَلتَّثْرِيْبُ التَّوْبِيْخُ.

২৪২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন বাঁদী যেনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে, তার উপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে, কিন্তু তাকে ভীতি প্রদর্শন বা ভর্ৎসনা করা যাবে না। সে দ্বিতীয়বার যেনা করলে এবং তা প্রমাণিত হলে তার উপর হদ্দ কার্যকর করতে হবে, কিন্তু তাকে ভীতি প্রদর্শন বা ভর্ৎসনা করা যাবে না। সে যদি তৃতীয়বার ব্যভিচারে লিপ্ত হয়, তবে তাকে যেন বিক্রয় করে দেয়া হয়; তা একটি পশমের দড়ির বিনিময়ে হলেও।[৩২]

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٣- وَعَنْهُ قَالَ اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِرَجُلٍ قَدْ شَرِبَ خَمْرًا قَالَ اضْرِبُوْهُ قَالَ اَبُوْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَمِنَّا الضَّارِبُ بِيَدِهٖ وَالضَّارِبُ بِنَعْلِهٖ وَالضَّارِبُ بِثَوْبِهٖ فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهُ قَالَ لَا تَقُوْلُوْا هٰكَذَا وَلَا تُعِيْنُوْا عَلَيْهِ الشَّيْطَانَ- رواه البخارى .

২৪৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তিকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে ধরে নিয়ে আসা হল। সে শরাব পান করেছিল। তিনি হুকুম দিলেন ঃ তাকে মারধর কর। আবু হুরাইরা (রা) বলেন, আমাদের মধ্যে কেউ তাকে হাত দিয়ে, কেউ জুতা দিয়ে এবং কেউ কাপড় দিয়ে মারপিট করল। যখন সে ফিরে যাচ্ছিল

---

৩২. ক্রীতদাসী যেনা করলে তার হদ্দ (দণ্ড) হল পঞ্চাশ বেত্রাঘাত, দ্বিতীয়বার যেনা করলেও তাকে এরূপ দণ্ডই দিতে হবে। বিক্রয়ের সময়ে ক্রেতাকে তার চরিত্র সম্পর্কে অবহিত করতে হবে।

তখন কতিপয় লোক বলল, আল্লাহ্ তোমাকে অপদস্থ করেছেন। মহানবী (সা) বলেন ঃ এরূপ বলো না, শয়তানকে তার উপর বিজয়ী করো না।
ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ২৯
মুসলিমের প্রয়োজন পূরণে সহায়তা করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ
"তোমরা কল্যাণকর কাজ কর, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৭৭)

٢٤٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْمُسْلِمُ اَخُو الْمُسْلِمِ لاَ يَظْلِمُهُ وَلاَ يُسْلِمُهُ مَنْ كَانَ فِيْ حَاجَةِ اَخِيْهِ كَانَ اللّٰهُ فِيْ حَاجَتِهِ وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ كُرْبَةً فَرَّجَ اللّٰهُ عَنْهُ بِهَا كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ- متفق عليه .

২৪৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক মুসলিম অপর মুসলিমের ভাই। সে না তার উপর যুল্ম করবে, আর না তাকে শত্রুর হাতে সোপর্দ করবে। যে ব্যক্তি তার মুসলিম ভাইয়ের প্রয়োজন পূরণে সচেষ্ট হয়, আল্লাহ তার প্রয়োজন পূর্ণ করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের কোন অসুবিধা (বা বিপদ) দূর করে দেয়, আল্লাহ্ এর বিনিময়ে কিয়ামাতের দিন তার কষ্ট ও বিপদের অংশবিশেষ দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ্ তার দোষ গোপন রাখবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٥- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَفَّسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ الدُّنْيَا نَفَّسَ اللّٰهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرَبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمَنْ يَسَّرَ عَلٰى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللّٰهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاللّٰهُ فِيْ عَوْنِ الْعَبْدِ مَا كَانَ الْعَبْدُ فِيْ عَوْنِ اَخِيْهِ وَمَنْ سَلَكَ طَرِيْقًا يَلْتَمِسُ فِيْهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللّٰهُ لَهُ بِهِ طَرِيْقًا اِلَى الْجَنَّةِ وَمَا اجْتَمَعَ قَوْمٌ

فِيْ بَيْتٍ مِنْ بُيُوْتِ اللّٰهِ تَعَالٰى يَتْلُوْنَ كِتَابَ اللّٰهِ وَيَتَدَارَسُوْنَهُ بَيْنَهُمْ اِلاَّ نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِيْنَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْهُمُ الْمَلاَئِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللّٰهُ فِيْمَنْ عِنْدَهُ وَمَنْ بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِعْ بِهِ نَسَبُهُ- رواه مسلم .

২৪৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের পার্থিব কষ্টসমূহের মধ্য থেকে একটি কষ্ট দূর করে দেয়, আল্লাহ কিয়ামাতের দিন তার একটি (বড়) কষ্ট দূর করে দেবেন। যে ব্যক্তি কোন অভাবীর অভাবের কষ্ট লাঘব করে দেয়, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার অভাবের কষ্ট লাঘব করবেন। যে ব্যক্তি কোন মুসলিমের দোষ গোপন রাখে, আল্লাহ দুনিয়া ও আখিরাতে তার দোষ গোপন রাখবেন। বান্দা যতক্ষণ তার অপর মুসলিম ভাইয়ের সাহায্য করতে থাকে, আল্লাহ্ও ততক্ষণ তার সাহায্য-সহায়তা করতে থাকেন। যে ব্যক্তি ইল্ম (জ্ঞান) অর্জন করার উদ্দেশ্যে কোন পথ অবলম্বন করে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতের একটি পথ সুগম করে দেন। যখন কোন একদল লোক আল্লাহ তা'আলার ঘরসমূহের মধ্যে কোন একটি ঘরে একত্রিত হয়ে আল্লাহ্র কিতাব পাঠ করতে থাকে এবং পরস্পর এর আলোচনা করতে থাকে; তখন তাদের উপর শান্তি ও স্বস্তি নাযিল হতে থাকে, রহমত ও অনুগ্রহ তাদেরকে ঢেকে নেয়, ফেরেশতাগণ তাদেরকে বেষ্টন করে নেন এবং আল্লাহ তাঁর সামনে উপস্থিতদের (ফেরেশতাদের) কাছে তাদের উল্লেখ করেন। যার কার্যকলাপ (আমল) তাকে পিছিয়ে দেয় তার বংশমর্যাদা তাকে এগিয়ে দিতে পারে না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩০

শাফা'আত বা সুপারিশ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مَنْ يَّشْفَعْ شَفَاعَةً حَسَنَةً يَّكُنْ لَهُ نَصِيْبٌ مِّنْهَا .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যে ব্যক্তি ভালো কাজের সুপারিশ করবে সে তা থেকে অংশ পাবে। আর যে ব্যক্তি খারাপ কাজের সুপারিশ করবে সেও তা থেকে অংশ পাবে।" (সূরা আন নিসা ঃ ৮৫)

٢٤٦- عَنْ اَبِيْ مُوْسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذَا اَتَاهُ طَالِبُ حَاجَةٍ اَقْبَلَ عَلٰى جُلَسَائِهِ فَقَالَ اشْفَعُوْا تُؤْجَرُوْا وَيَقْضِيَ اللّٰهُ عَلٰى لِسَانِ نَبِيِّهِ مَا اَحَبَّ- متفق عليه وَفِيْ رِوَايَةٍ مَا شَاءَ .

২৪৬। আবু মূসা আল আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে কোন অভাবী লোক আসলে তিনি উপস্থিত লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতেন ঃ তোমরা সুপারিশ কর, প্রতিদান পাবে। আল্লাহ যা পছন্দ করেন, তা তাঁর নবীর মুখ দিয়ে প্রকাশ করান।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর এক বর্ণনায় 'যা ইচ্ছা করেন' কথা উল্লেখ আছে।

٢٤٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فِيْ قِصَّةِ بَرِيْرَةَ وَزَوْجِهَا قَالَ قَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ رَاجَعْتِهِ؟ قَالَتْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ تَأْمُرُنِيْ؟ قَالَ اِنَّمَا اَشْفَعُ قَالَتْ لاَ حَاجَةَ لِيْ فِيْهِ- رواه البخارى .

২৪৭। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বারীরাহ ও তার স্বামীর ঘটনা প্রসংগে বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বারীরাকে) বললেন ঃ তুমি যদি তাকে (স্বামীকে) পুনরায় গ্রহণ করতে।[৩৩] বারীরাহ বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এটা কি আমার প্রতি আপনার নির্দেশ? তিনি বললেন ঃ আমি সুপারিশ করছি, তোমাকে অনুরোধ করছি।[৩৪] বারীরাহ বললেন, তাকে (স্বামীকে) আমার প্রয়োজন নেই।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৩৩. বারীরাহ ও তাঁর স্বামী মুগীস উভয়েই ক্রীতদাস ছিলেন। আয়িশা (রা) বারীরাহকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন, কিন্তু তাঁর স্বামী তখনও ক্রীতদাস ছিলেন। ফলে বারীরাহ বিবাহ বন্ধন ছিন্ন করার অধিকার (Option) লাভ করেন এবং মুগীসকে পরিত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নেন। কিন্তু বেচারা মুগীস ছিলেন তার প্রেমে পাগল।

৩৪. রাসূলের (সা) দু'টি সত্তা। একটি তাঁর নববীসত্তা, অপরটি তাঁর ব্যক্তিসত্তা। নবী হিসাবে তিনি যেসব নির্দেশ দিয়েছেন তা অলংঘনীয়, বাধ্যতামূলক এবং শিরোধার্য। এগুলো মেনে নেয়া বা নেয়ার ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত বিবেচনার কোন স্থান নেই। রাসূল (সা) যখন মুগীসকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বারীরাহকে বললেন, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন, এটা তার প্রতি রাসূলের নির্দেশ কি না। কেননা নির্দেশ হলে অবশ্যই তাকে এটা মেনে নিতে হবে।

সমাজের একজন ব্যক্তি হিসাবে তিনি নিজেও মানবীয় অভিজ্ঞতা থেকে যেসব পরামর্শ, প্রস্তাব, অভিপ্রায় ও সুপারিশ ব্যক্ত করেছেন, যার সাথে ওহীর কোন সম্পর্ক নেই, তা বিবেচনা করে গ্রহণ করা বা না করার অধিকার উম্মাতের রয়েছে। তাই ব্যক্তিগত প্রসংগে মহানবী (সা) বলতেন ঃ "আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ।" স্বামীকে পুনরায় গ্রহণ করার জন্য বারীরাহর প্রতি রাসূলের (সা) নির্দেশ ছিল না; ছিল ব্যক্তিগত অনুরোধ, যা বারীরাহ বিবেচনা করেননি।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩১

লোকদের পরস্পরের মধ্যে সমঝোতা স্থাপন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لاَ خَيْرَ فِىْ كَثِيْرٍ مِنْ نَجْوَاهُمْ اِلاَّ مَنْ اَمَرَ بِصَدَقَةٍ اَوْ مَعْرُوْفٍ اَوْ اِصْلاَحٍ بَيْنَ النَّاسِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"লোকদের গোপন সলাপরামর্শে প্রায়ই কোন কল্যাণ নিহিত থাকে না। অবশ্য কেউ যদি গোপনে কাউকে দান করার জন্য উপদেশ দেয় অথবা কোন ভালো কাজের জন্য অথবা লোকদের পরস্পরের কাজকর্মের সংশোধন করার জন্য কাউকে কিছু বলে তবে তা নিশ্চয়ই ভালো।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১১৪)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالصُّلْحُ خَيْرٌ .

"সন্ধি সর্বাবস্থায়ই উত্তম।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاَصْلِحُوْا ذَاتَ بَيْنِكُمْ .

"তোমরা আল্লাহ্কে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক সংশোধন কর।" (সূরা আল-আনফাল ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ .

"মুমিনরা পরস্পর ভাই। অতএব তোমাদের ভাইদের পারস্পরিক সম্পর্ক যথাযথভাবে পুনর্গঠিত করে দাও।" (সূরা আল-হুজুরাত ঃ ১০)

٢٤٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كُلُّ سُلاَمٰى مِنَ النَّاسِ عَلَيْهِ صَدَقَةٌ كُلَّ يَوْمٍ تَطْلُعُ فِيْهِ الشَّمْسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الْاِثْنَيْنِ صَدَقَةٌ وَتُعِيْنُ الرَّجُلَ فِىْ دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا اَوْ تَرْفَعُ لَهُ عَلَيْهَا مَتَاعَهُ صَدَقَةٌ وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَدَقَةٌ وَبِكُلِّ خَطْوَةٍ يَمْشِيْهَا اِلَى الصَّلاَةِ صَدَقَةٌ وَيُمِيْطُ الْاَذٰى عَنِ الطَّرِيْقِ صَدَقَةٌ- متفق عليه وَمَعْنٰى وَتَعْدِلُ بَيْنَهُمَا تُصْلِحُ بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ .

২৪৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি দিন, যেদিন সূর্য উদিত হয়, মানবদেহের প্রতিটি গ্রন্থির

(জোড়া) সাদাকা আদায় করা প্রয়োজন। দুই ব্যক্তির মাঝখানে সুবিচার সহকারে সমঝোতা স্থাপন করে দেয়া সাদাকা হিসেবে গণ্য। কোন ব্যক্তিকে সওয়ারীতে আরোহণ করতে সহায়তা করা অথবা তার মাল-সামান তার সওয়ারীর পিঠে তুলে দেয়া সাদাকারূপে গণ্য। পবিত্র ও উত্তম কথাবার্তা সাদাকা হিসেবে পরিগণিত। নামাযে যাওয়ার জন্য প্রতিটি পদক্ষেপ সাদাকা হিসেবে গণ্য, রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু দূর করাও সাদাকারূপে গণ্য।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٤٩- عَنْ أُمِّ كُلْثُوْمٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ اَبِىْ مُعَيْطٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِىْ يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيَنْمِىْ خَيْرًا اَوْ يَقُوْلُ خَيْرًا- متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةِ مُسْلِمٍ زِيَادَةٌ قَالَتْ وَلَمْ اَسْمَعْهُ يُرَخِّصُ فِىْ شَيْءٍ مِمَّا يَقُوْلُهُ النَّاسُ اِلاَّ فِىْ ثَلاَثٍ تَعْنِى الْحَرْبَ وَالْاِصْلاَحَ بَيْنَ النَّاسِ وَحَدِيْثَ الرَّجُلِ امْرَاَتَهُ وَحَدِيْثَ الْمَرْاَةِ زَوْجَهَا .

২৪৯। উম্মু কুলসূম (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কল্যাণ লাভ করার উদ্দেশে যে ব্যক্তি মিথ্যা কথার মাধ্যমে পরস্পর বিরোধী দুই ব্যক্তির মধ্যে সন্ধি স্থাপন করে সে মিথ্যুক নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের এক বর্ণনায় আরো আছে ঃ তিনি (উম্মু কুলসূম) বলেন, আমি তাঁকে (মহানবীকে) কেবলমাত্র তিনটি ক্ষেত্রে মিথ্যা বলার অনুমতি দিতে শুনেছি। তা হল ঃ দুই বিবদমান দলের মধ্যে মিথ্যা কথার মাধ্যমে সন্ধি স্থাপন করে দেয়া; যুদ্ধের ব্যাপারে মিথ্যা বলা এবং স্ত্রীর সাথে স্বামীর কথাবার্তায় ও স্বামীর সাথে স্ত্রীর কথাবার্তায় মিথ্যার আশ্রয় নেয়া।[৩৫]

٢٥٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَمِعَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَوْتَ خُصُوْمٍ بِالْبَابِ عَالِيَةً اَصْوَاتُهُمَا وَاِذَا اَحَدُهُمَا يَسْتَوْضِعُ الْاٰخَرَ

৩৫. স্বামী-স্ত্রীর প্রতিটি ব্যাপারে মিথ্যার আশ্রয় নেবার অনুমতি এখানে দেয়া হয়নি। তাহলে তো তাদের সম্পর্কের মধ্যে সংশয় ও সন্দেহ প্রবেশ করবে এবং তা তাদের জন্য হবে মারাত্মক ক্ষতিকর। বরং স্বামী-স্ত্রীর গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে, যা তাদের সম্পর্ককে গভীর করে, যা তাদের সম্পর্ককে ভাঙন থেকে রক্ষা করে, এমনি আরো বিভিন্ন বিষয়ে মিথ্যার আশ্রয় নেয়া দোষের নয়।

وَيَسْتَرْفِقُهُ فِيْ شَيْءٍ وَهُوَ يَقُوْلُ وَاللّٰهِ لاَ اَفْعَلُ فَخَرَجَ عَلَيْهِمَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اَيْنَ الْمُتَاَلِّيْ عَلَى اللّٰهِ لاَ يَفْعَلُ الْمَعْرُوْفَ؟ فَقَالَ اَنَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَلَهُ اَيُّ ذٰلِكَ اَحَبَّ- متفق عليه مَعْنٰى يَسْتَوْضِعُهُ يَسْأَلُهُ اَنْ يَّضَعَ عَنْهُ بَعْضَ دَيْنِهِ وَيَسْتَرْفِقُهُ يَسْأَلُهُ الرِّفْقَ وَالْمُتَاَلِّي الْحَالِفُ .

২৫০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর ঘরের দরজার বাইরে ঝগড়া-ঝাটির শব্দ শুনতে পেলেন। তাদের গলার শব্দ চরমে উঠেছিল। তাদের একজন (ধার গ্রহণকারী) ঋণের কিছু অংশ মওকুফ করার জন্য এবং তার প্রতি অনুগ্রহ করার জন্য অনুনয়-বিনয় করছিল। অপরজন (ঋণদাতা) বলছিল, আল্লাহ্‌র শপথ! আমি তা করতে পারব না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের কাছে বেরিয়ে এসে বলেন ঃ আল্লাহ্‌র নামে শপথকারী কে, যে কল্যাণের কথা বলতে রাজি নয়? সে বলল, আমি, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! সে যেমন পছন্দ করবে তেমনই করা হবে (অর্থাৎ ঋণ গ্রহিতা যা বলবে তাই আমি মেনে নেবো)।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥١- عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَلَغَهُ اَنَّ بَنِىْ عَمْرِو بْنِ عَوْفٍ كَانَ بَيْنَهُمْ شَرٌّ فَخَرَجَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصْلِحُ بَيْنَهُمْ فِيْ اُنَاسٍ مَعَهُ فَحُبِسَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَجَاءَ بِلاَلٌ اِلٰى اَبِىْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ حُبِسَ وَحَانَتِ الصَّلاَةُ فَهَلْ لَكَ اَنْ تَؤُمَّ النَّاسَ؟ قَالَ نَعَمْ اِنْ شِئْتَ فَاَقَامَ بِلاَلٌ الصَّلٰوةَ وَتَقَدَّمَ اَبُوْ بَكْرٍ فَكَبَّرَ وَكَبَّرَ النَّاسُ وَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْشِىْ فِى الصُّفُوْفِ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَاَخَذَ النَّاسُ فِى التَّصْفِيْقِ وَكَانَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ لاَ يَلْتَفِتُ فِىْ صَلاَتِهٖ فَلَمَّا اَكْثَرَ النَّاسُ التَّصْفِيْقَ الْتَفَتَ فَاِذَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَشَارَ اِلَيْهِ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَرَفَعَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ يَدَهُ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَرَجَعَ الْقَهْقَرٰى وَرَاءَهُ حَتّٰى قَامَ فِى الصَّفِّ فَتَقَدَّمَ رَسُوْلُ

اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَلَّى لِلنَّاسِ فَلَمَّا فَرَغَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ يٰأَيُّهَا النَّاسُ مَا لَكُمْ حِيْنَ نَابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصَّلَاةِ أَخَذْتُمْ فِي التَّصْفِيْقِ؟ إِنَّمَا التَّصْفِيْقُ لِلنِّسَاءِ مَنْ نَابَهُ شَيْءٌ فِيْ صَلَاتِهِ فَلْيَقُلْ سُبْحَانَ اللّٰهِ فَإِنَّهُ لَا يَسْمَعُهُ أَحَدٌ حِيْنَ يَقُوْلُ سُبْحَانَ اللّٰهِ إِلَّا الْتَفَتَ يَا أَبَا بَكْرٍ مَا مَنَعَكَ أَنْ تُصَلِّيَ بِالنَّاسِ حِيْنَ أَشَرْتُ إِلَيْكَ؟ فَقَالَ أَبُوْ بَكْرٍ مَا كَانَ يَنْبَغِيْ لِابْنِ أَبِيْ قُحَافَةَ أَنْ يُصَلِّيَ بِالنَّاسِ بَيْنَ يَدَيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-متفق عليه مَعْنٰى حُبِسَ أَمْسَكُوْهُ لِيُضَيِّفُوْهُ .

২৫১। সাহল ইবনে সা'দ আস-সায়েদী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে খবর পৌঁছল যে, বনী আওফ ইবনে আমরের লোকদের মধ্যে ঝগড়া চলছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কতিপয় সাহাবীকে নিয়ে তাদের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য সেখানে গেলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেখানে বিলম্ব হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও ঘনিয়ে এল। বিলাল (রা) আবু বাক্‌র (রা)-এর কাছে এসে বলেন, হে আবু বাক্‌র! রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তো ফিরতে দেরি হয়ে গেল। এদিকে নামাযের সময়ও হয়ে গেছে। আপনি কি লোকদের ইমামতি করে নামাযটা পড়াবেন? তিনি বললেন, ঠিক আছে, যদি তুমি চাও। বিলাল (রা) নামাযের জন্য ইকামাত দিলেন এবং আবু বাক্‌র (নামায পড়াতে) সামনে অগ্রসর হলেন। তিনি তাকবীরে তাহ্‌রীমা বাঁধলেন; অতঃপর মুক্তাদীরাও তাঁর অনুসরণ করলেন। এমন সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামও এসে গেলেন। তিনি কাতার ভেদ করে একেবারে সামনের সারিতে গিয়ে দাঁড়ালেন। মুক্তাদীরা তালি বাজিয়ে সংকেত দিতে লাগলেন। কিন্তু আবু বাক্‌রের (রা) এদিকে কোন খেয়াল নেই। তারা যখন আরো জোরে তালি বাজাতে লাগলেন, তখন আবু বাক্‌র দৃষ্টিপাত করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পেলেন। তিনি ইশারা করে তাকে (আবু বাক্‌রকে) নিজ স্থানে থাকতে বললেন। আবু বাক্‌র নিজের দুই হাত উঁচু করে আল্লাহ্‌র প্রশংসা করলেন, পায়ের গোড়ালি ঘুরিয়ে পেছনে চলে আসলেন এবং প্রথম কাতারে এসে দাঁড়ালেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এগিয়ে লোকদের নামায পড়ান। নামায শেষ করে তিনি সাহাবীদের দিকে মুখ করে বলেন ঃ হে লোকেরা! তোমাদের কি হল যখন নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে যায় তখন তোমরা তালি বাজাতে শুরু করে দাও। উরুতে হাত মেরে তালি বাজানো তো মেয়েদের বেলায় প্রযোজ্য। কাজেই যে ব্যক্তি নামাযের মধ্যে কোন কিছু ঘটতে দেখে সে যেন "সুবহানাল্লাহ" (আল্লাহ অতি পবিত্র) বলে। কেননা কোন ব্যক্তি যখনই "সুবহানাল্লাহ" বলে তা শোনামাত্র লোকেরা তার প্রতি

মনোনিবেশ করে। হে আবু বাক্‌র! আমি ইশারা করা সত্ত্বেও কোন্ জিনিস তোমাকে লোকদের নামায পড়াতে বাধা দিল? আবু বাক্‌র (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপস্থিতিতে আবু কুহাফার পুত্র (আবু বাক্‌র) লোকদের নামাযে ইমামতি করার মোটেই উপযুক্ত নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩২

দুর্বল ও নিঃস্ব-গরীব মুসলিমদের ফযীলাত।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমার দিলকে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর তাদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে তোমার দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না।" (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৮)

٢٥٢- عَنْ حَارِثَةَ بْنِ وَهْبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ الْجَنَّةِ؟ كُلُّ ضَعِيْفٍ مُتَضَعَّفٍ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ اَلاَ أُخْبِرُكُمْ بِاَهْلِ النَّارِ؟ كُلُّ عُتُلٍّ جَوَّاظٍ مُسْتَكْبِرٍ- متفق عليه .

اَلْعُتُلُّ الْغَلِيْظُ الْجَافِيْ وَالْجَوَّاظُ بِفَتْحِ الْجِيْمِ وَتَشْدِيْدِ الْوَاوِ وَبِالظَّاءِ الْمُعْجَمَةِ وَهُوَ الْجَمُوْعُ الْمَنُوْعُ وَقِيْلَ الضَّخْمُ الْمُخْتَالُ فِيْ مِشْيَتِهِ وَقِيْلَ الْقَصِيْرُ الْبَطِيْنُ .

২৫২। হারিসা ইবনে ওয়াহ্‌ব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন্ ধরনের লোক জান্নাতী হবে আমি কি তা তোমাদেরকে বলব না? প্রত্যেক দুর্বল (বিনয়ী) ব্যক্তি যাকে লোকেরা শক্তিহীন ও তুচ্ছ জ্ঞান করে। সে যদি আল্লাহ্‌র উপর ভরসা করে শপথ করে, আল্লাহ তা অবশ্যই পূর্ণ করার সুযোগ দেন। কোন্ প্রকৃতির লোক জাহান্নামে যাবে আমি কি তা তোমাদেরকে বলব না? প্রত্যেক নাদান-মূর্খ, উদ্ধত-অবাধ্য ও অহংকারী ব্যক্তি জাহান্নামে যাবে।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٣- عَنْ اَبِى الْعَبَّاسِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ السَّاعِدِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ مَرَّ رَجُلٌ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ لِرَجُلٍ عِنْدَهُ جَالِسٍ مَا رَاْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِ النَّاسِ هٰذَا وَاللّٰهِ حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ يُشَفَّعَ فَسَكَتَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثُمَّ مَرَّ رَجُلٌ آخَرُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا رَاْيُكَ فِىْ هٰذَا ؟ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هٰذَا رَجُلٌ مِنْ فُقَرَاءِ الْمُسْلِمِيْنَ هٰذَا حَرِىٌّ اِنْ خَطَبَ اَنْ لاَ يُنْكَحَ وَاِنْ شَفَعَ اَنْ لاَ يُشَفَّعَ وَاِنْ قَالَ اَنْ لاَ يُسْمَعَ لِقَوْلِهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هٰذَا خَيْرٌ مِنْ مِلْءِ الْاَرْضِ مِثْلَ هٰذَا- متفق عليه. قَوْلُهُ حَرِىٌّ هُوَ بِفَتْحِ الْحَاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ اَىْ حَقِيْقٌ وَقَوْلُهُ شَفَعَ بِفَتْحِ الْفَاءِ .

২৫৩। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ দিয়ে যাচ্ছিল। তিনি তাঁর নিকটে বসা লোকটিকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি মত? সে বলল, ইনি তো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিদের মধ্যে গণ্য। আল্লাহ্র শপথ! তিনি খুবই যোগ্য লোক, বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা কবুল করা হয় এবং কোন ব্যাপারে সুপারিশ করলে তা গ্রহণ করা হয়। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব থাকলেন। অতঃপর অন্য এক ব্যক্তি তাঁর সামনে দিয়ে গেল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে (বসা লোকটিকে) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এ ব্যক্তি সম্পর্কে তোমার কি ধারণা? সে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! এতো নিঃস্ব-গরীব মুসলিমদের অন্তর্ভুক্ত। সে এতটুকু উপযুক্ত যে, সে বিবাহের প্রস্তাব দিলে তা প্রত্যাখ্যাত হয়, তার সুপারিশ কবুল করা হয় না এবং কোন কথা বললে তাতে কেউ আমল দেয় না। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এ (নিঃস্ব মুসলিম) ব্যক্তি দুনিয়াভর্তি ঐসব (তথাকথিত সম্ভ্রান্ত) ব্যক্তিদের চেয়ে অনেক উত্তম।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٤- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ احْتَجَّتِ الْجَنَّةُ وَالنَّارُ فَقَالَتِ النَّارُ فِىَّ الْجَبَّارُوْنَ وَالْمُتَكَبِّرُوْنَ وَقَالَتِ الْجَنَّةُ فِىَّ ضُعَفَاءُ النَّاسِ وَمَسَاكِيْنُهُمْ فَقَضَى اللّٰهُ بَيْنَهُمَا اِنَّكِ الْجَنَّةُ رَحْمَتِىْ اَرْحَمُ بِكِ

مَنْ اَشَاءُ وَاِنَّكِ النَّارُ عَذَابِىْ اُعَذِّبُ بِكِ مَنْ اَشَاءُ وَلِكِلَيْكُمَا عَلَىَّ مِلْؤُهَا- رواه مسلم.

২৫৪। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জান্নাত ও জাহান্নাম উভয়ের মধ্যে বিতর্ক হল। জাহান্নাম বলল, আমার অভ্যন্তরে বড় বড় স্বৈরাচারী, দাম্ভিক ও অহংকারী ব্যক্তিরা রয়েছে। জান্নাত বলল, আমার মাঝে অসহায়, দরিদ্র ও দুর্বল লোকেরা রয়েছে। আল্লাহ তা'আলা উভয়ের মধ্যে ফায়সালা দিলেন ঃ জান্নাত! তুমি আমার রহমত ও অনুগ্রহের আধার। তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা আমি অনুগ্রহ করব। আর হে জাহান্নাম! তুমি আমার শাস্তির আধার। তোমার সাহায্যে যাকে ইচ্ছা আমি শাস্তি দেব। তোমাদের উভয়কে পরিপূর্ণ করা আমারই দায়িত্ব।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّهُ لَيَاْتِى الرَّجُلُ الْعَظِيْمُ السَّمِيْنُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لاَ يَزِنُ عِنْدَ اللّٰهِ جَنَاحَ بَعُوْضَةٍ- متفق عليه.

২৫৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কিয়ামতের দিন এক মোটা-তাজা ও দীর্ঘকায় ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হবে। কিন্তু আল্লাহ্র কাছে তার মর্যাদা ও মূল্য একটি মাছির ডানার সমানও হবে না।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٦- وَعَنْهُ اَنَّ امْرَاَةً سَوْدَاءَ كَانَتْ تَقُمُّ الْمَسْجِدَ اَوْ شَابًّا فَفَقَدَهَا اَوْ فَقَدَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَاَلَ عَنْهَا اَوْ عَنْهُ فَقَالُوْا مَاتَ قَالَ اَفَلاَ كُنْتُمْ اٰذَنْتُمُوْنِىْ بِهِ فَكَاَنَّهُمْ صَغَّرُوْا اَمْرَهَا اَوْ اَمْرَهُ فَقَالَ دُلُّوْنِىْ عَلٰى قَبْرِهِ فَدَلُّوْهُ فَصَلّٰى عَلَيْهَا ثُمَّ قَالَ اِنَّ هٰذِهِ الْقُبُوْرَ مَمْلُوْءَةٌ ظُلْمَةً عَلٰى اَهْلِهَا وَاِنَّ اللّٰهَ يُنَوِّرُهَا لَهُمْ بِصَلاَتِىْ عَلَيْهِمْ- متفق عليه قَوْلُهُ تَقُمُّ هُوَ بِفَتْحِ التَّاءِ وَضَمِّ الْقَافِ اَىْ تَكْنُسُ وَالْقُمَامَةُ الْكُنَاسَةُ وَاٰذَنْتُمُوْنِىْ بِمَدِّ الْهَمْزَةِ اَعْلَمْتُمُوْنِىْ .

২৫৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক কৃষ্ণকায় মহিলা অথবা যুবক মসজিদে নববীতে ঝাড়ু দিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে না দেখতে পেয়ে (সাহাবীদেরকে) তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। তাঁরা বলেন, সে মারা গেছে। তিনি

বলেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দাওনি কেন? সম্ভবত তাঁরা এটাকে মামুলি ব্যাপার মনে করেছিলেন। তিনি বললেন ঃ আমাকে তার কবর দেখিয়ে দাও। তাঁরা তাঁকে তার কবরের কাছে নিয়ে গেলেন। তিনি তার জানাযা পড়েন এবং বলেন ঃ এই কবরবাসীদের কবরগুলো অন্ধকারে আচ্ছন্ন থাকত। আমার দু'আ করার বদৌলতে আল্লাহ্ তা'আলা তাদের জন্য তাদের কবরগুলোকে আলোকিত করে দিয়েছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ رُبَّ اَشْعَثَ اَغْبَرَ مَدْفُوْعٍ بِالْاَبْوَابِ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ- رواه مسلم .

২৫৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এরূপ অনেক লোক আছে যাদের (মাথার চুল) উস্কো খুস্কো এবং (পা দু'টি) ধুলি ধুসরিত, তাদেরকে (মানুষের) দরজাসমূহ থেকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয়া হয়। যদি তারা আল্লাহ্র নামে শপথ করে তবে আল্লাহ তাদের তা পূরণের তাওফীক দেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٨- عَنْ أُسَامَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُمْتُ عَلٰى بَابِ الْجَنَّةِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا الْمَسَاكِيْنُ وَاَصْحَابُ الْجَدِّ مَحْبُوْسُوْنَ غَيْرَ اَنَّ اَصْحَابَ النَّارِ قَدْ أُمِرَ بِهِمْ اِلَى النَّارِ وَقُمْتُ عَلٰى بَابِ النَّارِ فَاِذَا عَامَّةُ مَنْ دَخَلَهَا النِّسَاءُ- متفق عليه. وَالْجَدُّ بِفَتْحِ الْجِيْمِ الْحَظُّ وَالْغِنٰى وَقَوْلُهُ مَحْبُوْسُوْنَ اَىْ لَمْ يُؤْذَنْ لَهُمْ بَعْدُ فِىْ دَخُوْلِ الْجَنَّةِ .

২৫৮। উসামা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি (মি'রাজের রাতে) জান্নাতের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম), জান্নাতে প্রবেশকারী অধিকাংশ লোকই হচ্ছে নিঃস্ব-দরিদ্র। ধনী লোকদের তখনো জান্নাতে প্রবেশের অনুমতি দেয়া হয়নি। জাহান্নামীদেরকে জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ ইতোমধ্যেই দেয়া হয়েছিল। আমি জাহান্নামের দরজায় দাঁড়ালাম। (দেখলাম), জাহান্নামে প্রবেশকারীদের অধিকাংশই হচ্ছে স্ত্রীলোক।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٥٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَمْ

يَتَكَلَّمْ فِي الْمَهْدِ الاَّ ثَلاَثَةٌ عِيْسَى بْنُ مَرْيَمَ وَصَاحِبُ جُرَيْجٍ وكَانَ جُرَيْجٌ رَجُلاً عَابِداً فَاتَّخَذَ صَوْمَعَةً فَكَانَ فِيْهَا فَاَتَتْهُ أُمُّهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ يَا رَبِّ أُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَاَقْبَلَ عَلٰى صَلاَتِه فَانْصَرَفَتْ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ أُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَاَقْبَلَ عَلٰى صَلاَتِه فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ اَتَتْهُ وَهُوَ يُصَلِّيْ فَقَالَتْ يَا جُرَيْجُ فَقَالَ اَىْ رَبِّ أُمِّيْ وَصَلاَتِيْ فَاَقْبَلَ عَلٰى صَلاَتِه فَقَالَتْ اَللّٰهُمَّ لاَ تُمِتْهُ حَتّٰى يَنْظُرَ الٰى وُجُوْهِ الْمُوْمِسَاتِ فَتَذَاكَرَ بَنُوْ اِسْرَائِيْلَ جُرَيْجًا وَعِبَادَتَهُ وكَانَتِ امْرَاَةٌ بَغِيٌّ يُتَمَثَّلُ بِحُسْنِهَا فَقَالَتْ اِنْ شِئْتُمْ لَاَفْتِنَنَّهُ فَتَعَرَّضَتْ لَهُ فَلَمْ يَلْتَفِتْ اِلَيْهَا فَاَتَتْ رَاعِيًا كَانَ يَأْوِىْ اِلٰى صَوْمَعَتِه فَاَمْكَنَتْهُ مِنْ نَفْسِهَا فَوَقَعَ عَلَيْهَا فَحَمَلَتْ فَلَمَّا وَلَدَتْ قَالَتْ هُوَ مِنْ جُرَيْجٍ فَاَتَوْهُ فَاسْتَنْزَلُوْهُ وَهَدَمُوْا صَوْمَعَتَهُ وَجَعَلُوْا يَضْرِبُوْنَهُ فَقَالَ مَا شَأْنُكُمْ؟ قَالُوْا زَنَيْتَ بِهٰذِهِ الْبَغِيِّ فَوَلَدَتْ مِنْكَ قَالَ اَيْنَ الصَّبِيُّ؟ فَجَاءُوْا بِه فَقَالَ دَعُوْنِيْ حَتّٰى أُصَلِّيَ فَصَلّٰى فَلَمَّا انْصَرَفَ اَتَى الصَّبِيَّ فَطَعَنَ فِيْ بَطْنِه وَقَالَ يَا غُلاَمُ مَنْ اَبُوْكَ؟ قَالَ فُلاَنٌ الرَّاعِيْ فَاَقْبَلُوْا عَلٰى جُرَيْجٍ يُقَبِّلُوْنَهُ وَيَتَمَسَّحُوْنَ بِه وَقَالُوْا نَبْنِيْ لَكَ صَوْمَعَتَكَ مِنْ ذَهَبٍ قَالَ لاَ اَعِيْدُوْهَا مِنْ طِيْنٍ كَمَا كَانَتْ فَفَعَلُوْا وَبَيْنَا صَبِيٌّ يَرْضَعُ مِنْ اُمِّه فَمَرَّ رَجُلٌ رَاكِبٌ عَلٰى دَابَّةٍ فَارِهَةٍ وَشَارَةٍ حَسَنَةٍ فَقَالَتْ أُمُّهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلِ ابْنِيْ مِثْلَ هٰذَا فَتَرَكَ الثَّدْىَ وَاَقْبَلَ اِلَيْهِ فَنَظَرَ اِلَيْهِ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ ثُمَّ اَقْبَلَ عَلٰى ثَدْيِه فَجَعَلَ يَرْتَضِعُ فَكَاَنِّيْ اَنْظُرُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ يَحْكِيْ اِرْتِضَاعَهُ بِأُصْبُعِه السَّبَّابَةِ فِيْ فِيْه فَجَعَلَ يَمُصُّهَا قَالَ وَمَرُّوْا بِجَارِيَةٍ وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ وَهِيَ تَقُوْلُ حَسْبِيَ اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ فَقَالَتْ اُمُّهُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ اِبْنِيْ مِثْلَهَا فَتَرَكَ الرَّضَاعَ وَنَظَرَ اِلَيْهَا فَقَالَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِيْ مِثْلَهَا فَهُنَالِكَ تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ فَقَالَتْ مَرَّ رَجُلٌ حَسَنُ الْهَيْئَةِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْ اِبْنِيْ مِثْلَهُ فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِيْ مِثْلَهُ وَمَرُّوْا بِهٰذِهِ الْاَمَةِ

وَهُمْ يَضْرِبُوْنَهَا وَيَقُوْلُوْنَ زَنَيْتِ سَرَقْتِ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْ ابْنِىْ مِثْلَهَا فَقُلْتَ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا ؟ قَالَ اِنَّ ذٰلِكَ الرَّجُلَ كَانَ جَبَّاراً فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ لاَ تَجْعَلْنِىْ مِثْلَهُ وَاِنَّ هٰذِهِ يَقُوْلُوْنَ لَهَا زَنَيْتِ وَلَمْ تَزْنِ وَسَرَقْتِ وَلَمْ تَسْرِقْ فَقُلْتُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِىْ مِثْلَهَا - متفق عليه اَلْمُوْمِسَاتُ بِضَمِّ الْمِيْمِ الْأُوْلٰى وَاِسْكَانِ الْوَاوِ وَكَسْرِ الْمِيْمِ الثَّانِيَةِ وَبِالسِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهُنَّ الزَّوَانِىْ وَالْمُوْمِسَةُ الزَّانِيَةُ وَقَوْلُهُ دَابَّةٌ فَارِهَةٌ بِالْفَاءِ اَىْ حَاذِقَةٌ نَفِيْسَةٌ وَالشَّارَةُ بِالشِّيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَتَخْفِيْفِ الرَّاءِ وَهِىَ الْجَمَالُ الظَّاهِرُ فِى الْهَيْئَةِ وَالْمَلْبَسِ وَمَعْنٰى تَرَاجَعَا الْحَدِيْثَ اَىْ حَدَّثَتِ الصَّبِىُّ وَحَدَّثَهَا وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৫৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : (বনী ইসরাঈলের মধ্যে) তিন ব্যক্তি ছাড়া আর কেউই দোলনায় কথা বলেনি। (এক) ঈসা ইবনে মারইয়াম এবং (দুই) সাহেবে জুরাইজ ।[৩৬] জুরাইজ একজন আবেদ বান্দা ছিলেন। তিনি নিজের জন্য একটি খানকাহ্ তৈরি করে সেখানেই অবস্থান করছিলেন। সেখানে তার মা আসলেন। এ সময় তিনি নামাযে রত ছিলেন। তার মা বললেন, হে জুরাইজ! তখন তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। জুরাইজ নামাযেই রত থাকলেন। তার মা চলে গেলেন। পরবর্তী দিন তার মা আসলেন। এবারও তিনি নামাযে মগ্ন ছিলেন। তার মা তাকে ডাকলেন, হে জুরাইজ! তিনি (মনে মনে) বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি নামাযেই রত থাকলেন। পরবর্তী দিন এসেও মা তাকে নামাযে রত অবস্থায় দেখলেন। তিনি ডাকলেন, হে জুরাইজ! জুরাইজ বলেন, হে প্রভু! আমার মা ও আমার নামায। তিনি তার নামাযেই ব্যস্ত থাকলেন। তার মা বললেন, হে আল্লাহ! একে তুমি যেনাকারী নারীর মুখ না দেখা পর্যন্ত মৃত্যু দিও না।

বনী ইসরাঈলের মধ্যে জুরাইজ ও তার ইবাদাতের চর্চা হতে লাগল। এক ব্যভিচারী নারী ছিল। সে বেশ রূপ-সৌন্দর্যের অধিকারিণী ছিল। সে বলল, তোমরা যদি চাও আমি তাকে (জুরাইজকে) বিভ্রান্ত করতে পারি। সে তাকে ফুসলাতে লাগল, কিন্তু তিনি সেদিকে ভ্রূক্ষেপই করলেন না। অতঃপর সে তার খানকাহ্র কাছাকাছি এলাকায় এক রাখালের কাছে আসল। সে নিজের উপর তাকে অধিকার দিল এবং উভয়ে যেনায় লিপ্ত হল। এতে সে গর্ভবতী হল। সে বাচ্চা প্রসব করে বলল, এটা জুরাইজের ফসল। বনী ইসরাঈল (ক্ষিপ্ত হয়ে) তার কাছে এসে তাকে খানকাহ থেকে বের করে আনল, খানকাহ্টি ধূলিসাৎ

৩৬. অর্থাৎ জুরাইজের সাথে সংশ্লিষ্ট একটি বাচ্চা।

করে দিল এবং তাকে মারধর করতে লাগল। জুরাইজ বলেন, তোমাদের কি হয়েছে? তারা বলল, তুমি এই বেশ্যার সাথে যেনা করেছ। ফলে একটি শিশু ভূমিষ্ঠ হয়েছে। তিনি বলেন, শিশুটি কোথায়? তারা বাচ্চাটিকে নিয়ে আসল। জুরাইজ বলেন, আমাকে একটু সুযোগ দাও, নামায পড়ে নিই। কাজেই তিনি নামায পড়লেন। নামায শেষ করে তিনি শিশুটির নিকট এসে তার পেটে খোঁচা মেরে জিজ্ঞেস করলেন, হে শিশু! তোমার পিতা কে? সে বলল, আমার পিতা অমুক রাখাল। উপস্থিত লোকেরা তখন জুরাইজের দিকে আকৃষ্ট হল এবং তাকে চুমো দিতে লাগল। তারা বলল, এখন আমরা তোমার খানকাহ্‌টি সোনা দিয়ে তৈরি করে দিচ্ছি। তিনি বলেন, দরকার নেই, বরং পূর্বের মত মাটি দিয়েই তৈরি করে দাও। অতঃপর তারা তার খানকাহ্‌টি পুনর্নির্মাণ করে দিল।

(তিন) একটি শিশু তার মায়ের দুধ পান করছিল। এমন সময় একটি লোক দ্রুতগামী ও উন্নত মানের একটি পশুতে সওয়ার হয়ে সেখান দিয়ে যাচ্ছিল। তার পোশাক-পরিচ্ছদও ছিল উন্নত। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! আমার ছেলেটিকে এই ব্যক্তির মত যোগ্য করো। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে লোকটির দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না?। (রাবী বলেন), আমি যেন এখনও দেখছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শিশুটির দুধ পানের চিত্র তুলে ধরছেন এবং নিজের তর্জনী মুখে দিয়ে চুষছেন। তিনি (নবী) বলেন ঃ লোকেরা একটি বাঁদীকে মারতে মারতে নিয়ে যাচ্ছিল আর বলছিল, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। মেয়েলোকটি বলছিল, আল্লাহ্ আমার জন্য যথেষ্ট এবং তিনিই আমার উত্তম অভিভাবক। শিশুটির মা বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমার সন্তানকে এ ভ্রষ্টা নারীর মত করো না। শিশুটি দুধপান ছেড়ে দিয়ে মেয়েলোকটির দিকে তাকাল, অতঃপর বলল, হে আল্লাহ! তুমি আমাকে এই নারীর মত বানাও।

এ সময় মা ও শিশুর মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হয়ে গেল। মা বলল, একটি সুঠাম ও সুন্দর লোক চলে যাওয়ার সময় আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ যোগ্য করে দাও। তুমি প্রতিউত্তরে বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এর মত করো না। আবার এই ক্রীতদাসীকে লোকেরা মারধর করতে করতে নিয়ে যাচ্ছে এবং বলছে, তুমি যেনা করেছ এবং চুরি করেছ। আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমার সন্তানকে এরূপ করো না। আর তুমি বললে, হে আল্লাহ! আমাকে এরূপ করো। শিশুটি এবার জবাব দিল, প্রথম ব্যক্তি ছিল স্বৈরাচারী যালিম। সেজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এ ব্যক্তির মত করো না। আর এই মেয়েলোকটিকে তারা বলল, তুমি যেনা করেছ। প্রকৃতপক্ষে সে যেনা করেনি। তারা বলল, তুমি চুরি করেছ; আসলে সে চুরি করেনি। এজন্যই আমি বললাম, হে আল্লাহ! আমাকে এই মেয়েলোকটির মত কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৩

ইয়াতীম, কন্যা সন্তান এবং দুর্বল, নিঃস্ব ও পর্যুদস্ত লোকদের সাথে ভদ্র ও সদয় ব্যবহার করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لاَ تَمُدَّنَّ عَيْنَيْكَ اِلٰى مَا مَتَّعْنَا بِهٖ اَزْوَاجًا مِّنْهُمْ وَلاَ تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَاخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তুমি এ দুনিয়ার দ্রব্যসামগ্রির প্রতি দু' চোখ তুলে তাকাবেও না, যা আমরা এদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে দিয়ে রেখেছি, আর না এদের অবস্থার জন্য নিজের দিলে কষ্ট অনুভব করবে। তুমি ঈমানদার লোকদের প্রতি তোমার অনুগ্রহের ডানা বিস্তার করে রাখবে।" (সূরা আল হিজর ঃ ৮৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهٗ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ تُرِيْدُ زِيْنَةَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا .

"তুমি তোমার অন্তরকে এমন লোকদের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখবে যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি অর্জনের আশায় সকাল-সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে। আর পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য কামনা করে তাদের দিক থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না।" (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ . وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ .

"অতএব তুমি ইয়াতীমদের প্রতি কঠোর ব্যবহার করো না এবং যাঞ্চাকারীকে ধমক দিও না।" (সূরা আদ্ দুহা ঃ ৯, ১০)

وَقَالَ تَعَالٰى : اَرَاَيْتَ الَّذِىْ يُكَذِّبُ بِالدِّيْنِ . فَذٰلِكَ الَّذِىْ يَدُعُّ الْيَتِيْمَ . وَلاَ يَحُضُّ عَلٰى طَعَامِ الْمِسْكِيْنِ .

"তুমি কি তাদের দেখেছ যারা কিয়ামাতের প্রতিফলকে মিথ্যা মনে করে? তারা হল ঐসব লোক, যারা ইয়াতীমকে ধাক্কা দিয়ে তাড়িয়ে দেয় এবং তারা মিসকীনকে খাবার দিতে উৎসাহ দেয় না।" (সূরা আল মাউন ঃ ১-৩)

٢٦٠- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنَّا مَعَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سِتَّةَ نَفَرٍ فَقَالَ الْمُشْرِكُوْنَ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اُطْرُدْ هٰؤُلاَءِ

لاَ يَجْتَرِئُوْنَ عَلَيْنَا وكُنْتُ أنَا وَابْنُ مَسْعُوْدٍ ورَجُلٌ مِنْ هُذَيْلٍ وَبِلاَلٌ وَرَجُلاَنِ لَسْتُ أُسَمِّيْهِمَا فَوَقَعَ فِيْ نَفْسِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا شَاءَ اللّٰهُ اَنْ يَّقَعَ فَحَدَّثَ نَفْسَهُ فَاَنْزَلَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَلاَ تَطْرُدِ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ... رواه مسلم .

২৬০। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমরা ছয়জন লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে ছিলাম। মুশরিকরা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলল, এই লোকদেরকে আপনার নিকট থেকে তাড়িয়ে দিন। তাহলে তারা আমাদের উপর বাহাদুরি করতে পারবে না। আমরা (ছ'জন) ছিলাম ঃ আমি, ইবনে মাসউদ, হুযাইল গোত্রের এক ব্যক্তি, বিলাল এবং অন্য দুই ব্যক্তি যাদের নাম আমার মনে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অন্তরে (এ বিষয়ে) আল্লাহ্র ইচ্ছায় কিছু (কথার) উদয় হল। তাই তিনি মনে মনে চিন্তা করতে লাগলেন। ইতোমধ্যে আল্লাহ তা'আলা ওহী নাযিল করলেন ঃ "যারা তাদের প্রতিপালককে দিন-রাত ডাকতে থাকে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য ব্যস্ত থাকে তাদেরকে তোমার নিকট থেকে দূরে ঠেলে দিও না। কোন কিছুতে তাদের হিসাবের দায়িত্ব তোমার নেই এবং কোন কিছুতে তোমার হিসাবের দায়িত্ব তাদের উপর নেই। এতদসত্ত্বেও যদি তুমি তাদেরকে দূরে সরিয়ে দাও তবে তুমি যালিমদের মধ্যে গণ্য হবে।" (সূরা আল আন'আম ঃ ৫২)

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦١- عَنْ اَبِيْ هُبَيْرَةَ عَائِذِ بْنِ عَمْرٍو الْمُزَنِيِّ وَهُوَ مِنْ اَهْلِ بَيْعَةِ الرِّضْوَانِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَبَا سُفْيَانَ اَتٰى عَلٰى سَلْمَانَ وَصُهَيْبٍ وَبِلاَلٍ فِيْ نَفَرٍ فَقَالُوْا مَا اَخَذَتْ سُيُوْفُ اللّٰهِ مِنْ عَدُوِّ اللّٰهِ مَاْخَذَهَا فَقَالَ اَبُوْ بَكْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَتَقُوْلُوْنَ هٰذَا لِشَيْخِ قُرَيْشٍ وَسَيِّدِهِمْ؟ فَاَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبَرَهُ فَقَالَ يَا اَبَا بَكْرٍ لَعَلَّكَ اَغْضَبْتَهُمْ لَئِنْ كُنْتَ اَغْضَبْتَهُمْ لَقَدْ اَغْضَبْتَ رَبَّكَ فَاَتَاهُمْ فَقَالَ يَا اِخْوَتَاهُ اَغْضَبْتُكُمْ؟ قَالُوْا لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لَكَ يَا اُخَيَّ- رواه مسلم. قَوْلُهُ مَاْخَذَهَا اَيْ لَمْ تَسْتَوْفِ حَقَّهَا مِنْهُ وَقَوْلُهُ يَا اُخَيَّ رُوِيَ بِفَتْحِ الْهَمْزَةِ وَكَسْرِ الْخَاءِ وَتَخْفِيْفِ الْيَاءِ وَرُوِيَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ الْخَاءِ وَتَشْدِيْدِ الْيَاءِ .

২৬১। আবু হুবাইরা আয়েয ইবনে আমর আল-মুযানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বাইআতে রিদওয়ানে অংশগ্রহণকারী সাহাবী ছিলেন। একদা আবু সুফিয়ান কতিপয় লোকের সাথে সালমান ফারসী (রা), সুহাইব রূমী (রা) ও বিলাল (রা)-র কাছে আসলেন। তারা বলেন, আল্লাহ্র তরবারি আল্লাহ্র দুশমনদের কাছ থেকে প্রাপ্য হক আদায় করেনি? আবু বাক্র (রা) বলেন, তোমরা কুরাইশ শেখ এবং নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিকে এই কথা বলছ? তিনি (আবু বাক্র) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এ সম্পর্কে অবহিত করলেন। তিনি বলেন ঃ হে আবু বাক্র! তুমি সম্ভবত তাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছ। যদি তুমি তাদেরকে (বিলাল, সালমান ও সুহাইবকে) অসন্তুষ্ট করে থাক তবে তুমি তোমার প্রভুকেই অসন্তুষ্ট করলে! তিনি (আবু বাক্র) তাদের কাছে ফিরে এসে বলেন, হে ভাইয়েরা! আমি কি তোমাদেরকে অসন্তুষ্ট করেছি? তারা বলেন, না হে ভাই! আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٢- عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَا وَكَافِلُ الْيَتِيْمِ فِى الْجَنَّةِ هٰكَذَا وَاَشَارَ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى وَفَرَّجَ بَيْنَهُمَا- رواه البخارى كَافِلُ الْيَتِيْمِ الْقَائِمُ بِأُمُوْرِه .

২৬২। সাহল ইবনে সা'দ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ও ইয়াতীমদের লালন-পালনকারী জান্নাতে এভাবে একত্রিত থাকব। (এই বলে) তিনি নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করলেন এবং দুটোর মাঝখানে ফাঁক করলেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَافِلُ الْيَتِيْمِ لَهُ وَلِغَيْرِهِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ فِى الْجَنَّةِ وَاَشَارَ الرَّاوِىُ وَهُوَ مَالِكُ بْنُ اَنَسٍ بِالسَّبَّابَةِ وَالْوُسْطٰى- رواه مسلم .قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْيَتِيْمُ لَهُ اَوْ لِغَيْرِه مَعْنَاهُ قَرِيْبُهُ اَوِ الْاَجْنَبِىُّ مِنْهُ فَالْقَرِيْبُ مِثْلُ اَنْ تَكْفُلَهُ اُمُّهُ اَوْ جَدُّهُ اَوْ اَخُوْهُ اَوْ غَيْرُهُمْ مِنْ قَرَابَتِه وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৬৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াতীমের লালন-পালনকারী তার নিকটাত্মীয় কিংবা অন্য কেউ হোক, আমি ও তারা জান্নাতে এভাবে পাশাপাশি থাকব। আনাস ইবনে মালিক (রা)

হাদীসটি বর্ণনা করার সময় তার নিজের তর্জনী ও মধ্যমা আঙুল দিয়ে ইশারা করে (বিষয়টি বুঝালেন)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٤- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ تَرُدُّهُ التَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلاَ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ اِنَّمَا الْمِسْكِيْنُ الَّذِي يَتَعَفَّفُ- متفق عليه

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحَيْنِ لَيْسَ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ يَطُوْفُ عَلَى النَّاسِ تَرُدُّهُ اللُّقْمَةُ وَاللُّقْمَتَانِ وَالتَّمْرَةُ وَالتَّمْرَتَانِ وَلٰكِنَّ الْمِسْكِيْنُ الَّذِيْ لاَ يَجِدُ غِنًى يُغْنِيْهِ وَلاَ يُفْطَنُ بِهٖ فَيُتَصَدَّقَ عَلَيْهِ وَلاَ يَقُوْمُ فَيَسْأَلَ النَّاسَ .

২৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয় যাকে একটি অথবা দু'টি খেজুর দেয়া হয়, এক লোকমা (গ্রাস) বা দুই লোকমা খাদ্য দেয়া হয় (অর্থাৎ যে খুবই সামান্য পাওয়ার জন্য মানুষের নিকট হাত পাতে)। বস্তুত যে-ব্যক্তি দারিদ্র্যের কষাঘাতে জর্জরিত হয়েও অন্যের কাছে হাত পাতে না সেই হচ্ছে মিসকীন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। উল্লেখিত সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ এমন ব্যক্তি মিসকীন নয়, যে এক-দুই মুঠো খাবারের জন্য বা দুই-একটি খেজুরের জন্য মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে বেড়ায় এবং তা দেয়া হলে সে প্রত্যাবর্তন করে। প্রকৃত মিসকীন ঐ ব্যক্তি, যার প্রয়োজন পূরণ করার মত যথেষ্ট সংগতি নেই; অথচ (তার নীরবতার কারণে) তাকে চেনাও যায় না যাতে লোকে তাকে সাহায্য করতে পারে এবং লোকদের নিকট গিয়েও সে হাত পাতে না।

٢٦٥- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ السَّاعِيْ عَلَى الْاَرْمَلَةِ وَالْمِسْكِيْنِ كَالْمُجَاهِدِ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَاَحْسَبُهُ قَالَ وَكَالْقَائِمِ الَّذِيْ لاَ يَفْتُرُ وَكَالصَّائِمِ الَّذِيْ لاَ يُفْطِرُ- متفق عليه .

২৬৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বিধবা, বৃদ্ধ ও মিসকীনদের (সাহায্যের) জন্য চেষ্টা-সাধনাকারী আল্লাহ্‌র পথে জিহাদকারীর মত। (রাবী বলেন), আমার ধারণা, তিনি (নবী) এ কথাও বলেছেন ঃ সে অবিরাম নামায পাঠকারী ও অনবরত রোযা রাখা ব্যক্তির মত।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ شَرُّ الطَّعَامِ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُمْنَعُهَا مَنْ يَاْتِيْهَا وَيُدْعىٰ اِلَيْهَا مَنْ يَأْبَاهَا وَمَنْ لَمْ يُجِبِ الدَّعْوَةَ فَقَدْ عَصَى اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ- رواه مسلم

وَفِيْ رِوَايَةٍ فِي ا لصَّحِيْحَيْنِ عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ مِنْ قَوْلِهِ بِئْسَ الطَّعَامُ طَعَامُ الْوَلِيْمَةِ يُدْعىٰ اِلَيْهَا الْاَغْنِيَاءُ وَيُتْرَكُ الْفُقَرَاءُ .

২৬৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এমন ওয়ালীমা (বিবাহভোজ) নিকৃষ্ট, যে ওয়ালীমায় আগতদেরকে (গরীব) বাধা দেয়া হয় এবং যারা আসতে রাজী নয় (ধনী) তাদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়। যে ব্যক্তি দাওয়াত কবুল করল না, সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নাফরমানী করল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ে আবু হুরাইরা (রা) কর্তৃক বর্ণিত হাদীসে আছে ঃ সবচে' নিকৃষ্ট ওয়ালীমা হচ্ছে সেটি যাতে ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের পরিত্যাগ করা হয়।

٢٦٧- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ عَالَ جَارِيَتَيْنِ حَتّٰى تَبْلُغَا جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَنَا وَهُوَ كَهَاتَيْنِ وَضَمَّ اَصَابِعَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَجَارِيَتَيْنِ اَيْ بِنْتَيْنِ.

২৬৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি দু'টি মেয়েকে বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়া পর্যন্ত লালন-পালন করল, সে কিয়ামাতের দিন এরূপ অবস্থায় আসবে যে, আমি ও সে এরকম একত্রিত থাকব। তিনি তাঁর আঙুলগুলো মিলিয়ে দেখালেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلَتْ عَلَيَّ امْرَأَةٌ وَمَعَهَا ابْنَتَانِ لَهَا تَسْأَلُ فَلَمْ تَجِدْ عِنْدِيْ شَيْئًا غَيْرَ تَمْرَةٍ وَاحِدَةٍ فَاَعْطَيْتُهَا اِيَّاهَا فَقَسَمَتْهَا بَيْنَ ابْنَتَيْهَا وَلَمْ تَاْكُلْ مِنْهَا ثُمَّ قَامَتْ فَخَرَجَتْ فَدَخَلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْنَا فَاَخْبَرْتُهُ فَقَالَ مَنِ ابْتُلِيَ مِنْ هٰذِهِ الْبَنَاتِ بِشَيْءٍ فَاَحْسَنَ اِلَيْهِنَّ كُنَّ لَهُ سِتْرًا مِنَ النَّارِ- متفق عليه.

২৬৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার কাছে এক মহিলা আসল এবং

তার সাথে তার দু'টি মেয়েও ছিল। সে কিছু চাইল কিন্তু আমার কাছে একটি খেজুর ছাড়া আর কিছুই ছিল না। আমি খেজুরটা তাকে দিলাম। সে খেজুরটি তার দুই কন্যার মধ্যে বন্টন করল, সে নিজে তা থেকে খেল না, অতঃপর উঠে চলে গেল। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের কাছে আসলে আমি তাঁকে ব্যাপারটা অবহিত করলাম। তিনি বলেন ঃ যে ব্যক্তিই এরূপ কন্যা সন্তানদের নিয়ে পরীক্ষার সম্মুখীন হবে এবং তাদের সাথে সুন্দর ব্যবহার করবে, তারা (কিয়ামাতের দিন) তার জন্য জাহান্নামের আগুনের বিরুদ্ধে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٦٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ جَاءَتْنِيْ مِسْكِيْنَةٌ تَحْمِلُ ابْنَتَيْنِ لَهَا فَاَطْعَمْتُهَا ثَلاَثَ تَمَرَاتٍ فَاَعْطَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا تَمْرَةً وَرَفَعَتْ اِلٰى فِيْهَا تَمْرَةً لِتَأْكُلَهَا فَاسْتَطْعَمَتْهَا ابْنَتَاهَا فَشَقَّتِ التَّمْرَةَ الَّتِىْ كَانَتْ تُرِيْدُ اَنْ تَأْكُلَهَا بَيْنَهُمَا فَاَعْجَبَنِيْ شَأْنُهَا فَذَكَرْتُ الَّذِيْ صَنَعَتْ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَوْجَبَ لَهَا بِهَا الْجَنَّةَ اَوْ اَعْتَقَهَا بِهَا مِنَ النَّارِ. رَوَاهُ مُسْلِم

২৬৯। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক দরিদ্র স্ত্রীলোক তার দু'টি কন্যাসহ আমার কাছে আসল। আমি তাদেরকে তিনটি খেজুর খেতে দিলাম। সে তাঁর মেয়ে দুটোকে একটি করে খেজুর দিল এবং একটি খেজুর নিজে খাওয়ার জন্য তাঁর মুখের দিকে তুলল। কিন্তু এটিও তাঁর মেয়েরা খেতে চাইল। যে খেজুরটি সে নিজে খাওয়ার ইচ্ছা করল তাও দু'ভাগ করে তার মেয়ে দু'টিকে দিল। (আয়িশা রা. বলেন), ব্যাপারটি আমাকে অবাক করল। সে যা করল আমি তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বললাম। তিনি বলেন ঃ এর বিনিময়ে আল্লাহ তার জন্য জান্নাত নির্ধারিণ করে দিয়েছেন অথবা তাকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٠- عَنْ اَبِيْ شُرَيْحٍ خُوَيْلِدِ بْنِ عَمْرٍو الْخُزَاعِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اُحَرِّجُ حَقَّ الضَّعِيْفَيْنِ الْيَتِيْمِ وَالْمَرْاَةِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ النَّسَائِيُّ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ وَمَعْنٰى اُحَرِّجُ اُلْحِقُ الْحَرَجَ وَهُوَ الْاِثْمُ بِمَنْ ضَيَّعَ حَقَّهُمَا وَاُحَذِّرُ مِنْ ذٰلِكَ تَحْذِيْرًا بَلِيْغًا وَاَزْجُرُ عَنْهُ زَجْرًا اَكِيْدًا .

২৭০। আবু শুরাইহ্ খুয়াইলিদ ইবনে আমর আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আল্লাহ! দুই দুর্বল অর্থাৎ ইয়াতীম ও

নারীদের প্রাপ্য ও অধিকার যে ব্যক্তি নষ্ট করে আমি তার জন্য অন্যায় ও গুনাহ নির্দিষ্ট করে দিলাম।

এটা হাসান হাদীস। ইমাম নাসাঈ উত্তম সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧١- عَنْ مُصْعَبِ بْنِ سَعْدِ بْنِ اَبِيْ وَقَّاصٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ رَاٰى سَعْدٌ اَنَّ لَهُ فَضْلاً عَلٰى مَنْ دُوْنَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هَلْ تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ اِلاَّ بِضُعَفَائِكُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ هٰكَذَا مُرْسَلاً فَاِنَّ مُصْعَبَ بْنَ سَعْدٍ تَابِعِيٌّ رَوَاهُ الْحَافِظُ اَبُوْ بَكْرٍ الْبَرْقَانِيُّ فِيْ صَحِيْحِهِ مُتَّصِلاً عَنْ مُصْعَبٍ عَنْ اَبِيْهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ.

২৭১। মুস'আব ইবনে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, সা'দ (রা) দেখলেন অন্যদের উপর তার একটা শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমরা কেবল তোমাদের দুর্বলদের উসীলায়ই সাহায্য ও রিযক পেয়ে থাক।

ইমাম বুখারী মুস'আব ইবনে সা'দ সূত্রে এটি মুরসাল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন। কেননা তিনি (মুস'আব) তাবিঈ ছিলেন। হাফেজ আবু বাক্‌র আল-বুরকানী তার সহীহ গ্রন্থে এটিকে মুত্তাসিল হাদীসরূপে বর্ণনা করেছেন অর্থাৎ মুস'আব তার পিতার সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٢٧٢- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ عُوَيْمَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَبْغُوْنِيْ فِى الضُّعَفَاءِ فَاِنَّمَا تُنْصَرُوْنَ وَتُرْزَقُوْنَ بِضُعَفَائِكُمْ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ .

২৭২। আবুদ্‌ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা আমার সন্তুষ্টি নিঃস্ব-দুর্বলদের মধ্যে অন্বেষণ কর। কেননা তোমরা তাদের উসীলায় সাহায্য ও রিযক পেয়ে থাক।

ইমাম আবু দাঊদ উত্তম সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৪

মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَاشِرُوْهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"এবং তোমরা তাদের (স্ত্রীদের) সাথে মিলেমিশে সদ্ভাবে জীবন যাপন কর।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১৯)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَلَنْ تَسْتَطِيْعُوْا اَنْ تَعْدِلُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلاَ تَمِيْلُوْا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَذَرُوْهَا كَالْمُعَلَّقَةِ وَاِنْ تُصْلِحُوْا وَتَتَّقُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَحِيْمًا .

"স্ত্রীদের মধ্যে পুরোপুরি সুবিচার ও ইনসাফ বজায় রাখা তোমাদের সাধ্যের অতীত। তোমরা অন্তর দিয়ে চাইলেও তা করতে সমর্থ হবে না। অতএব (আল্লাহর আইনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে) একজন স্ত্রীকে একদিকে ঝুলিয়ে রেখে অপরজনের দিকে একেবারে ঝুঁকে পড়বে না। তোমরা যদি নিজেদের কাজকর্ম সঠিকরূপে সম্পন্ন কর এবং আল্লাহ্কে ভয় কর, তবে আল্লাহ তো ক্ষমাকারী ও দয়াময়।" (সূরা আন-নিসা ঃ ১২৯)

٢٧٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اِسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ وَاِنَّ اَعْوَجَ مَا فِى الضِّلَعِ اَعْلاَهُ فَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهُ كَسَرْتَهُ وَاِن تَرَكْتَهُ لَمْ يَزَلْ اَعْوَجَ فَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ. متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ فِى الصَّحِيْحَيْنِ اَلْمَرْاَةُ كَالضِّلَعِ اِنْ اَقَمْتَهَا كَسَرْتَهَا وَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اسْتَمْتَعْتَ وَفِيْهَا عَوَجٌ.

وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اِنَّ الْمَرْاَةَ خُلِقَتْ مِنْ ضِلَعٍ لَنْ تَسْتَقِيْمَ لَكَ عَلٰى طَرِيْقَةٍ فَاِنِ اسْتَمْتَعْتَ بِهَا اِسْتَمْتَعْتَ بِهَا وَفِيْهَا عَوَجٌ وَاِنْ ذَهَبْتَ تُقِيْمُهَا كَسَرْتَهَا وَكَسْرُهَا طَلاَقُهَا- قَوْلُهُ عَوَجٌ هُوَ بِفَتْحِ الْعَيْنِ وَالْوَاوِ .

২৭৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার কাছ থেকে মেয়েদের সাথে সদ্ব্যবহার করার শিক্ষা গ্রহণ কর। কেননা নারী জাতিকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। পাঁজরের হাড়গুলোর মধ্যে উপরের হাড়টা সর্বাপেক্ষা বাঁকা। অতএব তুমি যদি তা সোজা করতে

যাও তবে ভেংগে ফেলার আশংকা রয়েছে এবং যদি ফেলে রাখ তবে বাঁকা হতেই থাকবে। অতএব তোমরা নারীদের সাথে ভালো ব্যবহার কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের সহীহ হাদীস গ্রন্থদ্বয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ মেয়েরা পাঁজরের বাঁকা হাড়ের সমতুল্য। তুমি যদি তা সোজা করতে যাও ভেংগে ফেলবে। অতএব তুমি যদি তার থেকে কাজ আদায় করতে চাও তবে তার এ বাঁকা অবস্থায়ই কাজ আদায় কর। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ মহিলাদেরকে পাঁজরের বাঁকা হাড় থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। সে কখনও এবং কিছুতেই তোমার জন্য সোজা হবে না। যদি তুমি তার থেকে কাজ আদায় করতে চাও, তবে এ বাঁকা অবস্থায়ই কাজ আদায় কর, আর যদি সোজা করতে যাও ভেংগে ফেলবে। ভাংগার অর্থ হল তাকে তালাক প্রদান।

٢٧٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ زَمْعَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْطُبُ وَذَكَرَ النَّاقَةَ وَالَّذِيْ عَقَرَهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذِ انْبَعَثَ اَشْقَاهَا انْبَعَثَ لَهَا رَجُلٌ عَزِيْزٌ عَارِمٌ مَنِيْعٌ فِيْ رَهْطِهِ ثُمَّ ذَكَرَ النِّسَاءَ فَوَعَظَ فِيْهِنَّ فَقَالَ يَعْمِدُ اَحَدُكُمْ فَيَجْلِدُ امْرَاَتَهُ جَلْدَ الْعَبْدِ فَلَعَلَّهُ يُضَاجِعُهَا مِنْ اٰخِرِ يَوْمِهِ ثُمَّ وَعَظَهُمْ فِيْ ضَحِكِهِمْ مِنَ الضَّرْطَةِ وَقَالَ لِمَ يَضْحَكُ اَحَدُكُمْ مِمَّا يَفْعَلُ؟ متفق عليه.

وَالْعَارِمُ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَالرَّاءِ هُوَ الشِّرِّيْرُ الْمُفْسِدُ وَقَوْلُهُ انْبَعَثَ اَىْ قَامَ بِسُرْعَةٍ .

২৭৪। আবদুল্লাহ ইবনে যাম'আ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে খুতবা দিতে শুনলেন। তিনি সেই উষ্ট্রী এবং তার হত্যাকারীর কথা উল্লেখ করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "যখন তারা তাদের হতভাগা দুষ্ট লোকটাকে পাঠালো।" অর্থাৎ (সামূদ জাতির) এক বড় সরদার, নিকৃষ্ট দুষ্ট ও সবচেয়ে শক্তিশালী ব্যক্তি স্ফূর্তি ও উন্মত্ততার সাথে (উষ্ট্রীকে হত্যা করার জন্য) দাঁড়িয়ে গেল।[৩৭] (নবী সা. তাঁর বক্তৃতায়) মেয়েদের কথা উল্লেখ করলেন, তিনি তাদের সম্পর্কে উপদেশ

---

৩৭. এখানে সামূদ জাতির নবী সালিহ আলাইহিস সালামের উষ্ট্রীর দিকে ইংগিত করা হয়েছে। এটি ছিল আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে তাঁর জন্য একটি মুজিযা। আল কুরআনে একে 'আল্লাহ্‌র উষ্ট্রী' বলা হয়েছে। তিনি তাঁর জাতিকে পূর্বেই সতর্ক করে দিয়েছিলেন ঃ যদি এর কোন ক্ষতি সাধন করা হয় তবে কঠিন শাস্তিতে তারা ধ্বংস হবে। তারা যখন এ সতর্কবাণী উপেক্ষা করে উষ্ট্রীটিকে হত্যা করে তখন তাদেরকে একটি প্রচণ্ড ও বিকট শব্দ দ্বারা ধ্বংস করা হয়।

দিলেন। তিনি বলেন ঃ তোমাদের কেউ তার স্ত্রীকে মারতে উদ্যত হয় এবং তাকে গোলাম-বাঁদীর ন্যায় মারে। দিনের শেষে সে আবার তার সাথে শোয় (সংগম করে, কত অকৃতজ্ঞ)। অতঃপর তিনি বাতকর্মের কারণে তাদের হাসি সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। তিনি বলেন ঃ যে কাজ তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি করে সে কাজের জন্য সে নিজেই কেন হাসবে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَفْرَكْ مُؤْمِنٌ مُؤْمِنَةً اِنْ كَرِهَ مِنْهَا خُلُقًا رَضِىَ مِنْهَا اٰخَرَ اَوْ قَالَ غَيْرَهُ- رواه مسلم. وَقَوْلُهُ يَفْرَكْ هُوَ بِفَتْحِ الْيَاءِ وَاِسْكَانِ الْفَاءِ وَفَتْحِ الرَّاءِ مَعْنَاهُ يُبْغِضُ يُقَالُ فَرِكَتِ الْمَرْاَةُ زَوْجَهَا وَفَرِكَهَا زَوجُهَا بِكَسْرِ الرَّاءِ يَفْرَكُهَا بِفَتْحِهَا اَىْ اَبْغَضَهَا- وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৭৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলিম পুরুষ যেন কোন মুসলিম মহিলার প্রতি হিংসা-বিদ্বেষ ও শত্রুতা পোষণ না করে। কেননা তার কোন একটি দিক তার কাছে খারাপ লাগলেও অন্য একটি দিক তার পছন্দ হবে (অর্থাৎ দোষ থাকলে গুণও আছে) অথবা তিনি (নবী) অনুরূপ কথা বলেছেন।[৩৮]

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٦- عَنْ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ الْجُشَمِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّهُ سَمِعَ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ حَجَّةِ الْوَدَاعِ يَقُوْلُ بَعْدَ اَنْ حَمِدَ اللّٰهَ تَعَالٰى وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَذَكَّرَ وَوَعَظَ ثُمَّ قَالَ اَلاَ وَاسْتَوْصُوْا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا فَاِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُم لَيْسَ تَمْلِكُوْنَ مِنْهُنَّ شَيْئًا غَيْرَ ذٰلِكَ اِلاَّ اَن يَّاْتِيْنَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ فَاِنْ فَعَلْنَ فَاهْجُرُوْهُنَّ فِى الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوْهُنَّ ضَرْبًا غَيْرَ مُبَرِّحٍ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَلاَ اِنَّ لَكُمْ عَلٰى نِسَائِكُمْ حَقًّا وَلِنِسَائِكُمْ عَلَيْكُمْ حَقًّا فَحَقُّكُمْ عَلَيْهِنَّ اَنْ

---

৩৮. হাদীসের বিশুদ্ধতা সম্পর্কে অধিকতর আল্লাহভীতি ও দায়িত্ব সচেতনতার পরিপ্রেক্ষিতে হাদীস বর্ণনাকারীগণ এ ধরনের বাক্য উচ্চারণ করে থাকেন।

لاَ يُوْطِئْنَ فُرُشَكُمْ مَنْ تَكْرَهُوْنَ وَلاَ يَأْذَنَّ فِيْ بُيُوْتِكُمْ لِمَنْ تَكْرَهُوْنَ اَلاَ وَحَقُّهُنَّ عَلَيْكُمْ اَنْ تُحْسِنُوْا اِلَيْهِنَّ فِيْ كِسْوَتِهِنَّ وَطَعَامِهِنَّ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَوَانٌ اَيْ اَسِيْرَاتٌ جَمْعُ عَانِيَةٍ بِالْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَهِيَ الْاَسِيْرَةُ وَالْعَانِي الْاَسِيْرُ شَبَّهَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَرْأَةَ فِيْ دُخُوْلِهَا تَحْتَ حُكْمِ الزَّوْجِ بِالْاَسِيْرِ وَالضَّرْبُ الْمُبَرِّحُ هُوَ الشَّاقُّ الشَّدِيْدُ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلاَ تَبْغُوْا عَلَيْهِنَّ سَبِيْلاً اَيْ لاَ تَطْلُبُوْا طَرِيْقًا تَحْتَجُّوْنَ بِهِ عَلَيْهِنَّ وَتُؤْذُوْنَهُنَّ بِهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

২৭৬। আমর ইবনুল আহওয়াস আল-জুশামী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বিদায় হজ্জের খুত্বায় বলতে শুনেছেন ঃ তিনি আল্লাহ্র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, লোকদেরকে ওয়াজ-নসীহত করলেন এবং বললেন ঃ তোমরা মেয়েদের প্রতি সদ্ব্যবহার কর। কেননা তারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে রয়েছে। তোমরা তাদের কাছ থেকে সুযোগ-সুবিধা লাভ (সহবাস ও সংসারের তত্ত্বাবধান) ছাড়া অন্য কিছুর মালিক নও, কিন্তু হাঁ, যদি তারা প্রকাশ্যে অশ্লীল কাজে লিপ্ত হয়। যদি তারা এরূপ করে তবে তোমাদের বিছানা থেকে তাদেরকে পৃথক করে দাও এবং তাদেরকে মারধর কর কিন্তু কঠোরভাবে নয়। যদি তারা তোমাদের অনুগত হয়ে যায়, তবে তাদের (কষ্ট দেয়ার) জন্য বিকল্প পথ অনুসন্ধান করো না। সাবধান! তোমাদের স্ত্রীদের উপর যেমন তোমাদের অধিকার রয়েছে, তোমাদের উপরও তাদের তেমন অধিকার রয়েছে। তাদের উপর তোমাদের অধিকার হল ঃ তারা তোমাদের অপছন্দনীয় ব্যক্তিদের দ্বারা তোমাদের বিছানা কলুষিত করবে না এবং অনাকাঙ্ক্ষিত কোন ব্যক্তিকে তোমাদের বাড়িতে প্রবেশের অনুমতি দেবে না। তোমাদের উপর তাদের অধিকার হল ঃ তোমরা তাদের খাওয়া-পরার উত্তম ব্যবস্থা করবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। শব্দার্থ ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা ঃ عوان বহুবচনের শব্দ, অর্থ কয়েদি বা বন্দী। তিনি স্ত্রীকে স্বামীর অধীনে থাকার অবস্থাকে বন্দীর অবস্থার সাথে তুলনা করেছেন। الضرب المبرّح অর্থ ঃ কঠিন প্রহার। فلا تبغوا عليهن سبيلاً অর্থাৎ এমন পথ বা পন্থা অবলম্বন করো না যাতে তারা কষ্ট ভোগ করবে বা দুর্ভোগ পোহাতে থাকবে।

٢٧٧- عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ حَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا حَقُّ زَوْجَةِ اَحَدِنَا عَلَيْهِ؟ قَالَ اَنْ تُطْعِمَهَا اِذَا طَعِمْتَ وَتَكْسُوْهَا اِذَا اكْتَسَيْتَ وَلاَ تَضْرِبِ الْوَجْهَ وَلاَ تُقَبِّحْ وَلاَ تَهْجُرْ اِلاَّ فِي الْبَيْتِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَقَالَ مَعْنٰى لاَ تُقَبِّحْ لاَ تَقُلْ قَبَّحَكَ اللّٰهُ .

২৭৭। মু'আবিয়া ইবনে হাইদাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাদের কোন ব্যক্তির উপর তাঁর স্ত্রীর কি অধিকার রয়েছে? তিনি বলেন ঃ তুমি যখন আহার কর তাকেও আহার করাও, তুমি যখন পরিধান কর, তাকেও পরিধান করাও, কখনও মুখমণ্ডলে প্রহার করো না, কখনও অশ্লীল ভাষায় গালি দিও না এবং ঘরের মধ্যে ছাড়া তার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ো না।[৩৯]

এটি হাসান হাদীস এবং ইমাম আবু দাউদ এটি বর্ণনা করেছেন।

٢٧٨- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَكْمَلُ الْمُؤْمِنِيْنَ اِيْمَانًا اَحْسَنُهُمْ خُلُقًا وَخِيَارُكُمْ خِيَارُكُمْ لِنِسَائِهِمْ- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৭৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির চরিত্র ও ব্যবহার সবচেয়ে উত্তম, ঈমানের দিক দিয়ে সে-ই পরিপূর্ণ মুমিন। তোমাদের মধ্যে সেইসব লোক উত্তম যারা তাদের স্ত্রীদের জন্য ভালো।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٧٩- عَنْ اِيَاسِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ اَبِيْ ذُبَابٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ تَضْرِبُوْا اِمَاءَ اللّٰهِ فَجَاءَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ ذَئِرْنَ النِّسَاءُ عَلٰى اَزْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِيْ ضَرْبِهِنَّ فَاَطَافَ بِاٰلِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ اَزْوَاجَهُنَّ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَقَدْ اَطَافَ بِاٰلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ نِسَاءٌ كَثِيْرٌ يَشْكُوْنَ

৩৯. ঘরের মধ্যে বলতে এখানে বিছানা বুঝানো হয়েছে অর্থাৎ কখনো শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার উদ্দেশে আলাদা বিছানার ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

أَزْوَاجَهُنَّ لَيْسَ أُولٰئِكَ بِخِيَارِكُمْ- رواه ابو داود بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .قَوْلُهُ ذَئِرْنَ هُوَ بِذَالٍ مُعْجَمَةٍ مَفْتُوْحَةٍ ثُمَّ هَمْزَةٍ مَكْسُوْرَةٍ ثُمَّ رَاءٍ سَاكِنَةٍ ثُمَّ نُوْنٍ اَيْ اِجْتَرَانَ وَقَوْلُهُ أَطَافَ اَيْ أَحَاطَ.

২৭৯। ইয়াস ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আল্লাহ্‌র বাঁদীদেরকে (স্ত্রীলোকদেরকে) মারপিট করো না। উমার (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, স্ত্রীরা তাদের স্বামীদের উপর চড়াও হয়েছে (ঔদ্ধত্য দেখাচ্ছে)। অতঃপর তিনি তাদেরকে মারতে অনুমতি দিলেন। ফলে অনেক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনদের কাছে এসে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের অনেক মহিলা এসে মুহাম্মাদের পরিবারের কাছে তাদের স্বামীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেছে। এরা (স্বামীরা) কিছুতেই উত্তম লোক নয়।

ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٨٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلدُّنْيَا مَتَاعٌ وَخَيْرُ مَتَاعِهَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ- رواه مسلم .

২৮০। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সমগ্র পৃথিবীটাই সম্পদ। আর পৃথিবীর সর্বোত্তম সম্পদ হল সৎকর্মপরায়ণা স্ত্রী।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৫
স্বামীর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্য।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَا اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهُ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

“পুরুষরা নারীদের উপর কর্তৃত্বশীল, কারণ আল্লাহ তাদের একের উপর অপরকে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন এবং আরো এজন্য যে, পুরুষরা তাদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে। অতএব সতী

নারীরা আনুগত্যপরায়ণা হয়ে থাকে এবং পুরুষদের অনুপস্থিতিতে আল্লাহ্র হিফাযাত ব্যবস্থার অধীনে তাদের অধিকার রক্ষা করে। (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৪)

وَاَمَّا الْاَحَادِيْثُ فَمِنْهَا حَدِيْثُ عَمْرِو بْنِ الْاَحْوَصِ السَّابِقُ فِى الْبَابِ قَبْلَهُ :

٢٨١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّم اذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَاَتَهُ الٰى فِرَاشِهِ فَلَمْ تَأْتِهِ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ متفق عليه. وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا اذَا بَاتَتِ الْمَرْاَةُ هَاجِرَةً فِرَاشَ زَوْجِهَا لَعَنَتْهَا الْمَلاَئِكَةُ حَتّٰى تُصْبِحَ . وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهِ مَا مِنْ رَّجُلٍ يَدْعُوْ اِمْرَاَتَهُ الٰى فِرَاشِهَا فَتَأْبٰى عَلَيْهِ الاَّ كَانَ الَّذِىْ فِى السَّمَاءِ سَاخِطًا عَلَيْهَا حَتّٰى يَرْضٰى عَنْهَا .

২৮১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন লোক তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে কিন্তু সে আসে না, ফলে স্বামী তার প্রতি অসন্তুষ্ট অবস্থায় রাত কাটায়, ফেরেশতাগণ তাকে সকাল হওয়া পর্যন্ত অভিশাপ দিতে থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তাদের উভয়ের অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ কোন স্ত্রীলোক যখন তার স্বামীর বিছানা পরিত্যাগ করে রাত কাটায়, তখন ফেরেশতাগণ সকাল হওয়া পর্যন্ত তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। অপর এক বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সেই সত্তার শপথ যাঁর হাতে আমার জীবন! কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে তার বিছানায় ডাকে আর সে তা অস্বীকার করে, এ অবস্থায় তার প্রতি তার স্বামী খুশি না হওয়া পর্যন্ত যিনি আসমানে আছেন তিনি তার প্রতি অসন্তুষ্ট থাকেন।

٢٨٢- وَعَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَيْضًا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَحِلُّ لِلْمَرْاَةِ اَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ الاَّ بِاِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِىْ بَيْتِهِ الاَّ بِاِذْنِهِ- متفق عليه وَهٰذَا لَفْظُ الْبُخَارِىِّ .

২৮২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী বাড়িতে উপস্থিত থাকা অবস্থায় তার অনুমতি ছাড়া কোন স্ত্রীলোকের পক্ষে (নফল) রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দেয়াও তার জন্য হালাল নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তবে মূল পাঠ বুখারী শরীফের।

٢٨٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْاَمِيْرُ رَاعٍ وَالرَّجُلُ رَاعٍ عَلٰى اَهْلِ بَيْتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَعِيَّةٌ عَلٰى بَيْتِ زَوْجِهَا وَوَلَدِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- متفق عليه .

২৮৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। আমীর বা শাসক একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী (তাকেও তার রক্ষণাবেক্ষণের পুংখানুপুংখ হিসাব দিতে হবে)। পুরুষ তার পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণকারী, স্ত্রী তার স্বামীর ঘরের এবং সন্তানদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٨٤- عَنْ اَبِىْ عَلِيٍّ طَلْقِ بْنِ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا دَعَا الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ لِحَاجَتِهِ فَلْتَأْتِهِ وَاِنْ كَانَتْ عَلَى التَّنُّوْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

২৮৪। আবু আলী তাল্‌ক ইবনে আলী (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ স্বামী যখন তার কোন প্রয়োজনে স্ত্রীকে ডাকে, সে যেন সাথে সাথে তার কাছে চলে আসে; এমনকি চুলার উপর রুটি থাকলেও।

ইমাম তিরমিযী ও ইমাম আন্‌ নাসাঈ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ্।

٢٨٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَوْ كُنْتُ اٰمِرًا اَحَدًا اَنْ يَّسْجُدَ لِاَحَدٍ لَاَمَرْتُ الْمَرْاَةَ اَنْ تَسْجُدَ لِزَوْجِهَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

২৮৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ

আমি যদি কোন ব্যক্তিকে অন্য কাউকে সিজদা করতে নির্দেশ দিতাম তবে স্ত্রীকে নির্দেশ দিতাম তার স্বামীকে সিজদা করতে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٢٨٦- عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰه صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْه وَسَلَّمَ اَيُّمَا امْرَاَةٍ مَاتَتْ وَزَوْجُهَا عَنْهَا رَاضٍ دَخَلَتِ الْجَنَّةَ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

২৮৬। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন স্ত্রীলোক তার প্রতি তার স্বামী সন্তুষ্ট থাকা অবস্থায় মারা গেলে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

٢٨٧- عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُؤْذِيْ امْرَاَةٌ زَوْجَهَا فِي الدُّنْيَا الاَّ قَالَتْ زَوْجَتُهُ مِنَ الْحُوْرِ الْعَيْنِ لاَ تُؤْذِيْه قَاتَلَكِ اللّٰهُ فَانَّمَا هُوَ عِنْدَكِ دَخِيْلٌ يُوْشِكُ اَنْ يُّفَارِقَكِ اِلَيْنَا- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

২৮৭। মু'আয ইবনে জাবাল (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখনই কোন স্ত্রীলোক তার স্বামীকে দুনিয়ায় কষ্ট দিতে থাকে তখনই (জান্নাতের) আয়তলোচনা হূরদের মধ্যে যে তার স্ত্রী হবে সে বলে, (হে অভাগিনী) তুমি তাকে কষ্ট দিয়ো না। আল্লাহ তোমাকে ধ্বংস করুন। তিনি তোমার কাছে মেহমান। অচিরেই তিনি তোমাকে ছেড়ে আমাদের কাছে চলে আসবেন।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

٢٨٨- عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا تَرَكْتُ بَعْدِيْ فِتْنَةً هِيَ اَضَرُّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ- متفق عليه .

২৮৮। উসামা ইবনে যায়িদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমার পরে আমি পুরুষদের জন্য নারীদের চেয়ে অধিকতর ক্ষতিকর ফিৎনা রেখে যাইনি।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৬

পরিবার-পরিজনদের ভরণ-পোষণ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"সন্তানের পিতাকে ন্যায়সংগতভাবে মায়েদের ভরণ-পোষণ করতে হবে।" (সূরা আল-বাকারা ঃ ২৩৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : لِيُنْفِقْ ذُوْ سَعَةٍ مِّنْ سَعَتِهٖ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهٗ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا اٰتَاهُ اللّٰهُ لاَ يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلاَّ مَا اٰتَاهَا .

"সচ্ছল লোক নিজের সচ্ছলতা অনুযায়ী ব্যয়ভার বহন করবে। আর যাকে কম রিযক দেয়া হয়েছে, সে তার সেই সম্পদ থেকে ব্যয় করবে যা আল্লাহ তাকে দিয়েছেন। আল্লাহ যাকে যতটা দিয়েছেন, তার বেশি ব্যয় করার দায়িত্ব তিনি তার উপর চাপিয়ে দেন না। এটা অসম্ভব নয় যে, আল্লাহ অসচ্ছলতার পর প্রাচুর্য দান করবেন।" (সূরা আত-তালাক ঃ ৭)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَا اَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ.

" তোমরা যা কিছু ব্যয় কর, তিনি তার বিনিময় দেবেন।" (সূরা সাবা ঃ ৩৯)

٢٨٩- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ فِيْ رَقَبَةٍ وَدِيْنَارٌ تَصَدَّقْتَ بِهٖ عَلٰى مِسْكِيْنٍ وَدِيْنَارٌ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ اَعْظَمُهَا اَجْرًا الَّذِيْ اَنْفَقْتَهُ عَلٰى اَهْلِكَ. رواه مسلم.

২৮৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি একটি দীনার আল্লাহ্‌র রাস্তায় খরচ করেছ, একটি দীনার দাস মুক্তির জন্য ব্যয় করেছ, একটি দীনার মিসকীনকে দান করেছ এবং একটি দীনার তোমার পরিবার-পরিজনের জন্য খরচ করেছ। এ দীনারগুলোর মধ্যে যেটি তুমি নিজ পরিবারের লোকদের জন্য ব্যয় করেছ, প্রতিদান লাভের দিক দিয়ে সেটিই সর্বোত্তম ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٠- عَنْ اَبِيْ عَبْدِ اللّٰهِ وَيُقَالُ لَهٗ اَبِيْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ ثَوْبَانَ بْنِ بُجْدُدَ مَوْلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اَفْضَلُ دِيْنَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى عِيَالِهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى دَابَّتِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَدِيْنَارٌ يُنْفِقُهُ عَلٰى اَصْحَابِهِ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ـ رواه مسلم.

২৯০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের মুক্তদাস আবু আবদুল্লাহ অথবা আবু আবদুর রহমান সাওবান ইবনে বুজদুদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির খরচকৃত দীনারগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উত্তম দীনার হল ঃ যেটা সে তার পরিবার-পরিজনের জন্য ব্যয় করে; যে দীনারটি আল্লাহ্র পথে জিহাদের উদ্দেশে পোষা ঘোড়ার জন্য খরচ করে এবং যে দীনারটি আল্লাহ্র পথে স্বীয় সাথীদের জন্য খরচ করে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩١- عَنْ اُمِّ سَلَمَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ لِىْ اَجْرٌ فِىْ بَنِىْ اَبِىْ سَلَمَةَ اَنْ اُنْفِقَ عَلَيْهِمْ وَلَسْتُ بِتَارِكَتِهِمْ هٰكَذَا وَهٰكَذَ اِنَّمَاهُمْ بَنِىَّ؟ فَقَالَ نَعَمْ لَكِ اَجْرُ مَا اَنْفَقْتِ عَلَيْهِمْ ـ متفق عليه.

২১৯। উম্মু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমি যে আবু সালামার সন্তানদের জন্য খরচ করি তাতে কি আমার সাওয়াব হবে? আমি তাদেরকে কোন রকমই ত্যাগ করতে পারছি না। কেননা তারা আমারও সন্তান। তিনি বলেন ঃ হাঁ তুমি তাদের যে ব্যয়ভার বহন করছ তাতে তোমার জন্য প্রতিদান রয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٢- عَنْ سَعْدِ بْنِ اَبِىْ وَقَّاصٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِىْ حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ الَّذِىْ قَدَّمْنَاهُ فِىْ اَوَّلِ الْكِتَابِ فِىْ بَابِ النِّيَّةِ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَهُ وَاِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً تَبْتَغِىْ بِهَا وَجْهَ اللّٰهِ اِلاَّ اُجِرْتَ بِهَا حَتّٰى مَا تَجْعَلُ فِىْ فِىْ اِمْرَاَتِكَ ـ متفق عليه.

২৯২। সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে বলেন ঃ আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য তুমি যা-ই খরচ করবে তোমাকে তার প্রতিদান দেয়া হবে; এমনকি যে গ্রাসটি তুমি তোমার স্ত্রীর মুখে তুলে দাও তারও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٣- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلٰى اَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَهِىَ لَهُ صَدَقَةٌ- متفق عليه.

২৯৩। আবু মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক সাওয়াব লাভের আশায় নিজের পরিবার-পরিজনের জন্য যা খরচ করে তা তার জন্য সাদাকা (দান) সমতুল্য।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٤- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَقُوْتُ- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَغَيْرُهُ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فِىْ صَحِيْحِهِ بِمَعْنَاهُ قَالَ كَفٰى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَنْ يَحْبِسَ عَمَّنْ يَمْلِكُ قُوْتَهُ .

২৯৪। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যার রিযকের মালিক হয় তার রিযক নষ্ট করে দেয়াই তার গুনাহগার সাব্যস্ত হওয়ার জন্য যথেষ্ট।

এটা সহীহ হাদীস, ইমাম আবু দাউদ ও অন্যরা এটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম মুসলিমও একই অর্থের হাদীস বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী) বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তির গুনাহগার হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যার রিযকের মালিক হয় তার এ রিযক সে আটকে রাখে।

٢٩٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا مِنْ يَوْمٍ يُصْبِحُ الْعِبَادُ فِيْهِ اِلاَّ مَلَكَانِ يَنْزِلاَنِ فَيَقُوْلُ اَحَدُهُمَا اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا خَلَفًا وَيَقُوْلُ الْاٰخَرُ اَللّٰهُمَّ اَعْطِ مُمْسِكًا تَلَفًا- متفق عليه .

২৯৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ বান্দা প্রতিদিন ভোরে উপনীত হতেই দু'জন ফেরেশতা অবতীর্ণ হন। তাদের একজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! খরচকারীকে তার বিনিময় দান কর এবং অপরজন বলেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণের ধন বিনষ্ট কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٢٩٦- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلٰى وَابْدَاْ بِمَنْ تَعُوْلُ وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ مَا كَانَ عَنْ ظَهْرِ غِنًى وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ- رواه البخارى .

২৯৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন : নীচের হাতের চেয়ে উপরের হাত উত্তম।[৪০] তোমার পোষ্যদের থেকে দান শুরু কর। আর্থিক প্রাচুর্য বজায় রেখে কৃত দানই উত্তম।[৪১] যে ব্যক্তি পবিত্র ও সংযমী হতে চায় আল্লাহ তাকে পবিত্র ও সংযমী হওয়ার তাওফীক দেন। যে ব্যক্তি স্বনির্ভর হতে চায় আল্লাহ তাকে স্বনির্ভর করেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ : ৩৭

উত্তম ও প্রিয় জিনিস আল্লাহ্র পথে ব্যয় করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ .

মহান আল্লাহ বলেন :

"তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস (আল্লাহ্র পথে) ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না। আর যা কিছুই তোমরা খরচ করবে আল্লাহ সে সম্পর্কে পূর্ণরূপে অবহিত।" (সূরা আলে ইমরান : ৯২)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْاَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيْثَ مِنْهُ تُنْفِقُوْنَ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা যে সম্পদ উপার্জন করেছ এবং আমরা যা কিছু তোমাদের জন্য জমি থেকে উৎপন্ন করেছি, তা থেকে উৎকৃষ্ট অংশ আল্লাহ্র পথে খরচ কর। তোমাদের এরূপ করা উচিত নয় যে, আল্লাহ্র পথে ব্যয় করার জন্য তোমরা নিকৃষ্টতম জিনিসগুলো বেছে নেবে।" (সূরা আল বাকারা : ২৬৭)

٢٩٧- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كَانَ اَبُوْ طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَكْثَرَ الْاَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِّنْ نَخْلٍ وَكَانَ اَحَبُّ اَمْوَالِهِ اِلَيْهِ بَيْرَحَاءُ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ قَالَ اَنَسٌ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا

---

৪০. অর্থাৎ দান গ্রহণকারীর চেয়ে দাতা উত্তম।

৪১. অর্থাৎ নিজের পরিবার-পরিজনদের জন্য খরচ করার পর যে সম্পদ অবশিষ্ট থাকে, তা থেকে দান করা।

تُحِبُّوْنَ) قَامَ اَبُوْ طَلْحَةَ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اَنْزَلَ عَلَيْكَ لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ وَاِنَّ اَحَبَّ مَالِىْ اِلَىَّ بَيْرَ حَاءُ وَاِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى اَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ اَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذَالِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَاِنِّىْ اَرٰى اَنْ تَجْعَلَهَا فِى الْاَقْرَبِيْنَ فَقَالَ اَبُوْ طَلْحَةَ اَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَّمَهَا اَبُوْ طَلْحَةَ فِىْ اَقَارِبِهِ وَبَنِىْ عَمِّهِ- متفق عليه. قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَالٌ رَابِحٌ رُوِىَ فِى الصَّحِيْحَيْنِ رَابِحٌ وَرَايِحٌ بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَبِالْيَاءِ الْمُثَنَّاةِ اَىْ رَابِحٌ عَلَيْكَ نَفْعُهُ وَبَيْرَحَاءُ حَدِيْقَةُ نَخْلٍ وَرُوِىَ بِكَسْرِ الْبَاءِ وَفَتْحِهَا.

২৯৭। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, মদীনার আনসারদের মধ্যে আবু তালহা (রা) খেজুর বাগানের কারণে সবচেয়ে বেশি সম্পদশালী ছিলেন। তার সমস্ত সম্পদের মধ্যে 'বাইরাহা' নামক বাগানটি তার কাছে সবচেয়ে বেশি প্রিয় ছিল। এ বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেখানে যাতায়াত করতেন এবং বাগানের মিঠা পানি পান করতেন। আনাস (রা) বলেন, যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না"। 'বাইরাহা' নামক বাগানটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহ্‌র জন্য দান করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্‌র কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র মর্জি মাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আচ্ছা! এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ আমি তা শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দের দেয়াটাই আমি সমীচীন মনে করি। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তাই করব, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর আবু তালহা বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দিলেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৮

নিজের সন্তান, পরিবার-পরিজন এবং অধীনস্থ ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে আল্লাহ তা'আলার আনুগত্য করার নির্দেশ দেয়া, এর বিরুদ্ধাচরণ করতে নিষেধ করা, তাদেরকে ভদ্রতা ও সৌজন্য শিক্ষা দেয়া এবং তাদেরকে নিষিদ্ধ বিষয়সমূহ থেকে বিরত রাখা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاْمُرْ اَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমার পরিবার-পরিজনকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও এবং নিজেও এর উপর অবিচল থাক।" (সূরা তাহা ঃ ১৩২)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا قُوْا اَنْفُسَكُمْ وَاَهْلِيْكُمْ نَارًا .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের নিজেদেরকে এবং নিজেদের পরিবার-পরিজনকে আগুন থেকে বাঁচাও।" (সূরা আত-তাহরীম ঃ ৬)

٢٩٨- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا تَمْرَةً مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِىْ فِيْهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَخْ كَخْ اِرْمِ بِهَا اَمَا عَلِمْتَ اَنَّا لاَ نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ؟ متفق عليه

وَفِىْ رِوَايَةٍ اَنَّا لاَ تَحِلُّ لَنَا الصَّدَقَةُ- وَقَوْلُهُ كَخْ كَخْ يُقَالُ بِاِسْكَانِ الْخَاءِ وَيُقَالُ بِكَسْرِهَا مَعَ التَّنْوِيْنِ وَهِىَ كَلِمَةُ زَجْرٍ لِلصَّبِيِّ عَنِ الْمُسْتَقْذَرَاتِ وَكَانَ الْحَسَنُ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ صَبِيًّا .

২৯৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, হাসান ইবনে আলী (রা) সাদাকার (যাকাতের) খেজুর থেকে একটি খেজুর তুলে নিয়ে তা মুখে দিলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তিরস্কারের সুরে বলেন ঃ কাখ! কাখ! এটা ফেলে দাও। তুমি কি জান না যে, আমরা সাদাকা খাই না?

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ আমাদের জন্য সাদাকার জিনিস হালাল নয়।[৪২]

৪২. নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বংশের লোকদের জন্য সাদাকা-যাকাত ইত্যাদি খাওয়া নিষেধ।

শব্দার্থ ঃ ইমাম নববী বলেন, كَخٍ كَخٍ অথবা كَخْ كَخْ শব্দটি অপছন্দনীয় জিনিসের বেলায় বাচ্চাদেরকে উপদেশ দান, সতর্কীকরণ, তিরস্কার-ভর্ৎসনা ইত্যাদি করার জন্য ব্যবহৃত হয়।[৪৩] আর হাসান (রা) তখন অল্প বয়স্ক ছিলেন।

٢٩٩- عَنْ اَبِىْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ اَبِىْ سَلَمَةَ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَبْدِ الْاَسَدِ رَبِيْبِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ كُنْتُ غُلاَمًا فِىْ حَجْرِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَكَانَتْ يَدِىْ تَطِيْشُ فِى الصَّحْفَةِ فَقَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا غُلاَمُ سَمِّ اللّٰهَ تَعَالٰى وَكُلْ بِيَمِيْنِكَ وَكُلْ مِمَّا يَلِيْكَ فَمَا زَالَتْ تِلْكَ طِعْمَتِىْ بَعْدُ . متفق عليه وَتَطِيْشُ تَدُوْرُ فِىْ نَوَاحِى الصَّحْفَةِ .

২৯৯। আবু হাফস উমার ইবনে আবু সালামা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তত্ত্বাবধানাধীন বালক ছিলাম।[৪৪] আমার হাত (খাবারের) পাত্রের এদিক-সেদিক যেত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে বলেন ঃ খোকা! আল্লাহ্‌র নাম লও, ডান হাতে খাবার গ্রহণ কর এবং নিকটস্থ খাবার খাও। এরপর থেকে আমি সর্বদা তাঁর শেখানো পদ্ধতিতেই খাবার খাই।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٠- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ اَلْاِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِىْ اَهْلِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْاَةُ رَاعِيَةٌ فِىْ بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُوْلَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِىْ مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ فَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُوْلٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ- متفق عليه .

৩০০। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের প্রত্যেকেই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককেই তার এ রক্ষণাবেক্ষণের দায়-দায়িত্ব সম্পর্কে জবাবদিহি করতে হবে। ইমাম একজন রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

৪৩. যেমন কোন একটি অপছন্দনীয় জিনিস কেউ দিলে আমরা বাংলায় "থুহ! থুহ!" বলে থাকি।

৪৪. তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রী উম্মু সালামা রাদিয়াল্লাহু আনহার পূর্ব স্বামী আবদুল্লাহ ইবনে আবদুল আসাদের ঔরসজাত সন্তান ছিলেন। তিনি রাসূল-পরিবারে লালিত-পালিত হন।

ব্যক্তি তার পরিবার-পরিজনের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণের দায়িত্ব সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। স্ত্রী তার স্বামীর সংসারের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে তাকে জবাবদিহি করতে হবে। খাদেম তার মনিবের ধন- সম্পদের রক্ষণাবেক্ষণকারী। তাকে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। কাজেই তোমরা সবাই রক্ষণাবেক্ষণকারী এবং তোমাদের প্রত্যেককে তার রক্ষণাবেক্ষণ সম্পর্কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠١- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مُرُوْا اَوْلاَدَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَهُمْ اَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ اَبْنَاءُ عَشْرٍ وَفَرِّقُوْا بَيْنَهُمْ فِى الْمَضَاجِعِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ حَسَنٍ .

৩০১। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ সাত বছরে পদার্পণ করলেই তোমরা তোমাদের সন্তানদের নামায পড়ার নির্দেশ দাও, দশ বছরে পদার্পণ করলে (তখনও যদি নামায পড়ার অভ্যাস না হয়ে থাকে তবে) তাদেরকে নামায পড়ার জন্য দৈহিক শাস্তি দাও এবং তাদের বিছানা পৃথক করে দাও।

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ উত্তম সনদ সূত্রে হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

٣٠٢- عَنْ اَبِىْ ثُرَيَّةَ سَبْرَةَ بْنِ مَعْبَدٍ الْجُهَنِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلِّمُوا الصَّبِىَّ الصَّلاَةَ لِسَبْعِ سِنِيْنَ وَاضْرِبُوْهُ عَلَيْهَا ابْنَ عَشْرِ سِنِيْنَ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَلَفْظُ اَبِىْ دَاوُدَ مُرُوا الصَّبِىَّ بِالصَّلاَةِ اِذَا بَلَغَ سَبْعَ سِنِيْنَ .

৩০২। আবু সুরাইয়্যা সাবরা ইবনে মা'বাদ আল-জুহানী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা শিশুকে সাত বছর বয়সেই নামায শিক্ষা দাও, দশ বছর বয়সে (যদি নামায না পড়ে তবে) তাকে মারধর কর।

এটি হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। আবু দাউদের শাব্দিক বর্ণনা এইরূপ ঃ শিশু যখন সাত বছরে পদার্পণ করে তখন তাকে নামায পড়ার নির্দেশ দাও।

অনুচ্ছেদ ঃ ৩৯

প্রতিবেশীর অধিকার এবং তার সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার গুরুত্ব।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَّبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ ..... .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কাউকে শরীক করো না; পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার কর; নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও মিসকীনদের প্রতিও এবং নিকট প্রতিবেশীর প্রতি, দূর প্রতিবেশীর প্রতি, পাশাপাশি চলার সাথী[৪৫] ও পথিকদের প্রতি এবং তোমাদের অধীনস্থ ক্রীতদাস ও দাসীদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে নিজ ধারণায় অহংকারী এবং নিজেকে বড় মনে করে আত্মগৌরবে বিভ্রান্ত।" (সূরা আন-নিসা ঃ ৩৬)

٣٠٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالاَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا زَالَ جِبْرِيْلُ يُوْصِيْنِىْ بِالْجَارِ حَتّٰى ظَنَنْتُ اَنَّهُ سَيُوَرِّثُهُ- متفق عليه.

৩০৩। ইবনে উমার ও আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তাঁরা উভয়ে বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরীল (আ) এসে আমাকে প্রতিবেশীর ব্যাপারে অবিরত উপদেশ দিতে থাকলেন, এমনকি আমার মনে হল, হয়ত তিনি প্রতিবেশীকে ওয়ারিস বানিয়ে দেবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٤- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا اَبَا ذَرٍّ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقَةً فَاَكْثِرْ مَاءَهَا وَتَعَاهَدْ جِيْرَانَكَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ قَالَ اِنَّ خَلِيْلِىْ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَوْصَانِىْ اِذَا طَبَخْتَ مَرَقًا فَاَكْثِرْ مَاءَهُ ثُمَّ انْظُرْ اَهْلَ بَيْتٍ مِنْ جِيْرَانِكَ فَاَصِبْهُمْ مِنْهَا بِمَعْرُوْفٍ.

---

৪৫. পাশাপাশি চলার সাথী মূল শব্দ রয়েছে– 'ওয়াসসাহিবে বিল জানবি'। এর অর্থ ঃ একত্রে বসবাসকারী বন্ধু হতে পারে; কোথাও কোন সময় সাময়িকভাবে যে ব্যক্তি একজনের সংগী হয় সেও হতে পারে। বাজার ইত্যাদিতে যাওয়ার সময় একসংগে পথ চলার সাথীও হতে পারে।

৩০৪। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে আবু যার! যখন তুমি তরকারী পাকাও, তাতে একটু বেশি পানি দিয়ে ঝোল বাড়াও এবং তোমার প্রতিবেশীকে পৌঁছাও।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর বর্ণনায় আবু যার (রা) বলেন, আমার বন্ধু (মহানবী) সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাকে উপদেশ দিলেন ঃ যখন তুমি ঝোল পাকাও তাতে বেশি পানি দাও, অতঃপর নিজের প্রতিবেশীর ঘরের খোঁজ-খবর নাও এবং তাদেরকে এই ঝোল থেকে ভালোভাবে দাও।

٣٠٥- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ وَاللّٰهِ لاَ يُؤْمِنُ قِيْلَ مَنْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ الَّذِىْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ لاَ يَأْمَنُ جَارُهُ بَوَائِقَهُ- اَلْبَوَائِقُ الْغَوَائِلُ وَالشُّرُوْرُ .

৩০৫। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়; আল্লাহ্‌র শপথ! সে মুমিন নয়। জিজ্ঞেস করা হলো, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! কে সেই ব্যক্তি ? তিনি বলেন ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় আছে ঃ যার অনিষ্ট থেকে তার প্রতিবেশী নিরাপদ নয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে না।

শব্দার্থ ঃ البوائق ধোঁকাবাজ অথবা দুষ্ট।

٣٠٦- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ الْمُسْلِمَاتِ لاَ تَحْقِرَنَّ جَارَةٌ لِجَارَتِهَا وَلَوْ فِرْسِنَ شَاةٍ- متفق عليه .

৩০৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ হে মুসলিম মহিলাগণ! কোন প্রতিবেশিনী যেন তার অপর প্রতিবেশিনীকে তুচ্ছ জ্ঞান না করে, এমনকি (সে তাকে) বকরীর পায়ের একটি ক্ষুর উপঢৌকন পাঠালেও।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٧- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَمْنَعْ جَارٌ جَارَهُ اَنْ يَغْرِزَ خَشَبَةً فِىْ جِدَارِهِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَبُوْ هُرَيْرَةَ مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ وَاللّٰهِ

لأَرْمِيَنَّ بَيْنَ اكْتَافِكُمْ- متفق عليه . رُوِىَ خَشَبَهُ بِالْاِضَافَةِ وَالْجَمْعِ وَرُوِىَ خَشَبَةً بِالتَّنْوِيْنِ عَلَى الْاَفْرَادِ وَقَوْلُهُ مَا لِىْ اَرَاكُمْ عَنْهَا مُعْرِضِيْنَ يَعْنِىْ عَنْ هٰذِهِ السُّنَّةِ .

৩০৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এক প্রতিবেশী যেন নিজের দেয়ালের সাথে অপর প্রতিবেশীকে খুঁটি গাড়তে নিষেধ না করে। অতঃপর আবু হুরাইরা (রা) বলতেন, আমি তোমাদেরকে এ হাদীস থেকে মুখ ফিরিয়ে নিতে দেখছি। আল্লাহ্র শপথ! আমি তোমাদের সামনে এ হাদীস অবশ্যই প্রকাশ করব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٨- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلاَ يُؤْذِ جَارَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ- متفق عليه .

৩০৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার প্রতিবেশীকে কষ্ট না দেয়। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন তার মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের উপর ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অথবা নীরব থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٠٩- عَنْ اَبِىْ شُرَيْحٍ الْخُزَاعِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُحْسِنِ اِلٰى جَارِهِ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَسْكُتْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ بِهٰذَا اللَّفْظِ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ بَعْضَهُ .

৩০৯। আবু শুরাইহ আল-খুযাঈ (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার প্রতিবেশীর সাথে সদ্ব্যবহার করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানের আদর-আপ্যায়ন করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন ভালো কথা বলে অন্যথায় চুপ থাকে।

ইমাম মুসলিম উল্লেখিত শব্দে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারীও এই হাদীসের অংশবিশেষ বর্ণনা করেছেন।

٣١٠- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ جَارَيْنِ فَاِلٰى اَيِّهِمَا اُهْدِىْ؟ قَالَ اِلٰى اَقْرَبِهِمَا مِنْكِ بَابًا- رواه البخارى .

৩১০। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! আমার দুই ঘর প্রতিবেশী রয়েছে। এদের মধ্যে কাকে আমি হাদিয়া দেব? তিনি বলেন ঃ তাদের উভয়ের মধ্যে যার ঘর তোমার বেশি নিকটে তাকে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَيْرُ الْاَصْحَابِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرُهُمْ لِصَاحِبِهِ وَخَيْرُ الْجِيْرَانِ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرُهُمْ لِجَارِهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

৩১১। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বন্ধুদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম বন্ধু ঐ ব্যক্তি যে তার সংগীর কল্যাণকামী (যে বন্ধুদের কাছে উত্তম সেই উত্তম)। প্রতিবেশীদের মধ্যে আল্লাহ্‌র কাছে উত্তম প্রতিবেশী ঐ ব্যক্তি যে তার প্রতিবেশীর কল্যাণকামী (প্রতিবেশীদের দৃষ্টিতে উত্তম প্রতিবেশীই উত্তম)।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪০

পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা এবং নিকটাত্মীয়দের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاعْبُدُوا اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهِ شَيْئًا وَّبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا وَبِذِى الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِى الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ اَيْمَانُكُمْ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"তোমরা আল্লাহ্‌র ইবাদাত কর, তাঁর সাথ কাউকে শরীক করো না, পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর এবং নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিসকীন, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, পাশাপাশি চলার সাথী, পথিক-মুসাফির এবং তোমাদের অধীনস্থ দাস-দাসীদের প্রতিও সদয় ব্যবহার কর।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ৩৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاتَّقُوا اللّٰهَ الَّذِىْ تَسَاءَلُوْنَ بِهٖ وَالْاَرْحَامَ .

"তোমরা সেই আল্লাহ্‌কে ভয় কর যাঁর দোহাই দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট থেকে যার যার হক দাবি কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বিনষ্ট করা থেকে সতর্ক থাক।" (সূরা আন্ নিসা ঃ ১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يَصِلُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ الْاٰيَةَ .

"(বুদ্ধিমান লোক তারাই) যারা আল্লাহ্ যেসব সম্পর্ক বহাল রাখার নির্দেশ দিয়েছেন তা বহাল রাখে।" (সূরা আর-রাদ ২১)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا.....

"আমরা মানুষকে নিজেদের পিতা-মাতার সাথে উত্তম ব্যবহার করার নির্দেশ দিয়েছি।" (সূরা আল-আনকাবূত ঃ ৮)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا. وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

"তোমার প্রভু নির্দেশ দিচ্ছেন, তোমরা কেবলমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন অথবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তোমরা তাদেরকে 'উহ' পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না; বরং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে, বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং এ দু'আ করতে থাকবে ঃ প্রভু হে! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন তারা বাল্যকালে আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩, ২৪)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ وَّفِصَالُهُ فِىْ عَامَيْنِ اَنِ اشْكُرْ لِىْ وَلِوَالِدَيْكَ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আমরা মানুষকে তাদের পিতা-মাতার অধিকার বুঝবার জন্য নিজ থেকেই তাকিদ করেছি। তার মা কষ্ট ও দুর্বলতা সহ্য করে তাকে নিজের পেটে বহন করেছে, অতঃপর তাকে একাধারে দুই বছর দুধ পান করিয়েছে।[৪৬] অতএব তুমি আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক এবং পিতা-মাতার প্রতিও।" (সূরা লোকমান ঃ ১৪)

٣١٢- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَاَلْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الْعَمَلِ اَحَبُّ اِلَى اللّٰهِ؟ قَالَ الصَّلٰوةُ عَلٰى وَقْتِهَا قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ بِرُّ الْوَالِدَيْنِ قُلْتُ ثُمَّ اَىٌّ؟ قَالَ الْجِهَادُ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ- متفق عليه.

৩১২। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, কোন কাজটি আল্লাহ তাআলার কাছে সবচেয়ে প্রিয়? তিনি বলেন ঃ ওয়াক্তমত নামায পড়া। আমি আবার বললাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করা। আমি পুনরায় জিজ্ঞেস করলাম, অতঃপর কোনটি? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্র পথে জিহাদ করা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٣- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لاَ يَجْزِىْ وَلَدٌ وَالِدًا اِلاَّ اَنْ يَّجِدَهُ مَمْلُوْكًا فَيَشْتَرِيَهُ فَيُعْتِقَهُ- رواه مسلم .

৩১৩। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ কোন সন্তানই তার পিতার প্রতিদান আদায় করতে সক্ষম নয়। কিন্তু সে যদি তাকে (পিতাকে) দাস অবস্থায় পেয়ে ক্রয় করে আযাদ করে দেয় (তবে কিছুটা প্রতিদান আদায় হবে)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

---

৪৬. ইমাম শাফিঈ, ইমাম আহমাদ, ইমাম আবু ইউসুফ ও ইমাম মুহাম্মাদের মতে, শিশুর দুধপান করার মেয়াদ দুই বছর। এই সময়সীমার মধ্যে কোন শিশু যদি অপর কোন নারীর দুধ পান করে, তবে দুধ পানজনিত 'হুরমাত' কার্যকর হবে। অর্থাৎ ঐ স্ত্রীলোকটি তার দুধ মা হবে এবং তার সন্তান-সন্ততির সাথে তার বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করা হারাম সাব্যস্ত হবে, কিন্তু এ সময়সীমার পর দুধ পান করলে হুরমাত কার্যকর হবে না। ইমাম মালিক থেকেও এরূপ একটি মত ব্যক্ত হয়েছে। কিন্তু ইমাম আবু হানীফার মতে, দুধ পানের মেয়াদ আড়াই বছর। তিনি আরো বলেন, দুই বছর বা তার পূর্বেই যদি শিশু দুধ ছেড়ে অন্য খাদ্যের উপর নির্ভরশীল হয়ে যায় তবে এরপর সে কোন নারীর দুধপান করলে তাতে বিশেষ বিধান বলবৎ হবে না।

٣١٤- وَعَنْهُ اَيْضًا رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ وَمَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ فَلْيَقُلْ خَيْرًا اَوْ لِيَصْمُتْ- متفق عليه.

৩১৪। আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন তার মেহমানকে সম্মান করে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে, সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে। যে ব্যক্তি আল্লাহ ও আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন উত্তম কথা বলে, অন্যথায় চুপ থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٥- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى خَلَقَ الْخَلْقَ حَتّٰى اِذَا فَرَغَ مِنْهُمْ قَامَتِ الرَّحِمُ فَقَالَتْ هٰذَا مَقَامُ الْعَائِذِ بِكَ مِنَ الْقَطِيْعَةِ قَالَ نَعَمْ اَمَا تَرْضَيْنَ اَنْ اَصِلَ مَنْ وَصَلَكِ وَاَقْطَعَ مَنْ قَطَعَكِ؟ قَالَتْ بَلٰى قَالَ فَذٰلِكِ لَكِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِقْرَءُوْا اِنْ شِئْتُمْ (فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِي الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُوْلٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ). مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِيِّ فَقَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى مَنْ وَصَلَكِ وَصَلْتُهُ وَمَنْ قَطَعَكِ قَطَعْتُهُ .

১১৫। আবূ হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তাঁর সৃষ্টিকুলের সৃষ্টিকর্ম শেষ করে তাদের থেকে অবসর হলে 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) দাঁড়িয়ে বলল, এ স্থানটি কি ঐ ব্যক্তির জন্য যে আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা থেকে আপনার কাছে আশ্রয় চায়? তিনি (আল্লাহ্) বলেন ঃ হাঁ। তুমি কি এ কথায় সন্তুষ্ট হবে ঃ যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তার প্রতি অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব? রাহেম বলল, হাঁ আমি সন্তুষ্ট হব। আল্লাহ বললেন ঃ এ স্থানটি তোমার। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদেরকে) বলেন ঃ যদি তোমরা (অটল থাকতে) চাও তবে এই আয়াত পাঠ কর ঃ "তবে ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে সম্ভবত তোমরা

পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার বন্ধন ছিন্ন করবে। এরা এমন লোক যাদের ওপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেছেন এবং তাদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২, ২৩)।[৪৭]

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। বুখারীর আর এক বর্ণনায় আছে ঃ আল্লাহ্ তাআলা বলেন, যে তোমাকে বজায় রাখবে আমি তাকে অনুগ্রহ করব এবং যে তোমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করবে আমিও তার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করব।

٣١٦- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ النَّاسِ بِحُسْنِ صَحَابَتِيْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اُمُّكَ قَالَ ثُمَّ مَنْ؟ قَالَ اَبُوْكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَنْ اَحَقُّ بِحُسْنِ الصُّحْبَةِ؟ قَالَ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اُمُّكَ ثُمَّ اَبَاكَ ثُمَّ اَدْنَاكَ اَدْنَاكَ . وَالصَّحَابَةُ بِمَعْنَى الصُّحْبَةِ وَقَوْلُهُ ثُمَّ اَبَاكَ هٰكَذَا هُوَ مَنْصُوْبٌ بِفِعْلٍ مَحْذُوْفٍ اَيْ ثُمَّ بِرَّ اَبَاكَ وَفِيْ رِوَايَةٍ ثُمَّ اَبُوْكَ وَهٰذَا وَاضِحٌ .

৩১৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসংগ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা? সে বলল, অতঃপর কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা। সে বলল, অতঃপর কে ? তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার কাছ থেকে সদ্ব্যবহার ও সৎসঙ্গ পাওয়ার সবচেয়ে বেশি হকদার কে? তিনি বলেন ঃ তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার মা, অতঃপর তোমার পিতা, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়, অতঃপর তোমার নিকটাত্মীয়। অপর এক বর্ণনায় ثُمَّ اَبَاكَ -এর পরিবর্তে ثُمَّ اَبُوكَ আছে।

٣١٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ ثُمَّ رَغِمَ اَنْفُ مَنْ اَدْرَكَ اَبَوَيْهِ عِنْدَ الْكِبَرِ اَحَدَهُمَا اَوْ كِلاَهُمَا فَلَمْ يَدْخُلِ الْجَنَّةَ- رواه مسلم.

৪৭. ইসলামে নিকটআত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা সম্পূর্ণ হারাম।

৩১৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, ঐ ব্যক্তির নাক ধুলি-মলিন হোক, যে তার পিতা-মাতার উভয়কে অথবা একজনকে বৃদ্ধ অবস্থায় পেয়েও (তাদের সেবা করে) জান্নাতে যেতে পারল না।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣١٨- وَعَنْهُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنَّ لِىْ قَرَابَةً اَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُوْنِىْ وَاُحْسِنُ اِلَيْهِمْ وَيُسِيْئُوْنَ اِلَىَّ وَاَحْلُمُ عَنْهُمْ وَيَجْهَلُوْنَ عَلَىَّ فَقَالَ لَئِنْ كُنْتَ كَمَا قُلْتَ فَكَاَنَّمَا تُسِفُّهُمُ الْمَلَّ وَلاَ يَزَالُ مَعَكَ مِنَ اللّٰهِ ظَهِيْرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ عَلٰى ذٰلِكَ- رواه مسلم . وَتُسِفُّهُمْ بِضَمِّ التَّاءِ وَكَسْرِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ وَتَشْدِيْدِ الْفَاءِ وَالْمَلُّ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَتَشْدِيْدِ اللاَّمِ وَهُوَ الرَّمَادُ الْحَارُّ اَىْ كَاَنَّمَا تُطْعِمُهُمُ الرَّمَادَ الْحَارَّ وَهُوَ تَشْبِيْهٌ لِمَا يَلْحَقُهُمْ مِنَ الْاِثْمِ بِمَا يَلْحَقُ اٰكِلَ الرَّمَادِ الْحَارِّ مِنَ الْاَلَمِ وَلاَ شَىْءَ عَلٰى هٰذَا الْمُحْسِنِ اِلَيْهِمْ لٰكِنْ يَنَالُهُمْ اِثْمٌ عَظِيْمٌ بِتَقْصِيْرِهِمْ فِىْ حَقِّهِ وَاِدْخَالِهِمُ الْاَذٰى عَلَيْهِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৩১৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমার এরূপ আত্মীয় রয়েছে, আমি তাদের সাথে সুসম্পর্ক বজায় রাখার চেষ্টা করি, কিন্তু তারা আমার সাথে সম্পর্কচ্ছেদ করে। আমি তাদের সাথে সদ্ব্যবহার করি, কিন্তু তারা আমার সাথে দুর্ব্যবহার করে। আমি তাদের ব্যাপারে ধৈর্য ও বুদ্ধিমত্তার সাথে কাজ করি, কিন্তু তারা সর্বদাই মূর্খতার পরিচয় দেয়। তিনি (নবী) বলেন ঃ তুমি যেমন বলেছ সত্যিই যদি তেমনটি হয়ে থাকে, তবে তুমি যেন তাদেরকে গরম ছাই খাওয়াচ্ছ। তুমি যতক্ষণ তোমার উল্লেখিত কর্মনীতির উপর কায়েম থাকবে, আল্লাহ্র সাহায্য সর্বদা তোমার সাথে থাকবে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী বলেন, হাদীসে গরম ছাইকে গুনাহর সাথে তুলনা করা হয়েছে। গরম ছাই ভক্ষণকারী যেমন কষ্ট ভোগ করে ঠিক তদ্রূপ গুনাহগার ব্যক্তিও দুঃখ-কষ্ট ও শাস্তির সম্মুখীন হবে। কিন্তু নেককার ব্যক্তিকে এরূপ কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হবে না, বরং তাকে কষ্ট দেয়ার জন্য এবং তার প্রাপ্য হক নষ্ট করার জন্য তার প্রতিপক্ষই কষ্ট ভোগ করবে।

٣١٩- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ أَحَبَّ أَنْ يُّبْسَطَ لَهُ فِيْ رِزْقِهِ وَيُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ فَلْيَصِلْ رَحِمَهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى يُنْسَأَ لَهُ فِيْ أَثَرِهِ أَيْ يُؤَخَّرَ لَهُ فِيْ أَجَلِهِ وَعُمْرِهِ .

৩১৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্‌ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি নিজের রিযক প্রশস্ত হওয়া এবং নিজের আয়ুষ্কাল বৃদ্ধি পাওয়া পছন্দ করে সে যেন আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٠- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَكْثَرَ الْأَنْصَارِ بِالْمَدِيْنَةِ مَالاً مِنْ نَخْلٍ وَكَانَ أَحَبُّ أَمْوَالِهِ إِلَيْهِ بَيْرَحَاءَ وَكَانَتْ مُسْتَقْبِلَةَ الْمَسْجِدِ وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَدْخُلُهَا وَيَشْرَبُ مِنْ مَاءٍ فِيْهَا طَيِّبٍ فَلَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْأٰيَةُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) قَامَ أَبُوْ طَلْحَةَ إِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ اللّٰهَ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى يَقُوْلُ (لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتّٰى تُنْفِقُوْا مِمَّا تُحِبُّوْنَ) وَإِنَّ أَحَبَّ مَالِيْ إِلَيَّ بَيْرَحَاءُ وَإِنَّهَا صَدَقَةٌ لِلّٰهِ تَعَالٰى أَرْجُوْ بِرَّهَا وَذُخْرَهَا عِنْدَ اللّٰهِ فَضَعْهَا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ حَيْثُ أَرَاكَ اللّٰهُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَخٍ! ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ ذٰلِكَ مَالٌ رَابِحٌ وَقَدْ سَمِعْتُ مَا قُلْتَ وَإِنِّيْ أَرٰى أَنْ تَجْعَلَهَا فِي الْأَقْرَبِيْنَ فَقَالَ أَبُوْ طَلْحَةَ أَفْعَلُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ فَقَسَّمَهَا أَبُوْ طَلْحَةَ فِيْ أَقَارِبِهِ وَبَنِيْ عَمِّهِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَسَبَقَ بَيَانُ أَلْفَاظِهِ فِيْ بَابِ الْإِنْفَاقِ مِمَّا يُحِبُّ .

৩২০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, খেজুর বাগান সম্পদে সমৃদ্ধ আবু তালহা (রা) মদীনার আনসারদের মধ্যে সর্বাধিক ধনবান ব্যক্তি ছিলেন। তার সমস্ত মালের মধ্যে "বাইরাহা" নামক বাগানটি তার কাছে সর্বাধিক প্রিয় ছিল। বাগানটি মসজিদে নববীর সামনেই ছিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঐ বাগানে প্রবেশ করে বাগানের মধ্যস্থিত মিঠা পানি পান করতেন। যখন এই আয়াত নাযিল হল ঃ "তোমাদের প্রিয় ও পছন্দনীয় জিনিস (আল্লাহ্‌র পথে) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৯২), তখন আবু তালহা (রা) রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! নিশ্চয় আল্লাহ তা'আলা আপনার উপর নাযিল করেছেন ঃ "তোমাদের প্রিয় বস্তু (আল্লাহ্‌র রাস্তায়) খরচ না করা পর্যন্ত তোমরা কিছুতেই কল্যাণ লাভ করতে পারবে না"। 'বাইরাহা' নামক বাগানটি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয় সম্পদ। আমি এটা আল্লাহ্‌র জন্য সাদাকা করে দিলাম। এর বিনিময়ে আমি আল্লাহ্‌র কাছে সাওয়াব ও প্রতিদানের আশা রাখি। ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহ্‌র মর্জি মাফিক আপনি এটা কাজে লাগান। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আচ্ছা, আচ্ছা এটা তো লাভজনক সম্পদ। তুমি যা বলেছ আমি শুনেছি। এটা তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে দেয়াটাই আমি সংগত মনে করি। আবু তালহা (রা) বলেন, আমি তাই করব, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অতঃপর আবু তালহা (রা) বাগানটি তার নিকটাত্মীয় ও চাচাতো ভাইদের মধ্যে বণ্টন করে দেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢١- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ اَقْبَلَ رَجُلٌ اِلٰى نَبِيِّ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ اُبَايِعُكَ عَلَى الْهِجْرَةِ وَالْجِهَادِ اَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى قَالَ فَهَلْ لَكَ مِنْ وَالِدَيْكَ اَحَدٌ حَىٌّ؟ قَالَ نَعَمْ بَلْ كِلَاهُمَا قَالَ فَتَبْتَغِى الْاَجْرَ مِنَ اللّٰهِ تَعَالٰى؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَارْجِعْ اِلٰى وَالِدَيْكَ فَاَحْسِنْ صُحْبَتَهُمَا- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا جَاءَ رَجُلٌ فَاسْتَاْذَنَهُ فِى الْجِهَادِ فَقَالَ اَحَىٌّ وَالِدَاكَ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَفِيْهِمَا فَجَاهِدْ .

৩২১। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সামনে এসে বলল, আমি আপনার কাছে জিহাদ ও হিজরাত করার বাই'আত করতে চাই এবং আল্লাহ তা'আলার কাছে প্রতিদানের আশা রাখি। তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা-মাতার মধ্যে কেউ কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ, বরং উভয়ই (জীবিত আছেন)। তিনি বলেন ঃ এরপরও তুমি আল্লাহ্‌র কাছে প্রতিদান আশা কর? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন ঃ পিতা-মাতার কাছে ফিরে যাও এবং তাদের সাথে সদ্ভাবে বসবাস কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

তাঁদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ এক ব্যক্তি এসে তাঁর (নবী সা.) নিকট জিহাদে যোগদানের অনুমতি চায়। তিনি বলেন ঃ তোমার পিতা-মাতা কি জীবিত আছে? সে বলল, হাঁ। তিনি বলেন ঃ তাহলে তাদের (সন্তুষ্টির) ব্যাপারে চেষ্টা-সাধনা কর।

٣٢٢- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَيْسَ الْوَاصِلُ بِالْمُكَافِئِ وَلٰكِنَّ الْوَاصِلَ الَّذِيْ اِذَا قَطَعَتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا . رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَقَطَعَتْ بِفَتْحِ الْقَافِ وَالطَّاءِ وَرَحِمُهُ مَرْفُوْعٌ .

৩২২। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সদ্ব্যবহার প্রাপ্তির বিনিময়ে সদ্ব্যবহারকারী আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী নয়। বরং আত্মীয়তার সম্পর্ক স্থাপনকারী হচ্ছে ঐ ব্যক্তি, যার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করার পর সে পুনরায় তা স্থাপন করে।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٣- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّحِمُ مُعَلَّقَةٌ بِالْعَرْشِ تَقُوْلُ مَنْ وَصَلَنِيْ وَصَلَهُ اللّٰهُ وَمَنْ قَطَعَنِيْ قَطَعَهُ اللّٰهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩২৩। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ 'রাহেম' (আত্মীয়তার সম্পর্ক) আরশের সাথে ঝুলানো রয়েছে। সে (দু'আর ছলে) বলে, যে আমাকে জুড়ে দেবে আল্লাহ তাকে জুড়ে দেবেন এবং যে আমাকে ছিন্ন করবে আল্লাহ তাকে ছিন্ন করবেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٤- عَنْ اُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ مَيْمُوْنَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّهَا اَعْتَقَتْ وَلِيْدَةً وَلَمْ تَسْتَاْذِنِ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَمَّا كَانَ يَوْمُهَا الَّذِيْ يَدُوْرُ عَلَيْهَا فِيْهِ قَالَتْ اَشَعَرْتَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَنِّيْ اَعْتَقْتُ وَلِيْدَتِيْ؟ قَالَ اَوَفَعَلْتِ؟ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ اَمَا اِنَّكِ لَوْ اَعْطَيْتِهَا اَخْوَالَكِ كَانَ اَعْظَمَ لِاَجْرِكِ- متفق عليه .

৩২৪। উম্মুল মুমিনীন মাইমূনা বিনতুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি একটি ক্রীতদাসী আযাদ করলেন; কিন্তু নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে অনুমতি নিলেন না। তিনি পালাক্রমে যেদিন তার (মাইমূনার) ঘরে গেলেন, সেদিন তিনি বললেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি কি জানেন, আমি আমার বাঁদীটা আযাদ করে দিয়েছি? তিনি বলেন ঃ তুমি কি তাকে আযাদ করে দিয়েছ? তিনি বলেন, হাঁ। নবী (সা) বলেন ঃ যদি তুমি এ বাঁদীটা তোমার মামাদের দিতে তবে আরো অধিক সাওয়াবের অধিকারী হতে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٥- عَنْ اَسْمَاءَ بِنْتِ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَتْ قَدمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ وَهِىَ مُشْرِكَةٌ فِىْ عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاسْتَفْتَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُلْتُ قَدمَتْ عَلَىَّ أُمِّىْ وَهِىَ رَاغِبَةٌ اَفَاَصِلُ أُمِّىْ؟ قَالَ نَعَمْ صِلِىْ أُمَّكِ- متفق عليه. وَقَوْلُهَا رَاغِبَةٌ اَىْ طَامِعَةٌ فِيْمَا عِنْدِىْ تَسْأَلُنِىْ شَيْئًا قِيْلَ كَانَتْ أُمُّهَا مِنَ النَّسَبِ وَقِيْلَ مِنَ الرَّضَاعَةِ وَالصَّحِيْحُ الْاَوَّلُ .

৩২৫। আসমা বিনতে আবু বাক্‌র (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, (মুশরিকদের সাথে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের (হুদাইবিয়ার) সন্ধি স্থাপনের পর আমার মা আমার কাছে (মক্কা থেকে মদীনায়) আসলেন। তখন তিনি মুশরিক ছিলেন। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করলাম, আমার মা আমার কাছে কিছু চাওয়ার জন্য এসেছেন; আমি কি আমার মায়ের সাথে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বলেন ঃ হাঁ, তার সাথে সৌজন্যমূলক ব্যবহার কর।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٦-عَنْ زَيْنَبَ الثَّقَفِيَّةِ امْرَاَةِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ وَعَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَصَدَّقْنَ يَا مَعْشَرَ النِّسَاءِ وَلَوْ مِنْ حُلِيِّكُنَّ قَالَتْ فَرَجَعْتُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ فَقُلْتُ لَهُ اِنَّكَ رَجُلٌ خَفِيْفُ ذَاتِ الْيَدِ وَاِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اَمَرَنَا بِالصَّدَقَةِ فَاْتِه فَاسْأَلْهُ فَاِنْ كَانَ ذٰلِكَ يُجْزِئُ عَنِّىْ وَاِلاَّ صَدَقْتُهَا اِلٰى غَيْرِكُمْ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بَلِ ائْتِيْهِ اَنْتِ فَانْطَلَقْتُ فَاِذَا امْرَاَةٌ مِنَ الْاَنْصَارِ بِبَابِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَاجَتِىْ حَاجَتُهَا وَكَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ اُلْقِيَتْ عَلَيْهِ الْمَهَابَةُ فَخَرَجَ عَلَيْنَا بِلاَلٌ فَقُلْنَا لَهُ ائْتِ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَاَخْبِرْهُ اَنَّ امْرَاَتَيْنِ بِالْبَابِ تَسْأَلاَنِكَ اَتُجْزِئُ الصَّدَقَةُ عَنْهُمَا عَلٰى اَزْوَاجِهِمَا وَعَلٰى اَيْتَامٍ فِىْ حُجُوْرِهِمَا؟ وَلاَ تُخْبِرْهُ مَنْ نَحْنُ فَدَخَلَ بِلاَلٌ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ فَقَالَ لَهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ هُمَا؟ قَالَ امْرَاَةٌ مِّنَ

الْاَنْصَارِ وَزَيْنَبُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَىُّ الزَّيَانِبِ هِىَ؟ قَالَ امْرَاَةُ عَبْدِ اللّٰهِ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَهُمَا اَجْرَانِ اَجْرُ الْقَرَابَةِ وَاَجْرُ الصَّدَقَةِ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩২৬। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী ও সাকাফী গোত্রের কন্যা যায়নাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হে মহিলা সম্প্রদায়! তোমরা সাদাকা কর, এমনকি গহনাপত্র দিয়ে হলেও। যায়নাব (রা) বলেন, আমি আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদের কাছে ফিরে এসে তাকে বললাম, আপনি গরীব এবং সামান্য ধন-সম্পদের অধিকারী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমাদের স্ত্রীলোকদেরকে সাদাকা করার নির্দেশ দিয়েছেন। আপনি তাঁর কাছে গিয়ে জিজ্ঞেস করুন, আমার সাদাকা আপনাকে দিলে যথার্থ হবে কি না, অন্যথায় অন্য লোকদেরকে দেব। আবদুল্লাহ (রা) বলেন ঃ বরং তুমি গিয়েই তাঁর কাছে জিজ্ঞেস করে এসো। তাই আমি বের হয়ে পড়লাম। গিয়ে দেখি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরজায় আরো একজন আনসার মহিলা অপেক্ষা করছে এবং তার ও আমার একই প্রসংগ। এ সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর এক মহান ও অলৌকিক অবস্থা বিরাজ করছিল।

বিলাল (রা) আমাদের কাছে বেরিয়ে আসলেন। আমরা তাকে বললাম, আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গিয়ে খবর দিন, দু'জন মহিলা দরজায় অপেক্ষা করছে। তারা আপনার কাছে জানতে চাচ্ছে, "তারা যদি তাদের স্বামীদের ও তাদের তত্ত্বাবধানে লালিত-পালিত ইয়াতীমদের দান করে তবে তা কি তাদের জন্য যথার্থ হবে"? কিন্তু আমরা কে, এ সম্পর্কে তাঁকে অবহিত করবেন না। অতএব বিলাল (রা) ভেতরে রাসূলুল্লাহ (সা)-এর কাছে প্রবেশ করে তাঁকে উক্ত বিষয়ে জিজ্ঞাসা করলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তারা দু'জন কে? তিনি বললেন, এক আনসার মহিলা এবং যায়নাব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ কোন্ যায়নাব? বিলাল (রা) বললেন, আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা)-র স্ত্রী। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তাদের উভয়ের জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব রয়েছে ঃ (এক), নিকটাত্মীয়তার সাওয়াব (দুই), দানের সাওয়াব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٢٧- عَنْ اَبِى سُفْيَانَ صَخْرِ بْنِ حَرْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فِى حَدِيْثِهِ الطَّوِيْلِ فِىْ

قِصَّةِ هِرَقْلَ اَنَّ هِرَقْلَ قَالَ لِاَبِىْ سُفْيَانَ فَمَاذَا يَاْمُرُكُمْ بِهٖ؟ يَعْنِى النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ قُلْتُ يَقُوْلُ اعْبُدُوا اللّٰهَ وَحْدَهُ وَلاَ تُشْرِكُوْا بِهٖ شَيْئًا وَاتْرُكُوْا مَا يَقُوْلُ اٰبَاؤُكُمْ وَيَاْمُرُنَا بِالصَّلاَةِ وَالصِّدْقِ وَالْعَفَافِ وَالصِّلَةِ- متفق عليه .

৩২৭। আবু সুফিয়ান (রা) থেকে বর্ণিত। রোম সম্রাট হিরাক্লিয়াস আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করল, তিনি (অর্থাৎ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম) তোমাদেরকে কি হুকুম করেন? আবু সুফিয়ান বলেন, আমি বললাম, তিনি (নবী) বলেন ঃ তোমরা এক আল্লাহ্র ইবাদাত কর; তাঁর সাথে অন্য কিছু শরীক করো না এবং তোমাদের পূর্বপুরুষরা যা বলেছে তা পরিত্যাগ কর। তিনি আমাদের নামায, সত্যবাদিতা, পবিত্র জীবন যাপন এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা ইত্যাদির নির্দেশ দেন। (বুখারী, মুসলিম)

٣٢٨- عَنْ اَبِىْ ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّكُمْ سَتَفْتَحُوْنَ اَرْضًا يُذْكَرُ فِيْهَا الْقِيْرَاطُ وَفِىْ رِوَايَةٍ سَتَفْتَحُوْنَ مِصْرَ وَهِىَ اَرْضٌ يُسَمّٰى فِيْهَا الْقِيْرَاطُ فَاسْتَوْصُوْا بِاَهْلِهَا خَيْرًا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا- وَفِىْ رِوَايَةٍ فَاِذَا فَتَحْتُمُوْهَا فَاَحْسِنُوْا اِلٰى اَهْلِهَا فَاِنَّ لَهُمْ ذِمَّةً وَرَحِمًا اَوْ قَالَ ذِمَّةً وَصِهْرًا . رواه مسلم .قَالَ الْعُلَمَاءُ الرَّحِمُ الَّتِىْ لَهُمْ كَوْنُ هَاجَرَ اُمِّ اِسْمَاعِيْلَ مِنْهُمْ وَالصِّهْرُ كَوْنُ مَارِيَةَ اُمِّ اِبْرَاهِيْمَ بْنِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْهُمْ.

৩২৮। আবু যার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (সাহাবীদেরকে) বলেন ঃ অচিরেই তোমরা এমন এক ভূখণ্ড জয় করবে, যেখানে কীরাতের আলোচনা হয়ে থাকে।[৪৮] অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ অচিরেই তোমরা মিসর জয় করবে, যেখানে কীরাতের নাম করা হয়। অতএব তোমরা সেখানকার বাসিন্দাদের সাথে সদ্ব্যবহার করবে। কেননা তাদের জন্য যিম্মাদারি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যখন এটা তোমরা জয় করবে তখন সেখানকার অধিবাসীদের প্রতি দয়া পরবশ হবে। কেননা তাদের ব্যাপারে যিম্মাদারি ও আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে। অথবা তিনি ذمة ورحمًا -এর স্থলে ذمة وصهرًا শব্দ বলেছেন। অর্থাৎ যিম্মাদারি ও শ্বশুর পক্ষীয় আত্মীয়তা রয়েছে।

---

৪৮. কীরাত একটা পরিভাষা, সাওয়াবের একটা বিশেষ পরিমাণ বুঝানোর জন্য শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

٣٢٩- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَمَّا نَزَلَتْ هٰذِهِ الْاٰيَةُ (وَاَنْذِرْ عَشِيْرَتَكَ الْاَقْرَبِيْنَ) دَعَا رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قُرَيْشًا فَاجْتَمَعُوْا فَعَمَّ وَخَصَّ وَقَالَ يَا بَنِىْ عَبْدِ شَمْسٍ يَا بَنِىْ كَعْبِ بْنِ لُؤَيٍّ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ مُرَّةَ بْنِ كَعْبٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ مَنَافٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ هَاشِمٍ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا بَنِىْ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ اَنْقِذُوْا اَنْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ يَا فَاطِمَةُ اَنْقِذِىْ نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ فَاِنِّىْ لاَ اَمْلِكُ لَكُمْ مِنَ اللّٰهِ شَيْئًا غَيْرَ اَنَّ لَكُمْ رَحِمًا سَاَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا- رواه مسلم. قَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِبِلاَلِهَا هُوَ بِفَتْحِ الْبَاءِ الثَّانِيَةِ وَكَسْرِهَا وَالْبِلاَلُ الْمَاءُ وَمَعْنَى الْحَدِيْثِ سَاَصِلُهَا شَبَّهَ قَطِيْعَتَهَا بِالْحَرَارَةِ تُطْفَأُ بِالْمَاءِ وَهٰذِهِ تُبَرَّدُ بِالصِّلَةِ .

৩২৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, যখন এই আয়াত অবতীর্ণ হল ঃ "তোমার নিকটতম আত্মীয়-স্বজনকে ভয় দেখাও" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কুরাইশদের ডাকলেন। ইতর-ভদ্র-উচ্চ-নীচ সাধারণ-বিশেষ সবাই একত্রিত হল। তিনি বলেন ঃ হে আবদে শামসের বংশধর, হে কা'ব ইবনে লুয়াইর বংশধর! নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদে মানাফের বংশধর! নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে হাশেম বংশীয়রা! নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! নিজেদেরকে আগুন থেকে বাঁচাও। হে ফাতিমা বিনতে মুহাম্মাদ (সা) নিজেকে আগুন থেকে বাঁচাও। আল্লাহ্র পাকড়াও থেকে তোমাদের রক্ষা করার মালিক আমি নই। শুধু এটুকুই যে, তোমাদের সাথে (আমার) আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি (দুনিয়াতে) তা সজীব (বজায়) রাখার চেষ্টা করব।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٣٠- عَنْ اَبِىْ عَبْدِ اللّٰهِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ سَمِعْتُ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ جِهَارًا غَيْرَ سِرٍّ يَقُوْلُ اِنَّ اٰلَ بَنِىْ فُلاَنٍ لَيْسُوْا بِاَوْلِيَائِىْ اِنَّمَا وَلِيِّىَ اللّٰهُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَلٰكِنْ لَهُمْ رَحِمٌ اَبُلُّهَا بِبِلاَلِهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَاللَّفْظُ لِلْبُخَارِىِ.

৩৩০। আমর ইবনুল আস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে গোপনে নয়, প্রকাশ্যে বলতে শুনেছি ঃ অমুকের বংশধররা আমার বন্ধু বা পৃষ্ঠপোষক নয়। আমার বন্ধু ও পৃষ্ঠপোষক হলেন আল্লাহ এবং সৎকর্মশীল মুমিনগণ। তবে তাদের সাথে আমার আত্মীয়তার সম্পর্ক রয়েছে, আমি তা সজীব রাখার চেষ্টা করব।

হাদীসটি ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন, তবে মূল পাঠ বুখারীর।

٣٣١- عَنْ اَبِىْ اَيُّوْبَ خَالِد بْنِ زَيْدِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً قَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اَخْبِرْنِىْ بِعَمَلٍ يُدْخِلُنِى الْجَنَّةَ وَيُبَاعِدُنِىْ مِنَ النَّارِ فَقَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَعْبُدُ اللّٰهَ وَلاَ تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا وَتُقِيْمُ الصَّلاَةَ وَتُؤْتِى الزَّكَاةَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৩১। আবু আইউব খালিদ ইবনে যায়িদ আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আমাকে এমন একটি কাজ সম্পর্কে অবহিত করুন, যা আমাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে এবং জাহান্নাম থেকে দূরে রাখবে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্র ইবাদাত কর, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, নামায কায়েম কর, যাকাত আদায় কর এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখ।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٣٢- عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَفْطَرَ اَحَدُكُمْ فَلْيُفْطِرْ عَلٰى تَمْرٍ فَاِنَّهُ بَرَكَةٌ فَاِنْ لَمْ يَجِدْ تَمْرًا فَالْمَاءُ فَاِنَّهُ طَهُوْرٌ وَقَالَ الصَّدَقَةُ عَلَى الْمِسْكِيْنِ صَدَقَةٌ وَعَلٰى ذِى الرَّحِمِ ثِنْتَانِ صَدَقَةٌ وَصِلَةٌ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ .

৩৩২। সালমান ইবনে আমের (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন তোমাদের কেউ ইফতার করে, সে যেন খেজুর দিয়ে ইফতার করে। কেননা এতে বরকত আছে। যদি সে খেজুর না পায়, তবে যেন পানি দিয়ে ইফতার করে। কেননা এটা পবিত্র বা পবিত্রকারী। তিনি আরো বলেন ঃ মিসকীনকে দান করা কেবল দান হিসাবেই গণ্য, কিন্তু আত্মীয়-স্বজনের বেলায় তা একই সঙ্গে দান এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক বজায় রাখা দুটোই হয়।

হাদীসটি ইমাম তিরমিযী বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

٣٣٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَتْ تَحْتِيْ امْرَاَةٌ وكُنْتُ أُحِبُّهَا وكَانَ عُمَرُ يَكْرَهُهَا فَقَالَ لِيْ طَلِّقْهَا فَاَبَيْتُ فَاَتٰى عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَكَرَ ذٰلِكَ لَهُ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ طَلِّقْهَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমার এক স্ত্রী ছিল। আমি তাকে খুব ভালোবাসতাম। কিন্তু উমার (রা) তাকে পছন্দ করতেন না। তিনি আমাকে বলেন, তাকে তালাক দাও। আমি এ প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলাম। উমার (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে তাঁকে এটা জানালেন। অতঃপর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (আমাকে) বলেন ঃ তাকে তালাক দাও।

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٤- عَنْ اَبِى الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً اَتَاهُ فَقَالَ اِنَّ لِيْ امْرَاَةً وَاِنَّ اُمِّيْ تَأْمُرُنِيْ بِطَلاَقِهَا ؟ فَقَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اَلْوَالِدُ اَوْسَطُ اَبْوَابِ الْجَنَّةِ فَاِنْ شِئْتَ فَاَضِعْ ذٰلِكَ الْبَابَ اَوِ احْفَظْهُ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ.

৩৩৪। আবুদ্ দারদা (রা) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি তাঁর কাছে এসে বলল, আমার একজন স্ত্রী আছে। আমার মা তাকে তালাক দেয়ার জন্য আমাকে হুকুম করেছেন। তিনি (আবুদ্ দারদা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ পিতা-মাতা জান্নাতের দরজাগুলোর মধ্যে একটি মজবুত দরজা। এখন তুমি ইচ্ছা করলে দরজাটি ভেংগেও দিতে পার অথবা হিফাযাতও করতে পার।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٣٥- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَلْخَالَةُ بِمَنْزِلَةِ الْاُمِّ . رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৩৫। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ খালা মাতৃস্থানীয়।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটা সহীহ্ হাদীস।

এ অনুচ্ছেদের সাথে সম্পৃক্ত বহু সংখ্যক নির্ভরযোগ্য হাদীস সহীহ্ গ্রন্থে রয়েছে। অনুচ্ছেদটি দীর্ঘায়িত হওয়ার ভয়ে সেগুলো উদ্ধৃত করা হল না। আমর ইবনে আবাসা (রা) কর্তৃক বর্ণিত একটি সুদীর্ঘ হাদীসও আছে। তার অংশবিশেষ এখানে উল্লেখ করা হল ঃ

دَخَلْتُ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِمَكَّةَ يَعْنِيْ فِيْ اَوَّلِ النُّبُوَّةِ فَقُلْتُ لَهُ مَا اَنْتَ؟ قَالَ نَبِيٌّ فَقُلْتُ وَمَا نَبِيٌّ؟ قَالَ اَرْسَلَنِى اللّٰهُ فَقُلْتُ بِاَيِّ شَيْئٍ اَرْسَلَكَ؟ قَالَ اَرْسَلَنِيْ بِصِلَةِ الْاَرْحَامِ وَكَسْرِ الْاَوْثَانِ وَاَنْ يُّوَحَّدَ اللّٰهُ لاَ يُشْرَكُ بِهِ شَيْئٌ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

"আমর ইবনে আবাসা (রা) বলেন, নবুয়াতের প্রথম দিকে আমি মক্কায় এসে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাত করলাম। আমি তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনি কে? তিনি বলেন ঃ নবী। আমি বললাম, নবী কাকে বলে? তিনি বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা আমাকে পাঠিয়েছেন। আমি বললাম, কি জিনিসসহ তিনি আপনাকে পাঠিয়েছেন? তিনি বলেন ঃ আমাকে আত্মীয়তার সম্পর্ক অটুট রাখা, পৌত্তলিকতার অবসান, আল্লাহ্র একত্বের প্রতিষ্ঠা এবং তাঁর সাথে অন্য কিছুকে শরীক না করার নির্দেশসহ পাঠিয়েছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪১

পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, তাদের অবাধ্য হওয়া এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হারাম।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : فَهَلْ عَسَيْتُمْ اِنْ تَوَلَّيْتُمْ اَنْ تُفْسِدُوْا فِى الْاَرْضِ وَتُقَطِّعُوْا اَرْحَامَكُمْ اُولٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَصَمَّهُمْ وَاَعْمٰى اَبْصَارَهُمْ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তোমরা ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হলে হয়ত তোমরা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টি করবে এবং আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করবে। এরা এমন লোক, যাদের উপর আল্লাহ্ অভিশাপ বর্ষণ করেন এবং এদেরকে অন্ধ ও বধির করে দিয়েছেন।" (সূরা মুহাম্মাদ ঃ ২২-২৩)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَالَّذِيْنَ يَنْقُضُوْنَ عَهْدَ اللّٰهِ مِنْ بَعْدِ مِيْثَاقِهِ وَيَقْطَعُوْنَ مَا اَمَرَ اللّٰهُ بِهٖ اَنْ يُّوْصَلَ وَيُفْسِدُوْنَ فِى الْاَرْضِ اُولٰئِكَ لَهُمُ اللَّعْنَةُ وَلَهُمْ سُوْءُ الدَّارِ .

"যেসব লোক আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতিকে শক্ত করে বেঁধে নেয়ার পর তা ভংগ করে, যারা এমন সব সম্পর্ক ছিন্ন করে যা অটুট রাখার জন্য আল্লাহ নির্দেশ দিয়েছেন, আর যারা যমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করে তাদের প্রতি অভিশাপ এবং তাদের জন্য আখিরাতে থাকবে অত্যন্ত খারাপ জায়গা।" (সূরা আর-রাদ ঃ ২৫)

وَقَالَ تَعَالٰى: وَقَضٰى رَبُّكَ اَلاَّ تَعْبُدُوْٓا اِلاَّ اِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْكِلاَهُمَا فَلاَ تَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلاَ تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلاً كَرِيْمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِىْ صَغِيْرًا.

"তোমাদের প্রতিপালক ফায়সালা দিয়েছেন, তোমরা কেবল তাঁরই ইবাদাত করবে এবং পিতা-মাতার সাথে ভালো ব্যবহার করবে। তোমাদের কাছে যদি তাদের কোন একজন কিংবা উভয়ে বৃদ্ধাবস্থায় থাকে তবে তুমি তাদেরকে "উহ" পর্যন্ত বলবে না, তাদেরকে ভর্ৎসনা করবে না এবং তাদের সাথে বিশেষ মর্যাদা সহকারে কথা বলবে। তুমি বিনয় ও নম্রতা সহকারে তাদের সামনে নত হয়ে থাকবে এবং বলবে ঃ "হে আল্লাহ! তাদের প্রতি রহম কর, যেমন তারা ছোটবেলা আমাকে লালন-পালন করেছেন।" (সূরা বনী ইসরাঈল ঃ ২৩, ২৪)

٣٣٦- عَنْ اَبِىْ بَكْرَةَ نُفَيْعِ بْنِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلاَ اُنَبِّئُكُمْ بِاَكْبَرِ الْكَبَائِرِ؟ ثَلاَثًا قُلْنَا بَلٰى يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ قَالَ اَلْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَكَانَ مُتَّكِئًا فَجَلَسَ فَقَالَ اَلاَ وَقَوْلُ الزُّوْرِ وَشَهَادَةُ الزُّوْرِ فَمَا زَالَ يُكَرِّرُهَا حَتّٰى قُلْنَا لَيْتَهُ سَكَتَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

৩৩৬। আবু বাক্‌রাহ নুফাই ইবনুল হারিস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাদেরকে সর্বাপেক্ষা মারাত্মক গুনাহ সম্পর্কে অবহিত করব না? কথাটা তিনি তিনবার বলেন। আমরা বললাম, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! অবশ্যই বলে দিন। তিনি বলেন ঃ আল্লাহ্‌র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া। তিনি হেলান দেয়া অবস্থায় ছিলেন এবং সোজা হয়ে বসে আবার বলেন ঃ সাবধান! মিথ্যা কথা বলা এবং মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। তিনি কথাগুলো বারবার বলছিলেন, এমনকি আমরা (মনে মনে) বলতে লাগলাম, আহা! তিনি যদি থামতেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٣٧- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْكَبَائِرُ الْاِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ

وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ- رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ الَّتِىْ يَحْلِفُهَا كَاذِبًا عَامِدًا سُمِّيَتْ غَمُوْسًا لِأَنَّهَا تَغْمِسُ الْحَالِفَ فِى الْاِثْمِ .

৩৩৭। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহসমূহ হল আল্লাহ্র সাথে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কোন মানুষকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٣٨- وَعَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مِنَ الْكَبَائِرِ شَتْمُ الرَّجُلِ وَالِدَيْهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَهَلْ يَشْتُمُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ نَعَمْ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ اِنَّ مِنْ اَكْبَرِ الْكَبَائِرِ اَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ يَلْعَنُ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ يَسُبُّ اَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ اَبَاهُ وَيَسُبُّ اُمَّهُ فَيَسُبُّ اُمَّهُ .

৩৩৮। আবদুল্লাহ ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কবীরা গুনাহগুলোর একটি হল, পিতা-মাতাকে গালি দেয়া। সাহাবীগণ বলেন, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন লোক কি তার পিতা-মাতাকে গালি দিতে পারে? তিনি বলেন ঃ হাঁ। একজন অন্যজনের পিতাকে গালি দেয়, আর সে প্রতিউত্তরে তার পিতাকে গালি দেয়। একজন অন্যজনের মাকে গালি দেয় আর (জবাবে) দ্বিতীয়জন প্রথমজনের মাকে গালি দেয়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ মারাত্মক কবীরা গুনাহের মধ্যে একটি হল ঃ কোন ব্যক্তির তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দেয়া। বলা হল, হে আল্লাহ্র রাসূল! কোন ব্যক্তি কি তার পিতা-মাতাকে অভিশাপ দিতে পারে? তিনি বলেন ঃ এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তির পিতাকে গালি দেয়, আর সে আবার তার পিতাকে গালি দেয়। এ ব্যক্তি ঐ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়, প্রতিউত্তরে ঐ ব্যক্তি এ ব্যক্তির মাকে গালি দেয়।

٣٣٩- عَنْ اَبِىْ مُحَمَّدٍ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاطِعٌ قَالَ سُفْيَانُ فِىْ رِوَايَتِهِ يَعْنِىْ قَاطِعُ رَحِمٍ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৩৯। আবু মুহাম্মাদ জুবাইর ইবনে মুতইম (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ ছেদনকারী জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। সুফিয়ান (র) তার বর্ণনায় বলেন, অর্থাৎ আত্মীয়তার সম্পর্ক ছেদনকারী।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٤٠- عَنْ اَبِىْ عِيْسَى الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اللّٰهَ حَرَّمَ عَلَيْكُمْ عُقُوْقَ الْاُمَّهَاتِ وَمَنْعًا وَهَاتِ وَوَادَ الْبَنَاتِ وكَرِهَ لَكُمْ قِيْلَ وَقَالَ وكَثْرَةَ السُّؤَالِ وَاِضَاعَةَ الْمَالِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ . قَوْلُهُ مَنْعًا مَعْنَاهُ مَنْعُ مَا وَجَبَ عَلَيْهِ وَهَاتِ طَلَبُ مَا لَيْسَ لَهُ وَوَادَ الْبَنَاتِ مَعْنَاهُ دَفْنُهُنَّ فِى الْحَيَاةِ وَقِيْلَ وَقَالَ مَعْنَاهُ الْحَدِيْثُ بِكُلِّ مَا يَسْمَعُهُ فَيَقُوْلُ قِيْلَ كَذَا وَقَالَ فُلاَنٌ كَذَا مِمَّا لاَ يَعْلَمُ صِحَّتَهُ وَلاَ يَظُنُّهَا وكَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ وَاِضَاعَةُ الْمَالِ تَبْذِيْرُهُ وَصَرْفُهُ فِىْ غَيْرِ الْوُجُوْهِ الْمَأْذُوْنِ فِيْهَا مِنْ مَقَاصِدِ الْاٰخِرَةِ وَالدُّنْيَا وَتَرْكُ حِفْظِهِ مَعَ اِمْكَانِ الْحِفْظِ وكَثْرَةُ السُّؤَالِ الْاِلْحَاحُ فِيْمَا لاَ حَاجَةَ اِلَيْهِ.

৩৪০। মুগীরা ইবনে শু'বা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ্ তা'আলা পিতা-মাতাকে কষ্ট দেয়া, কৃপণতা করা, অবৈধভাবে অন্যের মাল দাবি করা এবং কন্যা সন্তানদের জীবন্ত প্রোথিত করা তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন। নিরর্থক ও অপ্রয়োজনীয় কথা বলা, অতিরিক্ত যাঞ্চা করা এবং সম্পদ বিনষ্ট করা তিনি তোমাদের জন্য অপছন্দ করেছেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম নববী (র) বলেন ঃ منعًا যে জিনিস কারো উপর ওয়াজিব তা প্রতিরোধ করে রাখা। وهات যে জিনিসের মালিক সে নয় তা দাবি করা। واد البنات কন্যা সন্তানকে জীবন্ত কবর দেয়া। قيل وقال কোন কিছু শুনে তার যথার্থতা যাচাই না করেই বলে বেড়ানো যে, অমুক ব্যক্তি এটা বলেছে বা করেছে, অথচ এ সম্পর্কে তার কোন সঠিক জ্ঞান নেই। কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী প্রমাণিত হওয়ার জন্য এটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তাই বলে বেড়ায়। اضاعة المال শরী'আতের পরিপন্থী কাজে অর্থ-সম্পদ অপচয় করা যার মধ্যে দুনিয়া ও আখিরাতের কোন কল্যাণ নিহিত নেই। ধন-সম্পদ রক্ষণাবেক্ষণের শক্তি ও সুযোগ থাকা সত্ত্বেও তার হিফাজাত না করা। كثرة السؤال যে জিনিস না হলেও চলে তা ইনিয়ে বিনিয়ে চাওয়া।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪২

পিতা-মাতার বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-স্বজন, স্ত্রী ও অন্য যাদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন মুস্তাহাব তাদের সাথে সদাচারের ফযীলাত।

٣٤١- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ وُدَّ اَبِيْهِ.

৩৪১। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সৎ কাজগুলোর মধ্যে বড় সৎকাজ হল ঃ কোন ব্যক্তির পিতার বন্ধুদের সাথে সদাচরণ করা।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٤٢- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ دِيْنَارٍ عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ رَجُلاً مِنَ الْاَعْرَابِ لَقِيَهُ بِطَرِيْقِ مَكَّةَ فَسَلَّمَ عَلَيْهِ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ وَحَمَلَهُ عَلٰى حِمَارٍ كَانَ يَرْكَبُهُ وَاَعْطَاهُ عِمَامَةً كَانَتْ عَلٰى رَاْسِهِ قَالَ ابْنُ دِيْنَارٍ فَقُلْنَا لَهُ اَصْلَحَكَ اللّٰهُ اِنَّهُمُ الْاَعْرَابُ وَهُمْ يَرْضَوْنَ بِالْيَسِيْرِ فَقَالَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ عُمَرَ اِنَّ اَبَا هٰذَا كَانَ وُدًّا لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ اَبَرَّ الْبِرِّ صِلَةُ الرَّجُلِ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ عَنِ ابْنِ دِيْنَارٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ اَنَّهُ كَانَ اِذَا خَرَجَ اِلٰى مَكَّةَ كَانَ لَهُ حِمَارٌ يَتَرَوَّحُ عَلَيْهِ اِذَا مَلَّ رُكُوْبَ الرَّاحِلَةِ وَعِمَامَةٌ يَشُدُّ بِهَا رَاْسَهُ فَبَيْنَا هُوَ يَوْمًا عَلٰى ذٰلِكَ الْحِمَارِ اِذْ مَرَّ بِهِ اَعْرَابِيٌّ فَقَالَ اَلَسْتَ بْنَ فُلاَنِ بْنِ فُلاَنٍ؟ قَالَ بَلٰى فَاَعْطَاهُ الْحِمَارَ فَقَالَ ارْكَبْ هٰذَا وَاَعْطَاهُ وَالْعِمَامَةَ وَقَالَ اشْدُدْ بِهَا رَاْسَكَ فَقَالَ لَهُ بَعْضُ اَصْحَابِهِ غَفَرَ اللّٰهُ لَكَ اَعْطَيْتَ هٰذَا الْاَعْرَابِيَّ حِمَارًا كُنْتَ تَرَوَّحُ عَلَيْهِ وَعِمَامَةً كُنْتَ تَشُدُّ بِهَا رَأْسَكَ فَقَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ مِنْ اَبَرِّ الْبِرِّ اَنْ يَّصِلَ الرَّجُلُ اَهْلَ وُدِّ اَبِيْهِ بَعْدَ اَنْ يُّوَلِّيَ وَاِنَّ اَبَاهُ كَانَ صَدِيْقًا لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ . رَوٰى هٰذِهِ الرِّوَايَاتِ كُلَّهَا مُسْلِمٌ.

৩৪২। আবদুল্লাহ ইবনে দীনার (র) থেকে আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা)-র সূত্রে বর্ণিত। জনৈক বেদুঈন তার সাথে মক্কার পথে মিলিত হল। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) তাকে সালাম করলেন এবং যে গাধার পিঠে তিনি সওয়ার ছিলেন তাকেও তাতে তুলে নিলেন। তিনি নিজের মাথার পাগড়িও তাকে দিলেন। ইবনে দীনার বলেন, আমরা তাকে বললাম, আল্লাহ্ আপনাকে কল্যাণ দান করুন, বেদুঈনরা তো অল্প কিছু পেলেই সন্তুষ্ট হয়। আবদুল্লাহ ইবনে উমার (রা) বলেন, এই ব্যক্তির পিতা উমার (র) এর বন্ধু ছিল। আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সৎ কাজগুলোর মধ্যে বড় সৎ কাজ হল, কোন ব্যক্তির পিতার বন্ধুদের সাথে তার সুসম্পর্ক বজায় রাখা।

ইবনে দীনার (র) থেকে ইবনে উমার (রা) কর্তৃক অপর এক সূত্রে বর্ণিত। তার একটি গাধা ছিল। তিনি যখন মক্কায় যেতেন এবং উটে আরোহণ করতে বিরক্তি বোধ করতেন তখন বিশ্রামের জন্য এ গাধার পিঠে সওয়ার হতেন এবং নিজের পাগড়িটা মাথায় বেঁধে নিতেন। চিরাচরিত অভ্যাস অনুযায়ী তিনি একদিন এ গাধার পিঠে সওয়ার ছিলেন। এমন সময় এক বেদুঈন এসে ইবনে উমারকে বলে, তুমি কি অমুকের ছেলে অমুক না? তিনি বলেন, হাঁ। ইবনে উমার (রা) তাকে গাধাটা দিয়ে দিলেন এবং বলেন, এর পিঠে সওয়ার হও। তিনি তার পাগড়িটাও তাকে দিয়ে বলেন, এটা তোমার মাথায় বাঁধো। তার অপর সংগীরা তাকে বলেন, আল্লাহ্ আপনাকে ক্ষমা করুন। গাধাটা এ বেদুঈনকে দিয়ে দিলেন, অথচ এটার উপর আপনি সওয়ার হতেন এবং পাগড়িটাও তাকে দিলেন, অথচ এটা আপনি মাথায় বাঁধতেন। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ সৎ কাজগুলোর মধ্যে বড় সৎ কাজ হল ঃ পিতার মৃত্যুর পর তার বন্ধুর পরিবারবর্গের সাথে সদ্ব্যবহার করা। এ ব্যক্তির পিতা উমার (রা) এর বন্ধু ছিল।

সম্পূর্ণ হাদীসটি ইমাম মুসলিম বর্ণনা করেছেন।

٣٤٣- عَنْ اَبِىْ أُسَيْدٍ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ مَالِكِ بْنِ رَبِيْعَةَ السَّاعِدِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ بَيْنَا نَحْنُ جُلُوْسٌ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِذْ جَاءَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِىْ سَلَمَةَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ هَلْ بَقِىَ مِنْ بِرِّ اَبَوَىَّ شَيْءٌ اَبَرُّهُمَا بِهِ بَعْدَ مَوْتِهِمَا ؟ فَقَالَ نَعَمْ اَلصَّلاَةُ عَلَيْهِمَا وَالْاِسْتِغْفَارُ لَهُمَا وَاِنْفَاذُ عَهْدِهِمَا مِنْ بَعْدِهِمَا وَصِلَةُ الرَّحِمِ الَّتِىْ لاَ تُوْصَلُ اِلاَّ بِهِمَا وَاِكْرَامُ صَدِيْقِهِمَا. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ.

৩৪৩। আবু উসাইদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে বসা ছিলাম। এমন সময় বানু সালামা নামক গোত্রের এক ব্যক্তি এসে বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! পিতা-মাতার মৃত্যুর পরও তাদের সাথে সদ্ব্যবহার

করার দায়িত্ব আমার উপর রয়েছে কি, তা কিভাবে সদ্ব্যবহার করব? তিনি বলেন, হাঁ, তুমি তাদের জন্য দু'আ করবে, তাদের গুনাহর ক্ষমা প্রার্থনা করবে, তাদের কৃত ওয়াদা পূর্ণ করবে, তাদের আত্মীয়-স্বজনের সাথে সদ্ব্যবহার করবে একারণে যে, এরা তাদেরই আত্মীয় এবং তাদের বন্ধু-বান্ধবের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে।

ইমাম আবূ দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٤٤- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ مَا غِرْتُ عَلٰى اَحَدٍ مِنْ نِسَاءِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا غِرْتُ عَلٰى خَدِيْجَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا وَمَا رَاَيْتُهَا قَطُّ وَلٰكِنْ كَانَ يُكْثِرُ ذِكْرَهَا وَرُبَّمَا ذَبَحَ الشَّاةَ ثُمَّ يُقَطِّعُهَا اَعْضَاءً ثُمَّ يَبْعَثُهَا فِيْ صَدَائِقِ خَدِيْجَةَ فَرُبَّمَا قُلْتُ لَهُ كَاَنْ لَمْ يَكُنْ فِى الدُّنْيَا امْرَاَةٌ اِلاَّ خَدِيْجَةُ فَيَقُوْلُ اِنَّهَا كَانَتْ وَكَانَتْ وَكَانَ لِيْ مِنْهَا وَلَدٌ- مُتَّفَقٌ عَلَيه وَفِيْ رِوَايَةٍ وَاِنْ كَانَ لَيَذْبَحُ الشَّاةَ فَيُهْدِيْ فِيْ خَلاَئِلِهَا مِنْهَا مَا يَسَعُهُنَّ- وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ اِذَا ذَبَحَ الشَّاةَ يَقُوْلُ اَرْسِلُوْا بِهَا اِلٰى اَصْدِقَاءِ خَدِيْجَةَ- وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَتْ اِسْتَأْذَنَتْ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ اُخْتُ خَدِيْجَةَ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَعَرَفَ اِسْتِئْذَانَ خَدِيْجَةَ فَارْتَاحَ لِذٰلِكَ فَقَالَ اَللّٰهُمَّ هَالَةُ بِنْتُ خُوَيْلِدٍ قَوْلُهَا فَارْتَاحَ هُوَ بِالْحَاءِ وَفِي الْجَمْعِ بَيْنَ الصَّحِيْحَيْنِ لِلْحُمَيْدِيِّ فَارْتَاعَ بِالْعَيْنِ وَمَعْنَاهُ اِهْتَمَّ بِهِ .

৩৪৪। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের স্ত্রীদের মধ্যে খাদীজা রাদিয়াল্লাহু আনহার প্রতি আমার যে পরিমাণ ঈর্ষা হত অন্য কারো প্রতি তদ্রূপ হত না। অথচ আমি তাকে কখনও দেখিনি। কিন্তু তিনি (নবী) তাঁর কথা প্রায়ই বলতেন। কখনও তিনি বকরী যবেহ করতেন, এর গোশ্ত টুকরা টুকরা করতেন, অতঃপর তা খাদীজার বান্ধবীদের নিকট পাঠাতেন। আমি মাঝেমধ্যে তাঁকে বলতাম, খুব সম্ভব খাদীজা ছাড়া দুনিয়াতে আর কোন নারী ছিল না। তিনি বলতেন ঃ সে এরূপ ছিল এবং এরূপ ছিল (অর্থাৎ বিভিন্নভাবে তার প্রশংসা করতেন), তার গর্ভে আমার কয়েকটি সন্তান জন্মেছিল।

ইমাম বুখারী ও মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখনই তিনি বকরী যবেহ করতেন, তার গোশত খাদীজার বান্ধবীদের কাছে যথাসাধ্য পাঠাতে চেষ্টা করতেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ যখন তিনি বকরী যবেহ করতেন তখন বলতেন ঃ

খাদীজার বান্ধবীদের বাড়িতে গোশত পাঠাও। অন্য এক বর্ণনায় আছে ঃ আয়িশা (রা) বলেন, খুয়াইলিদের কন্যা এবং খাদীজার বোন হালাহ (রা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে সাক্ষাতের অনুমতি চাইলেন। তখন খাদীজার অনুমতি চাওয়ার কথা তাঁর মনে পড়ল। তিনি আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন। তিনি বলেন ঃ হে আল্লাহ! হালাহ বিনতে খুয়াইলিদ (এসেছে)।

٣٤٥- عَنْ اَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ خَرَجْتُ مَعَ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ الْبَجَلِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فِيْ سَفَرٍ فَكَانَ يَخْدُمُنِيْ فَقُلْتُ لَهُ لاَ تَفْعَلْ فَقَالَ انِّيْ قَدْ رَاَيْتُ الْاَنْصَارَ تَصْنَعُ بِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ شَيْئًا اٰلَيْتُ عَلٰى نَفْسِيْ اَنْ لاَّ اَصْحَبَ اَحَدًا مِنْهُمْ الاَّ خَدَمْتُهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৪৫। আনাস ইবনে মালিক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি জারীর ইবনে আবদুল্লাহ (রা)-র সাথে সফরে বের হলাম। তিনি আমার সেবাযত্ন করতে লাগলেন। আমি তাঁকে বললাম, আপনি এরূপ করবেন না। তিনি (জারীর) বলেন, আমি আনসারদের দেখতাম যে, তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক কিছু করে দিতেন। তাই আমি প্রতিজ্ঞা করেছি যে, আমিও তাঁদের মধ্যে যারই সাথে থাকি তাঁর সেবাযত্ন করব।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৩

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের মর্যাদা ও তাঁদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّمَا يُرِيْدُ اللّٰهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ اَهْلَ الْبَيْتِ وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيْرًا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"আল্লাহ এটাই চান যে, তিনি তোমাদের নবীর ঘরের লোকদের থেকে অপরিচ্ছন্নতা দূর করবেন এবং তোমাদেরকে পূর্ণরূপে পবিত্র করবেন।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৩৩)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللّٰهِ فَانَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوْبِ .

"যে লোক আল্লাহ্র নিদর্শনসমূহের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে, কারণ এটা অন্তরের তাকওয়ার ব্যাপার।" (সূরা আল-হজ্জ ঃ ৩২)

٣٤٦- عَنْ يَزِيْدِ بْنِ حِبَّانَ قَالَ انْطَلَقْتُ اَنَا وَحُصَيْنُ بْنُ سَبْرَةَ وَعَمْرُو بْنُ مُسْلِمٍ اِلٰى زَيْدِ بْنِ اَرْقَمَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ فَلَمَّا جَلَسْنَا اِلَيْهِ قَالَ لَهُ حُصَيْنٌ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا رَاَيْتَ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَسَمِعْتَ حَدِيْثَهُ وَغَزَوْتَ مَعَهُ وَصَلَّيْتَ خَلْفَهُ لَقَدْ لَقِيْتَ يَا زَيْدُ خَيْرًا كَثِيْرًا حَدِّثْنَا يَا زَيْدُ مَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ يَا ابْنَ اَخِيْ وَاللّٰهِ لَقَدْ كَبِرَتْ سِنِّيْ وَقَدُمَ عَهْدِيْ وَنَسِيْتُ بَعْضَ الَّذِيْ كُنْتُ اَعِيْ مِنْ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَا حَدَّثْتُكُمْ فَاقْبَلُوْا وَمَا لاَ فَلاَ تُكَلِّفُوْنِيْهِ ثُمَّ قَالَ قَامَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا فِيْنَا خَطِيْبًا بِمَاءٍ يُدْعٰى خُمًّا بَيْنَ مَكَّةَ وَالْمَدِيْنَةِ فَحَمِدَ اللّٰهَ وَاَثْنٰى عَلَيْهِ وَوَعَظَ وَذَكَّرَ ثُمَّ قَالَ اَمَّا بَعْدُ اَلاَ اَيُّهَا النَّاسُ فَاِنَّمَا اَنَا بَشَرٌ يُوْشِكُ اَنْ يَّاْتِيَ رَسُوْلُ رَبِّيْ فَاُجِيْبَ وَاَنَا تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَوَّلُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ فِيْهِ الْهُدٰى وَالنُّوْرُ فَخُذُوْا بِكِتَابِ اللّٰهِ وَاسْتَمْسِكُوْا بِهِ فَحَثَّ عَلٰى كِتَابِ اللّٰهِ وَرَغَّبَ فِيْهِ ثُمَّ قَالَ وَاَهْلُ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ اُذَكِّرُكُمُ اللّٰهَ فِيْ اَهْلِ بَيْتِيْ فَقَالَ لَهُ حُصَيْنٌ وَمَنْ اَهْلُ بَيْتِهِ يَا زَيْدُ اَلَيْسَ نِسَاؤُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ؟ قَالَ نِسَاؤُهُ مِنْ اَهْلِ بَيْتِهِ وَلٰكِنْ اَهْلُ بَيْتِهِ مَنْ حُرِمَ الصَّدَقَةَ بَعْدَهُ قَالَ وَمَنْ هُمْ؟ قَالَ هُمْ اٰلُ عَلِيٍّ وَاٰلُ عَقِيْلٍ وَاٰلُ جَعْفَرٍ وَاٰلُ عَبَّاسٍ قَالَ كُلُّ هٰؤُلاَءِ حُرِمَ الصَّدَقَةَ؟ قَالَ نَعَمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِيْ رِوَايَةٍ اَلاَ وَاِنِّيْ تَارِكٌ فِيْكُمْ ثَقَلَيْنِ اَحَدُهُمَا كِتَابُ اللّٰهِ وَهُوَ حَبْلُ اللّٰهِ مَنِ اتَّبَعَهُ كَانَ عَلَى الْهُدٰى وَمَنْ تَرَكَهُ كَانَ عَلٰى ضَلاَلَةٍ .

৩৪৬। ইয়াযীদ ইবনে হিব্বান (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি, হুসাইন ইবনে সাবরা ও আমর ইবনে মুসলিম (র) যায়িদ ইবনে আরকাম (রা)-এর কাছে গেলাম। আমরা তাঁর কাছে বসলে হুসাইন তাঁকে বলেন, হে যায়িদ! আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখেছেন, তাঁর হাদীস শুনেছেন, যুদ্ধে তাঁর সাথী হয়েছেন এবং তাঁর পেছনে নামায পড়েছেন। হে যায়িদ! আপনি অশেষ কল্যাণ লাভ করেছেন। হে যায়িদ! আপনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লামের কাছে যা শুনেছেন তা আমাদেরকে বলুন। তিনি বলেন, হে ভ্রাতুষ্পুত্র! আল্লাহ্‌র শপথ! আমি বৃদ্ধ হয়ে গেছি, আমার অনেক বয়স হয়েছে এবং আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে যা মুখস্থ করেছিলাম তার কতক ভুলে গেছি। কাজেই আমি তোমাদেরকে যা বলব তা গ্রহণ করবে এবং যা না বলব তার জন্য আমাকে তকলিফ দেবে না। অতঃপর তিনি বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুম্মা নামক কূপের কাছে আমাদের সামনে বক্তৃতা করতে দাঁড়ালেন। স্থানটি মক্কা ও মদীনার মাঝামাঝি অবস্থিত। তিনি মহান আল্লাহ্‌র প্রশংসা ও গুণগান করলেন, লোকদের নসীহত করলেন এবং (শান্তি ও শাস্তির কথা) স্মরণ করালেন, অতঃপর বলেন ঃ "হে লোকেরা! সতর্ক হয়ে যাও। আমি একজন মানুষ, হয়ত অচিরেই আমার প্রতিপালকের দূত এসে যাবে এবং আমাকে আল্লাহ্‌র ফায়সালা মেনে নিতে হবে। আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। প্রথমটি হল আল্লাহ্‌র কিতাব, এর মধ্যে রয়েছে হিদায়াত ও আলো। তোমরা আল্লাহ্‌র কিতাবকে অবলম্বন কর এবং তাকে দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত রাখ। (যায়িদ বলেন) তিনি আল্লাহ্‌র কিতাবের প্রতি আমাদের অনুপ্রাণিত করলেন এবং তদনুযায়ী কাজ করার জন্য আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। অতঃপর তিনি বলেন ঃ (দ্বিতীয়টি হল) আমার আহলে বাইত (পরিবারবর্গ)। আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি, আমি তোমাদেরকে আমার আহলে বাইতের ব্যাপারে আল্লাহ্‌কে স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি (তাদেরকে ভুলে যাবে না)। হুসাইন (র) তাকে বলেন, হে যায়িদ, তাঁর আহলে বাইত কারা? তাঁর স্ত্রীগণ কি তাঁর আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত নয়? তিনি বলেন, তাঁর স্ত্রীগণও আহলে বাইতের অন্তর্ভুক্ত। ব্যাপকভাবে বলতে গেলে তাঁর ইন্তিকালের পর, যাদের প্রতি সাদাকা খাওয়া হারাম করা হয়েছে তারাও তাঁর পরিবারবর্গের অন্তর্ভুক্ত। তিনি (হুসাইন) বলেন, তারা কে কে? তিনি (যায়িদ) বলেন, তারা হলেন ঃ আলী (রা), আকীল (রা), জাফর (রা) ও আব্বাস (রা) এর বংশধরগণ। তিনি বলেন, এদের সবার প্রতি সাদাকা হারাম ছিল? তিনি (যায়িদ) বলেন, হাঁ।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ সাবধান! আমি তোমাদের মাঝে দু'টি গুরুত্বপূর্ণ জিনিস রেখে যাচ্ছি। এর একটি হল আল্লাহ্‌র কিতাব– আর এটা হল আল্লাহ্‌র রজ্জু (তাঁর সাথে বান্দার যোগসূত্র)। যে ব্যক্তি তার অনুসরণ করবে সে হিদায়াতের নির্ভুল পথেই থাকবে। যে ব্যক্তি একে ছেড়ে দেবে সে পথভ্রষ্ট হবে।

٣٤٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنْ اَبِىْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ مَوْقُوْفًا عَلَيْهِ اَنَّهُ قَالَ ارْقُبُوْا مُحَمَّدًا صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِىْ اَهْلِ بَيْتِهِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ . مَعْنَى ارْقُبُوْهُ رَاعُوْهُ وَاحْتَرِمُوْهُ وَاَكْرِمُوْهُ وَاللّٰهُ اَعْلَمُ .

৩৪৭। ইবনে উমার (রা) থেকে আবু বাক্‌র আস্‌ সিদ্দীক (রা) এর সূত্রে মওকূফরূপে বর্ণিত। তিনি (আবু বাক্‌র) বলেন, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরিবার-পরিজনের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের কথা স্মরণ রাখ।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৪

আলিম, বয়স্ক ও সম্মানিত ব্যক্তিদের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা; অন্যদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়া; তাদের মজলিস ও বৈঠকাদির গুরুত্ব এবং তাদের সম্মান ও প্রতিপত্তি বর্ণনা করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ هَلْ يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لاَ يَعْلَمُوْنَ اِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوا الْاَلْبَابِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

“এদেরকে জিজ্ঞেস কর, যে জানে এবং যে জানে না, এরা উভয়ে কি কখনও সমান হতে পারে? বুদ্ধি-বিবেক সম্পন্ন লোকেরাই তো উপদেশ গ্রহণ করে।” (সূরা আয-যুমার ঃ ৯)

٣٤٨- عَنْ اَبِىْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ بْنِ عَمْرٍو الْبَدْرِيِّ الْاَنْصَارِيِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ فَاِنْ كَانُوْا فِى الْقِرَاءَةِ سَوَاءً فَاَعْلَمُهُمْ بِالسُّنَّةِ فَاِنْ كَانُوْا فِى السُّنَّةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَاَقْدَمُهُمْ سِنًّا وَلاَ يَؤُمَّنَّ الرَّجُلُ الرَّجُلَ فِىْ سُلْطَانِهِ وَلاَ يَقْعُدْ فِىْ بَيْتِهِ عَلٰى تَكْرِمَتِهِ اِلاَّ بِاِذْنِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُ فَاَقْدَمُهُمْ سِلْمًا بَدَلَ سِنًّا اَىْ اِسْلاَمًا وَفِىْ رِوَايَةٍ يَؤُمُّ الْقَوْمَ اَقْرَؤُهُمْ لِكِتَابِ اللّٰهِ وَاَقْدَمُهُمْ قِرَاءَةً فَاِنْ كَانَتْ قِرَاءَتُهُمْ سَوَاءً فَيَؤُمُّهُمْ اَقْدَمُهُمْ هِجْرَةً فَاِنْ كَانُوْا فِى الْهِجْرَةِ سَوَاءً فَلْيَؤُمَّهُمْ اَكْبَرُهُمْ سِنًّا . وَالْمُرَادُ بِسُلْطَانِهِ مَحَلُّ وِلاَيَتِهِ اَوِ الْمَوْضِعُ الَّذِىْ يَخْتَصُّ بِهِ وَتَكْرِمَتُهُ بِفَتْحِ التَّاءِ وَكَسْرِ الرَّاءِ وَهِىَ مَا يَنْفَرِدُ بِهِ مِنْ فِرَاشٍ وَسَرِيْرٍ وَنَحْوِهِمَا .

৩৪৮। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কুরআন অপেক্ষাকৃত ভালো পড়ে সে তাদের ইমামতি করবে। যদি কুরআন পড়ায় তারা সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যে সুন্নাহ (হাদীস) অধিক জানে।[৪৯] যদি সুন্নায়ও তারা সমান হয় তবে তাদের মধ্যে যে প্রথমে হিজরাত করেছে। যদি হিজরাতেও তারা সমান হয় তবে অপেক্ষাকৃত অধিক বয়স্ক ব্যক্তি (ইমামতি করবে)। তাদের মধ্যে কোন লোক যেন অপর কোন লোকের অধিকার ও ক্ষমতাস্থলে (প্রভাবাধীন এলাকায়) তার সম্মতি ছাড়া ইমামতি না করে এবং তার বাড়িতে তার অনুমতি ছাড়া তার সম্মানের স্থলে (নির্দিষ্ট চেয়ারে বা আসনে) না বসে।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার অপর বর্ণনায় বয়সের দিক থেকে অগ্রগামী কথার স্থলে ইসলাম গ্রহণের দিক থেকে অগ্রগামী কথাটির উল্লেখ আছে। অপর বর্ণনায় আছে ঃ লোকদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্র কিতাব অপেক্ষাকৃত ভালো পড়ে এবং কিরাআতের (মুখস্থের) দিক থেকেও অগ্রগামী সে তাদের ইমামতি করবে। যদি কিরাআতের দিক থেকে তারা সমকক্ষ হয়, তবে তাদের মধ্যে হিজরাতের দিক থেকে যে অগ্রগামী সে তাদের ইমামতি করবে। যদি তারা হিজরাতেও সমান হয়, তবে তাদের মধ্যে বয়সে বড় ব্যক্তি তাদের ইমামতি করবে।

٣٤٩- وَعَنْهُ قَالَ كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَمْسَحُ مَنَاكِبَنَا فِى الصَّلاَةِ وَيَقُوْلُ اِسْتَوُوْا وَلاَ تَخْتَلِفُوْا فَتَخْتَلِفَ قُلُوْبُكُمْ لِيَلِنِىْ مِنْكُمْ اُوْلُو الْاَحْلاَمِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمُ . وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِنِىْ هُوَ بِتَخْفِيْفِ النُّوْنِ وَلَيْسَ قَبْلَهَا يَاءٌ وَرُوِىَ بِتَشْدِيْدِ النُّوْنِ مَعَ يَاءٍ قَبْلَهَا وَالنُّهٰى الْعُقُوْلُ وَاُوْلُو الْاَحْلاَمِ هُمُ الْبَالِغُوْنَ وَقِيْلَ اَهْلُ الْحِلْمِ وَالْفَضْلِ .

৩৪৯। আবু মাসউদ উকবা ইবনে আমর (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নামাযের কাতারে আমাদের কাঁধে হাত রাখতেন এবং বলতেন ঃ সোজা হয়ে দাঁড়াও এবং অসমান হয়ে (কাতার বাঁকা করে) দাঁড়াবে না, অন্যথায় তোমাদের অন্তরসমূহ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে (অর্থাৎ অন্তরে মতবিরোধ সৃষ্টি হবে)।

---

৪৯. যে ব্যক্তি অধিক মাসলা-মাসায়েল জানে অর্থাৎ ইসলামী শরীয়াত সম্পর্কে অধিক জ্ঞানী সে-ই জামা'আতে ইমামতি করবে। এ ব্যাপারে সবাই সমকক্ষ হলে তাদের মধ্যে যে অপেক্ষাকৃত সুন্দরভাবে আল কুরআন পাঠ করতে পারে সে-ই ইমামতি করবে। ইমাম আবু হানীফা ও ইমাম শাফিঈর মতে এটাই হাদীসের তাৎপর্য।

তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও জ্ঞানী তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে, অতঃপর যারা (বয়স ও জ্ঞানে) তাদের কাছাকাছি তারা, অতঃপর (উভয় বিষয়ে) যারা তাদের নিকটবর্তী তারা।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٠- عَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِيَلِنِيْ مِنْكُمْ أُوْلُو الْاَحْلَامِ وَالنُّهٰى ثُمَّ الَّذِيْنَ يَلُوْنَهُمْ ثَلَاثًا وَاِيَّاكُمْ وَهَيْشَاتِ الْاَسْوَاقِ- رَوَاهُ مُسلِمٌ.

৩৫০। আবদুল্লাহ ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যারা বয়স্ক ও জ্ঞানী তারা যেন আমার কাছে (প্রথম কাতারে) থাকে, অতঃপর যারা (বয়সে ও জ্ঞানে) তাদের কাছাকাছি তারা। তিনি তিনবার এ কথা বলেছেন। তোমরা মসজিদকে বাজারে পরিণত করা থেকে সাবধান থাক (বাজারের মত মসজিদে শোরগোল করো না)।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥١- عَنْ اَبِيْ يَحْيٰى وَقِيْلَ اَبِيْ مُحَمَّدٍ سَهْلِ بْنِ اَبِيْ حَثْمَةَ بِفَتْحِ الْحَاءِ الْمُهْمَلَةِ وَاِسْكَانِ الثَّاءِ الْمُثَلَّثَةِ الْاَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ انْطَلَقَ عَبْدُ اللّٰهِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ بْنُ مَسْعُوْدٍ اِلٰى خَيْبَرَ وَهِيَ يَوْمَئِذٍ صُلْحٌ فَتَفَرَّقَا فَاَتٰى مُحَيِّصَةُ اِلٰى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سَهْلٍ وَهُوَ يَتَشَحَّطُ فِيْ دَمِهِ قَتِيْلاً فَدَفَنَهُ ثُمَّ قَدِمَ الْمَدِيْنَةَ فَانْطَلَقَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ بْنُ سَهْلٍ وَمُحَيِّصَةُ وَحُوَيِّصَةُ ابْنَا مَسْعُوْدٍ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَذَهَبَ عَبْدُ الرَّحْمٰنِ يَتَكَلَّمُ فَقَالَ كَبِّرْ كَبِّرْ وَهُوَ اَحْدَثُ الْقَوْمِ فَسَكَتَ فَتَكَلَّمَا فَقَالَ اَتَحْلِفُوْنَ وَتَسْتَحِقُّوْنَ قَاتِلَكُمْ؟ وَذَكَرَ تَمَامَ الْحَدِيْثِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَقَوْلُهُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَبِّرْ كَبِّرْ مَعْنَاهُ يَتَكَلَّمُ الْاَكْبَرُ.

৩৫১। আবু ইয়াহ্ইয়া অথবা আবু মুহাম্মাদ সাহল ইবনে আবু হাসমা আল-আনসারী (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আবদুল্লাহ ইবনে সাহল ও মুহাইয়্যাসা ইবনে মাসউদ খাইবার এলাকায় গেলেন। এ সময় খাইবারবাসীরা মুসলমানদের সাথে সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ ছিল। অতঃপর দু'জন যার যার কাজে পৃথক হয়ে গেলেন। পরে মুহাইয়্যাসা (রা) আবদুল্লাহ

ইবনে সাহলের কাছে এসে দেখেন, তিনি সাংঘাতিকভাবে আহত হয়ে রক্তাক্ত শরীরে মৃত অবস্থায় পড়ে আছেন। তিনি তাকে দাফন করলেন, অতঃপর মদীনায় ফিরে এলেন। আবদুর রহমান ইবনে সাহল এবং মাসউদের দুই পুত্র মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এলেন। আবদুর রহমান কথা বলতে উদ্যত হলে মহানবী (সা) বলেন ঃ বড়কে বলতে দাও, বড়কে বলতে দাও। আবদুর রহমান ছিলেন দলের মধ্যে বয়ঃকনিষ্ঠ, তাই তিনি চুপ করলেন। অতঃপর মুহাইয়্যাসা ও হুয়াইয়্যাসা উভয়ে কথা বললেন। মহানবী (সা) বললেন ঃ তোমরা কি শপথ করে বলতে পারবে হত্যাকারী কে? তাহলে তোমরা দিয়াতের (রক্তপণের) অধিকারী হবে। অতঃপর পূর্ণ হাদীসটি বর্ণনা করা হয়েছে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٢- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ يَجْمَعُ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ مِنْ قَتْلٰى اُحُدٍ يَعْنِيْ فِى الْقَبْرِ ثُمَّ يَقُوْلُ اَيُّهُمَا اَكْثَرُ اَخْذًا لِلْقُرْاٰنِ؟ فَاِذَا اُشِيْرَ لَهُ اِلٰى اَحَدِهِمَا قَدَّمَهُ فِى اللَّحْدِ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৫২। জাবির (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উহুদের যুদ্ধে নিহত দুই দুইজন শহীদকে একই কবরে দাফনের জন্য একত্রিত করছিলেন, অতঃপর জিজ্ঞাসা করছিলেন ঃ এ দু'জনের মধ্যে কে অধিক কুরআনে হাফিজ? যখন তাদের একজনের প্রতি ইশারা করা হত তিনি তাকে কবরে আগে (ডান পাশে) রাখতেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٣- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اَرَانِىْ فِى الْمَنَامِ اَتَسَوَّكُ بِسِوَاكٍ فَجَاءَنِىْ رَجُلاَنِ اَحَدُهُمَا اَكْبَرُ مِنَ الْاٰخَرِ فَنَاوَلْتُ السِّوَاكَ الْاَصْغَرَ فَقِيْلَ لِىْ كَبِّرْ فَدَفَعْتُهُ اِلَى الْاَكْبَرِ مِنْهُمَا- رَوَاهُ مُسْلِمٌ مُسْنَدًا وَالْبُخَارِىُّ تَعْلِيْقًا .

৩৫৩। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, আমি একটি মিসওয়াক দিয়ে দাতন করছি। দুই ব্যক্তি আমার কাছে এল। তাদের মধ্যে একজন বয়সে অপরজনের বড় ছিল। আমি (বয়সে) ছোট ব্যক্তিকে মিসওয়াকটি দিতে গেলে আমাকে বলা হল, বড়কে দিন। অতএব আমি তাদের মধ্যে বয়জ্যেষ্ঠকে মিসওয়াকটি দিলাম।

হাদীসটি ইমাম মুসলিম পূর্ণ সনদসহ উল্লেখ করেছেন এবং ইমাম বুখারী সনদ বাদ দিয়ে বর্ণনা করেছেন।

٣٥٤- عَنْ اَبِىْ مُوْسٰى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ مِنْ اِجْلاَلِ اللّٰهِ تَعَالٰى اِكْرَامَ ذِى الشَّيْبَةِ الْمُسْلِمِ وَحَامِلِ الْقُرْاٰنِ غَيْرِ الْغَالِىْ فِيْهِ وَالْجَافِىْ عَنْهُ وَاِكْرَامَ ذِى السُّلْطَانِ الْمُقْسِطِ- حَدِيْثٌ حَسَنٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ .

৩৫৪। আবু মূসা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বৃদ্ধ মুসলিমকে সম্মান করা, কুরআনের বাহক (কুরআনের বিশেষজ্ঞ), যদি তাতে অতিরঞ্জিত কিছু না করে তাকে সম্মান করা এবং ন্যায়পরায়ণ শাসককে সম্মান করা আল্লাহ্কে সম্মান করার অন্তর্ভুক্ত।

এটা হাসান হাদীস। ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٥- عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ اَبِيْهِ عَنْ جَدِّهٖ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْسَ مِنَّا مَنْ لَمْ يَرْحَمْ صَغِيْرَنَا وَيَعْرِفْ شَرَفَ كَبِيْرِنَا- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ وَفِىْ رِوَايَةِ اَبِىْ دَاوُدَ حَقَّ كَبِيْرِنَا .

৩৫৫। আমর ইবনে শু'আইব (র) থেকে পর্যায়ক্রমে তার পিতা ও দাদার সূত্রে বর্ণিত। তিনি (দাদা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ছোটদের স্নেহ ও দয়া করে না এবং আমাদের বড়দের সম্মান ও মর্যাদা দেয় না, সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়।

এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী এটা বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী বলেছেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ। আবু দাউদের অপর বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বড়দের অধিকার সম্পর্কে সচেতন নয় (সে আমাদের অন্তর্ভুক্ত নয়)।

٣٥٦- عَنْ مَيْمُوْنِ بْنِ اَبِىْ شَبِيْبٍ اَنَّ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا مَرَّ بِهَا سَائِلٌ فَاَعْطَتْهُ كِسْرَةً وَمَرَّ بِهَا رَجُلٌ عَلَيْهِ ثِيَابٌ وَهَيْئَةٌ فَاَقْعَدَتْهُ فَاَكَلَ فَقِيْلَ لَهَا فِىْ ذٰلِكَ؟ فَقَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْزِلُوا النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ- رَوَاهُ

أَبُوْ دَاوُدَ لٰكِنْ قَالَ مَيْمُوْنٌ لَمْ يُدْرِكْ عَائِشَةَ وَقَدْ ذَكَرَهُ مُسْلِمٌ فِيْ أَوَّلِ صَحِيْحِهِ تَعْلِيْقًا فَقَالَ وَذُكِرَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ اَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنْ نُنْزِلَ النَّاسَ مَنَازِلَهُمْ وَذَكَرَهُ الْحَاكِمُ اَبُوْ عَبْدِ اللّٰهِ فِيْ كِتَابِهِ مَعْرِفَةِ عُلُوْمِ الْحَدِيْثِ وَقَالَ هُوَ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ .

৩৫৬। মাইমূন ইবনে আবু শু'আইব (র) থেকে বর্ণিত। আয়িশা (রা)-র সামনে দিয়ে একটি ভিক্ষুক যাচ্ছিল। তিনি তাকে এক টুকরা রুটি দিলেন। আবার তার সামনে দিয়ে সুসজ্জিত পোশাকে একটি লোক যাচ্ছিল। তিনি তাকে বসালেন এবং আহার করালেন। এ ব্যাপারে তাকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দাও।

ইমাম আবু দাউদ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন, কিন্তু বলেছেন, আয়িশা (রা)-র সাথে মাইমূনের সাক্ষাত হয়নি। ইমাম মুসলিম তার সহীহ্ হাদীস গ্রন্থে এটাকে মু'আল্লাক হাদীস হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, আয়িশা (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম "মানুষকে তার পদমর্যাদা অনুযায়ী স্থান দিতে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন"। ইমাম হাকেম আবু আবদুল্লাহ (র) এ হাদীসটি তার "মারিফাতু উলূমিল হাদীস" গ্রন্থে বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি সহীহ্ হাদীস।

٣٥٧- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ عُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ فَنَزَلَ عَلَى ابْنِ اَخِيْهِ الْحُرِّ بْنِ قَيْسٍ وَكَانَ مِنَ النَّفَرِ الَّذِيْنَ يُدْنِيْهِمْ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَكَانَ الْقُرَّاءُ اَصْحَابَ مَجْلِسِ عُمَرَ وَمُشَاوَرَتِهِ كُهُوْلاً كَانُوْا اَوْ شُبَّانًا فَقَالَ عُيَيْنَةُ لاِبْنِ اَخِيْهِ يَا ابْنَ اَخِيْ لَكَ وَجْهٌ عِنْدَ هٰذَا الْاَمِيْرِ فَاسْتَاْذِنْ لِيْ عَلَيْهِ فَاسْتَاْذَنَ لَهُ فَاَذِنَ لَهُ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا دَخَلَ قَالَ هِيْ يَا ابْنَ الْخَطَّابِ فَوَاللّٰهِ مَا تُعْطِيْنَا الْجَزْلَ وَلاَ تَحْكُمُ فِيْنَا بِالْعَدْلِ فَغَضِبَ عُمَرُ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ حَتّٰى هَمَّ اَنْ يُوْقِعَ بِهِ فَقَالَ لَهُ الْحُرُّ يَا اَمِيْرَ الْمُؤْمِنِيْنَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ لِنَبِيِّهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (خُذِ الْعَفْوَ وَاْمُرْ بِالْعُرْفِ وَاَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِيْنَ) وَاِنَّ هٰذَا مِنَ الْجَاهِلِيْنَ وَاللّٰهِ مَا جَاوَزَهَا عُمَرُ حِيْنَ تَلاَهَا عَلَيْهِ وَكَانَ وَقَّافًا عِنْدَ كِتَابِ اللّٰهِ تَعَالٰى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

৩৫৭। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, উয়াইনা ইবনে হিস্ন (মদীনায়)

আসল। সে তার ভ্রাতুষ্পুত্র হুর ইবনে কায়েসের মেহমান হল। হুর ইবনে কায়েস উমার (রা) এর নিকটতম ব্যক্তিবর্গের অন্তর্ভুক্ত ছিল। কুরআনবিদগণও (কুররাআ) উমারের পারিষদবর্গের এবং পরামর্শ সভার অন্তর্ভুক্ত হতেন, চাই তিনি যুবক হোন অথবা বৃদ্ধ। উয়াইনা তার ভ্রাতুষ্পুত্রকে বলল, হে ভাইপো! এই আমীরের (উমার) নিকট তোমার অবাধ প্রবেশাধিকার আছে। তার সাথে দেখা করার জন্য আমাকে একটু অনুমতি নিয়ে দাও। সে তার কাছে অনুমতি চাইল। উমার (রা) তাকে অনুমতি দিলেন। সে (উয়াইনা) তার কাছে প্রবেশ করে বলল, হে খাত্তাবের পুত্র, আল্লাহ্র শপথ! তুমি না আমাদের পর্যাপ্ত দাও আর না আমাদের মধ্যে ইনসাফ সহকারে ফায়সালা কর। উমার (রা) খুব রাগান্বিত হলেন, এমনকি তাকে কিছু উত্তম-মধ্যম দেয়ারও ইচ্ছা করলেন। হুর তাকে বললেন, হে আমীরুল মুমিনীন! আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলেন ঃ "হে নবী! নম্রতা ও ক্ষমাশীলতার নীতি অবলম্বন কর, সৎ কাজের নির্দেশ দাও এবং মূর্খ লোকদের সাথে জড়িয়ে পড়ো না বা তাদেরকে এড়িয়ে চল" (সূরা আল-আরাফ ঃ ১৯৯)। এ ব্যক্তি মূর্খ লোকদেরই একজন। আল্লাহ্র শপথ! উমার (রা) এ আয়াত শুনে তার স্থান ছেড়ে মোটেই অগ্রসর হননি। তিনি আল্লাহ্র কিতাবের সর্বাপেক্ষা বেশি অনুসরণকারী ছিলেন।

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٨- عَنْ اَبِىْ سَعِيْدٍ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ لَقَدْ كُنْتُ عَلٰى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غُلاَمًا فَكُنْتُ اَحْفَظُ عَنْهُ فَمَا يَمْنَعُنِىْ مِنَ الْقَوْلِ الاَّ اَنَّ هٰهُنَا رِجَالاً هُمْ اَسَنُّ مِنِّىْ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৫৮। সামুরা ইবনে জুনদুব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে আমি অল্প বয়স্ক বালক ছিলাম। আমি তাঁর কাছে হাদীস মুখস্থ করতাম। এসব হাদীস বর্ণনা করার ব্যাপারে আমার কোন প্রতিবন্ধক ছিল না, শুধু একটি প্রতিবন্ধকই ছিল। আর তা হল, এখানে এমন কতক লোক ছিলেন যারা বয়সে আমার চেয়ে প্রবীণ (তাদের সামনে হাদীস বর্ণনাকে অসমীচীন মনে করতাম)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٥٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَكْرَمَ شَابٌّ شَيْخًا لِسِنِّهِ الاَّ قَيَّضَ اللّٰهُ لَهُ مَنْ يُكْرِمُهُ عِنْدَ سِنِّهِ- رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ غَرِيْبٌ.

৩৫৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম

বলেছেন ঃ যদি কোন যুবক কোন প্রবীণ ব্যক্তিকে তার বার্ধক্যের কারণে সম্মান প্রদর্শন করে, তবে আল্লাহ্ তার বৃদ্ধাবস্থায় এমন লোক নির্দিষ্ট করে দেবেন, যে তাকে সম্মান প্রদর্শন করবে।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটা গরীব হাদীস।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৫

সৎকর্মপরায়ণ লোকদের সাথে দেখা-সাক্ষাত করা, তাদের বৈঠকসমূহে অংশগ্রহণ করা, তাদের সংস্পর্শে থাকা, তাদেরকে মহব্বত করা, তাদের সাক্ষাত প্রার্থনা করা, তাদেরকে দিয়ে দু'আ করানো এবং বরকতময় ও মর্যাদা সম্পন্ন স্থানসমূহ যিয়ারত করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَاِذْ قَالَ مُوْسٰى لِفَتَاهُ لاَ اَبْـرَحُ حَتّٰى اَبْلُـغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ اَوْ اَمْضِىَ حُقُبًا اِلٰى قَوْلِهِ تَعَالٰى قَالَ لَهُ مُوْسٰى هَلْ اَتَّبِعُكَ عَلٰى اَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا.

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"যখন মূসা তার সফরসংগীকে বলল, দুই নদীর সংগমস্থলে না পৌছা পর্যন্ত আমি আমার সফর শেষ করব না অথবা আমি যুগ যুগ ধরে চলতে থাকব। তারা দুই সমুদ্রের সঙ্গমস্থলে পৌছে নিজেদের মাছের কথা ভুলে গেল। আর তা ছুটে গিয়ে এমনভাবে নদীতে পথ ধরল যেন কোন সুড়ংগ রয়েছে। আরও সামনে অগ্রসর হয়ে মূসা তার সংগীকে বলল, আমাদের নাশতা পেশ কর। আমাদের এই সফরে আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছি। সংগী বলল, আমরা যখন সেই প্রস্তর খণ্ডে আশ্রয় নিয়েছিলাম, তখন কি ঘটনা ঘটেছিল তা কি আপনি লক্ষ্য করেছেন? মাছের কথা আমি ভুলে গেছি। আর শয়তান আমাকে এমনভাবে বেখেয়াল করে দিয়েছে যে, আমি তার উল্লেখ করতেও ভুলে গেছি। মাছ তো আশ্চর্যরকমভাবে তার পথ ধরে নদীতে চলে গেছে। মূসা বলল, আমরা তো ওটাই চাচ্ছিলাম। অতঃপর তারা দু'জন নিজেদের পায়ের চিহ্ন ধরে পুনরায় ফিরে আসল। আর সেখানে তারা আমার বান্দাদের মধ্য থেকে একজন বান্দাকে পেল। তাকে আমরা আপন রহমত দিয়ে ধন্য করেছিলাম এবং নিজের পক্ষ থেকে তাকে এক বিশেষ জ্ঞানও দান করেছিলাম। মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার সংগে থাকতে পারি, যাতে আপনি আমাকেও সেই জ্ঞান শিক্ষা দেন যা আপনাকে শেখানো হয়েছে?" (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ৬০-৬৬)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيْدُوْنَ وَجْهَهُ وَلاَ تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ .

"তুমি তোমার দিলকে এসব লোকের সংস্পর্শে স্থিতিশীল রাখ, যারা নিজেদের প্রতিপালকের সন্তুষ্টি লাভের সন্ধানে সকাল ও সন্ধ্যায় তাঁকে ডাকে এবং তাদের থেকে কখনও অন্যদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করো না।" (সূরা আল-কাহ্ফ ঃ ২৮)

٣٦٠- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ اَبُوْ بَكْرٍ لِعُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنْطَلِقْ بِنَا اِلٰى اُمِّ اَيْمَنَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا نَزُوْرُهَا كَمَا كَانَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُهَا فَلَمَّا انْتَهَيَا اِلَيْهَا بَكَتْ فَقَالاَ لَهَا مَا يُبْكِيْكِ اَمَا تَعْلَمِيْنَ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ؟ فَقَالَتْ اِنِّيْ لاَ اَبْكِيْ اَنِّيْ لاَ اَعْلَمُ اَنَّ مَا عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالٰى خَيْرٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلٰكِنْ اَبْكِيْ اَنَّ الْوَحْيَ قَدْ انْقَطَعَ مِنَ السَّمَاءِ فَهَيَّجَتْهُمَا عَلَى الْبُكَاءِ فَجَعَلاَ يَبْكِيَانِ مَعَهَا- رواه مسلم.

৩৬০। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তিকালের পর আবু বাক্র (রা) উমার (রা)-কে বলেন, আমাদের সাথে উম্মু আইমানের কাছে চলুন।[৫০] রাসূলুল্লাহ (সা) যেমন তাঁর সাথে সাক্ষাত করতেন, আমরাও তেমন তাঁর সাথে সাক্ষাত করব। তাঁরা উভয়ে তাঁর নিকট পৌঁছতেই তিনি কাঁদতে লাগলেন। তাঁরা তাঁকে বলেন, আপনি কাঁদছেন কেন? আপনি কি জানেন না যে, রাসূলুল্লাহ (সা)-এর জন্য আল্লাহ্র কাছে অফুরন্ত কল্যাণ রয়েছে? তিনি বলেন, আমি এজন্য কাঁদছি না যে, আল্লাহ তা'আলার কাছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কি মওজুদ রয়েছে তা আমি জ্ঞাত নই, বরং আমি এজন্য কাঁদছি যে, আসমান থেকে আর কখনও ওহী অবতীর্ণ হবে না। তাঁর এ কথায় তাঁরা উভয়ে আবেগাপ্লুত হয়ে পড়লেন এবং তাঁর সাথে তাঁরাও কাঁদতে লাগলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦١- عَنْ اَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِيْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مَدْرَجَتِهِ مَلَكًا فَلَمَّا اَتٰى

৫০. উম্মু আইমান (রা) শিশুকালে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লালন-পালন করেছিলেন এবং কৈশোরে তাঁর খিদমত করেন। রাসূলুল্লাহ (সা) তাঁকে আযাদ করে যায়িদ ইবনে হারিসার সাথে বিবাহ দেন। তিনি উম্মু আইমানকে অত্যন্ত ভক্তি-শ্রদ্ধা করতেন এবং বলতেন ঃ উম্মু আইমান আমার মায়ের মত।

عَلَيْهِ قَالَ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ أُرِيْدُ اَخًا لِيْ فِيْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ قَالَ هَلْ لَكَ عَلَيْهِ مِنْ نِعْمَةٍ تَرُبُّهَا عَلَيْهِ؟ قَالَ لاَ غَيْرَ اَنِّيْ اَحْبَبْتُهُ فِي اللّٰهِ قَالَ فَاِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكَ بِاَنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ . يُقَالُ اَرْصَدَهُ لِكَذَا اِذَا وَكَّلَهُ بِحِفْظِهٖ وَالْمَدْرَجَةُ بِفَتْحِ الْمِيْمِ وَالرَّاءِ الطَّرِيْقُ وَمَعْنٰى تَرُبُّهَا تَقُوْمُ بِهَا وَتَسْعٰى فِيْ صَلاَحِهَا .

৩৬১। আবু হুরাইরা (রা) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছ থেকে এ হাদীস বর্ণনা করেছেন ঃ এক ব্যক্তি অন্য শহরে বসবাসরত তার এক ভাইকে দেখতে গেল। আল্লাহ্ তা'আলা তার জন্য রাস্তায় একজন ফেরেশতা নির্দিষ্ট করে দিলেন। যখন সে এ রাস্তায় আসল, ফেরেশতা জিজ্ঞেস করল, কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? লোকটি বলল, এ শহরে আমার এক ভাই থাকে, তাকে দেখার জন্য এসেছি। ফেরেশতা বলল, তার কাছে আপনার কি কোন আকর্ষণীয় প্রাপ্য আছে, যার জন্য আপনি চেষ্টা করছেন? সে বলল, আল্লাহ্ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশেই আমি তাকে ভালোবাসি, অন্য কোন স্বার্থ নেই। ফেরেশতা বলল, আমি আল্লাহ্র দূতরূপে আপনার কাছে এসেছি এটুকু জানানোর জন্য যে, আপনি যেমন (আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশ্যে) ঐ ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, আল্লাহ্ও তদ্রূপ আপনাকে ভালোবাসেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦٢- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ عَادَ مَرِيْضًا اَوْ زَارَ اَخًا لَهُ فِي اللّٰهِ نَادَاهُ مُنَادٍ بِاَنْ طِبْتَ وَطَابَ مَمْشَاكَ وَتَبَوَّأْتَ مِنَ الْجَنَّةِ مَنْزِلاً- رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ وَفِيْ بَعْضِ النُّسَخِ غَرِيْبٌ .

৩৬২। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য রুগ্নকে দেখতে যায় অথবা নিজের ভাইয়ের সাথে সাক্ষাত করতে যায়, একজন ঘোষক তাকে ডেকে বলে, তুমি আনন্দিত হও, তোমার পথচলা কল্যাণময় হোক এবং জান্নাতে তোমার উচ্চ মর্যাদা হোক।

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন, এটি হাসান হাদীস, কোন কোন পাণ্ডুলিপিতে গরীব বলা হয়েছে।

٣٦٣- عَنْ اَبِيْ مُوسَى الْاَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِنَّمَا مَثَلُ الْجَلِيْسِ الصَّالِحِ وَجَلِيْسِ السُّوْءِ كَحَامِلِ الْمِسْكِ وَنَافِخِ الْكِيْرِ

فَحَامِلُ الْمِسْكِ اِمَّا اَنْ يُحْذِيَكَ وَاِمَّا اَنْ تَبْتَاعَ مِنْهُ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا طَيِّبَةً وَنَافِخُ الْكِيْرِ اِمَّا اَنْ يُحْرِقَ ثِيَابَكَ وَاِمَّا اَنْ تَجِدَ مِنْهُ رِيْحًا مُنْتِنَةً- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

يُحْذِيَكَ يُعْطِيْكَ.

৩৬৩। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সৎ সহকর্মী ও পাপী সহযোগীর দৃষ্টান্ত হল ঃ একজন কস্তুরীর ব্যবসায়ী, অপরজন হাপর চালনাকারী (কামার)। কস্তুরীর ব্যবসায়ী হয় তোমাকে বিনামূল্যে কস্তুরী দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে তা কিনে নেবে। যদি এ দু'টোর একটিও না হয়, তবে অন্তত তুমি তার কাছে এর সুঘ্রাণ পাবে। আর হাপর চালনাকারী হয় তোমার কাপড় পুড়িয়ে দেবে অথবা তুমি তার কাছ থেকে দুর্গন্ধ পাবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦٤- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْاَةُ لِاَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَلِجَمَالِهَا وَلِدِيْنِهَا فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّيْنِ تَرِبَتْ يَدَاكَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَمَعْنٰى ذٰلِكَ اَنَّ النَّاسَ يَقْصِدُوْنَ فِى الْعَادَةِ مِنَ الْمَرْاَةِ هٰذِهِ الْخِصَالِ الْاَرْبَعِ فَاحْرِصْ اَنْتَ عَلٰى ذَاتِ الدِّيْنِ وَاظْفَرْ بِهَا وَاَحْرِصْ عَلٰى صُحْبَتِهَا.

৩৬৪। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেনঃ চারটি বিষয় বিবেচনায় রেখে কোন মেয়েকে বিয়ে করা হয় ঃ তার ধন-সম্পদ, তার বংশমর্যাদা, তার রূপ-সৌন্দর্য ও তার দীনদারী। তুমি দীনদার স্ত্রী লাভে বিজয়ী হও; তোমার হাত কল্যাণে পরিপূর্ণ হবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। হাদীসের তাৎপর্য এই যে, পুরুষরা স্বভাবতই পাত্রী নির্বাচনে উক্ত চারটি বিষয় বিবেচনায় রাখে। অতএব তোমার দীনদার স্ত্রী লাভে আগ্রহী হওয়া উচিৎ, তাকে লাভ করার জন্য প্রবল চেষ্টা করবে এবং তাকে জীবন সংগিনী করবে।

٣٦٥- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ النَّبِىُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِجِبْرِيْلَ مَا يَمْنَعُكَ اَنْ تَزُوْرَنَا اَكْثَرَ مِمَّا تَزُوْرُنَا ؟ فَنَزَلَتْ وَمَا نَتَنَزَّلُ اِلاَّ بِاَمْرِ رَبِّكَ لَهُ مَا بَيْنَ اَيْدِيْنَا وَمَا خَلْفَنَا وَمَا بَيْنَ ذٰلِكَ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ .

৩৬৫। ইবনুল আব্বাস (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিবরীল (আ)-কে বললেন ঃ আপনি যতবার আমাদের সাথে সাক্ষাত করেছেন

তার চেয়ে অধিকবার সাক্ষাত করতে আপনাকে কিসে বাধা দেয়? তখন এ আয়াত নাযিল হল ঃ "আমরা তোমার প্রতিপালকের হুকুম ছাড়া অবতীর্ণ হতে পারি না। যা কিছু আমাদের সামনে রয়েছে এবং যা কিছু আমাদের পেছনে অতীত হয়েছে আর যা কিছু এর মাঝখানে রয়েছে, সবকিছুর মালিক তিনিই। তোমার প্রতিপালক কখনও ভুলে যান না।" (সূরা মারইয়াম ঃ ৬৪)

ইমাম বুখারী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦٦-عَنْ اَبِىْ سَعِيْدِ الْخُدرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْـهِ وَسَلَّمَ قَالَ لاَ تُصَاحِبْ اِلاَّ مُؤْمِنًا وَلاَ يَأْكُلْ طَعَامَكَ اِلاَّ تَقِىٌّ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ بِاِسْنَادٍ لاَ بَأْسَ بِهِ.

৩৬৬। আবু সাঈদ আল-খুদরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ মুমিন ব্যক্তি ছাড়া অন্য কারো সংগী হয়ো না এবং তোমার খাবার যেন মুত্তাকী ব্যক্তি ছাড়া আর কেউ না খায়।

ইমাম আবু দাউদ ও তিরমিযী ত্রুটিমুক্ত সনদসূত্রে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٦٧- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الرَّجُلُ عَلٰى دِيْنِ خَلِيْلِهٖ فَلْيَنْظُرْ اَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ. رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ وَقَالَ التِّرْمِذِىُّ حَدِيْثٌ حَسَنٌ..

৩৬৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন ব্যক্তি তার বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়ে থাকে। কাজেই তোমাদের প্রত্যেকের খেয়াল রাখা উচিত সে কি ধরনের বন্ধু নির্বাচন করছে।[৫১]

ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী সহীহ সনদ সহকারে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান হাদীস।

٣٦٨- عَنْ اَبِىْ مُوسَى الْاَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ النَّبِىَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْـمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِىْ رِوَايَةٍ قَالَ قِيْلَ لِلنَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُحِبُّ الْقَوْمَ وَلَمَّا يَلْحَقْ بِهِمْ؟ قَالَ الْـمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ .

৫১. দীন শব্দটি এখানে ব্যাপক অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে এর অর্থ জীবনবিধান ছাড়াও আচার-ব্যবহার তথা জীবনাচারের সার্বিক বিষয়াবলীও।

৩৬৮। আবু মূসা আল-আশ'আরী (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ কোন লোক যাকে পছন্দ করে সে তার সাথী গণ্য হবে। ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল, এক ব্যক্তি এক সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না। তিনি বলেন ঃ কোন ব্যক্তি যাদের পছন্দ করে সে তাদের অন্তর্ভুক্ত।

٣٦٩- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَعْرَابِيًّا قَالَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَتَى السَّاعَةُ؟ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَا اَعْدَدْتَ لَهَا ؟ قَالَ حُبُّ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِ قَالَ اَنْتَ مَعَ مَنْ اَحْبَبْتَ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وهٰذَا لَفْظُ مُسْلِمٍ وَفِىْ رِوَايَةٍ لَهُمَا مَا اَعْدَدْتُ لَهَا مِنْ كَثِيْرِ صَوْمٍ وَّلاَ صَلاَةٍ وَّلاَ صَدَقَةٍ وَّلٰكِنِّىْ اُحِبُّ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهُ .

৩৬৯। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। এক বেদূঈন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে জিজ্ঞেস করল, কিয়ামাত কবে হবে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ এজন্য তুমি কি সামগ্রী সংগ্রহ করেছ? সে বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ভালোবাসা। তিনি বলেন ঃ তুমি যাকে ভালোবাস তার সাথেই থাকবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মূল পাঠ মুসলিমের। তাদের উভয়ের অপর বর্ণনায় আছে ঃ সে বলল, রোযা, নামায, সাদাকা ইত্যাদিসহ খুব বেশি কিছু সংগ্রহ করতে পারিনি, কিন্তু আমি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে ভালোবাসি।

٣٧٠- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ اِلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ كَيْفَ تَقُوْلُ فِىْ رَجُلٍ اَحَبَّ قَوْمًا وَلَمْ يَلْحَقْ بِهِمْ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَلْمَرْءُ مَعَ مَنْ اَحَبَّ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৭০। ইবনে মাসউদ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এসে বলল, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! এক ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়কে ভালোবাসে কিন্তু তাদের সাথে মিলিত হতে পারছে না, এ ব্যক্তি সম্পর্কে আপনি কি বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যে ব্যক্তি যাকে ভালোবাসে সে (কিয়ামাতের দিন) তার সাথেই থাকবে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٧١- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ النَّاسُ مَعَادِنُ كَمَعَادَنِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْجَاهِلِيَّةِ خِيَارُهُمْ فِى الْاِسْلاَمِ اِذَا فَقِهُوْا وَالْاَرْوَاحُ جُنُوْدٌ مُجَنَّدَةٌ فَمَا تَعَارَفَ مِنْهَا ائْتَلَفَ وَمَا تَنَاكَرَ مِنْهَا اخْتَلَفَ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَرَوَى الْبُخَارِىُّ قَوْلَهُ الْاَرْوَاحُ اِلٰى اٰخِرِهِ مِنْ رِوَايَةِ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا.

৩৭১। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সোনা-রূপার খনির মত মানুষও এক ধরনের খনি। তোমাদের মধ্যে যারা জাহিলী যুগে শ্রেষ্ঠ ছিল, ইসলামী যুগেও তারাই হবে শ্রেষ্ঠ, যখন তারা (দীন ইসলাম সম্পর্কে) সম্যক জ্ঞান লাভ করবে। রূহসমূহ সম্মিলিত সেনাবাহিনী। এদের মধ্যে গুণ-বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে যেগুলো একে অপরের থেকে পৃথক ছিল তারা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম বুখারী "আরওয়াহ" শব্দ থেকে শুরু করে হাদীসের শেষ পর্যন্ত আয়িশা (রা)-র সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

٣٧٢- عَنْ اُسَيْرِ بْنِ عَمْرٍو وَيُقَالُ ابْنُ جَابِرٍ وَهُوَ بِضَمِّ الْهَمْزَةِ وَفَتْحِ السِّيْنِ الْمُهْمَلَةِ قَالَ كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اِذَا اَتٰى عَلَيْهِ اَمْدَادُ اَهْلِ الْيَمَنِ سَأَلَهُمْ اَفِيْكُمْ اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ؟ حَتّٰى اَتٰى عَلٰى اُوَيْسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ لَهُ اَنْتَ اُوَيْسُ ابْنُ عَامِرٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ فَكَانَ بِكَ بَرَصٌ فَبَرَأْتَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ لَكَ وَالِدَةٌ؟ قَالَ نَعَمْ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَاْتِىْ عَلَيْكُم اُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَاَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لاَ بَرَّهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَن يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاسْتَغْفِرْلِىْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَقَالَ لَهُ عُمَرُ اَيْنَ تُرِيْدُ؟ قَالَ الْكُوْفَةَ قَالَ اَلاَ اَكْتُبُ لَكَ اِلٰى عَامِلِهَا؟ قَالَ اَكُوْنُ فِىْ غَبْرَاءِ النَّاسِ اَحَبُّ اِلَىَّ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْعَامِ الْمُقْبِلِ حَجَّ رَجُلٌ مِنْ اَشْرَافِهِمْ فَوَافَىَ عُمَرَ فَسَأَلَهُ عَنْ اُوَيْسٍ فَقَالَ تَرَكْتُهُ

رَثَّ الْبَيْتِ قَلِيْلَ الْمَتَاعِ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ يَأْتِيْ عَلَيْكُمْ أُوَيْسُ بْنُ عَامِرٍ مَعَ اَمْدَادِ مِنْ اَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ مُرَادٍ ثُمَّ مِنْ قَرَنٍ كَانَ بِهِ بَرَصٌ فَبَرَأَ مِنْهُ اِلاَّ مَوْضِعَ دِرْهَمٍ لَهُ وَالِدَةٌ هُوَ بِهَا بَرٌّ لَوْ اَقْسَمَ عَلَى اللّٰهِ لَاَبَرَّهُ فَاِنِ اسْتَطَعْتَ اَنْ يَسْتَغْفِرَ لَكَ فَافْعَلْ فَاَتٰى أُوَيْسًا فَقَالَ اسْتَغْفِرْلِيْ قَالَ اَنْتَ اَحْدَثُ عَهْدًا بِسَفَرٍ صَالِحٍ فَاسْتَغْفِرْ لِيْ قَالَ لَقِيْتَ عُمَرَ؟ قَالَ نَعَمْ فَاسْتَغْفَرَ لَهُ فَفَطِنَ لَهُ النَّاسُ فَانْطَلَقَ عَلٰى وَجْهِهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ اَيْضًا عَنْ أُسَيْرِ بْنِ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ اَهْلَ الْكُوْفَةِ وَفَدُوْا عَلٰى عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ وَفِيْهِمْ رَجُلٌ مِمَّنْ كَانَ يَسْخَرُ بِأُوَيْسٍ فَقَالَ عُمَرُ هَلْ هٰهُنَا اَحَدٌ مِّنَ الْقَرَنِيِّيْنَ فَجَاءَ ذٰلِكَ الرَّجُلُ فَقَالَ عُمَرُ اِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَدْ قَالَ اِنَّ رَجُلاً يَاْتِيْكُمْ مِنَ الْيَمَنِ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ لاَ يَدَعُ بِالْيَمَنِ غَيْرَ اُمٍّ لَهُ قَدْ كَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَدَعَا اللّٰهَ تَعَالٰى فَاَذْهَبَهُ اِلاَّ مَوْضِعَ الدِّيْنَارِ اَوِ الدِّرْهَمِ فَمَنْ لَقِيَهُ مِنْكُمْ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لَهُ عَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ اِنَّ خَيْرَ التَّابِعِيْنَ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ أُوَيْسٌ وَلَهُ وَالِدَةٌ وَكَانَ بِهِ بَيَاضٌ فَمُرُوْهُ فَلْيَسْتَغْفِرْلَكُمْ .قَوْلُهُ غَبْرَاءِ النَّاسِ بِفَتْحِ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ وَاِسْكَانِ الْبَاءِ وَبِالْمَدِّ وَهُمْ فُقَرَاؤُهُمْ وَصَعَالِيْكُهُمْ وَمَنْ لاَ تُعْرَفُ عَيْنُهُ مِنْ اَخْلاَطِهِمْ وَالْاَمْدَادُ جَمْعُ مَدَدٍ وَهُمُ الْاَعْوَانُ وَالنَّاصِرُوْنَ الَّذِيْنَ كَانُوْا يُمِدُّوْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فِى الْجِهَادِ .

৩৭২। উসাইর ইবনে আমর (র) থেকে বর্ণিত। তাকে ইবনে জাবিরও বলা হয়। তিনি বলেন, উমার (রা) এর কাছে ইয়ামানের অধিবাসীদের পক্ষ থেকে সাহায্যকারী দল আসলে তিনি তাদের জিজ্ঞেস করলেন, তোমাদের মধ্যে উয়াইস ইবনে আমের আছে কি? অবশেষে (একসময়) তিনি উয়াইস (রা)-এর নিকট এলেন। তিনি (উমার) তাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কি 'মুরাদ' গোত্রের উপগোত্র 'কারনের' লোক? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনার কি কুষ্ঠরোগ হয়েছিল, তা থেকে সুস্থ হয়েছেন এবং মাত্র এক দিরহাম

পরিমাণ জায়গা অবশিষ্ট আছে? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি বলেন, আপনার মা বেঁচে আছেন কি? তিনি বলেন, হাঁ। তিনি (উমার) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র 'কারনের' লোক। তার কুষ্ঠরোগ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে, শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তার মা জীবিত আছে, সে তার খুবই অনুগত। সে (আল্লাহ্র উপর ভরসা করে) কোন কিছুর শপথ করলে আল্লাহ তা পূরণ করে দেন। যদি তুমি তাকে দিয়ে তোমার গুনাহ ক্ষমার জন্য দু'আ করাবার সুযোগ পাও তবে তাই করবে"। (উমার বলেন) কাজেই আপনি আমার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করুন। অতএব তিনি (উয়াইস) তাঁর (উমারের) পাপের ক্ষমা চেয়ে দু'আ করলেন। উমার (রা) তাঁকে বলেন, আপনি কোথায় যাওয়ার ইচ্ছা রাখেন? তিনি বলেন, কূফা (যাওয়ার আশা আছে)। তিনি বলেন, আমি সেখানকার গভর্ণরকে আপনার (সাহায্যের) জন্য লিখে দিই? তিনি বলেন, গরীব-মিসকীনদের মাঝে বসবাস করাই আমার কাছে অধিক প্রিয়। পরবর্তী বছর কূফার এক নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি হজ্জে এল। তার সাথে উমারের সাক্ষাত হলে তিনি উয়াইস সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞেস করলেন। সে বলল, তাঁকে আমি এমন অবস্থায় দেখে এসেছি যে, তার ঘরটা অত্যন্ত জীর্ণ অবস্থায় আছে এবং তাঁর জীবনোপকরণ খুবই নগণ্য। উমার (রা) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "ইয়ামানের সাহায্যকারী দলের সাথে উয়াইস ইবনে আমের নামক এক ব্যক্তি তোমাদের কাছে আসবে। সে মুরাদ গোত্রের উপগোত্র কার্‌ন বংশের লোক। তার কুষ্ঠরোগ হবে এবং তা থেকে সে মুক্তি পাবে, শুধু এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তার মা জীবিত আছে এবং সে তার খুবই অনুগত। সে (আল্লাহ্র উপর ভরসা করে) কোন কিছুর শপথ করলে তিনি তা পূরণ করে দেন। যদি তুমি তোমার অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করানোর সুযোগ পাও, তবে তাই করবে"। লোকটি প্রত্যাবর্তন করে এসে উয়াইসের কাছে গিয়ে বলল, আপনি আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি (উয়াইস) বলেন, আপনি এইমাত্র কল্যাণময় সফর থেকে ফিরে এসেছেন, বরং আপনি আমার গুনাহ মাফের জন্য দু'আ করুন। তিনি বলেন, আপনি কি উমারের সাথে সাক্ষাত করেছেন? সে বলল, হাঁ। উয়াইস তার জন্য দু'আ করলেন। লোকেরা উয়াইসের মর্যাদা সম্পর্কে সচেতন হলে উয়াইস সেখান থেকে অন্যত্র চলে গেলেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের অপর বর্ণনায় উসাইর ইবনে জাবির (রা) থেকে বর্ণিত আছে। কূফার অধিবাসীরা উমার (রা) এর কাছে একটি প্রতিনিধিদল পাঠায়। দলের এক ব্যক্তি উয়াইসকে বিদ্রূপ করত। উমার (রা) বলেন, এখানে কার্‌ন বংশের কেউ আছে কি? ঐ লোকটি উঠে আসলে উমার (রা) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়ামান থেকে উয়াইস নামে এক ব্যক্তি তোমার কাছে আসবে। সে তার মাকে ইয়ামানে একাকী রেখে আসবে। তার কুষ্ঠরোগ হবে। সে আল্লাহ্র কাছে দু'আ করবে, তিনি তার রোগমুক্তি দান করবেন, শুধু এক দীনার অথবা এক দিরহাম পরিমাণ জায়গা ব্যতীত। তোমাদের যে কেউ তার সাক্ষাত লাভ করবে, সে যেন তাকে দিয়ে তার অপরাধ ক্ষমার জন্য দু'আ করায়।"

মুসলিমের অপর বর্ণনায় উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "পরবর্তীদের (তাবিঈ) মধ্যে উয়াইস নামে একজন উত্তম লোক হবে। তার মা জীবিত আছে। তার দেহে কুষ্ঠের দাগ থাকবে। তোমরা যেন তার কাছে গিয়ে নিজেদের অপরাধ ক্ষমার জন্য তাকে দিয়ে দু'আ করাও।"

٣٧٣- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ اسْتَأْذَنْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الْعُمْرَةِ فَاَذِنَ لِيْ وَقَالَ لاَ تَنْسَانَا يَا أُخَيَّ مِنْ دُعَائِكَ فَقَالَ كَلِمَةً مَّا يَسُرُّنِيْ اَنَّ لِيْ بِهَا الدُّنْيَا- وَفِيْ رِوَايَةٍ قَالَ اَشْرِكْنَا يَا اُخَيَّ فِيْ دُعَائِكَ- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৭৩। উমার ইবনুল খাত্তাব (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে উমরা করার অনুমতি চাইলাম। তিনি আমাকে অনুমতি দিলেন এবং বললেন ঃ হে ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকে ভুলে যেও না। (উমার বলেন), তিনি এমন একটি কথা বললেন, যার পরিবর্তে সমস্ত দুনিয়াটা আমার হয়ে গেলেও আমি খুশি হতাম না। অপর বর্ণনায় আছে, তিনি বলেন ঃ হে ছোট ভাই! তোমার দু'আর মধ্যে আমাদেরকেও শরীক করবে।

এটা সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তিরমিযী বলেছেন, এটা হাসান ও সহীহ হাদীস।

٣٧٤- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَزُوْرُ قُبَاءَ رَاكِبًا وَمَاشِيًا فَيُصَلِّيْ فِيْهِ رَكْعَتَيْنِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيْ رِوَايَةٍ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَاْتِيْ مَسْجِدَ قُبَاءَ كُلَّ سَبْتٍ رَاكِبًا وَمَاشِيًا وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَفْعَلُهُ.

৩৭৪। ইবনে উমার (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে অথবা পদব্রজে কুবা পল্লীতে যেতেন এবং সেখানকার মসজিদে দুই রাক'আত নামায পড়তেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। অপর বর্ণনায় আছে ঃ প্রতি শনিবার নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জন্তুযানে অথবা পদব্রজে কুবা মসজিদে আসতেন। ইবনে উমার (রা)-ও তাই করতেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৬

আল্লাহ্র উদ্দেশে ভালোবাসার ফযীলাত এবং তার জন্য প্রেরণাদান। কেউ কাউকে ভালোবাসলে তাকে তা অবহিত করা এবং অবহিত করার পন্থা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ وَالَّذِيْنَ مَعَهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ اِلٰى اٰخِرِ السُّوْرَةِ .

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"মুহাম্মাদ আল্লাহ্র রাসূল। তার সহচরগণ কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর; (কিন্তু) নিজেদের মধ্যে পরস্পরের প্রতি রহমদিল। তুমি তাদের দেখতে পাবে আল্লাহ্র অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনায় রুকূ ও সিজদাবনত অবস্থায়। সিজদার কারণে এসব বন্দেগীর চিহ্ন তাদের মুখমণ্ডলে পরিস্ফুট থাকবে। তাদের গুণাবলীর কথা তাওরাতে ও ইনজীলে বিদ্যমান। তাদের দৃষ্টান্ত ঃ একটি চারাগাছ, প্রথমে সে তার অংকুর বের করলো, অতঃপর তাকে শক্তিশালী করলো, অতঃপর হৃষ্টপুষ্ট হলো, অতঃপর নিজের কাণ্ডের উপর দাঁড়িয়ে গেলো। যেন তাদের (এই উন্নতির) দ্বারা কাফিরদের (হিংসার আগুনে) পুড়িয়ে দেয়। যারা ঈমান এনেছে ও নেক কাজ করেছে আল্লাহ তাদের ক্ষমা ও মহা প্রতিদানের ওয়াদা করেছেন।" (সূরা আল-ফাতহ ঃ ২৯)

وَقَالَ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ تَبَوَّءُوا الدَّارَ وَالْاِيْمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّوْنَ مَنْ هَاجَرَ اِلَيْهِمْ.

"আর যারা দারুল ইসলামে (মদীনায়) ও ঈমানের মধ্যে তাদের (মুহাজিরদের আসার) পূর্ব থেকেই অটল রয়েছে, যারা তাদের কাছে হিজরাত করে আসা লোকদেরকে ভালোবাসে।" (সূরা আল-হাশর ঃ ৯)

٣٧٥- عَنْ اَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ ثَلاَثٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ وَجَدَ بِهِنَّ حَلاَوَةَ الْاِيْمَانِ اَنْ يَكُوْنَ اللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ اَحَبَّ اِلَيْهِ مِمَّا سِوَاهُمَا وَاَنْ يُحِبَّ الْمَرْءَ لاَ يُحِبُّهُ اِلاَّ لِلّٰهِ وَاَنْ يَكْرَهَ اَنْ يَعُوْدَ فِى الْكُفْرِ بَعْدَ اَنْ اَنْقَذَهُ اللّٰهُ مِنْهُ كَمَا يَكْرَهُ اَنْ يُقْذَفَ فِى النَّارِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৭৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যার মধ্যে তিনটি গুণ বিদ্যমান সে ঈমানের স্বাদ পেয়েছে। যে ব্যক্তি আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলকে সবচাইতে বেশি ভালোবাসে, যে কোন ব্যক্তিকে একমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ভালোবাসে এবং আল্লাহ তাকে কুফরের যে অন্ধকার থেকে বের করেছেন, সেই কুফরের দিকে ফিরে যাওয়াকে এরূপ অপছন্দ করে, যেরূপ অপছন্দ করে আগুনের মধ্যে নিক্ষিপ্ত হতে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٧٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ سَبْعَةٌ يُظِلُّهُمُ اللّٰهُ فِىْ ظِلِّهِ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلُّهُ اِمَامٌ عَادِلٌ وَشَابٌّ نَشَاَ فِىْ عِبَادَةِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ وَرَجُلاَنِ تَحَابَّا فِى اللّٰهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ وَرَجُلٌ دَعَتْهُ امْرَاَةٌ ذَاتُ حُسْنٍ وَّجَمَالٍ فَقَالَ اِنِّىْ اَخَافُ اللّٰهَ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَاَخْفَاهَا حَتّٰى لاَ تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِيْنُهُ وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللّٰهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৭৬। আবু হুরাইরা রাদিআল্লাহু আনহু থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সাত শ্রেণীর লোককে সেদিন আল্লাহ তাঁর আরশের ছায়াতলে স্থান দেবেন, যেদিন তাঁর আরশের ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়াই থাকবে না ঃ (১) ন্যায়পরায়ণ ইমাম বা শাসক; (২) মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহ্র ইবাদাতে মশগুল যুবক; (৩) মসজিদের সাথে সম্পৃক্ত হৃদয়ের অধিকারী ব্যক্তি; (৪) এমন দু'জন লোক যারা একমাত্র আল্লাহ্র জন্য পরস্পরকে ভালোবাসে। আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে তারা বন্ধুত্বে আবদ্ধ হয় আবার আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই বিচ্ছিন্ন হয়; (৫) এরূপ লোক, যাকে কোন রূপসী-সুন্দরী নারী ব্যভিচারের প্রতি আহ্বান করে, কিন্তু সে বলে আমি আল্লাহ্কে ভয় করি; (৬) যে ব্যক্তি অত্যন্ত গোপনভাবে দান করে, এমনকি তার ডান হাত যা কিছু দান করে, তার বাম হাতও তা জানতে পারে না; (৭) যে ব্যক্তি নির্জনে আল্লাহ্কে স্মরণ করে এবং তার দু'চোখ থেকে অশ্রু ঝরতে থাকে।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি উদ্ধৃত করেছেন।

٣٧٧- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يَقُوْلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَيْنَ الْمُتَحَابُّوْنَ بِجَلاَلِىْ؟ اَلْيَوْمَ اُظِلُّهُمْ فِىْ ظِلِّىْ يَوْمَ لاَ ظِلَّ اِلاَّ ظِلِّىْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

৩৭৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ কিয়ামাতের দিন বলবেন ঃ কোথায় তারা যারা আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন করেছিল, আজ আমি তাদেরকে আমার সুশীতল ছায়াতলে স্থান দেব, আজ আমার ছায়া ছাড়া আর কোন ছায়া নেই।

ইমাম মুসলিম এ হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

٢٧٨- وَعَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِىْ نَفْسِىْ بِيَدِهٖ لاَ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ حَتّٰى تُؤْمِنُوْا وَلاَ تُؤْمِنُوْا حَتّٰى تَحَابُّوْا اَوَلاَ اَدُلُّكُمْ عَلٰى شَىْءٍ اِذَا فَعَلْتُمُوْهُ تَحَابَبْتُمْ؟ اَفْشُوا السَّلاَمَ بَيْنَكُمْ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ .

৩৭৮। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যাঁর হাতে আমার প্রাণ তাঁর শপথ! তোমরা ঈমানদার না হওয়া পর্যন্ত জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না, আর তোমরা পরস্পর ভালোবাসা স্থাপন না করা পর্যন্ত ঈমানদার হতে পারবে না। আমি কি তোমাদের এমন একটি কাজের কথা বলে দেব না যা করলে তোমরা পরস্পরকে ভালোবাসতে পারবে? তোমরা তোমাদের মধ্যে সালামের প্রসার ঘটাও।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٧٩- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّ رَجُلاً زَارَ اَخًا لَهُ فِىْ قَرْيَةٍ اُخْرٰى فَاَرْصَدَ اللّٰهُ عَلٰى مَدْرَجَتِهٖ مَلَكًا وَذَكَرَ الْحَدِيْثَ اِلٰى قَوْلِهٖ اِنَّ اللّٰهَ قَدْ اَحَبَّكَ كَمَا اَحْبَبْتَهُ فِيْهِ- رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَقَدْ سَبَقَ بِالْبَابِ قَبْلَهُ .

৩৭৯। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ জনৈক ব্যক্তি তার এক (মুসলিম) ভাইয়ের সাথে সাক্ষাতের জন্য অন্য গ্রামে রওয়ানা হয়। পথে আল্লাহ তার জন্য অপেক্ষা করার উদ্দেশে একজন ফেরেশতা বসিয়ে দেন। অতঃপর তিনি এই কথা পর্যন্ত হাদীস বর্ণনা করেন ঃ (ফেরেশতা তাকে বলেন) "নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাকে এরূপ ভালোবাসেন, যেরূপ তুমি আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাস।"

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٠- عَنِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَنَّهُ قَالَ فِى الْاَنْصَارِ لاَ يُحِبُّهُمْ اِلاَّ مُؤْمِنٌ وَلاَ يُبْغِضُهُمْ اِلاَّ مُنَافِقٌ مَنْ اَحَبَّهُمْ اَحَبَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ اَبْغَضَهُمْ اَبْغَضَهُ اللّٰهُ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

৩৮০। বারাআ ইবনে আযিব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আনসারদের সম্পর্কে বলেন ঃ ঈমানদাররাই তাদেরকে (আনসারদেরকে) ভালোবাসে; আর মুনাফিকরাই তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে। যে ব্যক্তি তাদেরকে ভালোবাসে আল্লাহ্ও তাকে ভালোবাসেন এবং যে ব্যক্তি তাদের প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করে আল্লাহ্ও তার প্রতি বিদ্বেষ পোষণ করেন (অর্থাৎ এর শাস্তি দেন)।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨١- عَنْ مُعَاذٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّوْنَ فِيْ جَلاَلِيْ لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُوْرٍ يَغْبِطُهُمُ النَّبِيُّوْنَ وَالشُّهَدَاءُ- رَوَاهُ التِّرمِذِيُّ وَقَالَ حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ .

৩৮১। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ মহা সম্মানিত পরাক্রমশালী আল্লাহ বলেন ঃ আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে যারা পরস্পরকে ভালোবাসে, তাদের জন্য (আখিরাতে) থাকবে নূরের মিম্বার (মঞ্চ) এবং নবীগণ ও শহীদগণ তাদের প্রতি ঈর্ষা করবেন।[৫২]

ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেন এবং বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٢- عَنْ اَبِيْ اِدْرِيْسَ الْخَوْلاَنِيِّ رَحِمَهُ اللّٰهُ قَالَ دَخَلْتُ مَسْجِدَ دِمَشْقَ فَاذَا فَتًى بَرَّاقُ الثَّنَايَا وَاِذَا النَّاسُ مَعَهُ فَاذَا اخْتَلَفُوْا فِيْ شَيْءٍ اَسْنَدُوْهُ اِلَيْهِ وَصَدَرُوْا عَنْ رَايِهِ فَسَأَلْتُ عَنْهُ فَقِيْلَ هٰذَا مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَلَمَّا كَانَ مِنَ الْغَدِ هَجَّرْتُ فَوَجَدْتُّهُ قَدْ سَبَقَنِيْ بِالتَّهْجِيْرِ وَوَجَدْتُّهُ يُصَلِّيْ فَانْتَظَرْتُهُ حَتّٰى قَضٰى صَلاَتَهُ ثُمَّ جِئْتُهُ مِنْ قِبَلِ وَجْهِهِ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ ثُمَّ قُلْتُ وَاللّٰهِ اِنِّيْ لَاُحِبُّكَ لِلّٰهِ فَقَالَ آللّٰهِ؟ فَقُلْتُ اَللّٰهِ فَقَالَ آللّٰهِ؟ فَقُلْتُ اَللّٰهِ فَاَخَذَنِيْ بِحَبْوَةِ رِدَائِي فَجَبَذَنِيْ اِلَيْهِ فَقَالَ اَبْشِرْ فَاِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُوْلُ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى وَجَبَتْ مَحَبَّتِي لِلْمُتَحَابِّيْنَ فِيَّ وَالْمُتَجَالِسِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَزَاوِرِيْنَ فِيَّ وَالْمُتَبَاذِلِيْنَ فِيَّ حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ بِاِسْنَادِهِ الصَّحِيْحِ .قَوْلُهُ هَجَّرْتُ اَيْ

৫২. গিবতা অর্থ ঈর্ষা অর্থাৎ অপরের ভালো বা সদগুণ দেখে নিজের মধ্যে তা সৃষ্টি হওয়ার কামনা করা। এ ধরনের গিবতা বৈধ।

بَكَّرْتُ وَهُوَ بِتَشْدِيْدِ الْجِيْمِ قَوْلُهُ اللهِ فَقُلْتُ اللهِ الْأَوَّلُ بِهَمْزَةٍ مَمْدُوْدَةٍ لِلْاِسْتِفْهَامِ وَالثَّانِيْ بِلاَ مَدٍّ.

৩৮২। আবু ইদরীস আল-খাওলানী (র) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, আমি দামিশকের মসজিদে প্রবেশ করে দেখি চকচকে দাঁতের অধিকারী (হাসি মুখ) জনৈক যুবক এবং তাঁর পাশে বহু লোকের সমাবেশ। যখনি তারা কোন ব্যাপারে মতভেদ করছে, তা তাঁর দিকে (সমাধানের জন্য) রুজু করছে এবং তাঁর রায় অনুযায়ী কাজ করছে। আমি তাঁর পরিচয় জানতে চাইলে উত্তরে বলা হলো, তিনি মু'আয ইবনে জাবাল রাদিয়াল্লাহু আনহু। পরদিন খুব সকালে আমি (মসজিদে) উপস্থিত হলাম, দেখলাম তিনি আমার পূর্বেই উপস্থিত হয়েছেন। আমি তাঁকে নামাযরত অবস্থায় পেলাম। আমি তাঁর অপেক্ষা করতে লাগলাম। তাঁর নামায শেষ হলে আমি তাঁর সামনে হাযির হয়ে সালাম করে বললাম, আল্লাহ্‌র শপথ! নিশ্চয়ই আমি আপনাকে ভালোবাসি। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তা কি আল্লাহ্‌র জন্য? আমি বললাম, হাঁ আল্লাহ্‌র জন্য। তিনি পুনরায় বলেন, আল্লাহ্‌র জন্য? আমি বললাম, আল্লাহ্‌র জন্য। অতঃপর তিনি আমার চাদরের একপাশ ধরে তাঁর কাছে টেনে নিয়ে বলেন, সুসংবাদ গ্রহণ করুন। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, মহান আল্লাহ বলেছেন ঃ যারা আমার সন্তুষ্টির আশায় পরস্পরকে ভালোবাসে, আমার সন্তুষ্টির উদ্দেশে পরস্পর বৈঠকে মিলিত হয়, আমার সন্তুষ্টি কামনায় পরস্পর দেখা-সাক্ষাত করে এবং আমার জন্যই নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদেরকে ভালোবাসা আমার উপর ওয়াজিব হয়ে যায়।

এ হাদীসটি সহীহ। ইমাম মালিক (র) সহীহ সনদ সহকারে এটি তার মুওয়াত্তায় উল্লেখ করেছেন। শব্দার্থ ঃ হাজ্জারতু অর্থাৎ 'বাক্কারতু' অর্থ ঃ সকাল-সকাল, তাড়াতাড়ি আসা।

٣٨٣- عَنْ اَبِىْ كَرِيْمَةَ الْمِقْدَادِ بْنِ مَعْدِيْكَرِبَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اِذَا اَحَبَّ الرَّجُلُ اَخَاهُ فَلْيُخْبِرْهُ اَنَّهُ يُحِبُّهُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِىُّ وَقَالَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ صَحِيْحٌ .

৩৮৩। আবু কারীমা মিকদাদ ইবনে মাদীকারাব (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ যখন কোন ব্যক্তি তার এক মুসলিম ভাইকে ভালোবাসে, তখন তাকে অবহিত করা উচিত যে, সে তাকে ভালোবাসে।

এ হাদীসটি আবু দাউদ ও তিরমিযী বর্ণনা করেন। তিরমিযী বলেন, হাদীসটি হাসান ও সহীহ।

٣٨٤- عَنْ مُعَاذٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ يَا مُعَاذُ وَاللّٰهِ اِنِّىْ لَاُحِبُّكَ ثُمَّ اُوْصِيْكَ يَا مُعَاذُ لاَ تَدَعَنَّ فِىْ دُبُرِ كُلِّ صَلاَةٍ

تَقُوْلُ اَللّٰهُمَّ اَعِنِّيْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ- حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৩৮৪। মু'আয (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার হাত ধরে বলেন ঃ হে মু'আয! আল্লাহ্র শপথ, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে ভালোবাসি। অতঃপর তোমাকে উপদেশ দিচ্ছি, হে মু'আয! তুমি প্রত্যেক নামাযের পর অবশ্যি এ দো'আ পড়বে ঃ "আল্লাহুম্মা আইন্নী আলা যিকরিকা ওয়া শুক্রিকা ওয়া হুস্নি ইবাদাতিকা" (হে আল্লাহ! তোমার স্মরণে, কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপনে ও উত্তমরূপে তোমার ইবাদাত করণে আমাকে সাহায্য কর)।"

এটি সহীহ হাদীস, আবু দাউদ ও নাসাঈ সহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।

٣٨٥- عَنْ اَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ اَنَّ رَجُلاً كَانَ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَمَرَّ رَجُلٌ فَقَالَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ اِنِّيْ لَأُحِبُّ هٰذَا فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَاَعْلَمْتَهُ؟ قَالَ لاَ قَالَ اَعْلِمْهُ فَلَحِقَهُ فَقَالَ اِنِّيْ اُحِبُّكَ فِى اللّٰهِ فَقَالَ اَحَبَّكَ الَّذِيْ اَحْبَبْتَنِيْ لَهُ- رَوَاهُ اَبُوْ دَاوُدَ بِاِسْنَادٍ صَحِيْحٍ .

৩৮৫। আনাস (রা) থেকে বর্ণিত। জনৈক ব্যক্তি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পাশে উপস্থিত ছিল। এমন সময় আর এক ব্যক্তি তাঁকে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি লোকটাকে ভালোবাসি। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি তাকে তা অবহিত করেছ? সে বলল, না। তিনি বলেন ঃ তাকে অবহিত কর। সুতরাং সে তার সাথে সাক্ষাত করে বলল, নিশ্চয়ই আমি তোমাকে আল্লাহ্র সন্তুষ্টির আশায় ভালোবাসি। সে বলল, তিনি (আল্লাহ) তোমাকে ভালোবাসুন, যাঁর জন্য তুমি আমাকে ভালোবাসো।

সহীহ সনদসহ এ হাদীসটি আবু দাউদ বর্ণনা করেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৭

বান্দাকে আল্লাহ তা'আলার ভালোবাসার আলামত এবং সেই আলামত সৃষ্টি করার জন্য উৎসাহ দান ও তা অর্জনের চেষ্টা করা।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ .

মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ

"তুমি বলে দাও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালোবাসবেন এবং তোমাদের গুনাহ্গুলো মাফ করবেন। আল্লাহ্ মহাক্ষমাশীল ও করুণাময়।" (সূরা আলে ইমরান ঃ ৩১)

وَقَالَ تَعَالٰى : يٰاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مَنْ يَّرْتَدَّ مِنْكُمْ عَنْ دِيْنِهٖ فَسَوْفَ يَاْتِى اللّٰهُ بِقَوْمٍ يُّحِبُّهُمْ وَيُحِبُّوْنَهٗ اَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ اَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِيْنَ يُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ وَلَا يَخَافُوْنَ لَوْمَةَ لَائِمٍ ذٰلِكَ فَضْلُ اللّٰهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيْمٌ .

"হে ঈমানদারগণ! তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নিজের দীন ত্যাগ করে, (তার জেনে রাখা উচিত) অতি সত্বর আল্লাহ্ এমন এক কাওম সৃষ্টি করবেন, যাদেরকে তিনি ভালোবাসবেন এবং তারাও তাঁকে ভালোবাসবে, তারা ঈমানদারদের প্রতি অত্যন্ত সদয় এবং কাফিরদের প্রতি অত্যন্ত কঠোর হবে। তারা আল্লাহ্র পথে জিহাদ করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দার পরোয়া করবে না। এটা আল্লাহ্র অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তা দান করেন। আল্লাহ প্রাচুর্যময় ও মহাজ্ঞানী।" (সূরা আল মা-ইদা ঃ ৫৪)

٣٨٦- عَنْ اَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى قَالَ مَنْ عَادٰى لِىْ وَلِيًّا فَقَدْ اٰذَنْتُهٗ بِالْحَرْبِ وَمَا تَقَرَّبَ اِلَىَّ عَبْدِىْ بِشَىْءٍ اَحَبَّ اِلَىَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ وَمَا يَزَالُ عَبْدِىْ يَتَقَرَّبُ اِلَىَّ بِالنَّوَافِلِ حَتّٰى اُحِبَّهُ فَاِذَا اَحبَبْتُهُ كُنْتُ سَمْعَهُ الَّذِى يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِى يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِى يَبْطِشُ بِهَا وَرِجْلَهُ الَّتِىْ يَمْشِىْ بِهَا وَاِنْ سَاَلَنِىْ اَعْطَيْتُهُ وَلَئِنِ اسْتَعَاذَنِىْ لَاُعِيْذَنَّهُ- رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ . مَعْنٰى اٰذَنْتُهُ اَعْلَمْتُهُ بِاَنِّىْ مُحَارِبٌ لَهُ وَقَوْلُهُ اِسْتَعَاذَنِىْ رُوِىَ بِالْبَاءِ وَرُوِىَ بِالنُّوْنِ.

৩৮৬। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই মহান আল্লাহ্ বলেন ঃ যে ব্যক্তি আমার বন্ধুর সাথে দুশমনি রাখে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি। আমি আমার বান্দার উপর যা ফরয করেছি, এর চাইতে বেশি প্রিয় কোন কিছু নিয়ে সে আমার নিকটবর্তী হয় না। আমার বান্দা সব

সময় নফলের মাধ্যমে আমার নিকটবর্তী হতে থাকে, অবশেষে আমি তাকে ভালোবেসে ফেলি। আমি যখন তাকে ভালোবাসি, তখন সে যে কানে শ্রবণ করে আমিই তার সেই কান হয়ে যাই, সে যে চোখে দেখে, আমিই তার সেই চোখ হয়ে যাই, সে যে হাতে ধরে আমিই তার সেই হাত হয়ে যাই এবং সে যে পায়ে হাঁটে আমিই তার সেই পা হয়ে যাই। সে যখন আমার কাছে কিছু চায়, তাকে আমি তা দান করি এবং সে যদি আমার কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে, আমি তাকে আশ্রয় দান করি।

ইমাম বুখারী এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। اذنته অর্থ ঃ اعلمته আমি তাকে জানিয়ে দিই বা ঘোষণা করি যে, আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। استعاذنى অর্থ ঃ সে আমার কাছে আশ্রয় চায়।

٣٨٧- وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اذَا اَحَبَّ اللّٰهُ تَعَالٰى الْعَبْدَ نَادٰى جِبْرِيْلَ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ فَيُنَادِيْ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ- مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اِنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى اذَا اَحَبَّ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَقَالَ اِنِّىْ اُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحْبِبْهُ فَيُحِبُّهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِى السَّمَاءِ فَيَقُوْلُ اِنَّ اللّٰهَ يُحِبُّ فُلاَنًا فَاَحِبُّوْهُ فَيُحِبُّهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ يُوْضَعُ لَهُ الْقَبُوْلُ فِى الْاَرْضِ وَاِذَا اَبْغَضَ عَبْدًا دَعَا جِبْرِيْلَ فَيَقُوْلُ اِنِّىْ اُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضْهُ فَيُبْغِضُهُ جِبْرِيْلُ ثُمَّ يُنَادِيْ فِيْ اَهْلِ السَّمَاءِ اِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ فُلاَنًا فَاَبْغِضُوْهُ فَيُبْغِضُهُ اَهْلُ السَّمَاءِ ثُمَّ تُوْضَعُ لَهُ الْبَغْضَاءُ فِى الْاَرْضِ .

৩৮৭। আবু হুরাইরা (রা) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীল (আ)-কে ডেকে বলেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ অমুক বান্দাকে ভালোবাসেন, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিবরীল (আ) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর সে পৃথিবীতে জনপ্রিয় হয়ে যায়।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম এ হাদীস বর্ণনা করেছেন। মুসলিমের আর একটি বর্ণনায়

আছে ঃ রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যখন কোন বান্দাকে ভালোবাসেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন ঃ আমি অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসি, সুতরাং তুমিও তাকে ভালোবাস। অতঃপর জিবরীল (আ) তাকে ভালোবাসেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করেন যে, আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ভালোবাসেন, সুতরাং তোমরাও তাকে ভালোবাস। অতঃপর পৃথিবীতে সে জনপ্রিয় হয়ে যায়। আর যখন তিনি (আল্লাহ) কোন বান্দাকে ঘৃণা করেন, তখন জিবরীলকে ডেকে বলেন, আমি অমুককে ঘৃণা করি, সুতরাং তুমিও তাকে ঘৃণা কর। অতঃপর জিবরীল তাকে ঘৃণা করেন এবং আসমানবাসীদের মাঝে ঘোষণা করে বলেন ঃ আল্লাহ অমুক ব্যক্তিকে ঘৃণা করেন, কাজেই তোমরাও তাকে ঘৃণা কর, অতঃপর আসমানবাসীরা তাকে ঘৃণা করতে থাকে এবং পৃথিবীতেও তাকে ঘৃণিত লাঞ্ছিত বানিয়ে দেয়া হয়।

٣٨٨- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا اَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَعَثَ رَجُلاً عَلٰى سَرِيَّةٍ فَكَانَ يَقْرَأُ لِاَصْحَابِهٖ فِىْ صَلَاتِهِمْ فَيَخْتِمُ (قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ) فَلَمَّا رَجَعُوْا ذَكَرُوْا ذٰلِكَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ سَلُوْهُ لِاَىِّ شَىْءٍ يَصْنَعُ ذٰلِكَ؟ فَسَأَلُوْهُ فَقَالَ لِاَنَّهَا صِفَةُ الرَّحْمٰنِ فَاَنَا اُحِبُّ اَنْ اَقْرَاَ بِهَا فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اَخْبِرُوْهُ اَنَّ اللّٰهَ تَعَالٰى يُحِبُّهُ-متفق عليه .

৩৮৮। আয়িশা (রা) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জনৈক ব্যক্তিকে একটি ক্ষুদ্র সেনাবাহিনীর অধিনায়ক বানিয়ে পাঠান। সে তার সাথীদের নামাযে কিরাআত পড়ত এবং প্রতিটি কিরাআতে কুল হুয়াল্লাহু আহাদ (সূরা আল ইখলাস) পড়ে শেষ করত। অতঃপর তারা ফিরে এসে রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে এ ব্যাপারটা জানাল। তিনি বলেন ঃ তোমরা তাকে জিজ্ঞেস কর, কেন সে এরূপ করত? তারা তাকে জিজ্ঞেস করল। সে বলল, এ সূরাতে আল্লাহ্‌র গুণগান ও মহিমা বর্ণনা করা হয়েছে। তাই আমি তা পড়তে ভালোবাসি। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ তাকে জানিয়ে দাও, নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ও তাকে ভালোবাসেন।

ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

অনুচ্ছেদ ঃ ৪৮

সৎ লোক, দুর্বল ও মিসকীনদের কষ্ট দেয়ার বিরুদ্ধে সতর্কীকরণ।

قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى : وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّاِثْمًا مُّبِيْنًا.

মহান আল্লাহ বলেন ঃ

"যারা ঈমানদার নর-নারীদের কষ্ট দেয় এমন কোন অপরাধের জন্য যা তারা করেনি, তারা মিথ্যা অপবাদ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।" (সূরা আল-আহযাব ঃ ৫৮)

وَقَالَ تَعَالٰى : فَاَمَّا الْيَتِيْمَ فَلاَ تَقْهَرْ وَاَمَّا السَّائِلَ فَلاَ تَنْهَرْ .

"কাজেই আপনি ইয়াতীমের প্রতি কঠোর হবেন না এবং ভিক্ষুককে ভর্ৎসনা করবেন না।" (সূরা আদ্‌দুহা ঃ ৯, ১০)

এ পর্যায়ে বহু সংখ্যক হাদীস বর্ণিত হয়েছে। তন্মধ্যে রয়েছে পূর্ব অনুচ্ছেদে আবু হুরাইরা (রা) বর্ণিত হাদীস। তাতে বলা হয়েছে ঃ "যে আমার বন্ধুর সাথে দুশমনি করে আমি তার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করি।" এ পর্যায়ে সা'দ ইবনে আবী ওয়াক্কাস (রা) বর্ণিত হাদীস "মুলাতাফাতিল ইয়াতীম" অনুচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ "হে আবু বাক্‌র! তুমি যদি তাদের (ইয়াতীমদের) অসন্তুষ্ট কর, তাহলে তুমি তোমার রবকে অসন্তুষ্ট করলে"।

٣٨٩- عَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَنْ صَلَّى صَلاَةَ الصُّبْحِ فَهُوَ فِىْ ذِمَّةِ اللّٰهِ فَلاَ يَطْلُبَنَّكُمُ اللّٰهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ فَاِنَّهُ مَنْ يَّطْلُبْهُ مِنْ ذِمَّتِهِ بِشَىْءٍ يُدْرِكْهُ ثُمَّ يَكُبُّهُ عَلٰى وَجْهِهِ فِىْ نَارِ جَهَنَّمَ- رواه مسلم .

৩৮৯। জুনদুব ইবনে আবদুল্লাহ (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ফজরের নামায পড়ল, সে আল্লাহ্‌র দায়িত্বে এসে গেল। অতঃপর আল্লাহ যেন তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে তোমাদের কোন কিছু (অসদ্ব্যবহারের) দাবি না করেন। কেননা তিনি যখন কাউকে তাঁর দায়িত্বের ব্যাপারে জিজ্ঞাসাবাদ করবেন এবং তাকে যদি এর বিপরীত পান, তাহলে তাকে উপুড় করে জাহান্নামের আগুনে নিক্ষেপ করবেন।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি রিওয়ায়াত করেছেন।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত